য়ুরোপের শিল্প-কথা

স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৪

যে গোপন সৃষ্টিপ্রয়াসী পথ-পত্তন কার্য চলিতেছিল তাহার ধ্রুব পরিচয় তত্ত্ববিভূতি এবং রামদেবের ন্যায় জগজ্জীবনের কাব্যেও রহিয়াছে। তৎসৃষ্ট নামক্রিয়াপদনিবহ—তাড়িবে, তেজিল, ভর্চ্চিবে, বিভাইব ইত্যাদি।

কবির শাব্দিক প্রতিভা-প্রতীত বহু আঞ্চলিক শব্দের অবাধ প্রয়োগ প্রসঙ্গে ইহা লক্ষণীয় যে তাঁহার রচনায় সংস্কৃত রীতি ও বাংলার জনপ্রিয় রীতির মুক্তপক্ষ সঞ্চরণ সমভাবে চলিয়াছে। বরঞ্চ এই রীতির প্রতি কবির অতি প্রীতিপক্ষপাতের ফলে ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমার্জনা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে সাংস্কৃতিক পরিমার্জনা-পরিধৃত রীতিতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের যে যুগলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে ঘোষাল কবির রীতিতে ইহার অনুসৃতি-বৈপরীত্য আকর্ষণীয়। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে পরিশীলিত সংস্কৃতরীতি তাঁহার আদর্শ ছিল না। পরন্তু তত্ত্ববিভূতির কাব্যের লোকায়ত রীতি এবং মৈমনসিংহগীতিকায় রূপধৃত জনপ্রিয় রীতিই তাঁহার অধিক প্রীতিলব্ধ বলিয়া মনে হয়। বাংলা কাব্যসৃষ্টির ধারাপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে বাঙ্গালী মানসের দ্বৈত রীতি কাব্যপ্রকাশে অভিব্যক্ত এবং বাঙ্গালী ভাষার আটপৌরে এবং পোশাকী রূপ ব্যক্তিগত রসমননের ফলে কাব্যে কমবেশী স্থান লাভ করিয়াছে। লোকায়ত রীতির বাস্তবতার ফলে বাঙ্গালী কবিমন সক্রোধ তিরস্কারে 'শালা' সম্বোধন করিয়াছে আবার সংস্কৃতরীতির সম্মোহনে পরিহাস-বিজল্পিত রস-সম্ভাষণে তাহাকে 'সহধর্মিণীর সহোদর' বলিয়া নন্দিত হইয়াছে। এই লোকায়ত ভাবই পরবর্তী কালে মহাকবি ভারতচন্দ্রে পোশাকী রূপকল্পের মধ্যে আপাত আত্মগোপন করিয়াছে। বাংলা সাহিত ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের আগমনের শতাধিক বৎসর কিংবা তাহারও পূর্ব হইতে লোকায়ত রূপ-কল্পের মধ্যে গ্রাম্যতাগন্ধী যে কাব্যসঞ্চরণ চলিতেছিল. উহার ভিত্তিভূত হইয়াই রায়গুণাকরের অভিনব ও বলিষ্ঠ সংস্কৃতরীতি ছন্দসৌকুমার্যে ও লোকায়ত মানষের রসনিঃস্যন্দিতায় বঙ্গজনের আনন্দানুকূল হইয়াছে। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে তত্ত্ববিভূতির অনুসরণে ভাষার মণ্ডনশিল্প-বিরহিত ও লোকায়ত রীতিঋদ্ধ বাঙ্গালী কবিমানসের মুক্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার-বিপুলতা তত্ত্ববিভূতির কাব্যের ন্যায় জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন, সড়া, উহা-চুঁহা, পায়া, থুল, অকুমারী (তুঃ আঞ্চলিক বেঅন্যায়), থুকুরা আমান, কিরা, করত্তি, পোর পালান, উকটিয়া, তাত (তাহাতে অর্থে), ভাত্তি কয়ালি, কাচাল, জিরায়, চচা, সাপুড়া, চেবা, চুমাইতে, পো, ছো, ফোঁতফোঁত, রাইয়গণ, কাকোই, কাবই, খুরির, ঝোপা, ভাবর সামাইল, থাকার, কুঁয়ারা, মুঞি, বাউড়ি বহিনি,

 দ্বিতীয় খণ্ড

গুড়ি, মুটকি, বাটুনের বাড়ি; পাকায়া, পুত, রয়া, খুয়ায়া, বেট, লাড়ুয়া, ছাপান, খেড়ের কুড়িয়া, জটনা, গোজাল, নাএগ, হাটিয়া, খাদ, চৌরাটে, খাএগ, পছিয়ার ঝালা, তারাজু, সড়ি, কাক (কাহারও অর্থে), বাহুটি, বেজুর, খুবড়, মুরুদারি, ধকুড়ায়, ধাকুড়াএগ, সিজাহু, গাবর (ভৃত্য অর্থে), পাতল (ভীরু অর্থে), কোছা, জাবড় ঘুহুড়া, খটা (কলঙ্ক অর্থে); আঞ্চলিক উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ওকার বর্জিত, কালুয়া (কৃষ্ণবর্ণ অর্থে), চিতর, পুড়া, পাঙ, গুতাঙ, খাঙ, আচুড়িএগ, ঝিউ (কন্যা অর্থে), পিইলে, খিচিল, চিয়াএ, ধোকড়ি, গহমা, তেমুঁহা, লোধালোধা, লেঙ্গ, লড়িঝড়ি, জিউ, আজারিয়া, খুয়াস্থ, চৌরস, ভুরা, চাপনেরে, টেরগু, ছেয়টা, (ছোট অর্থে), মাঝিয়াত, জাতিবে, কতি, বাহুড় বাহুড়, ধাউরাত, আল্যা, ছেল্যাকে, লএগ আসিছি, ভাস্ত (চেহারা অর্থে), ঝিনারে টেটনি, বেঙথকি, বুকুনি (ঝুলি অর্থে), অন্নগুটি, মচড়ায়, নালে (ছিদ্র অর্থে), বেসারি, লোন ইত্যাদি।

কবি-পরিচয়

কবির আত্মপরিচয়মূলক বিভিন্ন পুষ্পিকাংশে কবির পিতা, মাতা, পিতামহ, নিজ সহোদর, পত্নীপরিচয়ে আত্ম অভিধা, শ্রেণী ও বংশ সমাখ্য পরিচয় রহিয়াছে। কবির পিতামহ—জয়ানন্দ, পিতা—রূপরায় চৌধুরী, মাতা—রেবতী, সহোদর—ঘনশ্যাম, পত্নী—পদ্মমুখী। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী শ্রেণী, পদবী—ঘোষাল, নিবাস—কুচিয়ামেড়। এই গ্রাম মহারাজ প্রাণনাথের রাজভুক্ত ছিল। দুর্গাচন্দ্র-পতির আদেশে তিনি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি সবিস্তার উল্লেখ গ্রন্থে রহিয়াছে। কিন্তু ভণিতায় লিপিকরপ্রমাদের পরিচয় সুপ্রকট। চন্দ্রপতির পূর্বে কবি শব্দের ব্যবহার ছন্দঃপ্রয়োজনানুকূল না হইয়া বাহুল্যদুষ্ট হইয়াছে। দুর্গাচন্দ্র-পতি কবি-সংজ্ঞক কোন ব্যক্তির নাম আমাদের হস্তগত হয় নাই। পতি-উপাধিক কবিচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র সাদৃশ্যে দুর্গাচন্দ্র নাম অবিশ্বাস করিবার মত উপাদান আমাদের লভ্য হয় নাই। সমাজপতি উপাধির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। কিংবা বাহুল্যবহ কবি শব্দটি বিদগ্ধসংজ্ঞক জগজ্জীবনের কবি-পরিচয় খ্যাপন করিতে পারে কিনা, দুর্গাচন্দ্রপতি শিবদুর্গার পরিচয়-প্রবহ কিনা তাহাও আমাদের একটি প্রশ্নাত্মক মনন। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক আচার্য সুকুমার সেনের অভিমতের আলোকে বিস্তৃত অনুসন্ধান সূত্রে পরবর্তী সংস্করণে অসংশয়িত তথ্য-

পরিবেষণ-প্রয়াস লইব। কবির আত্মপরিচয়সূচক কতিপয় ভণিতা-পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

চৌধুরী রূপরায় সর্ব্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন ॥

ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি
প্রাণ মহামহীপতির দেশে।
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশে ॥

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচিয়ামোড়তে বাড়ী
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ।
জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগ্ধ
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশ ॥

ঘোষাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরীর পুত।
জগতজীবন নাম নানা গুণে অনুপাম
রচিল পাচালি অদ্ভুত ॥

ব্রাহ্মণীর মহিমায় গীত পাইল স্বপনে।
পদ্মমুখী-প্রাণনাথ জগতজীবনে ॥

গ্রন্থরচনার কাল আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা লক্ষণীয় যে মৎ-আবিষ্কৃত অভয়ামঙ্গলে যেমন স্পষ্টভাবে কাব্যরচনার সন উল্লেখ আছে আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন পুথিতে কোথাও রচনাকালজ্ঞাপক কোন পুষ্পিকা পংক্তি নাই। দিনাজপুরের মহারাজ প্রাণনাথের একাধিকবার উল্লেখ রহিয়াছে। মহারাজ প্রাণনাথের সময় লইয়া মতানৈক্য আছে। রাজোপাখ্যানে (নরখণ্ড ১২ অধ্যায়) দিনাজপুরের মহারাজার উল্লেখ আছে। এই সূত্রধরিয়া অগ্রসর হইলে জগজ্জীবনের কাব্যরচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পর পড়িবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ১৩১৪ সালের

রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ প্রসঙ্গে পুথিপরিচয়ে জগজ্জীবনের পুথিটির লিপিকাল ১১০২ বঙ্গাব্দ (১৬৯৫ খ্রীঃ) উল্লেখ আছে। ঐ পুথিতে কালিদাস নামক এক মনসামঙ্গলের কবির চারটি ভণিতা থাকায় অপরের ভণিতামুক্ত জগজ্জীবনের মূল পুথিটির লিপিকাল নিশ্চয়ই আরো পূর্ববর্তী মনে হয়। কালিদাসের মনসামঙ্গলের পুথিতে তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল (সমাপ্তি) "অঙ্ক মৃগাঙ্ক রস মৃগাঙ্ক" অথবা "গ্রহ বিধু ঋতু শশী" ভণিতাসূত্রে ১৬১৯ শকাব্দ (১৬৯৭ খ্রীঃ)। প্রাণনাথ ১৬০৯ শকাব্দে (১৬৮৭ খ্রীঃ) রাজা হইয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে জগজ্জীবনের কাব্যরচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের শেষাংশ (১৬৮৭—১৬৯৫) প্রতিপন্ন হয়। ঘোষাল কবির পূর্বসূরী কবি তন্ত্রবিভূতি-বিরচিত মনসাপুরাণকে জগজ্জীবন বহুলাংশে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং তৎকাব্য আত্মানুসৃত পন্থার ভিন্নতর পুনরাবৃত্তিতে তাঁহারই পরসাধক কবি জীবন মৈত্রের কাব্যকুক্ষিগত হইয়া সম্মানিত হইয়াছে—আচার্য সুকুমার সেনের এবম্বিধ বলিষ্ঠ মত ও সিদ্ধান্ত মান্য করিবার মত একাধিক পুথিপ্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। কবি জীবন মৈত্রের গ্রন্থ রচনার কাল—

> নীরনিধি সুতপৃষ্ঠে রিপু আরোপিয়া।
> বিরোচন সুতের সুত তাহাতে স্থাপিয়া॥
> তার পৃষ্ঠে কোকনদ বন্ধু অধিষ্ঠান।
> এহি শকে শ্রীমৈত্র জীবন রচে গান॥

—ধরিয়া আলোচনা করিলেও শেষোক্ত সিদ্ধান্তই জগজ্জীবনের কাব্যরচনার রচনাকাল মনে হয়। বলা বাহুল্য উপরি-উক্ত তিনজন কবিই উত্তরবঙ্গের মনসা-মঙ্গল কাব্যকার।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষতঃ পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের পল্লীঅঞ্চলে ঘুরিয়া নানাসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানিয়াছি যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই এতদঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। কেবলমাত্র মালদহ সদর মহকুমার কালিয়াচক থানা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অঞ্চল বিশেষে তন্ত্রবিভূতির পুথি এখনও প্রচলিত। তন্ত্রবিভূতি লোপ পাইতে চলিয়াছে। জগজ্জীবনেরও প্রায় সেই দশা। এমন সময় এই সুবিরল গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য আমার ডাক পড়িয়াছে—আমার বড়ই সৌভাগ্য। আমি গ্রন্থে

আমার পরিচালনাধীনে শ্রীমান্ সত্যকুমার গিরি কর্তৃক রচিত (অপ্রকাশিত) পি-এইচ. ডি. থিসিস্।

বর্ণিত কবির বসতগ্রাম কুচিয়ামোড়ার খোঁজ করিয়া কবির বংশলতিকা সংগ্রহ করার সোৎসুক প্রয়াস লইয়া দেড় বৎসর পূর্বে কুচিয়ামোড় যাই। স্থানটি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত বারসুই থানার অধীন। পূর্বে ইহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বতন্ত্র বিহার প্রদেশ গঠনকালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে ইহা নাকি দিনাজপুরের অঙ্কচ্যুত হইয়াছে। পূর্বে ইহা এবং সন্নিকটবর্তী অঞ্চল মহারাজা গরবনৌরীর (ইনি দিনাজপুরের মহারাজার হেড-পেয়াদা ছিলেন এবং পরে প্রবঞ্চনার প্রশ্রয়ে নিজে রাজ্যাংশ লাভ করিয়াছিলেন এই মর্মে চিত্তাকর্ষক জনশ্রুতি ও অলিখিত ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনার অবকাশ এখানে নাই) জমিদারীভুক্ত ছিল এইরূপ লোকশ্রুতিনির্ভর প্রমাণসাপেক্ষ তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চূড়ামণ হইতে মাঠে মাঠে আল পথ ধরিয়া ছয় সাত মাইল পথ অতিক্রমণের পর নদিসিক গ্রামে পৌছি। সেখানে এক নাপিতের নিকট প্রাপ্ত কুচিয়ামেড় গ্রামের পথনির্দেশানুযায়ী পাঁচ মাইল পথ হাঁটিবার পর মল্লিকপাড়ায় উপস্থিত হই। সেখানে এক গোয়ালার সঙ্গে দেখা হয়। তাহার সপ্রীত আনুকূল্যে সগোপনন্দন কুচিয়ামেড় গ্রামে উপনীত হই। ঈপ্সিত স্থানে বর্তমানে কেবল একটি বড় দীঘি আছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকজন তাহাতে মাছ ধরে। আমাদের উদ্দিষ্ট গোয়ালাও তাহাদের একজন। দীঘির চতুষ্পার্শ্বে আছে কেবল কৃষিক্ষেত্র। লোকবসতির কোন নিদর্শন নাই। কুচিয়ামেড় অভিযান দুঃখকরভাবে ব্যর্থ হইল। সেদিনই মনের দুঃখে চূড়ামণ ফিরিয়া একান্ত আকস্মিকভাবে কবির বংশধরদের সন্ধান পাইলাম। গুলন্দর গ্রামের (পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত) ঠাকুরদের (রায় উপাধিক) আত্মীয়েরা নাকি কুচিয়ামেড়ে ছিলেন। কবির অধস্তন বংশধররা বর্তমানে কয়েক পুরুষ ধরিয়া উদয় পাঁচগাঁ গ্রামে বাস করিতেছেন। উদয় পাঁচগাঁ পৌছিবার সোজা রাস্তা দিনাজপুর সহর (পাকিস্তান) হইতে দক্ষিণে চারি ক্রোশ রামসাগর, তারপর তিন চারি ক্রোশ পর প্রাণসাগর, তারপর চারি ক্রোশ পথ উত্তরণের পর উদয় পাঁচগাঁ পৌছা যাইবে—এই পথনির্দেশ পাইয়াছি। ভিন্ন পথে কুশমণ্ডী, বংশীহারি থানা হইয়া গঙ্গারামপুর থানার প্রত্যন্তভাগে ভারতে অবস্থিত উদয় পাঁচগাঁয়ের দীর্ঘ অথচ নিরাপদ পথের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। প্রত্যন্তভাগে পাক-পুলিসবাহিনীর সামরিক শাসনব্যবস্থানুযায়ী কর্মতৎপরতার কথা স্মরণ করিয়া দুঃসাহসসঙ্কুল দুস্তর জলধিতরঙ্গলগ্ন অভিযান হইতে সুবুদ্ধিবশে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। ঘোষাল কবির বংশধর শ্রীপটল রায় (ডাকনাম) মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহার বংশলতিকা পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গুলন্দরস্থ জ্ঞাতিরা পটলবাবুর প্রকৃত নাম বলিতে না পারার জন্য

লিপিযোগে কোন তথ্য সংগ্রহ করাও সম্ভব হইল না। ভবিষ্যতে উদয় পাঁচগাঁ গিয়া উহা সংগ্রহ করার ইচ্ছা আছে। অনুরূপ অনুসন্ধান-কাতরতাবশে বাহিন থানার (জেলা পশ্চিম দিনাজপুর) কাশিয়ামোড়া আমাদের উদ্দিষ্ট কুচিয়ামোড়া হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া আমার জল্পনা-বিস্তর গতাগতির অন্ত ছিল না। লোকের কৌতুকোদ্রিক্ত সুবচন—'ক্ষ্যাপা খোঁজে পরশ পাথর' কবির বসতিসন্ধানে ইতিপূর্বে আমার লভ্য হইয়াছে।

গ্রন্থে একমাত্র তন্ত্রবিভূতি ছাড়া অন্য কোন মনসামঙ্গলের কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের কবির প্রভাব-প্রবহতার পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমরা জগজ্জীবনের কাব্যে পাই না। অবশ্য কবি মানকর ও দুর্গাবরের যে প্রভাব তাঁহার কাব্যে লক্ষ্য করা যায় তাহাও কবি তন্ত্রবিভূতির প্রতিভার প্রচ্ছায়েলব্ধ। মুকুন্দরাম কিংবা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্যানুরূপ আত্মবিবরণ তাঁহার গ্রন্থে নাই। কবির বংশ-পরিচয়, পিতামহ, পিতামাতা, ভ্রাতা ও পত্নীর নাম উল্লেখ তাঁহার ব্যক্তিপরিচয়েরই আনুষঙ্গিক। কবি স্বনামে খ্যাত। তাঁহার কবিত্ব সম্পর্কে কোন ভবিষ্যৎ সমালোচকের মন্তব্যের অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই। তিনি নিজের 'কবিত্ব বিচক্ষণ', 'গীত মনোহর' ইত্যাদি আত্মপ্রশস্তি কাব্যোপলব্ধির শক্তিসৌকর্যে করিয়া গিয়াছেন—ইহা ভাবিলে তাঁহার প্রতি সবিস্ময় শ্রদ্ধা জাগে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত কবি। ভণিতায় একাধিক বার 'রচিলেন বিদগদ' উল্লেখে তিনি তাঁহার কবিকৌলীন্য প্রাসঙ্গিক বোধসূত্র জোগাইয়াছেন। কাব্যরচনায় তাঁহার রসসিদ্ধি সম্পর্কেও স্বোপলব্ধ বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি সমকালীন যুগে অচিন্তিতপূর্ব, দুঃসাহসিক তথা অভিনব। বাংলার লোকায়ত রীতির সমর্থ কাব্যকার জগজ্জীবন ঘোষালের এ আত্ম-প্রশস্তি-ব্যক্ত পরিচয় যে বৃথা দম্ভ নয় তাহা গ্রন্থের ভাব ও রূপকল্প-সম্পর্কিত কাব্যজিজ্ঞাসার আলোকে জ্যোতির্দীপ্ত হইবে। তিনি ছিলেন ভক্ত, ভাবুক ও জীবনরসিক কবি। তিনি শিবভক্ত ছিলেন। কতিপয় ধুয়া পদে কবির শিবভক্তি ও শাক্তপ্রবণতা সম-উচ্ছ্রিত। কয়েকটি ধুয়াপদে তাঁহার বৈষ্ণবপ্রাণতা অপেক্ষাও বৈষ্ণবকাব্য-রসিকতার পরিচয় সুব্যক্তিত।

স্বপ্ন-প্রত্যাদেশ বাংলা মঙ্গলকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক আঙ্গিক। একমাত্র দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল ছাড়া সকল মঙ্গলকাব্যেই ইহার অব্যাহত অবস্থান রহিয়াছে। জগজ্জীবন ঘোষাল মনসা দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভণিতায় তাহা তিনি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন—

জগতজীবন ভণে সরস্বতীর অধিষ্ঠানে
মনসা দেবীর পাঞা বর ॥

মনসার পায়া বর গীত অতি মনোহর
বিরচিল জগতজীবন ॥

কবি-পরিচয় প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এই গ্রন্থে ভণিতায় অন্য কোন কবির উল্লেখ নাই। জগজ্জীবনের কাব্যের যেরূপ বহু-প্রচলন* তাহাতে অন্য কোন কবির নাম ভণিতায় স্থান পাইলেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তবে আমার মনে হয় এই পুথিটি দিনাজপুর জেলা হইতে সংগৃহীত বলিয়াই তাহাতে গায়ন কিংবা অন্য কবি কর্তৃক ভণিতা-সমাশ্রয়ে জবরদখলের পরিচয় নাই। কবি নিজে গায়ক ছিলেন, কাব্যমধ্যে এই স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে বিপ্রদাস, তন্ত্রবিভূতি এবং দ্বিজ রামদেবের কাব্যানুরূপ রাগের উল্লেখ সঙ্গীতসিদ্ধ কবি জগজ্জীবনের কাব্যে নাই। কবির বিচক্ষণ কবিত্বের জন্যই প্রক্ষিপ্ততা প্রমুক্ত কাব্যসৌষ্ঠব গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। কবি-পরিচয় প্রসঙ্গে ইহা স্মরণযোগ্য।

খ—মনসামঙ্গলের কাহিনী

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল দেবখণ্ড ও বানিয়াখণ্ড সংজ্ঞক পুথিলেখ কাহিনীর সাযুজ্য রূপ। প্রথমটি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণানুযায়ী সৃষ্টিপত্তন বর্ণনাসমাদৃত ধর্ম ও মনসার জন্ম-প্রসঙ্গ এবং মনসা-হরগৌরী উপাখ্যান দ্বিতীয়টি বহুপ্রচলিত ও পরম্পরাগত চাঁদসদাগরের কাহিনীর মৌলিকতা-মঞ্জুল কাব্যরূপ মাত্র। দেবখণ্ডের কাহিনী বিপ্রদাসের মনসাবিজয় ও তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে তথ্যগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্যবহ এবং কবির স্বকীয়তাসূচক।

১। ধর্ম-মনসা-হরগৌরী উপাখ্যান

প্রলয়ান্তিক অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী জলে জলময়। বটপত্রের উপর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অনাদিদেব ঈশ্বর প্রলয়ের জলে ভাসিতে লাগিলেন। সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। অনাদি দেব (দেব নিরঞ্জন) তাঁহার চারি ভ্রাতাকে প্রলয় ঘুচাইয়া সৃষ্টি-কার্যে মন দিতে আদেশ দিলেন। অনাদিদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী চারি ভ্রাতা সৃষ্টি-প্রসঙ্গে তৎপর হইলেন কিন্তু সৃষ্টিকর্ম সম্ভাবনাকুল কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। চারি ভ্রাতা একত্রে যুক্তি করিয়া প্রলয়ের জলের মধ্যে ধর্ম নামে এক দেবতার

*কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল-পুথিসমূহ পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও পুর্ণিয়া জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সৃষ্টি করিলেন। প্রলয়জলাসীন ধর্ম চতুর্দিকে চাহিয়া কোনও মহীতল দেখিতে না পাইয়া সংসার জলস্থল সৃষ্টি করিবার উপায় ভাবিলেন। অনিলের ইচ্ছানুযায়ী চারি ভ্রাতা ধর্মের জন্ম-প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিতে তাহার নিকট গেলে অনিল ধর্মকে তাহার জন্মবৃত্তান্ত, স্বরূপ-পরিচয় এবং জলাধিষ্ঠানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম নিজেকে অনাদি ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভূ বলিয়া পরিচয় দিলেন। অনিল ভ্রাতাদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া গুরুনিন্দাপরাধে ধর্মকে সে গলিততনু হইয়া জলে ভাসিবে এবং তাহার দেহে পাণ্ডুর পোকা আশ্রয় করিবে এই অভিশাপ দিলেন। অভিশাপোক্তির পর তিনি ধর্মকে সৃষ্টিপত্তন-প্রসঙ্গে উপদেশ দিলেন। সেই মর্মে ধর্ম প্রথমে চরাচর, স্বর্গ, মর্ত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিবে, তাহার পর দেব, নর সৃষ্টি অন্তে মনসাকে সৃষ্টি করিবে, পরে মনসার রূপে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবে, অবিধিমত বিবাহের লজ্জায় ধর্ম দেহত্যাগ করিবে, এবং মনসা সতী আখ্যা লাভ করিবে। মৃত ধর্ম মহেশের দেহাশ্রয় করিয়া অর্ধেক ধর্ম ও অর্ধেক মহেশ—এই রূপ প্রাপ্ত হইবে। এই উক্তির পর ব্রহ্মা কর্তৃক সৃজন, বিষ্ণু কর্তৃক পালন, শিবের 'বাক্য-অধিকার' ও মনসার শিবের গৃহিণী-রূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি অভিব্যক্তি অন্তে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরান্তিক কলিযুগে লোকধর্মের ব্যভিচার-কল্লোলিত স্বরূপ প্রকাশ—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ শেষ।
মহাপাপী অধর্ম দুর্জ্জন দেশ ॥
পুত্র না করিবে পিতামাতার পালন।
শিষ্যে না মানিবেক গুরু গর্ব্বিতেক জন ॥
রাজা হইয়া প্রজাকে তাড়িবে নানা ছলে।
পর ধর দুর্জ্জন কাড়িয়া নেবে বলে ॥
স্ত্রীলোক ছাড়িবে তবে আপনার পতি।
পরের পুরুষ লইয়া ভুঞ্জিবে সুরতি ॥

— বর্ণনা করিয়া চারি দেব (ভ্রাতা) অন্তর্ধান করিলেন।

যথাদিষ্ট সৃষ্টিপত্তনকর্মপর্যায়ে ধর্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিল। তাহারা পিতাকে ছাড়িয়া তপস্যার্থ সমুদ্রকূলে চলিয়া গেল। পুত্রবিরহিত ধর্মের মনঃকষ্ট-জনিত ত্যক্ত নিঃশ্বাস হইতে মনসার জন্ম হইল (নপুংসক হৈঞা হৈল জন্ম')। মনসাকে ধর্ম নখরেখায় নারীরূপ দিল এবং পরে রূপমুগ্ধ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনেচ্ছায় আকুল হইল। মনসা নরকভীতি ও সৃষ্টিনাশভয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইবার মিনতি বিহ্বল আবেদন জানাইল। ধর্ম তাহার তিন পুত্রকে ডাকিয়া আন ৭

পর্যন্ত মনসাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুত্রদের উদ্দেশ্যে গমন করিল। তিন ভ্রাতা যথাপ্রণামান্তে পিতার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে ধর্ম কন্যা মনসার প্রতি রূপাসক্তিচঞ্চল মনের দুর্জয় অভিলাষ জানাইয়া মনসার সঙ্গে বিবাহ-সংঘটন যাজ্ঞা করিল। পুত্রদের অনুমোদনে ও তৎপর ব্যবস্থায় বেদমন্ত্র উচ্চারণে ধর্ম-মনসার বিবাহকার্য যথারীতি সম্পন্ন হইল। মনসার সুরতিশ্রমনিদ্রা তাহার সলজ্জ মর্মবেদনার কারণ হওয়ায় ধর্ম মনসাকে ত্যাগ ও নিজের মরণোপায় চিন্তা করিল। সুরতিভঙ্গ অভিমানে ধর্ম মনসাকে ঘরে রাখিয়া পলাইয়া গেল। গুরু-নিন্দাপরাধে অনিলের শাপ তাহার উপর ফলিল। ধর্ম গলিতশবরূপে জলে ভাসিতে লাগিল। তাহার সর্বশরীর কীটবেষ্টিত। 'মকর বোচা সুসু ঘড়িয়াল' প্রভৃতি ধর্মের 'সড়া পচা তনু' কামড়াইয়া খাইতে লাগিল। গলিততনু ধর্ম ভাসিতে ভাসিতে তাহার তপস্যারত পুত্রদ্বয় ব্রহ্মাবিষ্ণুদেবের ঘাটলগ্ন হইয়া জলের হিল্লোলে দূরে ভাসিয়া গেল। পরে ধর্মের বিরূপ বিকৃত দেহ ভাসিতে ভাসিতে তপস্যারত পুত্র ব্যোমকেশের ঘাটে পৌঁছিলে শিব ধ্যানে জানিল যে অনিলের অভিশাপের ফলে ধর্ম আপন মরণসৃষ্টি প্রসঙ্গে এইরূপ দেহ-পরিণতি লাভ করিয়াছে। জগৎপতি শঙ্কর তিল কুশ ত্যাগ করিয়া গায়ের গামছার বন্ধনে পিতাকে কোলে করিয়া পাহাড়ের উপর তুলিয়া নিয়া ক্রন্দনবিকল হইল। হরের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ছুটিয়া আসিল। পুত্রদের হাহাকার ক্রন্দনরোলে ধর্ম চেতনা পাইয়া তাহার উপর অনিলের অভিশাপের দরুণ মৃত্যুপথ সৃজন-প্রসঙ্গ উল্লেখ অন্তে শিবের উদরে বাসস্থান যাজ্ঞা করিল। ধর্মের উক্তির সত্য-সম্ভবতায় সংশয়শীল শিবকে সে জানাইল :

"তুমি আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী॥"

মৃত্যু অন্তে চুয়া চন্দন আগর চন্দনকাষ্ঠ সহযোগে ধর্মকে নিরামিষ ঘাটে পোড়াইবার অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া শিব পিতার আদেশে মুখব্যাদান করিলে ধর্ম ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিল। যথাশাস্ত্র পিতার অগ্নি-কার্য সমাধা করিয়া তর্পণান্তিক পিণ্ডদানের পর তিন ভ্রাতা তপস্যা করিতে সাগরে চলিয়া গেল।

এদিকে মনসা প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ধর্মকে দেখিতে না পাইয়া বিনা অপরাধে ছাড়িয়া যাওয়ার অনুযোগসোচ্চার ক্রন্দন জুড়িল। পুত্রদর্শনে গিয়াছে ভাবিয়া পরে জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রহ্মার কাছে মনসা ধর্মের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রহ্মা ধর্মের মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখিয়া অনুজ বিষ্ণুর কাছে যাইতে বলিল। মনসা বিষ্ণুর কাছে

গেলে সে অনুরূপ গোপনতার আশ্রয়ে তাহাকে পশুপতির নিকট পাঠাইল। শিবের কাছে ধর্মের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মনসা সবিলাপ ক্রন্দন আরম্ভ করিল। শিবের প্রবোধবাক্যে মনসা শোক সংবরণ করিল এবং স্বামীর অনুমৃতা হওয়ার অভিলাষ জানাইয়া শিবকে চিতাশয্যা রচনা করিতে বলিল। স্নানান্তে ধর্মের স্তুতি করিয়া মনসা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-রচিত চিতাগ্নিশয্যায় পুড়িয়া মরিল। কিন্তু চিতাগ্নি-মধ্যে এক শিশুকন্যার উদ্ভব হইল। শিশু 'উঁহা চুঁহা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অগ্নিসম্ভবা শিশুকন্যা মৃত ধর্মের অনুমৃতা নবজন্মনা মনসা—এই মর্মে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট পরিচয় দিয়া শিব শিশুর কি ব্যবস্থা করা যায় তাহাদের সঙ্গে যুক্তি করিল। ব্রহ্মার যুক্তি অনুসারে লোহার মঞ্জুষে করিয়া শিশুকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ কন্যা জলে ভাসিতে লাগিল। ভাসিতে ভাসিতে সাগরতীরে তপস্যারত হেমন্তঋষির নিকট পৌঁছিল। ভাসমান মঞ্জুষটি তপস্যার ফলপ্রাপ্তি—দৈবনিধিবহ মনে করিয়া ঋষি উহা ধরিল। পিঞ্জর খুলিয়া অপূর্ব শিশুকন্যা দর্শনে তাহাকে কোলে করিয়া ঋষি আনন্দে গৃহে গেল এবং গৃহে পৌঁছিয়া ঋষিপত্নীকে এক অমূল্য নিধি দেখিয়া যাইতে ডাকিল। ঋষিপত্নী শিশুকন্যা পাইয়া খুবই আনন্দিত হইল। ঋষির অভিপ্রায়মত ঋষিজায়া কপট গর্ভবতীর বেশ ধরিয়া হাটে বেড়াইতে গেল। লোকজনের সঙ্গে আলাপ, নাড়ু ও পোড়ামাটি কিনিয়া ভক্ষণ, এবং আমলকী ক্রয় অন্তে বাড়ী ফিরিল। অতঃপর ঋষিপত্নী প্রসববেদনার ভান করিল। ঋষি ধাত্রী আনিতে ছুটিল। ধাত্রী গৃহে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া সে বিদায় যাজ্ঞা করিল এবং পরিধান-শাড়ী উপহার পাইয়া ফিরিয়া গেল।

হেমন্তঋষির ঘরে শিশুকন্যা বড় হইতে লাগিল। একদিন শিব নারদমুনিকে ডাকিয়া তাহার মানসম্বরণী "পুড়িয়া না গেল পোড়া মনসাকামিনী"র সঙ্গে দেখা হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে মুনি তাহাকে মালঞ্চ নির্মাণ করিতে পরামর্শ দিল এবং মালঞ্চ দর্শনে আসিলে ত্রিনয়নী গৌরীর সঙ্গে দেখা হইবে শুনিয়া শিব বিন্ধ্য-গিরিপ্রদত্ত স্থানে সুন্দর এক পুষ্পমালঞ্চ নির্মাণ করিল। মুকুলিত পুষ্পমালঞ্চে "কামিনী অভাবে কাতরপ্রাণ" শিব নারদমুনির নিকট পার্বতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার উপায় জানিতে চাহিল। নারদ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য শিবকে পরামর্শ দিল। শিবের আমন্ত্রণে দেবগণ মালঞ্চে আসিল। শিব তাহার মালঞ্চে ফুল তুলিবার জন্য মালিনী সংগ্রহের অভিপ্রায়ে দেবতাদের কাহারও কন্যা যাজ্ঞা করিয়া নিরাশ হইল। অবশেষে নারদের পরামর্শে শিব ধর্মখড়ি পাতিল। খড়িতে ঋষি হেমন্তের নাম উঠিল। কন্যা বয়সাল্পতায় মালিনী হওয়ার অযোগ্য—এই যুক্তিতে

হেমন্ত ঋষি শিবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের অভিযোগ ক্ষালন করিল। পার্বতী মালঞ্চ বনে আসিয়া ফুল তুলিয়া দিবে এবং সেই ফুল দিয়া শিব উগ্রকণ্ঠের পূজা করিবে —শিবের এবম্বিধ অভিলাষ জানিয়া দুঃখে ও অভিমানে ঋষি গৃহে ফিরিয়া চলিল।

গৃহপ্রত্যাগত, বিষণ্ণ হেমন্তঋষির ভাবভঙ্গিতে তাহাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া ঋষিজায়া ভয়ে প্রমাদ গণিল ও দূরে সরিয়া গেল। পার্বতী লোকমুখে পিতার ক্রোধের সংবাদ পাইয়া তাহার কাছে আসিল এবং বিষণ্ণতার কারণ অবহিত হইয়া সঙ্কট নিরসনে মালঞ্চবনে যাইবার এবং শিবের পূজানুকূল্যে তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিল। পার্বতীর কথায় ঋষি খুশী হইল। ঋষিজায়া কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যাকে বিবিধ অলঙ্কারে সাজাইল। ঋষি হেমন্ত কালু ডোমের নিকট গিয়া পার্বতীর ঈপ্সিত ফুলের সাজি গড়াইয়া আনিল। ফুলের সাজি হস্তে দেবী সিংহের পিঠে করিয়া শিবের পুষ্পমালঞ্চে গমন করিল। মালঞ্চ প্রবেশকালে দ্বারী পথরোধ করিলে পার্বতী দশভুজা-মূর্তি ধারণ করিল। দ্বারী ভয় পাইয়া শিবকে সংবাদ দিতে ছুটিল। পার্বতী মনের আনন্দে নানা রকম ফুল তুলিল ও পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হইল। হঠাৎ শিবের কথা স্মরণ করিয়া আশঙ্কায় অশোক বাসক পুষ্পপত্রের মধ্যে আত্মগোপন করিল এবং ছায়াসুখে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বারীর মুখে এক মালিনীর উপদ্রবের সংবাদ পাইয়া সভূতপ্রেতবাহিনী শিব বৃষ-পৃষ্ঠে মালঞ্চ অভিমুখে চলিল। নারদমুনি শিবের আগে আগে চলিল। মালঞ্চবনে কোথাও মালিনীকে না দেখিয়া শিব মনে প্রমাদ গণিল। নানা গাছে, ডালে ও পাতায় তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া হেমন্তনন্দিনীকে না পাইয়া শিব নারদের পরামর্শে ঊনপঞ্চাশ পবনকে স্মরণ করিল। বাতাসে ফুলের লতাপাতা উড়াইয়া নিল। শিব অশোকতলে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিতে গেল ও অঙ্গস্পর্শ করিল। শিবের রূপ-দর্শনে চমৎকার মন' দুর্গা শিবকে ছুঁয়িতে বারণ করিল। শিশুকুমারীস্পর্শ কলঙ্কের ও মহাপাপের কারণ হইবে এবং ঋষিপত্নী অভিশাপ দিবে—এই মিনতি সমাকুল আবেদনে পার্বতী শিবের স্পর্শমুক্তি যাজ্ঞা করিল। শিব দুর্গাকে সপ্ত জন্ম তাঁহাদের স্বামী-পত্নী-সম্বন্ধের বৃত্তান্ত শুনাইল। শিবের আহ্বানে জয়াবিজয়া প্রমুখ পঞ্চসখী বিবাহ সজ্জা করিল এবং মালঞ্চমধ্যে হরগৌরীর গান্ধর্ব-বিবাহ ও মিলন হইল। মালঞ্চবনে হরের সঙ্গে গৌরীর সম্মিলন অবস্থান দেবীর বাহন সিংহের মহা-তাপের কারণ হইলে সে ঋষির অভিশাপের ভয়ে তাহাকে সংবাদ দিতে চলিল এবং তাহার নিকট কন্যার দুষ্ট আচরণ জানাইল। শিবের নিকট সপ্রীত বিদায় লইয়া দেবী গৃহে রওনা হইল।

হেমন্তঋষি মালঞ্চপ্রত্যাগতা কন্যাকে কলঙ্কিনী হইবার অভিযোগে ঘরে ঢুকিতে বারণ করিয়া তাহার বেশভূষা ও অষ্ট আভরণ বিপর্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গৌরীও শিবকর্তৃক উপদিষ্ট ছলাকলা বিস্তারে পিতার সংশয়াত্মক প্রশ্নবাণ হইতে আত্মরক্ষা করিল। ঋষি এইসকল বিশ্বাস না করিয়া কন্যাকে কলঙ্কিনী জ্ঞানে অষ্টপরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। গৌরী ইহাতে নিঃসংশয় সম্মতি জানাইল। যথাবিধি পানিডুবি, সর্পঘট, সাবল, ক্ষুর, সিন্দুর, তুলা, অগ্নি (ঋতুগৃহে), ঘৃতকাঞ্চন পরীক্ষা দুর্গা পরপর উত্তীর্ণ হইল। ঋষি সুলজ্জিত হইয়া অষ্টপরীক্ষার সাজ ছুঁড়িয়া ফেলিল। এই কন্যা নিশ্চিত শিবের নিকট হইতে কোন মন্ত্রবল লাভ করিয়াছে, তাই পরীক্ষা দিতে মনে কোন ভয় নাই—এবম্বিধ ক্রোধোক্তির পর রজনী প্রভাতে কয়ালিকে ডাকিয়া কন্যা সমর্পণের মানস-মনে সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা জানাইল।

পরদিন সকালে শিব কয়ালির ছদ্মবেশে নৃত্যগীত করিয়া, শিঙ্গা, ডমরু ও বাঁশী বাজাইয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। লোকের দেওয়া চাউল কড়ি কয়ালি গ্রহণ করিল না। ঋষিপত্নী সোনার থালায় চাউল কড়ি আনিয়া দিল, কিন্তু কয়ালি বিমুখ হইয়া রহিল। গুরুর আদেশে কুমারী ছাড়া অন্যের হাতে দান লওয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া তাহার গৃহস্থিতা কুমারী কন্যার হাতের দান গ্রহণের অভিলাষ জানাইল। মায়ের আদেশে দুর্গা কয়ালিকে ঈপ্সিত দান দিতে গেল। প্রসন্ন শিব কাঁধ হইতে ঝুলি খসাইয়া সামনে ধরিল এবং দুর্গা দুই হাত তুলিয়া দান দেওয়ার সময় শিবের স্বেচ্ছাহস্ত সঞ্চালনে বক্ষ-স্পর্শ ঘটিল। দুর্গার অন্তরের হাসি মুখে প্রকাশ পাইল। ঋষির প্রতিবেশীরা তাহা দেখিতে পাইয়া ঋষি-কন্যা কয়ালি-প্রণয়িনী এইরূপ প্রকাশবহ ইঙ্গিত করিল। ইহা শুনিতে পাইয়া অতিক্রুদ্ধ হেমন্তঋষি কয়ালিকে কাঠের ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়া সরোবরে পূজা করিতে চলিয়া গেল। মধ্যাহ্ন আহারের সময় অভুক্ত বন্দীর কথা মনে হওয়ায় তাহার খোঁজ করিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে সরোবরে শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত পুষ্পসকল কয়ালির পদপ্রান্তে পুঞ্জীকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ঋষি সত্রাস অন্তরাভিব্যক্তিতে কপটকয়ালিরূপী শিবকে তাহার গৃহে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শিব ঋষির কুমারী কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ যাচ্ঞা করিল। হেমন্তঋষি কন্যার সৌভাগ্য উল্লেখে অবশ্য স্বীকৃতি জানাইলে পর শিব কৈলাসে ফিরিল।

শিব গঙ্গার নিকট হেমন্তনন্দিনীকে বিবাহের অভিলাষ জানাইল। স্বামীর সঙ্গে সঅভিমান উক্তিপ্রত্যুক্তির পর গঙ্গা অদৃষ্টমন্যতাপ্রীত সখেদ সম্মতিতে শিবকে

অবিলম্বে বিবাহসজ্জা করিতে বলিল। সর্পালঙ্কৃত ভস্মভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত জটাধারী শিব কণ্ঠে হাড়ের মালা, বাম স্কন্ধে শিঙ্গাডমরু, হাতে রুদ্রাক্ষমালা ও ঝুলি-সাজে সজ্জিত হইয়া দেবাসুরভূতপ্রেত ও বাদ্যভাণ্ড সহযোগে বরযাত্রা করিয়া হেমন্ত-ঋষির গৃহে পৌঁছিল। মেনকা সধবা নারীদিগকে সঙ্গে লইয়া জামাতা বরণ করিতে বাহিরে আসিল। জামাতার মাথায় ধান্যদূর্বা দিবার কালে সর্প ফোঁপাইয়া উঠিলে সকলে ভয়ে পলাইল। জামাতার অদ্ভুত রূপ সন্দর্শনে সধবারা নিজের পরিহাস-প্রভব কৌতুকনন্দিত মনের পরিচয় দিল। এত ব্রতের বিনিময়ে গৌরীর অদৃষ্টে এইরূপ বর জুটিবার জন্য মেনকা আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়া হেমন্তঋষিকে তিরস্কার করিল। নারদ শিবকে কামিনীমোহনরূপ ধরিতে উপদেশ দিলে শিব সুবেশ-সুন্দর হইল। শিবের রূপ দেখিয়া হেমন্ত চিত্ত-চমৎকার হইল। জামাতাকে দেখিয়া যাইবার জন্য হেমন্ত পত্নীকে ডাকিল। শিবের রূপ সন্দর্শন করিয়া ঋষিজায়ার মনে বেশ আনন্দ। যথাবিধি কন্যা দান করিয়া ঋষি দেশব্যবহার অনুযায়ী জামাতাকে উপঢৌকন দিল। ব্রহ্মা বেদমন্ত্রে পড়িলে শিব বেদমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়া যজ্ঞ সমাপন অন্তে পূর্ণাহুতি দিল। মঙ্গল উলুধ্বনিতে অভিষিক্ত হরগৌরী বাসরে প্রবেশ করিল। ঋষিজায়ার রন্ধিত অন্নব্যঞ্জন দুইজনে ভোজন করিয়া সুখে বাসর যাপন করিল। কন্যাবিরহের আসন্ন-তায় ঋষিপত্নী বুকে মুষ্টিকা হানিয়া মনের দুঃখে ক্রন্দনাকুল হইল। শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম অন্তে শিব সপার্বতী বৃষারোহণে কৈলাস পৌঁছিল। পঞ্চ সখীসঙ্গে গঙ্গা হরপার্ব্বতীকে বরণ করিল। পথশ্রমজনিত ক্লান্তিতে নিদ্রাভিভূতা দুর্গাকে ছাড়িয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর সশঙ্ক শিব ধীর পদক্ষেপে মনোরঙ্গে গঙ্গার ঘরে গেল। উভয়ের সুখদুঃখবিস্তর কথাবার্তা ও হাস্যপরিহাসে অনেক রাত্রি হইল। এদিকে হেমন্তদুহিতা দুর্গার নিদ্রাভঙ্গ হইলে শয্যাপাশে শিবকে না দেখিয়া বিস্তর অন্বেষণানন্তর পরিশেষে গঙ্গার ঘরে শিবকে দেখিতে পাইল। দুর্গা বিবাহরাত্রিতে মন্দ কাজ করার জন্য শিবকে তিরস্কার করিল। গঙ্গাগৌরীর কোন্দল আরম্ভ হইল। শিব ইহাতে রাগ করিয়া রাত্রিতেই পুষ্পবনে যাইবার জন্য বৃষ সাজাইতে নন্দীকে আদেশ করিল। পরে দুর্গার বিনতি-বিহ্বল আবেদনে গৃহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত পাশা খেলায় বাসরনিশি যাপন করিল।

রজনীপ্রভাতে দ্বারীর মুখে মালঞ্চবন মুকুলিত এবং অলিগণ মধুপানরত —এই সংবাদ পাইয়া পুষ্পমালঞ্চে যাইবার জন্য উন্মত্ত হইল। শিবের আদেশে নন্দী বৃষ সাজাইল। গঙ্গা-দুর্গা শিবের সঙ্গে যাওয়ার অভিলাষ জানাইল। সস্ত্রীক পুষ্পবনে গমন দেবগণের ভর্ৎসনার কারণ হইবে বলিয়া শিব সত্বর প্রত্যাগমনের প্রতিশ্রুতিতে

তাহাদের নিবৃত্ত করিল। গঙ্গার হাতে দুর্গাকে সমর্পণ করিয়া শিব বৃষ-পৃষ্ঠে মালঞ্চ যাত্রা করিল। মধ্যপথে নানা বৃক্ষ-পরিশোভিত এক দিব্য সরোবর দেখিতে পাইল। উত্তম স্থান জ্ঞানে শিব জলে নামিয়া স্নান করিল। মাতলির রথে স্বর্গাগমনাভিমুখী সুবেশা বিদ্যাধরীদিগকে জল হইতে দেখিতে পাইয়া পার্বতীকে স্মরণ করিয়া মদন-বিকল শিব স্খলিতকাম হইল এবং তাহা পদ্মপত্রে রাখিল। স্নানান্তে ভূতগণকে সঙ্গে করিয়া বৃষারূঢ় শিব মালঞ্চবনে পৌছিল। শতদলোপরিস্থিত বিন্দু মৃণালবিন্দু-পথে নিম্নাভিমুখী হইয়া পাতালে পৌছিয়া অক্ষয় শিববীর্যে বিষহরি জন্মিল। বাসুকি তাহার নাড়ী ছেদ করিল এবং কর্ণবেধ অন্তে জয়বিষহরি নাম রাখিয়া মহাসুখে নিজ ভগ্নীজ্ঞানে তাহাকে লালনপালন করিতে লাগিল।

এক বৎসর কাল অতীত হইবার পরও শিব মালঞ্চবন হইতে ফিরিল না দেখিয়া দুর্গা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশে শিবসন্দর্শনে যাইবার অনুমতি চাহিল। মস্তকে দধির পসরা লইয়া দুর্গা শিবকে ছলিতে চলিল। মালঞ্চোপবিষ্ট শিব গোয়ালিনীকে দেখিয়া ডাকিল এবং তাহার রূপাসক্তিচঞ্চল মনের কামনা জানাইল। গোয়ালিনী ছলনানুকূল ভুজবন্ধনে ধরা দিল। রজনীপ্রভাতে ঈপ্সিত প্রণয়-প্রতীক হরদত্ত কাটারি লইয়া গোয়ালিনী প্রস্থান করিল। দশম মাসে গণপতির জন্ম হইল। পার্বতীর কোলে গজানন বাড়িতে লাগিল।

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, তথাপি শিব মালঞ্চ-বন হইতে ফিরিয়া না আসায় দুর্গা কুচুনীরূপে শিবকে ছলনার ইচ্ছা গঙ্গার নিকট জানাইল। গঙ্গা দুর্গাকে শিবের নিকট যাইবার আদেশ দিয়া এইবার শিবের নিকট হইতে অঙ্গুরীয় প্রণয়-নিশান আনিবার পরামর্শ দিল। কুচুনীর ছদ্মবেশে দুর্গা মালঞ্চবনে উপনীত হইলে রূপ-মোহিত শিব আলিঙ্গন যাজ্ঞা করিল। শিবের মালঞ্চে রাত্রিযাপন করিয়া হর-অর্পিত ঈপ্সিত প্রণয়াঙ্গুরীয় লইয়া দুর্গা গৃহে ফিরিল। দশমাসে শুভ দিনে কার্তিকের জন্ম হইল।

একদিন স্বপ্নদর্শনজনিত প্রণয়কাতরতায় শূলপাণি গৃহাভিমুখী হইল। শিব পথ চলিতে সরোবরতীরে হঠাৎ তাহার চরণে প্রণতা ব্রহ্মাণীকে দেখিয়া রূপচমৎকার মনে তাহার পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পিতার কিরূপ মনোগতি হয় তাহা দেখিবার সকৌতুক মানসে মনসা নীরব রহিল। পদ্মার রূপ দর্শনে মদনপীড়িত শিব তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে অঙ্কলগ্না করিল। বিশেষ সঙ্কটে পড়িয়া বিষহরি কন্যাভিগমনরূপ মন্দকার্য হইতে পিতাকে নিবৃত্ত করিয়া তাহার আত্ম-পরিচয় প্রমাণার্থ কমলপত্রে রক্ষিত শিববীর্যে আত্ম-জন্ম প্রসঙ্গ বর্ণনা করিল। শিব তাহাকে আত্মমূর্তি

ধারণ করিতে বলিলে পদ্মা সর্পাভরণবৈচিত্র্যে সুসজ্জিতা হইয়া পিতৃচরণে প্রণতা হইল। শিব কন্যাকে "জীয় জীয়" বলিয়া আশীর্বাদ করিল এবং পদ্মজন্মনা বলিয়া পদ্মকুমারী নামে তাহার প্রচার থাকিবে এই আশীর্বাণী জানাইল। পদ্মা শিবের সহিত কৈলাসে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গঙ্গাদুর্গা সাপত্ন্য ঈর্ষ্যায় গণ্ডগোল বাধাইবে এই আশঙ্কায় শিব পদ্মাকে যাইতে বারণ করিল। পদ্মা পানের অধিক হাল্কা হইবার শক্তিতে পিতৃ-আজ্ঞায় শিবের ফুলের সাজির মধ্যে আত্মগোপন করিল।

শিবের আগমন-সংবাদ শুনিয়া দুর্গা বাহির হইয়া আসিল। শিব পদপ্রক্ষালন করিয়া গৌরীর দেওয়া বিচিত্র আসনে বসিলে গঙ্গাগৌরী প্রণাম করিল। গৌরীর নন্দন কার্তিক গণেশ আসিয়া চরণ বন্দনা করিলে শিব তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গোয়ালিনীনন্দন গজানন এবং কুচুনীসুত ষড়ানন শিবের যত্রতত্র মন্দ কাজের পরিণাম-স্বরূপ এই মর্মে গঙ্গা তাহাদের পরিচয় দিল। ইতিমধ্যে গৌরী শিবের নিকট লক্ষ প্রণয়োপহার স্বর্ণ কাটারি ও অঙ্গুরীয় লইয়া আসিল। শিব আনন্দের সঙ্গে পুত্রদিগকে কোলে করিল।

নারদের পরামর্শে শিব একদিন দেবতাদের 'দেওয়ান' করিতে গেল। শিবের অনুপস্থিতিতে পার্বতী ঘরে এক গোলযোগ সৃষ্টি করিল। মালঞ্চ হইতে আনীত ফুলের সাজি পত্নীদ্বয়ের কাহারও হাতে না দিয়া শিব তাহা চালের উপর রাখিয়া দেওয়ায় সন্দিগ্ধমনা পার্বতী গঙ্গার নিকট উহাতে কোন সপত্নীর আত্মগোপন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিল। গঙ্গার আদেশে গৌরী ফুলের সাজি পাড়িতে ও বিচারিয়া দেখিতে গেল। গৌরী পুষ্পের ভিতর জয়ব্রহ্মাণীকে দেখিতে পাইল। গঙ্গার প্রশ্রয়ে এবং নিজের অন্তরের ক্রোধাতিশয্যে গৌরী পদ্মার চুলে ধরিয়া তাহাকে চড়চাপড়, লাথি ও প্রহারে জর্জরিত করিল। নির্জিতা পদ্মা শিবদুহিতা বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া পরিত্রাণ যাচ্ঞা করিল। কিন্তু দুর্গা তাহা বিশ্বাস না করিয়া আরও ক্ষিপ্ত হইয়া পদাঘাত করিলে পদ্মার কোমর ভাঙ্গিল, আঙ্গুলের ঘায়ে এক চক্ষু কাণা হইল। পদ্মা ধর্মসাক্ষী করিয়া গৌরীকে দংশন করিল। সর্পস্বরূপা পদ্মাবতীর দংশনে গৌরী ঢলিয়া পড়িল। বিষজর্জর তনু পাথরের মত হইল। গঙ্গা বুকে আঘাত হানিয়া ক্রন্দনাকুল হইল। কার্তিকগণেশ কাঁদিতে লাগিল।

দুর্গার মৃত্যুসংবাদে দেবগণ চিন্তিত হইল। নারদ তাড়াতাড়ি শিবের নিকট গিয়া পার্বতীর মৃত্যুবার্তা জানাইল। শিব সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসিল। পার্বতীর শোকে মুহ্যমান ও আকুল শিব রাজ্যভার ছাড়িয়া দেশান্তরী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিল। দেবগণ বিপদ্ গণিয়া মনসার সাহায্যে পার্বতীকে জীয়াইবার জন্য শিবকে পরামর্শ দিল। শিব স্মরণ করা মাত্র মনসা স্বর্গ হইতে আসিল। দংশনের হেতু প্রাসঙ্গিক শিবের জিজ্ঞাসার উত্তরে মনসা আপন ভগ্নকোমর ও কাণচক্ষু-দুর্দশা জ্ঞাপন করিল। মনসার নিকট শিব দুর্গার জীবনদানে আত্মপ্রাণ রক্ষণ যাজ্ঞা করিল। পিতার আদেশে পদ্মাবতী নানা সোচ্চার মন্ত্রে কালকূট বিষ বিনাশ করিল। দেবী ত্রিনয়নী বাঁচিয়া উঠিল। গঙ্গা, শূলপাণি, মুনিগণ ও অন্যান্য সকলে সানন্দ নৃত্য আরম্ভ করিল। পঞ্চাননের মহারঙ্গ দেখিয়া ক্রোধকম্পিতা পার্বতী মহেশের গলার নরহাড়মালা, সুবর্ণ থালা, শিঙ্গাডমরু, ভাঙ্গের ঝুলি, বাঘছাল ইত্যাদি প্রাঙ্গণে ছুড়িয়া ফেলিয়া অগ্নিসংযোগ করিল। কিন্তু সেইসকল অগ্নিদাহ্য নয় দেখিয়া সাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

পরে গঙ্গার সঙ্গে যুক্তি করিয়া শিব কন্যা লইয়া ঘর করুক—এই ক্রোধাভিব্যক্তিমর্মে গঙ্গাদেবী সহ বিদেশ যাত্রা করিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল সম্মুখে দুস্তর পারাবার। দুর্গা হাঁটিয়া সিন্ধু পার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গঙ্গা তাহার অনুগমন করিল। সেই সাগরের মধ্যস্থলে ব্রহ্মা তপস্যামগ্ন ছিল। দুর্গার মোহিনীরূপ দেখিয়া মদনসায়কবিদ্ধ ব্রহ্মা স্খলিতকাম হইল। ভাসমান শুক্রেশ সন্দর্শনে ঋতুমতী ত্রিনয়নী দেহলক্ষণে নিজে অন্তঃসত্ত্বা অনুভব করিল এবং শঙ্কিতমনে নিজের গর্ভলক্ষণ প্রকাশ করিল। গঙ্গার পরামর্শে পার্বতী বালুচরে গর্ভপাত করিল। বালির উপরে তাহা দূর্বাঘাসে পরিণত হইল।

গঙ্গা ও দুর্গার গৃহত্যাগে শিব সঙ্কটে পড়িয়া পদ্মাবতীকে গভীর বনে রাখিয়া আসিল। ব্রহ্মাণী এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীরূপে আশ্রয় লইল। গঙ্গা দুর্গা দুইজনে সাগরের পারে বাস করিতেছিল। গঙ্গা ও দুর্গাকে বুঝাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিতে শিবের আদেশমর্মে নারদমুনি অনুচর বাসুয়াকে সঙ্গে লইয়া চলিল। পথে মলত্যাগান্তে শৌচকর্মের জন্য জল না পাইয়া নারদমুনি মহাসঙ্কটে পড়িল। বাসুয়ার পরামর্শানুযায়ী সাগরের তীরে গিয়া দেখিল সাগর ক্ষীরপরিপূর্ণ। সিন্ধুতে জল নাই দেখিয়া নারদ হুঙ্কার ছাড়িল। দেবরাজ ইন্দ্র জল জোগাইলে মুনি শৌচকর্ম সারিল। দুগ্ধের সাগর দেখিয়া চমকিত মুনিবর শিবের নিকট ফিরিয়া গেল এবং উপহাস-উপম অদ্ভুত দৃশ্যের কথা জানাইল। নারদের কথা শিবের বিশ্বাস হইল না। শিব স্নান-ছলে সত্বর সমুদ্রতীরে পৌঁছিল এবং সপ্ত সমুদ্র ক্ষীরে ভর্তি দেখিয়া ধ্যানযোগে জানিল যে কপিলানন্দন মনোহর অতি তৃষ্ণায় সাগরের জল শুষিলে তাহার মা পরে তাহা বাঁটের ক্ষীরে ভরাইয়া দিয়াছে। মহাপর্বতবাসিনী কপিলা নামে এক ধেনু

ইন্দ্রাদি সুরগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া দ্বীপে দ্বীপে তৃণঘাস আহার করিয়া বেড়াইত। একদিন মধ্যপথে বালুচরে শুষ্ক দূর্বাঘাস খাইয়া কপিলা গর্ভবতী হইল। দশ মাস দশ দিন অন্তে এক ধেনুবৎস ভূমিষ্ঠ হইল। দেবগণ ধেনু-শিশুর নাম রাখিল মনোহর। একদিন মনোহরকে দেবতাদের কাছে রাখিয়া কপিলা মহাবনে চরিতে গেল। দেবগণ মনোহরকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। বনে এক ব্যাঘ্রের সঙ্গে কপিলার দেখা হয়। ব্যাঘ্র তাহাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা জানাইল। কপিলা তাহার বৎসকে ক্ষীর পান করাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ম সাক্ষী করিয়া ত্রিসত্যবদ্ধ হইল। সপ্ত দিনের উপবাসী ব্যাঘ্র তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া এক বাঁটের দুধ তাহার জন্য আনিতে বলিল। এদিকে মহাক্ষুধার্ত মনোহর লোহার শিকল ছিঁড়িয়া সাগরের তীরে আসিয়া অতি-তৃষ্ণায় সমস্ত জল শোষণ করিল। ফিরিবার পথে মায়ের দেখা পাইয়া সাগরের জল শুষিয়া খাইবার কথা জানাইল। কপিলা মনোহরের এই কুনামকর কর্মে অপ্রসন্ন হইল এবং এক বাঁট দেবতাদের জন্য, এক বাঁট ব্যাঘ্রের জন্য রাখিয়া দিয়া এক বাঁটের দুধ মনোহরকে পান করিতে দিল। বাকী বাঁটের দুগ্ধে শোষিত সাগর ভর্তি করিয়া দিল।

অতঃপর মহাদেব দেবগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিল। কৃষ্ণের নামে মন্থনে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ইন্দ্রের নামে মন্থনে নর্তকী ও অপ্সরাগণ, দেবতাদের নামে মন্থনে চন্দ্র ও অমৃত সমুদ্র হইতে উঠিল। পরে মহেশের নামে মন্থন করিলে বিষ উঠিল। সংসার বিষে পরিব্যাপ্ত হইল। দেবতাদিগকে ভীত ও বিকল দেখিয়া শিব গণ্ডূষে সমস্ত বিষ শোষণ করিল! কালকূট বিষ জীর্ণ করিবার অক্ষমতায় শিব ঢলিয়া পড়িলে দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিল। নারদ গিয়া গঙ্গা ও দুর্গাকে সংবাদ দিল। তাহারা উৎকণ্ঠিত মনে শিবের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। শিবের অবস্থা দেখিয়া পার্বতী প্রমাদ গণিল এবং শিবের পায়ে পড়িয়া সকরুণ বিলাপধ্বনিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দুর্গার ক্রন্দনে দেবতা, পশুপক্ষী, তরুলতা, সাগর সকলে ক্রন্দনাকুল হইল। নারদ কালকূট বিষ ক্ষয়-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বিষ্ণুকে পরামর্শ দিল। এদিকে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পদ্মা কুমঙ্গল ও কুস্বপ্ন দেখিয়া শিবকর্তৃক সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষপান ও সংজ্ঞালোপ-সঙ্কট ধ্যানযোগে জানিল। বিষক্রিয়ায় অচেতন শিবের নিকট গমন করিবার আকুলতায় পদ্মা আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় যাজ্ঞা করিল। শিবের সহিত পদ্মার সম্পর্ক জানিবার সকৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ পদ্মার স্বরূপ পরিচয় পাইয়া ধনজন-আশীর্বাদ মাগিয়া লইল। পদ্মা আকুল হইয়া শিবের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে দেবতারা

শিবকে জীয়াইয়া দিবার জন্য পদ্মার শরণাপন্ন হইল। তন্ত্রমন্ত্রবলে পদ্মা কালকুট বিষ নাশ করিল। শঙ্কর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া চারিপাশে দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ, গঙ্গা-দুর্গা, গন্ধর্ব কিন্নর, ভূতপ্রেত সকলে আনন্দে নাচিতে লাগিল। পদ্মা এই আনন্দ-নৃত্যে অংশগ্রহণ করিল না। শিব পদ্মার মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে পতি-অভাবে ও অনাশ্রয়ে পদ্মার অভিমান জানিতে পারিল।

পদ্মার অভিলষিত ব্যক্তির সঙ্গে শিব তাহাকে বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং বাসুকির প্রস্তাবানুসারে শিব জরৎকারু মুনিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিল। বিবাহ অন্তে শঙ্করতনয়াকে লইয়া মুনি আনন্দে সমুদ্রের কূলে বাস করিতে লাগিল। একদিন পথ চলিতে চলিতে উভয়ে এক সরোবরের তীরে বৃক্ষের নীচে আসিয়া বসিলে মুনি পদ্মার কোলে নিদ্রা গেল। তখন বর্ষাকাল। নদীর জলে সঙ্করমাণ চেঙ, ব্যাঙ মৎস্যাদি লুব্ধতায় পদ্মা স্বামীর মস্তক কোল হইতে সরাইয়া ঐসকল আহার করিতে চলিল। সেই সময় জরৎকারুর ঘুম ভাঙ্গিল। মনসাকে আনন্দিত মনে জলের ধারে চেঙ, ব্যাঙ, সর্প, মৎস্যাদি খাইতে দেখিয়া মুনি বিস্মিত হইল এবং এই নারী কুলকলঙ্কিনী হইবে মনে করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময় পদ্মা জরৎকারুকে ঘুম হইতে জাগাইলে অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের অপরাধে পদ্মাকে বর্জন করিয়া সে চলিয়া গেল।

স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ক্রন্দনাকুল পদ্মা নিঃসঙ্গ আরণ্য জীবন বরণ করিল। পূর্ণ দশ মাসে পদ্মার এক ব্রহ্ম-সুন্দর পুত্র জন্মিল। শিশুর নাম রাখিল আস্তিক। বনবাসে পুত্রের অন্নকষ্টের কথা স্মরণ করিয়া আত্ম-বিস্মৃতা শিবনন্দিনী সপুত্র নরলোকে যাইবার এবং মনুষ্যভুবনে নিজের পূজা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিল। মর্ত্যভূমিতে দেবী পদ্মা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে গোচারণরত রাখাল বালকদের নিকট উপস্থিত হইয়া শিশুর জন্য দুধ যাজ্ঞা করিল। ইহাতে রাখালগণ কর্তৃক তিরস্কৃতা হইলে দেবী রাগে তাহাদের গোধন লুকাইয়া রাখিল। ধেনু হারাইয়া রাখালগণ মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। পদ্মা বৃদ্ধার রূপ ধরিয়া তাহাদের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাখালগণকর্তৃক এক ব্রাহ্মণীকে তিরস্কারের নির্বুদ্ধিতা ও আত্মধিকারমূলক জবাব-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণী শঙ্করদুহিতা—এই পরিচয় জানাইয়া ঐ সকল হারান গোধন ফিরিয়া পাওয়ার জন্য রাখালদিগকে পদ্মার পূজা করিবার নির্দেশ দিল। কপোত বলিদান দিয়া রাখালগণ বনপুষ্পে ঘটরূপা পদ্মার পূজা করিল এবং দ্রুত গোধন ফিরিয়া পাইল। রাখালদের পূজা পাইয়া তুষ্টমনা পদ্মাবতী সরোবরে মৎস্যশিকাররত জালো মালোর নিকট গমন করিল এবং শিশু-

পুত্রের জন্য মৎস্য যাজ্ঞা করিল। মৎস্যশিকারব্যর্থতায় সে আপন অসামর্থ্য প্রকাশ করিলে পদ্মা তাহার নাম করিয়া জাল ফেলিতে বলিল। পদ্মার আদেশানুরূপ জাল ফেলিলে জালিয়ার জালে এক সোনার ঝারি উঠিল। পদ্মার আদেশে জালো মালো সোনার ঘট ঘরে লইয়া গিয়া নানা উপচারে পূজা করিল এবং পদ্মার বরে পুত্র ও ধন লাভ করিল।

২। চাঁদসদাগর-বেহুলা-লখিন্দর উপাখ্যান

গৌড়নগরে বিক্রমকেশরী নামে এক মহারাজ ছিলেন। তাঁহার নগরে সকলে ধনী ও সুখী ছিল। তাঁহার অধীন কোটীশ্বর নামে এক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম কলাবতী। কোটীশ্বর ছিলেন অপুত্রক। একান্ত মনে শিবের আরাধনা করিয়া পুত্রবর লাভ করিলেন, এবং জানিলেন যে পুত্র শিবভক্ত হইবে, শিব ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা করিবে না। যথাকালে রাজার এক পুত্র জন্মিল। শিশুর নাম রাখা হইল চন্দ্রপতি। ছয় মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন এবং পাঁচ বৎসরে কর্ণবেধ হইল। চন্দ্রপতি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে রাজা সনক-সাধুর কন্যা সনকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। ধনপুত্রে চাঁদসদাগর চম্পালিতে বাড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে মহারাজ বিক্রমকেশরী প্রাণত্যাগ করিলেন এবং চাঁদসদাগর যথাশাস্ত্র বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ও দানধ্যান করিল। শিবের কৃপায় চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র জন্মিল। তাঁহার পুত্রেরা রূপে গুণে জগৎশ্রুত। সদাগর পুত্রদের বিবাহ দিল। চম্পলানগরে সাধু সুখে অবস্থান করিতে লাগিল।

একদিন পদ্মাবতী তাহার পূজা প্রচার প্রসঙ্গে শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভক্ত চন্দ্রপতিকে যাজ্ঞা করিল। শিব চাঁদসদাগরের দৃঢ় নিষ্ঠার কথা বলা সত্ত্বেও পদ্মা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সুতরাং শিবের আজ্ঞামত নন্দী চাঁদসদাগরকে ডাকিয়া আনিল। চাঁদকর্তৃক মনসার পূজিত হইবার অভিলাষমর্মে শিব চাঁদকে পদ্মার পূজা করিতে ও পৃথিবীতে তাহার পূজা প্রচার করিতে বলিলেন। ইহাতে চাঁদ বানিয়া 'এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি' মনঃপ্রকাশে শিবভক্তের নিকট পদ্মার ফুলপানি চাওয়ার নির্লজ্জতার জন্য সক্রোধে তিরস্কার করিয়া স্বামীপরিত্যক্তাকে পূজা করিতে অস্বীকার করিল। ইহাতে পদ্মা লজ্জিত হইল এবং মনে ব্যথা রহিল। বানিয়ার অহঙ্কারদীপ্ত দুর্বাক্যের জন্য পদ্মা তাহাকে ধনেপুত্রে বিনাশ করিয়া পূজা লইবে বলিয়া শাসাইল। প্রত্যুত্তরে চাঁদও শূলপাণি সহায় এই প্রতীতিদৃঢ়তায় সংসারে পদ্মাপূজা হইতে না দেওয়ার সপ্রতিজ্ঞ সঙ্কল্প জানাইল। ক্রোধমনা পদ্মা চলিয়া গেল এবং বানিয়া নিজ গৃহে ফিরিল।

পদ্মা নেতার নিকট মনের দুঃখ জানাইয়া তাহার পরামর্শ চাহিল। নেতা বিবাদের পরিবর্তে প্রীতিতে পূজা পাইবার পন্থা নির্দেশ করিল। পদ্মাও পুষ্পরথে চম্পালিনগরে চাঁদবানিয়ার সঙ্গে দেখা করিয়া ঘরে ঘরে বিবাদে অকল্যাণ আশঙ্কায় ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধসূত্রে ও আপোষে তাহার নিকট পুষ্পজল যাচ্ঞা করিল। ক্রোধে চাঁদ হেমতালের প্রহারে তাহাকে অভিনন্দনের অভিলাষ জানাইল। পদ্মাও বানিয়াকে তিরস্কার করিয়া তাহার ছয় পুত্র বিনাশের প্রতিজ্ঞা জানাইল। ক্রোধে কম্পমান চাঁদ হেমতাল লইয়া মনসাকে তাড়া করিল। পদ্মা রথে করিয়া পলাইয়া গেল। বিবাদসাধনপরায়ণা পদ্মাবতী এক সর্প অভিযানে চাঁদবানিয়ার ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটাইল। ইহাতে চাঁদ মনস্তাপে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সনকা শোকাতিশয্যে বুকে আঘাত করিয়া মস্তকে শিলা হানিয়া চেতনা হারাইল। চাঁদের পুত্রবধূরা মৃত স্বামীদের পায়ে পড়িয়া ক্রন্দনাকুল হইল। চাঁদ মৃতদেহগুলি ঘাটে লইয়া গিয়া দাহ করিতে জ্ঞাতিগণকে আদেশ করিল। যথারীতি ছয় চিতা রচিত হইল। চিতাগ্নি জ্বলিল। ছয় বধূ অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু মৃতদেহ ভস্মীভূত হইলে কিরূপে বানিয়ার হাতে ফুলজল পাওয়া যাইবে এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা পদ্মাকে মৃতদেহ চুরির পরামর্শ দিল। পদ্মার আদেশে মায়াধরী তাড়কা রাক্ষসী মৃতদেহ হরণ করিয়া আনিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাহার কাছে রাখিয়া দিতে বলিল। পুত্রদের মৃতদেহ না দেখিয়া চিতাগ্নি নিবাইয়া সপুত্রবধূ চাঁদ-সনকা ও বানিয়াগণ গৃহে ফিরিল।

পুত্রশোকদগ্ধহৃদয় চাঁদ সনকাকে পাটন যাইবার সঙ্কল্প জানাইল। সনকা ধনের প্রাচুর্য ও ভোগ করিবার লোকের অভাব, পদ্মার বৈরিতা এবং বিদেশে মৃত্যুর আশঙ্কাজনিত আত্ম-অসহায়তা প্রসঙ্গ উত্থাপনে চাঁদকে দক্ষিণ পাটন যাইতে বারণ করিল। চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটন যাইবার সঙ্কল্প জানাইয়া লেজ্যাকে ছুতার ডাকিতে বলিল। সশিষ্য কামিলা চাঁদের নিকট উপস্থিত হইলে চাঁদ তাহাকে চৌদ্দ ডিঙ্গা নির্মাণ করিতে আদেশ দিল। চৌদ্দ ডিঙ্গা সুনির্মিত দেখিয়া আনন্দিতমন চাঁদ বানিয়া অমৃত রত্ন দিয়া কর্মকারকে বিদায় করিল।

চাঁদসাধুর আদেশে লেজ্যা চূড়ামণি দৈবজ্ঞকে ডাকিয়া আনিল। দৈবজ্ঞকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চাঁদ পাটনে যাইবার শুভলগ্ন ধার্য করিতে নির্দেশ দিল। দৈবজ্ঞ অঙ্ক খড়ি গণনা করিয়া পাটন কুশল নয়, পদ্মার সঙ্গে বিবাদে দক্ষিণ পাটনে বিপদ ঘটিবে এই মর্মে এক অমঙ্গল ভবিষ্যৎবাণী করিল। ক্রোধবশে সদাগর দৈবজ্ঞকে বন্দী করিবার আদেশ দিল। লেজ্যা দৈবজ্ঞকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিল। চাঁদ

লেখ্যাপাত্রকে বাণিজ্যের দ্রব্যসম্ভারে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরাইবার আদেশ করিল। নাসিকা স্পর্শ করিয়া সদাগর শুভক্ষণে যাত্রা করিল। নানা অমঙ্গল লক্ষণ দেখিয়া স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় মিনতি-বিহ্বলা সনকা মনসাকে ফুলজল দানের আবেদন জানাইল। দৃপ্ত পুরুষকার চাঁদসদাগর সক্রোধ তিরস্কার-অভিব্যক্তিতে ডিঙ্গা মধুকরে চড়িয়া বসিল। পথে কাণ্ডারীর মুখে গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সদাগর গঙ্গাজলে পিতৃলোকের তর্পণ করিল। ঘাটদহে ঘাটেশ্বরের পূজা করিল। নবদ্বীপে চৈতন্য-অবতারকে দেখিল। ত্রিবেণীতে স্নানতর্পণ করিল। সাগরসঙ্গম অতিক্রম করিয়া কাঁকড়াদহের পর সদাগর শঙ্খদহে পৌছিল। লোহার জালে শঙ্খ বন্দী করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার অবেচ্ছায় বনচরে শঙ্খ গাড়িয়া রাখিল। তারপরে কড়িদহে উপনীত হইল। মনাই কাণ্ডারীর মুখে কড়িমাহাত্ম্য শুনিয়া লোহার জালে কড়ি বন্দী করিল এবং অর্ধ ডিঙ্গা পরিমিত কড়ি চরমধ্যে খনিত গর্তের ভিতর গোময় সহযোগে রাখিয়া দিল। দক্ষিণ পাটন পৌছিলে সাধুর আদেশে দামা ঢোল বাজিয়া উঠিল।

বাদ্যশব্দ শুনিয়া হারামখোরের আগমন-শঙ্কায় নগরে কলরোল পড়িয়া গেল। লোকজন পলাইতে আরম্ভ করিল। নৃপতি কর্তৃক লোকপলায়নের কারণ অবহিত হইতে সসৈন্য কোটাল আদিষ্ট হইল। হারামখোর আসিলে মারিয়া খেদাইতে এবং সাধু সদাগর আসিলে নগরভিতর আসিবার আমন্ত্রণ জানাইতে সসৈন্য কোটাল রাজাদেশে যাত্রা করিল। ডিঙ্গা কূলে চাপাইলে সাধু ঘাটে উঠিয়া বসিল। এমন সময়ে কোটাল তাহার পরিচয় এবং পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সাধু পিতৃপরিচয় উল্লেখে আত্ম-অভিধা এবং খরিদ-অভিলাষ প্রসঙ্গ প্রকাশ করিল। কোটালের নিকট সাধুসদাগরের আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা সত্বর তাহাকে লইয়া আসিতে আদেশ দিল। কোটাল সাধুকে রাজার অভিপ্রায় জানাইল।

ধনেশ্বর চাঁদসাধু ভেট-দ্রব্যসম্ভার লইয়া লঙ্কায় দণ্ডধরদর্শনে চলিল। রাজা সদাগরকে সাদরে বরণ করিয়া আসন দিল। রাজা সাধুর আত্ম-পরিচয়, দেশের নাম এবং দেশে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সাধু নাম—চন্দ্রপতি, বসতি—চম্পলানগর, পিতা—কোটীশ্বর, পিতার সপ্তবার পাটনে আগমন প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া নিজের বাণিজ্যাভিলাষ জানাইল। রাজা চন্দ্রধর সাধু চন্দ্রপতির সঙ্গে নামসাদৃশ্যগত মিত্রতার বন্ধনের আন্তরিকতা প্রকাশ করিল। সাধু রাজার সম্মুখে প্রথমে নারিকেল আনিয়া দিল। নারিকেলের জলের পর শাঁস খাইতে বলিয়া

ইহার দ্রব্যগুণ ব্যাখ্যান করিল। কল্য প্রভাতে দ্রব্য তালাস করিবার ইচ্ছা রাজমুখে শুনিয়া চাঁদসদাগর বিদায় হইয়া চলিল।

দেবী পদ্মাবতী দৈবজ্ঞরূপ ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে শুভ আশীর্বাদ করিল। রাজা দৈবজ্ঞের নাম, অবস্থান ও আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে দৈবজ্ঞ নাম—শিরোমণি, গুণ—ভূতভবিষ্যৎবর্তমান গণনা, উদ্দেশ্য—ভিক্ষালাভ ইহা রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা তাহার আত্মন্তরিতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি কি দ্রব্য পাইয়াছেন তাহা গণনা করিতে বলিলেন। দৈবজ্ঞ গণিয়া বলিল, এক সাধু রাজার নগরে আসিয়াছে। নানা ফলের সঙ্গে রাজাকে বিষফল উপহার দিয়াছে। এই সর্বনাশের কথা শুনিয়া রাজা সাধুকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ দিল। রাজ-আজ্ঞায় কোটাল সাধুকে বন্দী করিল।

আত্মপক্ষ সমর্থনে সাধু তাহাকে না মারিতে, অপমান না করিতে আবেদন জানাইল ও প্রমাণ-পরিচয় লইয়া প্রাণ-ধন-জন লইতে বলিল। দৈবজ্ঞকে ডাকিয়া আনিতে বলা হইল। দৈবজ্ঞকে ডাকিবার জন্য রাজার আদেশ হইল। কিন্তু দৈবজ্ঞকে পাওয়া গেল না। কোটাল পদ্মার বাদপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া নির্দোষ সাধুকে অসন্তুষ্ট হইতে বারণ করিল। রাজা সাধুকে নারিকেলের শাঁস ও জল খাইতে আদেশ করিল। রাজসভায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া সাধু যথাআজ্ঞা নারিকেল ভক্ষণ করিল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্তে সাধুর প্রাণনাশ হইল না দেখিয়া রাজা সাধুকে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিল। পাত্রমিত্র সকলে মিলিয়া নারিকেল-ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইল। রাজার আদেশে সদাগর দাঁড়িপাল্লা লইয়া বদলবাণিজ্যে বসিল। ভাণ্ডার খালি করিয়া লঙ্কেশ্বর দ্রব্য বদল দিল। ডিঙ্গায় দ্রব্য চাপান হইল। বিত্ত বদল করিয়া সাধু খুব আনন্দিত হইল।

সাধু শয়ন করিয়া আছে। সনকার রূপ ধরিয়া পদ্মা সাধুকে স্বপ্নে দেখা দিল। স্বপ্ন দেখিয়া সাধুর মন অস্থির হইল। সাধু নিজদেশে ফিরিবার অভিলাষে রাজার নিকট বিদায় যাজ্ঞা করিল। রাজার নিকট বিদায় লইয়া সাধু চম্পকা অভিমুখে যাত্রা করিল। কড়িদহে সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা উত্তরণ করিল। ভূগর্ভে রক্ষিত কড়ি আনিয়া ডিঙ্গাতে চাপান হইল। শঙ্খদহে পৌছিয়া সাধু শঙ্খ তুলিয়া লইল। ইহার পর সাধু কাঁকড়াদহে পৌছিল। এই সময়ে পদ্মা চমকিত হইল এবং কাঁকড়াদহের জলে সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইতে মনস্থ করিল। পদ্মার আদেশে নদ-নদী, মেঘ, ঊনপঞ্চাশ পবন ও হনুমান্ সকলে আসিল। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি উঠিল। ভয়াকুল চাঁদ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিল। চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা কাঁকড়ার

জলে ডুবিল। জলের উপরে চাঁদ টেপামাছের ন্যায় ভাসিতে লাগিল। পদ্মা রথের উপরে মনে মনে হাসিল। কিন্তু চাঁদকে কখনও জলে ডুবিতে, কখনও জলে ভাসিতে দেখিয়া নিজের পূজাপ্রচার প্রসঙ্গে সাধুকে প্রাণে না মারার জন্য সাগরকে অনুরোধ করিল।

চাঁদ ঘাটে উঠিয়া হেটমুণ্ডে বসিয়া রহিল। ব্রাহ্মণীমূর্ত্তি পদ্মা তাহাকে রন্ধন-ভোজনে প্রাণরক্ষার উপদেশ দিল। রন্ধনান্তে সাধু আহারে বসিলে পদ্মাবতী কাক-রূপে পাতে মলত্যাগ করিল। চাঁদ শিব শিব বলিয়া উঠিয়া পড়িল। লাঠি হাতে চাঁদ শ্রীকোলানগর-হাট অভিমুখে চলিল। পথে ভারীর জন্য অপেক্ষমাণ কুম্ভকার চারিপণ কড়ির বিনিময়ে চাঁদকে ভারবহন কার্যে নিয়োগ করিল। সদাগর অগ্রিম-প্রাপ্ত কড়ি কাপড়ে বাঁধিয়া ভার কাঁধে নিল। ভার লইয়া কিছু দূর যাওয়ার পর পদ্মাবতী ব্যাঘ্ররূপে মহাশব্দে পথপার্শে চাঁদকে দেখা দিল। চাঁদ আছাড় খাইয়া পড়িল। সমস্ত হাড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। কুম্ভকার তাহাকে পাদুকা প্রহার করিয়া মজুরিসহ ধুতি কাড়িয়া নিল।

দিগম্বর সাধু চন্দ্রপতি পথ চলিতে লাগিল। পরে গাছের বাকল পরিয়া শ্রীকোলার হাটে গেল। সেই সময় পদ্মা দৈবজ্ঞমূর্তি ধরিয়া হাটে উপবিষ্ট কোটালের নিকট এক চোরের আগমন-সংবাদ দিল। কোটাল চোর ধরিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিল। শেষে দৈবজ্ঞের ইচ্ছানুযায়ী মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। মাথায় হাত দিয়া সাধু কাঁদিতে লাগিল।

সেখান হইতে রাত্রে গৃহে পৌঁছিয়া অর্ধনগ্ন সাধু জালার ভিতরে লুকাইয়া রহিল। ঘরে চোর ঢুকিয়াছে মর্মে পদ্মা সনকাকে স্বপ্ন দেখাইল। সনকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে বধূদের জালার ভিতর চোর ঢুকিয়াছে কিনা দেখিতে বলিল। প্রদীপহস্তে বহির্গৃহস্থিত জালার ভিতর চোর দেখিতে পাইয়া চড়চাপড় মারিতে আরম্ভ করিলে চাঁদ হাহাকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল ও আত্মপরিচয় দিল। স্নান ভোজন করিয়া সাধু শয়ন করিল।

চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটান ও তাহাকে নানা লাঞ্ছনা দেওয়া সত্ত্বেও সে পদ্মার পূজা না করায় পদ্মা নেতার পরামর্শ যাজ্ঞা করিল। নেতা সনকাকে ধন্বন্তরিরূপে পুত্রবর দিতে এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে উষা-অনিরুদ্ধকে আনিয়া সনকার গর্ভে লখিন্দর এবং মেনকার গর্ভে বেহুলার জন্মপরিগ্রহ ব্যবস্থা করিতে মনসাকে পরামর্শ দিল। পদ্মা ধন্বন্তরি ওঝারূপে সনকাকে পুত্রবর দিল এবং মনসাপূজা করিতে বলিল। অহঙ্কারে পূজা না করিলে বিবাহরাত্রিতে পুত্র সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিল।

বৃদ্ধবয়সে সাধুর এক পুত্র জন্মিল। নাম রাখিল লখাই। বাছো সদাগরের ছয় পুত্রের পর এক কন্যা জন্মিল। নাম রাখা হইল বিহুলা। পঞ্চ বৎসরে লখাইর কর্ণবেধ হয়। তাহাকে গুরুর নিকট পড়িতে দেওয়া হইল। শিশুর বয়স পনর যোল হইল, কিন্তু পদ্মার সহিত বিবাদের জন্য বিবাহ দেওয়া হইল না। পদ্মা ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ধরিয়া বালককে বারবার দৃষ্টি দিলে সে হাস্যপরিহাস করিল। কন্যা ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যপরিহাসের জন্য লখাইকে কঠোর মন্তব্যে পরনারী উপহাস অপেক্ষা বিবাহপ্রসঙ্গে মন দিতে বলিল। ইহাতে তাহার মনে অভিমান হইল এবং সে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করিল। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুত্র ফিরিয়া না আসায় সনকা ব্রাহ্মণের স্থানে গেল। ব্রাহ্মণের নিকট লখাইর পাঠশালা হইতে গৃহে গমনের কথা অবহিত হইয়া সনকা প্রতিবেশীদের গৃহে খোঁজ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া রুদ্ধদ্বার শয়নগৃহে লখাইর সন্ধান পাইল। বালক জিদ ধরিল— বিবাহ দিতে অঙ্গীকার না করিলে দুয়ার খুলিয়া দিবে না। বিবাহরাত্রে সর্পদংশন-প্রসঙ্গ স্মরণ করাইয়া সনকা তাহাকে শতনারী কিংবা পরিণয় একান্ত অভিপ্রেত হইলে বিবাহদান অঙ্গীকার করিল। মায়ের কথায় শিশু দুয়ার খুলিয়া স্নান আহার করিল।

লখাই অবিবাহিত থাকিলে সদাগরের সঙ্গে পদ্মার বিবাদ হয় না। তাই অপ্সরী কামসোনাকে পাঠাইয়া কোশল্যার মূর্তিতে লখাইকে ছলিবার জন্য নেতা পদ্মাকে পরামর্শ দিল। যথাঈপ্সিত কামসোনার ছলনায় লখাই মাতুলানীর প্রতি কামদুর্বার আচরণ প্রদর্শন করিল। কোশল্যা ভাগিনার অনাচার সনকাকে জানাইল। সনকা বস্ত্রালঙ্কার বিনিময়ে তাহার সন্তোষ বিধান করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। সনকা চাঁদকে এই সকল বিবরণ জানাইলে সাধু পুত্রের অনাচার-কারণে প্রমাদ গণিয়া পুত্রকে বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিল এবং মেড়ম্বর বান্ধিয়া ও ওঝা ধন্বন্তরিকে আনিয়া গৃহাভ্যন্তরে নেউলী ময়ুরী ও বাহিরে আপন প্রহরায় বিবাহরাত্রির সঙ্কট কাটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

চাঁদ লেঙ্গাকে কন্যা সন্ধান প্রসঙ্গ ও পরীক্ষার অভিপ্রায় জানাইয়া কিছু লোহার কলাই সঙ্গে লইতে বলিল। নানা স্থান ঘুরিয়া পছন্দমত কন্যা না পাইয়া চাঁদ লেঙ্গার নিকট গৃহে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পদ্মার কি করণীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে নেতা তাহাকে ব্রাহ্মণীর মূর্তি ধরিয়া বিহুলাকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করিতে বলিল। পদ্মাকর্তৃক বিবাহের প্রেরণা প্রসঙ্গে একমাত্র ছয়ঘাটি সরোবরে স্নান না করিলে পূর্বজন্মপাপে তাহার স্বামী মিলিবে না শুনিয়া বিহুলা মায়ের আদেশ লইয়া শতসখীসহ স্নান করিতে গেল। কিন্তু সে যেই ঘাটে স্নান করিতে যায় সেই

ঘাটে বিধবা ব্রাহ্মণমূর্তি পদ্মাকে স্নানরত অবস্থায় দেখিয়া স্নান করা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। শেষে সখীদের অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্রাহ্মণীর পাশ দিয়া সকলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া জলে নামিল। বিধবা ব্রাহ্মণীর গায়ে পায়ের জল ছিটাইয়া পড়িবার অপরাধে সে বিহুলাকে বিবাহরাত্রে সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যুর অভিশাপ দিল। অজ্ঞানে জল পড়িয়াছে এবং শাপ ফলিবে না এই প্রতীতিদৃঢ় মনোবলের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর সত্যপনা পরীক্ষার প্রতিস্পর্দ্ধিতায় ব্রাহ্মণীসহ ভাগ্যফল তুলিবার জন্য জলে ডুব দিল। ব্রাহ্মণী তুলিল তিল, কুশ, তামা আর বিহুলা তুলিল শঙ্খ-সিন্দুর। বিহুলা বিধবার ব্রাহ্মণীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাচ্ছিল্যভাব দেখাইল। সেও বিহুলাকে বাসরে স্বামীর মৃত্যুর অভিশাপ দিল। বানিয়ানী প্রত্যুত্তরে ছয় মাসে মৃতপতি জীয়াইবার তেজোদৃপ্ত উক্তি করিল এবং স্নানান্তে সখীদের সঙ্গে গৃহে চলিল।

চাঁদসদাগর বৃক্ষতলে বসিয়া কন্যার অদ্ভুত কার্য এবং রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার ইচ্ছানুসারে লেজ্যা ডাকিয়া কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং সখীদের একজনের মুখে পরিচয় জানিয়া চাঁদ লেজ্যাসহ বাছো সদাগরের বাড়ী গেল। বাছো চাঁদকে সানন্দ অভ্যর্থনায় বসিতে আসন দিল। চাঁদপুত্রের সঙ্গে তাহার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে বাছো কন্যাদানের অঙ্গীকার করিল। চাঁদ আভরণ দিয়া কন্যা বরণান্তে তাহাকে পরীক্ষার অভিপ্রায় জানাইয়া লোহার কলাই সিদ্ধ করিতে বলিল। বাছো এই কাজ মানুষের অসাধ্য বলিয়া মন্তব্য করিল। লোকমুখে বিহুলা পরীক্ষাপ্রসঙ্গ শুনিয়া পিতার নিকট আসিয়া লোহার কলাই সিদ্ধ করিবার অভিলাষ জানাইল। এই সঙ্কটে পদ্মাকে স্মরণ করিয়া বিহুলা লোহার কলাই সিজাইয়া সভামধ্যে পাঠাইয়া দিল। সকলে ধন্য ধন্য করিল।

চাঁদ বাড়ী ফিরিয়া সনকাকে কন্যার বিবরণ জানাইল। বিশ্বকর্মাকে ডাকাইয়া কাঁচের চাল-সম্বলিত পাথরের নিশ্ছিদ্র মেড়ম্বর নির্মাণের আদেশ দিল। পদ্মা ব্রাহ্মণীর মূর্তিতে বিশ্বকর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সূতার সঞ্চার পথ রাখিতে বলিল। আগুন জ্বালাইয়া গৃহ যথাপরীক্ষাকালে ব্রাহ্মণী পথ চাপিয়া ধরিল। পথখানি কাহারও চোখে পড়িল না। শুভক্ষণে চাঁদ পুত্রকে বিবাহ দিতে চলিল। চাঁদ হরসাধু মণ্ডলের দেশে পৌঁছিলে কোনও রাজার যুদ্ধে আগমন আশঙ্কা করিয়া নগরের কোটাল হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রজাগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। পরিশেষে হরসাধু সংবাদ পাইয়া পলায়নপর হইল।

পদ্মা রথ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল। পদ্মা হরসাধু মণ্ডলকে

অকারণ পলায়ন করিতে বারণ করিয়া চাঁদসদাগরকে সসৈন্যে আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দিল। পদ্মার উৎসাহে হরসাধু সদলবল চাঁদকে আক্রমণ করিয়া বিপর্যয় ঘটাইল। লোকজন ও পাইক সকলে ভয়ে পলাইল। চাঁদসদাগর শিরে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। পদ্মার বিবাদানুকূল্যে হরসাধুর ঔদ্ধত্যে চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিবে না সিদ্ধান্ত করিল। পদ্মা বিবাদের অন্তরায় দেখিয়া ব্রাহ্মণী মূর্তিতে সাধুর নিকট গিয়া ঘরের নফরতুল্য হরসাধু মণ্ডলকে গুয়াপান দিয়া বিদায় করিতে বলিল। সদাগরের নিকট হইতে গুয়াপান পাইয়া হরসাধু আনন্দে ফিরিয়া গেল। আনন্দিত সাধু আবার সদলবলে পুত্রের বিবাহ দিতে চলিল। লক্ষপতি বাছো সদাগর সংবাদ পাইয়া জামাতা বরণ করিতে আসিল। যথারীতি লোকাচার পালন অন্তে বাছোর কন্যার বিবাহ আরম্ভ হইল।

এমন সময়ে পদ্মা অহিরাজকে দিয়া লখিন্দরের মাথায় ছত্র ধরাইয়া বাদ সাধিল। লখিন্দর সাপ দেখিয়া টলিয়া পড়িল। চাঁদ কাঁদিয়া আকুল হইল। বাছো, মেনকা, বধূগণ ও দাসদাসী সকলে ক্রন্দনোদ্বেল চিত্তে মুহ্যমান হইল। বিহুলা পদ্মার দেওয়া দুর্গতি বুঝিতে পারিয়া সখীদের সঙ্গে কালিদহ গিয়া স্বকর্তিত আত্মঅঙ্গ-উপাচারে পদ্মার পূজা করিল। পদ্মা বিহুলাকে লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভের সংবাদ দিয়া গৃহে ফিরিতে বলিল। বিহুলাকে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। শুভক্ষণে বাছো কন্যাদান করিল। লেজ্যার কথামর্মে লখিন্দর শ্বশুরের নিকট মেলানি মাগিল। জামাতাকে বিদায় দেওয়ার অনিবার্যতায় বাছো ও মেনকা কাঁদিয়া উঠিল। চৌদোলে চড়িয়া লখিন্দর ও বিহুলা চম্পালি চলিল।

গৃহে পৌঁছিলে সনকা সুমঙ্গল অনুষ্ঠানে পুত্র ও বধূকে ঘরে বরণ করিয়া লইল। পুত্র ও বধূকে মেড়ঘরে রাখিয়া ওঝা ধন্বন্তরিকে ডাকিয়া আনা হইল। ঘরের ভিতরে নেউলী, ময়ূরী এবং চতুর্দিকে পাইক প্রহরী রাখিয়া চাঁদসদাগর আনন্দে নিজ ঘরে জাগিয়া রহিল। লখিন্দর সলজ্জ বিহুলাকে পাশাখেলায় আহ্বান করিল। দুইজনে কিছুক্ষণ পাশা খেলিবার পর বিহুলার উর্বশী-উপম রূপ দর্শনে কামচঞ্চল লখিন্দর সুরতি যাচ্ঞা করিল। স্বামীর বচনে অভিমানিনী বিহুলা বিবাহরাত্রে রতিনিবৃত্তির আবেদন প্রাসঙ্গিক 'মূর্খের নিন্দিত কর কর্ম' উক্তিতে শাস্ত্রানুগ আচরণ প্রত্যাশা করিল। লখিন্দরের অতি কামার্ত আহ্বানে সেই রাত্রিতে পদ্মার বিবাদ-আশঙ্কা উল্লেখ করিয়া মিনতিসমাকুল আবেদনে বিহুলা কাম-পরিহার মাগিল। ক্ষুধায় কাতর লখিন্দর বিহুলাকে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিতে বলিল। বিহুলা অভয়াকে স্মরণ করিল এবং নারিকেলে তিহড়ি করিয়া, চন্দনকাঠে জ্বালা নি

করিয়া মঙ্গল চাউল ও ভৃঙ্গারের জলে রন্ধন চড়াইল। অন্নপূর্ণার বরে হাত বাড়াইতেই বিহুলা সমস্ত জিনিস ঘরে পাইল। বিহুলা পঁচিশ ব্যঞ্জন ও অন্ন রাঁধিল। লখিন্দর ক্ষুধায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন লখিন্দরের ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিল না তখন অন্নব্যঞ্জন হাড়িতে ভরিয়া রাখিয়া বিহুলা পতির পুষ্পপালঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িল।

নেতার পরামর্শে পদ্মা নিদ্রালীকে ডাকিয়া আনিয়া প্রহরারত সকলকে ঘুম পাড়াইল। সকল নাগ ছুটিয়া আসিল কিন্তু কেহই সূত্রপরিমিত ('সূতার সঞ্চার') পথে মেড়ঘরে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। ইহাতে পদ্মা কাঁদিয়া অস্থির হইল। পদ্মার ক্রন্দনে কালী নাগিনী তাহার কার্য সাধিয়া দিবার স্বীকৃতি জানাইল। পদ্মার বরে কালী নাগিনীর সূতার ন্যায় সরু কলেবর হইল। নাগিনী মেড়ঘরে প্রবেশ করিল। লখিন্দরের 'কন্দর্প জিনিয়া রূপ' দেখিয়া কালী নাগিনীর মনে দয়া হইল এবং নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে দংশন করিবার অসামর্থ্যোদ্রিক্ত অনেক স্নেহকরুণ অভিব্যক্তি করিল। লখিন্দর পাশ ফিরিয়া শুইতে নাগিনীর মাথায় পা ঠেকিল। সে ধর্মসাক্ষী করিয়া লখিন্দরের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে দংশন করিল। বিষদংশনে চেতন পাইয়া সে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। কালী নাগিনী শয্যার নীচে লুকাইয়া রহিল। বিষের জালায় অস্থির হইয়া লখিন্দর নিদ্রিতা বিহুলাকে ডাকিতে লাগিল। ঔষধ বাটিয়া দিতে এবং ওঝা ধন্বন্তরিকে জানাইতে বলিল। বিহুলার গভীর নিদ্রা এত ডাকাডাকি এবং করুণ ধ্বনিতেও ভাঙ্গিল না। এতক্ষণে বিষ মাথায় উঠিল ও লখিন্দর প্রাণত্যাগ করিল।

রণস্বিতা পদ্মা যমদূতকে মৃত লখিন্দরের জীবন লইয়া যাইতে দেখিয়া তাহাকে বারণ করিল। যমদূত কিছুতেই তাহার কথা শুনিল না। শেষে পদ্মা যমরাজার প্রতি কটূক্তি প্রকাশ করিয়া দূতের নিকট হইতে বানিয়ার জীব কাড়িয়া লইল। দূতের মুখে পদ্মার জোরজবরদস্তির কথা জ্ঞাত হইয়া যম সসৈন্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল। অন্যপক্ষে পদ্মাও অগণিত ফণীবাহিনী লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। দেবগণের আদেশে নারদ যমের সঙ্গে দেখা করিল এবং শিবের রোষের ভয় দেখাইয়া তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিল। যম শিবের নিকট গিয়া পদ্মার নামে অভিযোগ করিল। শিব পদ্মাকে স্মরণ করিলেন। পদ্মা হংসরথে করিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইল। চাওয়ামাত্র যখন জীব সমর্পণ করিবে তখন অকারণ কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া যমের নিকট লখিন্দরের জীব প্রত্যর্পণ করিতে শিব পদ্মাকে আদেশ করিলেন। পদ্মা পিতার আজ্ঞা পালন করিল। যম জীব লইয়া নিজালয়ে গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর বিহুলা প্রদীপ জ্বালিয়া লখিন্দরের মুখ দেখিতেই সর্পদংশনে মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিল। বিহুলা প্রদীপহস্তে ঘরের চারিধারে সাপ খুঁজিতে লাগিল। পরে পাটির মোড় মেলিয়া দেখিতে নাগিনী মাটিতে পড়িলে বিহুলা হায় হায় করিয়া উঠিল। বিহুলা নাগিনীকে পানের বড় ডিবাতে বন্দী করিয়া রাখিল। মেড়ঘর হইতে যেন ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে সনার এবম্বিধ আকুল উক্তি চাঁদ কানেই নিল না। কিন্তু সনকার প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না। সনকা মেড়ঘরের পাশে কান পাতিয়া স্বামীর মরণে শোকবিহ্বলা বিহুলার বিলাপ শুনিতে পাইল এবং হা হা শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। পুত্রবধূকে দরজা খুলিতে বলিয়া তাহার কুদেহলক্ষণের উল্লেখ করিয়া গালি পাড়িতে লাগিল। বিহুলা সনকাকে পানের বাটায় বন্দী পদ্মার নাগিনী দেখিয়া যাইতে বলিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সনকা মেড়ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃত পুত্র দেখিতে পাইল এবং কপালে ও বুকে করাঘাত হানিয়া করুণ বিলাপ ধ্বনিতে ক্রন্দনাকুল হইল। পুত্রের মৃত্যুতে চাঁদ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ধন্বন্তরি উপস্থিত থাকিতে পুত্রের মৃত্যুর জন্য চাঁদ ওঝার প্রতি অনুযোগ প্রকাশে তাহাকে পুত্র জীয়াইয়া দিতে বলিল।

শত শিষ্য সঙ্গে করিয়া ধন্বন্তরি সাঁতালি পর্বতে ঔষধ আনিতে চলিল। মধ্যপথে পদ্মা ধন্বন্তরির সঙ্গে দেখা করিয়া চাঁদের নন্দন জীয়াইলে সবংশে নিধনের ভয় দেখাইল। ধন্বন্তরি মন্ত্রের শক্তিতে তাহার ভয়প্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া মৃতকে জীয়াইবার মনোদৃঢ়তা জানাইল। পদ্মা গোয়ালিনীরূপে ধন্বন্তরির শিষ্যদিগকে বিষদধি বিক্রয় করিয়া ছলনা করিল। কালকূট বিষের প্রভাবে ওঝার শিষ্যগণ পথে টলিয়া পড়িল। ধন্বন্তরি পদ্মার প্রতিকূলতা অবহিত হইয়া মন্ত্রবলে শিষ্যদিগকে বিষমুক্ত করিল। শিষ্যগণ জীইয়া উঠিল দেখিয়া পদ্মা ওঝাকে সংহারাভিলাষে সর্প-সৈন্য সমাবেশে ওঝার সম্মুখে উপনীত হইল। ওঝা চমকিয়া উঠিয়া নাগসংহতি পদ্মাবতীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। লখিন্দরকে জীয়াইলে পদ্মার সর্প তাহাকে খাইবে এই ভয়োক্তির উত্তরে ওঝা পদ্মার বিষগর্ব করিতে বারণ করিয়া জলপান অনুরূপ দশসের বিষ তাহার সাক্ষাতে খাইল। ওঝার কাণ্ড দেখিয়া পদ্মা অবাক্ হইয়া গেল। ধন্বন্তরির মহামন্ত্র চালনার প্রতাপে পদ্মার সর্পবাহিনী পলাইয়া গেল।

কলহকুশলা পদ্মাবতী নানা বুদ্ধি চিন্তার পর ওঝার শালীর রূপ ধরিয়া তাহার গৃহে গেল। দধি দুগ্ধ সন্দেশ প্রভৃতি উপহারসহ হঠাৎ ভগিনীকে দেখিয়া ওঝা-কান্তা আনন্দিত হইল। পদ্মা ধন্বন্তরিভার্যাকে ওঝার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে

সে তাহাকে পদ্মাকর্তৃক লখিন্দরের মৃত্যুসাধন ও মৃত জীয়াইবার জন্য ওঝার সেখানে গমনের সংবাদ জানাইল। ছদ্মরূপা পদ্মাকর্তৃক ধন্বন্তরির মরণের ভয় দর্শাইবার উত্তরে ওঝাকে মারিতে কাহারও শক্তি নাই শুনিয়া সে ওঝার পত্নীকে তাহার স্বামীর মৃত্যুরহস্য জিজ্ঞাসা করিল। ওঝা-পত্নী ভগ্নীর নিকট 'মূলকন্ধে' দংশিলেই ওঝার মৃত্যু-অনুবন্ধ প্রকাশ করিল। পদ্মা ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা জানাইয়া ভগ্নীর নিকট হইতে বিদায় লইল।

পদ্মা তক্ষককে লইয়া আনন্দে বিবাদ সাধিতে চলিল। তক্ষককে মধ্যপথে রাখিয়া পদ্মা ওঝার পিছনে চলিল। ওঝা পরম আনন্দে হেটমুণ্ডে চলিতেছিল। তক্ষক বৃক্ষডাল হইতে ওঝার মূলকন্ধে দংশন করিল। এতদিন পরে পদ্মা কোনরূপে তাহার মৃত্যুগুপ্তি জানিয়াছে বুঝিতে পারিয়া স্কন্ধে দংশনের দুই প্রহর পর তাহার অবশ্য মৃত্যুর কথা শিষ্যদিগকে জানাইল এবং সাঁতালি পর্বত হইতে শালি বিশালি গাছ তাহার হাতে আনিয়া দিতে বলিল। শিষ্যগণ গাছ চিনিবার অসামর্থ্য জানাইলে একটি মুরগীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া পর্বতের যেই গাছের স্পর্শে মৃত কুক্কুট জীবিত হইবে সেই গাছ আনিয়া দিতে আদেশ করিল। গুরুর উপদেশানুযায়ী ওঝার শিষ্যগণ সাঁতালি পর্বতে গিয়া প্রতি গাছে গাছে মৃত পাখীটি ঠেকাইলে যে গাছের স্পর্শে মৃত কুক্কুট প্রাণ পাইল তাহা তুলিয়া লইয়া গুরুর নিকট চলিল। পদ্মা প্রমাদ গণিল এবং মধ্যপথে ওঝার ঘরণীর মূর্তিতে শিষ্যদিগকে ছলনা করিয়া ঔষধ হরণ করিল। পদ্মার ছলনা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণ হায় হায় করিতে লাগিল। শিষ্যগণ গিয়া দেখিল ওঝা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বিবিধ বিধানে ওঝার অগ্নিসৎকার করা হইল।

বিহুলা শ্বশুরের নিকট তাহাকে মৃতের সঙ্গে পোড়াইয়া না মারিবার আবেদন করিল এবং মৃতসহ ভীষণ সাগরে ভাসিয়া মৃত পতিকে জীয়াইয়া আনিবার সঙ্কল্প জানাইল। চাঁদ তাহা অনুমোদন না করিলে বিহুলা বিবাহকালীন সঙ্কটে লখিন্দরের জীবনপ্রাপ্তি প্রসঙ্গ স্মরণ করাইয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মাইল। জ্ঞাতিদের মত লইয়া চাঁদ কদলীর ভেলা নির্মাণ করাইল। চম্পানি নগরের সকল লোক মৃতের সঙ্গে জীবন্তের ভাসন-দুঃখে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিহুলা শ্বশুর-শাশুড়ী, ছয় জা ও জ্ঞাতিদিগকে প্রবোধ দিয়া স্বামীর ভেলায় উঠিয়া পড়িল।

ভেলা গগড়িয়া বাহিয়া ভাগীরথীর জলে পড়িল। ঘাটে পদ্মা পাটনীর রূপ ধরিয়া ভেলা থামাইতে বলিল এবং দান যাচ্ঞা করিল। বিহুলা স্বীয় শ্বশুর এবং পিতার পরিচয় দিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিহুলার নাম করিয়া দান চাহিতে

বলিল। কিন্তু পাটনী দান না পাইলে ভেলা চূর্ণ করিবার ভয় দেখাইল। বিহুলা পদ্মার আশ্রিতা এই প্রতীতিদৃঢ় সাহসোক্তিতে পাটনী নিবৃত্ত না হইলে সে স্ত্রীহত্যার ভয় দেখাইয়া সঙ্কটমুক্ত হইল। পরবর্তী ঘাটে পদ্মা মেনকার মূর্তিতে মাতৃস্নেহ প্রকাশের ছলনায় বিহুলাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে যাইয়া তাহার নিকট ধরা পড়িয়া গেল। বেননীর ভেলা কিছুদূর ভাসিয়া গেলে পদ্মা বাঘরূপে ভয় দেখাইল। ভয়ে কম্পমানা বিহুলা পদ্মাকে স্মরণ করিয়া গলায় কাটারি দিবার ভয় দেখাইলে বাঘ পলাইল। অন্য ঘাটে ভেলা পৌছিলে পদ্মা গোয়ালিনীরূপে তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া লজ্জা পাইল। ভেলা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পদ্মা রাজকন্যা-রূপে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় বিহুলার কাছে ধরা পড়িল। পরবর্তী ঘাটে মধুসূদন দানীর হাতে পড়িয়া বিপদ গণিল। দানী নৌকা করিয়া ভেলা ধরিতে চলিল। পদ্মা অলক্ষ্যে বিহুলার নিকট আসিলে দানী দৃষ্টিশক্তি হারাইল এবং ঘাটের উপরে আসিয়া সতী বিহুলার আশীর্বাদে চক্ষুদান পাইল। অন্য আর এক ঘাটে ভেলা পৌছিলে এক দুশ্চরিত্র ভাঙখোর গোদার উপদ্রবের সম্মুখীন হইল। গোদা বিহুলার ভেলা ধরিতে গেলে সে ত্রাসে পদ্মাকে স্মরণ করিল। পদ্মা কুম্ভিরিণীরূপে গোদাকে গ্রাস করিল। বিহুলা সঙ্কটমুক্ত হইল। বিহুলার পদ্মাস্মরণে গোদা কুম্ভীরিণীর গ্রাসমুক্ত হইয়া প্রাণ পাইল এবং সতী বিহুলার বর মাগিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল। ভেলা ভাসিয়া চলিল।

পরদিন সকালে এক সদাগর দেশে ফিরিবার সময় অপূর্বনির্মাণ ভেলায় সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া চতুর্দিকে নৌকায় ঘিরিয়া ভেলার গতি বন্ধ করিল। জলের আবর্তে ভেলা টলমল করিতে লাগিল। বিহুলা ভয় পাইয়া স্বামীর দেহ কোলে করিল। রূপাসক্ত মনের পরিচয়ে সাধু বিহুলার পরিচয় ও ভেলায় ভাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিহুলা সতী-আত্মপরিচয়ে নৌকার বেষ্টনী তুলিয়া লইতে বলিয়া তাহার স্বামীর মৃতদেহ জলে পড়িলে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইল। কিন্তু রূপাসক্তি-প্রমত্ত সাধু কোন কথা না শুনিয়া সুরতি যাজ্ঞা করিল। বিহুলা পিতৃসম্বোধনে তাহার শরণ মাগিল। সাধু বিহুলার সতীত্বে সংশয় প্রকাশ করিলে সে সাধুকে বিপদের ভয় দেখাইল। সাধু অবিশ্বাসের সঙ্গে ইহা অগ্রাহ্য করিয়া বিহুলাকে পুনরায় প্রলুব্ধ করিবার প্রবল প্রয়াস লইল। বিহুলা তাহাকে পাপকার্য হইতে বিরত থাকিবার আবেদন জানাইলে সাধু বলপ্রয়োগে রতিভোগের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। তখন বিহুলা পদ্মার শরণ মাগিল। সাধু ভেলা ধরিতে হাত বাড়াইলে আগুনে তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া গেল। সাধু সতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বর যাজ্ঞা

করিল। সাধুকর্তৃক বিহুলার নাম, ধাম, জলে ভাসার কারণ প্রাসঙ্গিক সবিনয় জিজ্ঞাসার উত্তরে বিহুলার আত্মপরিচয় জানিয়া সাধু বহু মনস্তাপে কাঁদিতে লাগিল এবং সহোদরাকে গৃহে ফিরাইবার একান্ত চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইল। শঙ্খ সদাগর ভগ্নী বিহুলাকে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

বিহুলার ভেলা ভাসিয়া চলিল। এতদিন ধরিয়া ভাসিয়াও বিহুলা স্বামীকে জীয়াইবার কোন চিহ্ন দেখিল না। পরে ঘাটে ভেলা থামাইল এবং অগ্নি প্রজলিত করিয়া স্নানান্তে তাহাতে প্রবেশ করিতে গেল। এমন সময় পদ্মা ব্রাহ্মণীমূর্তিতে তাহাকে আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণী তাহাকে মরিতে বারণ করিয়া একদিন পর দেবভুবন মিলিবে এই মর্মে সন্ধান ও পথনির্দেশ দিল। ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া বিহুলা আবার ভেলায় চড়িল এবং মনের দুঃখে নিরাশায় কাঁদিতে লাগিল। ভাসিতে ভাসিতে ভেলা নেতেলার ঘাটে পৌছিল। নেতেলা সোনার পাটে কাপড় ধুইতে ব্যস্ত। সেই সময় ছেলে স্তন্যপানের জন্য বিরক্ত করায় ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়া অষ্টনাগের তলায় রাখিয়া দিল এবং কাপড় ধোয়া শেষ হইলে মৃত ছেলেকে জিয়াইয়া স্তন্যপান করাইল। বিহুলা ভেলা হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া এই নারী তাহার স্বামীকে জীয়াইয়া দিবে এই প্রতীতিতে মৃত স্বামীর জীবনদানে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের মিনতি বিহ্বল আবেদন জানাইল। কিরূপে বিহুলা দেবস্থানে আসিয়াছে নেতেলার এই প্রশ্নের উত্তরে সে আনুপূর্বিক বিবরণে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়া পতির প্রাণদান যাচ্ঞা করিল। নেতেলা বিবাদের মড়া জীয়াইবার অসামর্থ্য প্রকাশে শিবপুরে গেলেই শিব বিহুলার মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়া দিবে এই মর্মে বেননীকে তাহার সঙ্গে সেখানে যাইতে বলিল।

নেতেলা বিহুলাকে ঘাটে রাখিয়া শিবকে এক সুনটীর আগমন সংবাদ দিল। শিব নটীকে তাহার নিকট হাজির করিবার আদেশ প্রসঙ্গে নেতেলা নটীর যথাযাচ্ঞা পূরণের অভিলাষ জানাইলে শিব তাহাতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নেতেলা বিহুলাকে শিবের ভুবনে লইয়া আসিল। শিবের আদেশে বিহুলা প্রসাধনসুমণ্ডিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বিহুলার নৃত্যগীতে রূপাসক্ত শিব তাহার আলিঙ্গন যাচ্ঞা করায় বেননী এক নূতন সঙ্কটে পড়িল। সে ত্রিজগৎপিতা শিবকে পাপকার্য হইতে বিরত হইবার বিনতি-বিহ্বল আবেদন জানাইল। কিন্তু কামচঞ্চল শিব কোন কথাই শুনিতে চাহে না। দেবগণ সঙ্কট দেখিয়া দেবী ত্রিনয়নীকে ডাকিয়া আনিতে নারদকে বলিল।

নারদমুনি সকলের অলক্ষ্যে সভা ত্যাগ করিয়া দুর্গার নিকট গেল এবং শিবের

দুর্বার নটীরূপমোহের কাহিনী নিবেদন করিল। অতিক্রুদ্ধা দুর্গা সকার্তিক-গণপতি সেখানে উপস্থিত হইল। শিব দুর্গার আগমন জানিয়া বেননীকে খাটের নীচে লুকাইয়া রাখিল। দুর্গা শিবকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়া দেবতার নিকট শিবের অনাচার কাহিনী বর্ণনা করিলে তাহারা অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শিবের প্রশস্তিতে কলকণ্ঠ হইল। শিব পার্বতীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল। ক্রোধপ্রশমিতা দুর্গা নটীকে দেখিতে চাহিলে শিব তাহার প্রকৃত পরিচয় দিয়া পদ্মাকর্তৃক তাহার স্বামীনিধন প্রসঙ্গে মৃত স্বামীসহ সাগরে ভাসন ও শিবের নিকট স্বামীকে জীয়াইয়া দিবার আবেদনের কথা দেবীকে বলিল। দুর্গার অভয় পাইয়া বিহুলা আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিল এবং নৃত্যে পরিতুষ্ট করিল। পদ্মার নিষ্ঠুর আচরণের উল্লেখে দুর্গা বিহুলার মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়া দিতে শিবকে বলিল। শিবপুরে নৃত্যবাদ্যের শব্দ শুনিয়া মনসা সেখানে কোনও নটীর আগমন হইয়াছে ভাবিল। নেতা তাহাকে বিহুলার দেবপুরে আসিবার সংবাদ দিল।

শিব নন্দীকে দিয়া পদ্মাকে ডাকিয়া পাঠাইল। অভিশাপের ভয়ে পদ্মা দ্রুত শিবের নিকট উপস্থিত হইল। শিব পদ্মাকে বুঝাইতে দেবতাদের বলিল। তাহার সাপে লখিন্দরকে মারিয়াছে পদ্মা এই অভিযোগের অস্বীকৃতিতে লখিন্দরের মাতুলানী অভিগমনজনিত মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া একের অপরাধে অন্যকে চোর ধরিবার জন্য বিহুলাকে তিরস্কার করিল। পদ্মার মিথ্যা উক্তিতে সংক্রুদ্ধা বিহুলা নিরুত্তর থাকিয়া কাচুলি চিরিয়া সাক্ষী রাখিল। দুর্গা বিহুলার সপক্ষে কথা বলিলে পদ্মাদুর্গায় কোন্দল আরম্ভ হইল। শিব বিবাদ থামাইল। বিনা দোষে পদ্মাকে চোর ধরার জন্য দেবগণ বিহুলাকে দোষারোপ করিলে পদ্মা তাহাদিগকে আত্মপক্ষে উৎসাহিত করিয়া বিহুলাকে প্রত্যভিযুক্ত করিল। পদ্মার মিথ্যা ভাষণের অভিযোগানুকূল্যে বিহুলা পদ্মাকর্তৃক তাহাকে পথে ছলনার বর্ণনা দিয়া সাপুড়া হইতে বন্দী কালনাগিনীকে বাহির করিয়া দিল। সর্প দেখিয়া দেবগণ হায় হায় করিয়া উঠিল। পদ্মা দেবসভায় সুলজ্জিত হইল। শিব পদ্মাকে চাঁদের পুত্র জীয়াইয়া দিতে আদেশ করিল। চাঁদসদাগরকে দিয়া বিহুলার পদ্মাপূজা করাইবার অঙ্গীকারে পদ্মা লখিন্দরকে জীয়াইয়া দিতে স্বীকৃতি জানাইল।

যথাপ্রতিশ্রুতি পদ্মা লখিন্দরকে জীয়াইতে বিহুলাকে লইয়া ত্রিবেণীর জলে গেল। বিহুলা অস্থি ধুইবার কালে রাঘব বোয়াল অস্থি চুরি করিলে পদ্মা ব্রহ্মজালে রাঘব বোয়ালকে বন্দী করিয়া তাহার পেট কাটিয়া অস্থি উদ্ধার অন্তে রাঘবকে প্রাণদান দিয়া ছাড়িয়া দিল। পদ্মা মহামন্ত্র জপিতে লাগিল।

যমদূত ঘটমধ্যে জীব রাখিয়া গেল। পদ্মা গড়ুর-হুঙ্কার ঝাড়নে বিষক্ষয় করিয়া লখিন্দরকে জীয়াইয়া চক্ষুদান দিল। দেবগণ জয় জয় করিতে লাগিল। দেবের সমাজে বিহুলাকে নৃত্যরতা দেখিয়া লজ্জিত লখিন্দর বেননীকে অনুচিত কার্যের জন্য তিরস্কার করিল। দেবগণের নিকট বিহুলা কর্তৃক তাহাকে জীয়ান প্রসঙ্গ শুনিয়া লখিন্দর আনন্দে মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল। বিহুলা পদ্মার চরণে পড়িয়া কাতরতা জানাইলে পদ্মা বেননীর ছয় ভাসুরকে জীয়াইয়া দিল এবং তাহাদিগকে বিহুলার অদ্ভুত কর্মের কথা জানাইল। বিহুলা অতি-আনন্দে নাচিতে লাগিল। পদ্মা বিহুলার স্বামী ও ভাসুরগণসহ নিজ পুরী যাইবার আদেশ করিল। বিহুলা তাহার শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা যাজ্ঞা করিল। পদ্মা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলে বিহুলা তাহাকে আর মায়ায় না ছলিবার নিবেদন জানাইল। পদ্মা দৈত্যদিগকে স্মরণ করিয়া চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা তোলাইল। ছয় নৌকায় ছয় জন এবং ডিঙ্গামধুকরে বিহুলা-লখিন্দর চড়িল।

ডিঙ্গা ঘাটের কাছে আসিলে মধুসূদন দানী আরোহীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ডিঙ্গা আটক করিল এবং অনাচারী এক সাধু পরনারী হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে এই মর্মে রাজাকে সংবাদ দিল। ইহা শুনিয়া সসৈন্য রাজা সেই নারীকে কাড়িয়া লইতে আসিল। সঙ্কটে বিহুলা পদ্মার শরণ লইল। পদ্মা নাগগণকে স্মরণ করিল। তক্ষকরাজ সর্পবাহিনী লইয়া উপস্থিত হইল। নাগগণ প্রথমে মধুসূদন দানী, পরে দুই রাণী ও পরপর দুই রাজার দুই পুত্র, সৈন্যগণ, ঘোড়া, হাতী ও সেনাপতিদিগকে দংশন করিল। দুষ্টমতি রাজা নিজের পাপকার্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া বিহুলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বিহুলা শ্বশুরের উল্লেখে আত্মপরিচয় দিল এবং পদ্মাপূজায় সকলে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে এই মর্মে তাহাকে পদ্মার পূজা করিতে বলিল। রাজা উত্তম মন্দিরে ঘট আরোপণ করিয়া সানন্দে পদ্মার পূজা করিলে দানী, রাণীদ্বয়, রাজপুত্রযুগল এবং সৈন্য-সেনাপতি ও হাতী-ঘোড়া সকলে বাঁচিয়া উঠিল। রাজা বিহুলার নিকট বর যাজ্ঞা করিল এবং সে রাজাকে অজয় অমর ধন ও আনন্দের বর দিয়া নিজ ঘরে যাইতে বলিল।

ত্রিবেণী বাহিয়া ডিঙ্গা ভাগীরথীতে পড়িল। লখিন্দর কাণ্ডারের নিকট পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও রাজা বিক্রমকেশরীর নাম জ্ঞাত হইয়া বাদ্য বাজাইতে বলিল। চাকঢোলের বাদ্য শুনিয়া শত্রুর আগমন আশঙ্কায় তাহাকে বন্দী করিতে রাজা সসৈন্য কোটালকে পাঠাইল। বিহুলা সঙ্কট বুঝিয়া পদ্মার শরণ লইল। পদ্মা মণিফণিবেষ্টিত হইয়া সুললিত অপরূপ সৌন্দর্যে রাজার আগমন পথে দেখা দিল। রাজা দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পদ্মা চন্দ্রপতির সহিত তাহার শত্রুতা ও

চাঁদের সর্বনাশের বিবরণ জানাইয়া তাহাকে আত্মমঙ্গলাভিপ্রায়ে ফিরিয়া যাইতে বলিল। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা অন্তে দেবীর নিকট বর যাচ্ঞা করিয়া তাহার পূজা করিবার অভিলাষ জানাইল। ডিঙ্গা ভ্রমরাদহে পৌছিল।

নিশি প্রভাতে বিহুলা লখিন্দরকে চম্পকনগরে ডোমিনীবেশে যাওয়ার অভিলাষ জানাইয়া বিচিত্র 'বিচনি' গড়িয়া দিতে বলিল। লখিন্দর খাগড়া কাটিয়া পাখা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে এক অপূর্ব আলেখ্য নির্মাণ করিল। বিহুলা পাখা হাতে পাইয়া লখিন্দরের অমূল্য শিল্পকর্মের প্রশংসা করিল এবং মায়াডোমিনীরূপ ধরিয়া চম্পসা যাত্রা করিল। 'হাততে বিছনি কাথতে ডোম ডালি' বিহুলা হাসিতে হাসিতে গান গাহিয়া পথ চলিল। যুবকগণ ডোমিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বিহুলা ডোমনার অনুপস্থিতিতে গৃহে উপবাসজনিত কষ্টের জন্য পাখা বিক্রয় উদ্দেশ্যে আগমনের মধুর কপটতায় তাহাদিগকে ছলনা করিয়া সোনার মোহর মূল্যে উহা কিনিবার অসামর্থ্যে তাহাদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখাইল এবং লখাইর সপ্রশংস উল্লেখে তাহাদিগকে ধিক্কার দিল। বেননী বণিকের পাড়া পৌছিল এবং পাখা লইয়া চাঁদের অন্তঃপুরে যাইবার জন্য দ্বারীকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিল। দ্বারী তাহাকে ডোমিনীজ্ঞানে বিনিময়ে সুরতিশৃঙ্গার অঙ্গীকার চাহিলে বিহুলা চাঁদসাধুর পানজল জোগাইবার দাবীতে দ্বাররক্ষীকে অধম দুর্জন বলিয়া তিরস্কার করিল। সে ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সনকা ডোমনীর রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং তাহার জাতি, কুল ও বসতি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বিহুলা গৃহে ডোমনার অনুপস্থিতির ফলে উপবাস-দুর্যোগ কাটাইবার মানসে পাখা বিক্রয়ার্থ আগমনের কপট অভিনয়ে অম্বল পান্তা যাচ্ঞা করিল। সনকা তাহার পরিচয় সম্পর্কে সংশয়িত হইয়া সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বিহুলা পুনঃ মায়াপরিচয় দিল। লখাই ছাড়া এই পাখা কিনিবার লোক নাই বলিয়া সনকা তাহাকে এই পাখা সাগরে ভাসাইয়া দিতে বলিল। বিহুলার মুখে মধু ও বিপরীত বেশ দেখিয়া সনকার মন হইতে কিন্তু সংশয় গেল না। তাহারই পুত্রবধূ কুলে কালি দিয়া ডোমের ঘরণী হইয়াছে ভাবিয়া কপটতার পরিবর্তে বিহুলার নিকট আদ্যন্ত বিবরণ শুনিতে চাহিল। পুরাতন শোকের জ্বালায় ভুল হইয়াছে বলিয়া সনকা ডোমিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সনকা বধূদের গুয়াপান দিয়া ডোমিনী বিদায় করিতে বলিল। ডোমিনী ক্ষুৎকাতরতা দেখাইয়া সনকার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাহিল। রন্ধনশৈথিল্যের জন্য অন্ন মিলিবে না জানিতে পারিয়া ডোমিনী সনকার নিকট মেড়ঘরস্থিত উত্তম ব্যঞ্জন ভাত যাচ্ঞা করিল। সনকা চমৎকৃত হইয়া মেড়ঘরে অন্নের সন্ধান সে কি

করিয়া জানিল তাহা জিজ্ঞাসা করিল। লখিন্দরের বিবাহে কৌতুক দেখিতে আসিয়া অধিক রাত্রি হওয়ার জন্য ডোমিনী তাহার স্বামীর সঙ্গে মেড়ঘরের পাশে ছিল বলিয়া বিহুলার রন্ধন ও লখিন্দর ঘুমাইয়া পড়ার জন্য সুন্দরীকর্তৃক অন্নব্যঞ্জন হাড়িতে ঢাকিয়া রাখিবার বৃত্তান্ত অবগত হইবার কথা জানাইল। সনকার সঙ্গে গিয়া ডোমিনী মেড়ঘরের কপাট ঘুচাইলে সোনার থালায় অন্ন বাড়িয়া সনকা তাহাকে আনিয়া দিল। নীচজাতি কর্তৃক সাক্ষাতে অন্ন খাইবার ধৃষ্টতা-পরিহার অভিনয়ে ডোমিনী বাহিরে গিয়া কুকুরকে তাহা খাওয়াইল এবং পুরীতে ফিরিয়া আসিল। সনকা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সনকার ক্রন্দনে ডোমিনী কাঁদিতে লাগিল। দাস-দাসী সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সদাগর ক্রন্দনের রোল শুনিয়া যে মরাপুত্র-শোক জাগাইয়া দিল তাহাকে মারিবার জন্য হেমতাল লইয়া ছুটিয়া আসিল। ডোমিনী প্রাণ লইয়া পলাইল। চাঁদ ডোমিনীকে দেখিতে না পাইয়া সগর্জনে তিরস্কার করিতে লাগিল। বিহুলা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া চম্পলার বিবরণ প্রসঙ্গে লখিন্দর ছাড়া চম্পলাপুরী অন্ধকার, সনকার শোকক্রন্দনাকুলতা ও ছয় জায়ের শোকজর্জর তনুক্ষীণতার কথা বলিয়া কুৎসিত কুমতিদীপ্ত আচরণে শ্বশুরকর্তৃক তাহাকে মারিতে আসা ও কুজ্ঞানলগ্নতার কথা উল্লেখ করিল। শ্বশুরের প্রতি কঠোর ও অনুচিত মন্তব্য প্রকাশের জন্য বিহুলা গঙ্গাজলে স্নানান্তে দেশাচারসম্মত কনক তিলাঞ্জলি প্রায়শ্চিত্ত করিল।

বেনেনী ফিরিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া সনকা সখীদিগকে গগড়িয়ার ঘাটে যাইতে বলিলে তাহারা জলের কলসী লইয়া সেই ঘাটে গেল। নৌকার পাটাতনে লখিন্দরকে উপবিষ্ট দেখিয়া একে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সে সংশয় প্রকাশ করিল। অন্য এক দাসী লখিন্দরকে চিনিতে পারিল। সুবলা নামে এক দাসী বিহুলাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং কলসীতে জল না ভরিয়া সংবাদ দিতে ছুটিল। উৎকণ্ঠিতা সনকা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে লখাই বিহুলার আগমন বার্তা জানাইল। সনকা আনন্দে বধূগণ ও সদাগরকে ডাকিয়া পুত্রের ফিরিয়া আসার কথা জানাইলে সদাগর ছুটিয়া আসিল। পুত্র পুত্র বলিয়া হেমতাল কান্ধে চাঁদ-সদাগর ছুটিল। দাসদাসী সকলে তাহার অনুগমন করিল। লোকমুখে সংবাদ পাইয়া নগরের লোক কলকোলাহল করিয়া ছুটিল। লখাই দূর হইলে জননীকে দেখিল এবং সাত ভাই নৌকা হইতে নামিল। নিকটে গিয়া সনকা পুত্রদের দেখিয়া স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইল। সাত ভাই মায়ের চরণে প্রণাম করিল। বিহুলা আসিয়া শাশুড়ীর পায়ে প্রণতি জানাইল। সনকা বধূকে চুম্বন করিল। বিহুলা

শ্বশুরের নিকট গেল। সাত পুত্র পিতাকে প্রণাম করার পর বিহুলা শ্বশুরের পায়ে দণ্ডবৎ হইল। বিহুলা ও ছয় জা গলাগলি করিয়া কাঁদিল। চাঁদ বিহুলাকে সতী-শিরোমণি বলিয়া অভিহিত করিয়া পুত্রবধূকে বাড়ী যাইতে বলিল। যদি চাঁদ মনসাকে পূজা করে তবেই সে বাড়ী যাইবে বিহুলা এই নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া উঠিল। চাঁদ তাহাকে আগে বাড়ী যাইতে বলিল। পুত্রদর্শনে আনন্দমনা সনকা পুত্রদিগকে গৃহে রাখিয়া সবধূগণ চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন বরণান্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

চাঁদ সনকাকে রন্ধনের আদেশ করিল। সনকা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিল। সাধু পুত্রদের লইয়া আহারে বসিল। সাত পুত্র লইয়া সাধু দেওয়ানে বসিল। বিহুলা শ্বশুরকে নিজ হস্তে পদ্মার পূজা করিতে বলিলে সাধু 'ব্যাঙখকি' কাণীকে পূজা করিতে অসম্মতি জানাইয়া মহাদেবের বরেই সাত পুত্রকে ফিরিয়া পাওয়ার আত্মপ্রসাদপ্রীত অভিব্যক্তি করিল। বিহুলা দেবগণকে সাক্ষী রাখিয়া চাঁদের পুত্র-দিগকে জীয়ান এবং সত্যভঙ্গে শ্বশুরের অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া তাহাকে পদ্মার পূজা করিতে বলিল। তথাপি চাঁদ পূজা না করায় পদ্মা শিবকে জানাইল। শিব দেবতাদিগকে পদ্মার পূজা প্রসঙ্গে তাহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলে নিজ নিজ বাহনে অধিরূঢ় সকলে গিয়া চাঁদকে পদ্মা পূজিতে বলিল। দেবতাদের কথায় চাঁদ পদ্মাকে পূজিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। চাঁদ প্রথমে অনাদি ঈশ্বর ও তারপর শিবের পূজাঅন্তে পার্বতী, নারদ ও গণেশের পূজা করিয়া বাম হস্তে পদ্মার পূজা করিল। পদ্মা চাঁদকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং তাহার পূজায় সন্তুষ্টি প্রকাশে তাহাকে বর দিতে চাহিল।

পদ্মাকর্তৃক যথাপ্রতিশ্রুত ইন্দ্রের রথ আসিয়া পৌছিলে বিহুলা শ্বশুরের নিকট ইন্দ্রালয়ে যাইবার প্রসঙ্গ জানাইল। সাধু, সাধুয়ানী, দাসদাসী ইষ্টমিত্র বাপভাই সকলে কাঁদিতে লাগিল। লখিন্দর পিতামাতাকে মনে দুঃখ না করিতে প্রবোধ দিল। পিতামাতা সহোদর সকলকে প্রণাম করিয়া লখিন্দর সবিহুলা রথে চড়িল। নরতনু ত্যাগ করিয়া অনিরুদ্ধ-ঊষা ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্রের চরণে প্রণতি করিয়া তাহারা যথা অঙ্গীকার পালন করিয়া ফিরিবার সংবাদ জানাইল।

খ—জগজ্জীবনের কাব্যকুশলতা

জগজ্জীবন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একজন যশোভাগ্যহীন সমর্থ কাব্যকার। কবির আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশক। তিনি উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল-কবি। কবি তাঁহার পূর্বসূরী তন্ত্রবিভূতির কাব্যকে আত্মসাৎ করিয়া

লইয়াছেন আমার নবাবিষ্কৃত তন্ত্রবিভূতির কাব্যসাক্ষ্যে ইহা সমর্থিত। মানবীয় জীবনরস পরিবেষণের রসসিদ্ধিতে তিনি তাঁহার পরসাধক জনপ্রিয় কবি জীবন মৈত্রের কাব্যের রূপরূপ ও রসরূপের মধ্যে যুগজয়ী মৃত্যুঞ্জয়তা লাভ করিয়াছেন। বাস্তব-জীবনধারা অনুসরণে, সুকাব্য রচনার অশেষ সামর্থ্যে এবং পাণ্ডিত্যে মনসামঙ্গল-কবিদের মধ্যে জগজ্জীবনের বিশেষ কবিকৌলীন্য পরিদৃষ্ট হয়।

মঙ্গলকবিদের প্রথানুগত্যে রচিত দেবখণ্ড তাঁহার কাব্যের উপক্রমণিকা। কিন্তু গতানুগতিকতার মধ্যেও প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে জগজ্জীবন অভিনবতা দেখাইয়াছেন। একমাত্র দেবী অম্বুজা ছাড়া তিনি অন্য কোন দেবদেবীর বন্দনা গান করেন নাই এবং তাহাও মাত্র চারি পংক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপাস্য দেবতার মধ্যে তিনি মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন. কবি রামপ্রসাদের 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' এইরূপ মিনতির আগে বাংলাসাহিত্যে শাক্তপ্রবণতাপ্রীত এমন কথা শুনা যায় নাই। বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাসে ইহা চিত্তাকর্ষক। সৃষ্টিপত্তন (Cosmogony) বর্ণনা কবির বেদ (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল) ও পুরাণানুসৃত রূপলক্ষণপ্রিয়তার সাক্ষ্যবহ। "নপুংসক হইঞা হইল সৃষ্টি"— মনসাকে ধর্মকর্তৃক পরে নারীরূপ দান ইত্যাদির বর্ণনা শূন্যপুরাণ ও ধর্মঠাকুরের পুরাণানুরূপ। মনসার জন্মকাহিনী অভিনবত্বে মনোরম। অগ্নিজন্মনা গৌরীর কাহিনী সৃজনে কবি মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ফুলের চাষ ও মালঞ্চ-নির্মাণ বর্ণনায় কবির রোচিষ্ণু মন প্রকাশ পাইয়াছে। শিবের ফুলের চাষ মনসামঙ্গল কাব্যে চিত্তাকর্ষক। "অঙ্কুর ছাড়িল পুষ্প" ইত্যাদি বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ। বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। "হাতত না ধরিহ ভাঙ্গিবেক শঙ্খ" ইত্যাদি কয়েক পংক্তির বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনানুরূপ। "মদনে পীড়িত দেবী হাসি বোলে বোল।" ইত্যাদি ছয় পংক্তি বেশ কবিত্বপূর্ণ। প্রেম, মিলন, সম্ভোগ ইত্যাদি বর্ণনা অতিশয়তানিন্দিত। শিবের বিহার বর্ণনায় ঈষৎ গ্রাম্যতা দোষের স্পর্শ আছে। অবশ্য যুগরুচি ইহার জন্য খানিকটা দায়ী বলিয়া মনে হয়। দুর্গার পরীক্ষাপ্রসঙ্গ কবির অভিনব সৃষ্টির (creative art) প্রেরণাপ্রবহ। ইহা জগজ্জীবনের মনসা-মঙ্গল কাব্যে তন্ত্রবিভূতির অনুসরণে বর্ণিত।

"অন্তরে এমত কয় ই জনা কয়ালি নয়
রূপ দেখি অতি বিপরীত।"

—ইত্যাদি বর্ণনা ভারবির "কিরাতার্জুনীয়ম্" মহাকাব্যের ছদ্মবেশী শিবকর্তৃক অর্জুনের পূজাগ্রহণ প্রসঙ্গের প্রভাবজাত মনে হয়। হরগৌরীর গান্ধর্ব বিবাহের পর

পুনরায় শাস্ত্রীয় বিবাহ ব্যবস্থায় কবি যেন একান্ত আধুনিক যুগের মনন দেখাইয়াছেন। অবশ্য প্রাচীনযুগে অনুরূপ বিবাহগুলিকে শাস্ত্রীয় শুদ্ধি দেওয়ার দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। শিবের বরবেশ বর্ণনাংশে কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের প্রভাব লক্ষিত হয়।

"রসাল লাড়ুর গন্ধে মরিচের ঝাল।
সড়া মৎস্যের গন্ধে যেন পাগল বিড়াল॥"

এই অংশে লৌকিক উপমা সুন্দর।

"এগার বৎসরের দুর্গা বার নাহি পুরে।
দুগ্ধের ছাওয়াল মোর যাবে কত দূরে॥"

ইত্যাদি কয়েক পংক্তিতে মেয়েকে বিদায় দেওয়া প্রসঙ্গ-বর্ণনা বেশ কবিত্বপূর্ণ।

গণেশ ও কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা কবির তত্ত্ববিভূতিকে অনুসরণের পরিচয়বহ। সমসাময়িক যুগে অবনমিত নৈতিক চরিত্রপ্রসঙ্গ কাহিনীদ্বয়ে সুব্যক্ত।

"গঙ্গা দুর্গা মারিবেক সতীন কহিয়া।
তা সভাকে পতিয়াবে কি বোল বলিয়া॥"

—বর্ণনা কবির বাস্তব জীবনবোধ-প্রতীত। কপিলা-উপাখ্যান উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে তত্ত্ববিভূতির প্রভাবের পরিচায়ক। 'ভোজনে যখন বৈস' ইত্যাদি কবির হাস্যরস সৃষ্টি।

"অন্যের ছাআল হৈলে দুগ্ধ ভাতে খায়।
আমার ছাআল কেনে ক্ষিধাএ লালাএ।"

—বর্ণনায় মাতৃস্নেহের কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"অন্য দেবগণ যদি পূজে লোকজনে।
তার সঙ্গে বিবাদ করএ সর্ব্বক্ষণে।"

—ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় চাঁদসদাগরের পরমত-অসহিষ্ণু মনঃপ্রকাশপ্রদীপ্ত।

"নাসিকা পরশ করি যাত্রা করে অধিকারী
স্বর্ণ ঘট পড়িল টলিয়া॥"

—ইত্যাদিতে সৌন্দর্যচেতনাপ্রভব কুসংস্কার (Superstition based on aesthetics) বর্ণনার ধারাপ্রবহতা সূচিত হইয়াছে।

গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে—

"শতেক যোজনে যেবা গঙ্গা নাম বোলে।
অবশ্য গতি তার বৈকুণ্ঠমণ্ডলে॥"

বর্ণনা

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।"

এই গঙ্গাস্তোত্রের অনুবাদ। ইহা কবির শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়-প্রীত।

"সড়ি পত্রিয়া রাজা বসিল সমাজে।
চান্দোর ঘরের লেজ্যা পাত্র মনে মনে হাসে॥"

ইত্যাদি পংক্তি চতুষ্টয় উচ্চাঙ্গের হাস্যরস।

কাঁকড়ার জলে পদ্মার মায়া, এবং নদী, উনপঞ্চাশ পবন ইত্যাদিকে ডাকিয়া দুর্যোগ-সৃষ্টির বর্ণনায় কবির অলৌকিকতঃ-আশ্লিষ্ট মনের প্রকাশ হইয়াছে।

"প্রাণে না মারিহ তাকে রাখিহ যতনে।
বিবাদ সাধিলে ইহার হইবে তলাস॥"

বর্ণনায় মনসাচরিত্রের স্নেহকোমল দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

চাঁদসদাগরের নৌকাডুবি উপলক্ষ্য করিয়া নিমজ্জমান মানুষদের পরিচয় ও অন্তর্বেদনা প্রকাশে জগজ্জীবন তাঁহার পূর্ববর্তী কবি তন্ত্রবিভূতিকেও অতিক্রম করিবার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

"সনা বোলে ঘরে আইলো মোর শিরোমণি।
মরুক যায়া ধন জন তুমার নিছনি॥"

বর্ণনায় সতী সনকার চরিত্রাঙ্কন অতি সুন্দর।

স্বপ্নে লখিন্দরকে ছলনা ও তাহার মাতুলানী অভিগমনকাহিনী নিবারিত বিবাহ সংঘটনের প্রয়োজনে এবং সনকার মাতৃমনের মঙ্গলাকৃতিকে বাস্তব করিয়া দেখাইবার জন্য কবি তন্ত্রবিভূতির অনুসরণে বর্ণিত বলিয়া মনে হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের পরিকল্পনায় লখাইর নিন্দিত আচরণ অসংযত গ্রাম্য যুবকের বাস্তব জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণনায় অশ্লীলতা লৌকিক কৃষ্ণকথার জন্য। "কাঁচুলি চিরিয়া আচুড়িব" ইত্যাদি পংক্তিত্রয় শব্দ ও বাক্যাংশগত ঐক্যে কৃষ্ণকীর্তনের প্রায় অনুরূপ। কৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে যাঁহাদের এখনও সংশয় আছে পূর্বোক্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনাংশ তাঁহাদের চিন্তনীয়।

"জিনিঞা চকোর বর দেখি দুটি পয়োধর
দ্বিতীয়ার চন্দ্রত কপাল।"

ইত্যাদি আট পংক্তিতে রূপবর্ণনা বেশ সুন্দর। জীবনরসনিষ্ণাত মঙ্গলকবির রূপ ও সৌন্দর্যানুভবের সামর্থ্যবহ।

"মানুষ করিনু আমি পুষিয়া পালিঞা।
কোছার মাণিক মোর কে নিল কাড়িঞা॥"

বর্ণনা বেশ করুণ।

লখিন্দরকে দংশনের জন্য মনসার সর্প-অভিযান প্রসঙ্গে অগণিত সর্পের নাম বর্ণনা ভয়ঙ্করত্বের পটভূমি নির্মাণোদ্দিষ্ট। "শরীরে বন্ধন ছুটে" ইত্যাদি ছয় পংক্তিতে বাঁচিবার জন্য লখিন্দরের আকুলতার বর্ণনা অতিশয় করুণ।

'চড়িয়া চৌদলে বালী মৃত্যু সঙ্গে যায়।
চম্পালি নগরখান কান্দে উভরায়।"

বর্ণনা সুন্দর। "বালী বোলে অহঙ্কার না কর পাটনী" ইত্যাদি ছয় পংক্তিতে তেজস্বিনী বিহুলার চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে।

"বেননী বোলেন যদি হও মোর মাও।
ছয় বধূর নাম তবে বলিবারে চাও॥"

বর্ণনা বিহুলার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যদীপ্ত। গোদার কাহিনী হাস্যরস-সমুজ্জ্বল ও উপভোগ্য। কবি হাসিতে জানেন, হাসাইতেও জানেন।

"মেঘে যুক্তি করি যেন করে মহাঘটা।
তার মধ্যে দীপ্ত করে বিজলীর ছটা॥"

বর্ণনায় কবির 'কবিত্ব-বিচক্ষণ' এই শ্লাঘ্য আত্মপরিচয় সমর্থিত হইয়াছে।

"শাড়ি আনিলাঙ" আমি পত্নিবেক কে।
কে মোরে বলিবে দাদা শাড়ি মোকে দে॥

বর্ণনা করুণ এবং জীবনরসসিক্তমথিত।

"মন মধ্যে কিবা তার হৈল আচম্বিত।
স্বামী কোলে করি কন্যা হইল মূর্চ্ছিত॥"

ইত্যাদি বর্ণনা অতি করুণ। এই অংশের ভাবকল্পনায় জগজ্জীবন তাঁহার পূর্বসূরী তন্ত্রবিভূতিকে অতিক্রম করিয়াছেন। বিহুলার স্বর্গগমনকালে অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ বেশ নাটকীয় হইয়াছে।

"সুবর্ণ সমান কান্তি জলে চন্দ্রমুখী।
দেখিয়া বালীর রূপ মহাদেব সুখী॥"

বর্ণনা বাঙালী কবির কল্পনা ও বিশ্বাসের শক্তির অপূর্বতা-দ্যোতক।

উপন্যাসোপম কাহিনী বয়নে, বাস্তবচরিত্রাঙ্কনে, দুঃখের কারুণ্য বর্ণনায়, উপভোগ্য ও উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃজনে এবং সমাজজীবন ও যুগচিত্তের প্রতিফলনে মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ দাস

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল

দেবখণ্ড

দেবখণ্ড

হরি বোলরে ভাই সংসার সকল জলময় ॥ ধুয়া ॥

নম গো নম গো পদ্মা নমো নারায়ণী ।
তুমি যারে নিদারুণ মা বিধি তারে বাম ॥
তুমি নিতে তুমি দিতে তুমি সুখদাতা ।
মাও যদি দিবে দুঃখ নিবেদিব কোথা ॥
জলময় সংসার সকল জলময় ।
সজড় অজড় নাই সংসার প্রলয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য নাহি ছিল অষ্ট লোকপতি ।
যতুপতি প্রলয় নাহি পুরুষ প্রকৃতি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু কভু[১] নাহি লক্ষ্মী সরস্বতী ।
হরের গৃহিণী নাহি গঙ্গা ভাগীরথী ॥
দিবস রজনী নাহি রবি নিশাকর[২] ।
ইন্দ্র[৩] আদি দেবতা নাহি এ সাত সাগর ॥
পশু নাহি পক্ষী নাহি নাহি তরুবর ।
পর্ব্বত গহন নাহি সর্প অজগর ॥
যমালয় যমদূত নাহি যমরাজ ।
সর্প নাহি নর নাহি মৃত্যুর সমাজ ॥
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বটপত্রের উপর ।
জলমধ্যে ভাসে দেব অনাদি ঈশ্বর ॥
সৃষ্টি স্থিতি করিতে দেব করিলেন মন ॥
রচিল পাচালি কবি জগতজীবন ॥

শিবনাম শুনিতে কেবল মধুর রে ॥ ধুয়া ॥

জলের উপরে নির্ম্মাইল নিরঞ্জন ।
একমন দিয়া শুন সৃষ্টির পত্তন ॥
অনাদি আদেশ কৈল শুন চারি ভাই ।
প্রলয় ঘুচায়া সৃষ্ট মন কর ভাই ॥

চারিদিগে চারিজন ভ্রমিয়া বেড়ায় ।
সৃষ্টি করিতে কিছু না পায় উপায় ॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে চারিজন ।
ধর্ম্ম নামে একদেব করিল সৃজন ॥
চারি ভাই বৈসে পুন প্রলয়ের জলে ।
ধর্ম্ম নামে পুরুষ সৃজিল সেই স্থলে ॥
মনসার পাএ মজিয়া রহুক-মন ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

লাচাড়ী ॥

জন্মিয়া ধর্ম্মরাজ প্রলয়ের মাঝ
বসিয়া চতুর্দ্দিগে চায় ।
না দেখি মহীতল সংসার জলস্থল
সৃষ্টির করিল[১] উপায় ॥
অনিলে[২] বোলেন ভাই আমরা চলহ যাই
[৩]ধর্ম্মকে ডাকিয়া শুধাই ।[৩]
[৪]কেমতে হইল ধর্ম্ম কিরূপে তাহার জন্ম
যুগের ধর্ম্ম জ্ঞান পাই ॥
যুক্তি করিয়া মনে চলিলা চারিজনে
ধর্ম্মকে ডাকিয়া শুধায় ।[৪]
অনিলে বোলেন ধর্ম্ম করিবেক কোন ধর্ম্ম
জনমিলা কেমন উপায় ॥
কাহা হৈতে তোমার জন্ম করিবেক কোন কর্ম্ম
জনম হইল কাহার উদরে ।
আমি পুছি ধর্ম্ম হে স্বরূপ কহিয়া দে
কি করহ জলের উপরে ।
ডাকিয়া বোলেন ধর্ম্ম অনাদি আমার জন্ম
আপনে সে পিতামাতা আমি ।
সৃষ্টির অধিকার করিবারে রাজ্যভার
আমি সে[৫] জগতের স্বামী ॥

অনিলে বোলেন ভাই কি করহ এই ঠাই
ধর্ম্ম সে গুরুনিন্দা[১] করে।
ধর্ম্মকে দিয়া শাপ খণ্ডিবে মনের তাপ
চলহ আপনার ঘরে॥
শঙ্করনন্দিনী জগতবন্দিনী
বন্দিয়া তার দুই পায়।
স্বপনে পাইয়া গীত করিয়া বিরচিত
জগতজীবন কবি গায়॥

তু ধন রাম জীবন তুমি॥ ধু॥

অনিলে[২] বোলেন ধর্ম্ম তুমি দুরাচার।
প্রথমে নিন্দিলে গুরু দুর্জ্জন ব্যবহার॥
তোর বাক্যে আমা সভার মনে হইল তাপ।
অবশ্য পাপিষ্ঠ তোকে দিব অভিশাপ॥
সড়া পচা হৈয়া ভাসিয়া যাবে নীরে।
লাগিবে পাণ্ডুর পোকা* তুমার শরীরে॥
অভিশাপ দিয়া আর কহে উপদেশ।
সৃষ্টির প্রকাশ তুমি করহ প্রবেশ॥
প্রথমে সৃজিবা তুমি যত চরাচর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজিবা সৃজিবা দেবনর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃজিবা তবে[৩] দেব শূলপাণি।
অবশেষে সৃজিবা মনসা কন্যাখানি॥
মনসার রূপ দেখি হবে অচেতন।
বিভা করি মনসাকে দিবে আলিঙ্গন॥
লাজ পায়া শরীর ছাড়ি ধর্ম্মমতি।
তুমি হবে মৃতক[৪] মনসা হবে সতী॥
মহেশের অঙ্গতে করিয়া প্রবেশ।
অর্দ্ধেক হইবে ধর্ম্ম অর্দ্ধেক মহেশ॥
ব্রহ্মা যে সকল সৃষ্টি করিবে সৃজন।
ক্ষেত্রীরূপে পালন করিবে নারায়ণ॥

---

* পাঠ—পকা

বাক্য-অধিকারী হবে দেব শূলপাণি।
মনসাসুন্দরী হবে তাহার গৃহিণী॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ শেষ।
মহাপাপী অধর্ম্ম দুর্জ্জন দেশ॥
পুত্রে না করিবে পিতামাতার পালন।
শিষ্যে না মানিবে গুরু গর্ব্বিতেক[১] জন॥
রাজা হৈয়া প্রজাকে তাড়িবে নানা ছলে।
পরধন দুর্জ্জন কাড়িয়া নেবে বলে॥
স্ত্রীলোক ছাড়িবে তবে আপনার পতি।
পরের পুরুষ লইয়া ভুঞ্জিবে সুরতি[২]॥
এহি বোলি চারি দেব হৈল অন্তর্দ্ধান।
সৃষ্টিতে মন তবে করিল ধর্ম্ম জ্ঞান॥
সৃজিলেন পৃথিবীখান ধর্ম্ম আদি সুর।
আকাশে অমরাবতী আর নাগপুর॥
অষ্টদিগে সৃজিলেন অষ্ট লোকপাল।
সৃজিলেন সপ্ত সর্গ যে সপ্ত পাতাল॥
সৃজিলেন ইন্দ্রদেব সৃজিলেন নর।
সৃজিলেন গন্ধর্ব্বগণ অসুর কিন্নর॥
দিবাকর নিশাকর আর দিবারাতি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র চারি জাতি॥
সৃজিলেন পশু পক্ষ পর্ব্বত গহন।
জলমধ্যে সৃষ্টি করে জলচরগণ॥
মনমধ্যে মন্ত্র আর বনমধ্যে গাছ।
সৃজিলেন জালুয়ার জাল জলমধ্যে মাছ॥
ঘাট সৃজি হাট মধ্যে রতন পসার।
বিকি কিনি করিবারে সৃজেন দ্রব্যসার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিনজন।
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন॥
দশরূপে নারায়ণ কহিব পদছন্দে।
শুনিলে জনম কোটি মহাপাপ খণ্ডে॥

প্রথমে ধরিল হরি মীন অবতার।
সর্ব্ব শুনে চারি বেদ করিল উদ্ধার॥
কূর্ম্ম অবতার দেব ধরিল তার পাছে।
ধরিল পৃথিবীখান পৃষ্ঠের উপরে॥
বরাহমূর্ত্তি ধরে দেব অতি ভয়ঙ্কর।
ধরণী তুলিয়া ধরে দন্তের উপর॥
হিরণ্য বিদার কৈল নরসিংহ বলে[১]।
বামনে ছলিল বলি গেলা রসাতলে॥
ভৃগুরামরূপে ক্ষেত্রি করিল সংহার।
রামরূপে রাবণের সবংশে সংহার॥
রোহিনীনন্দন বলরাম মহাবল।
মত্ত হৈয়া কালিন্দীক হানিল লাঙ্গল॥
বোদ্ধরূপে পশু হিংসা না করিল আর।
কল্কিরূপে ম্লেচ্ছলোক করিল সংহার॥
দশবার দশরূপ ধরিল শ্রীহরি।
শুনিলে গাইলে [২]লোক যমপুরী তরি॥[২]
পদ্মার আদেশ গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু তিন ভাই রহিলেন তিন ঠাই
করে লয়া তিন কুশ মূল।
বাপের দুই[৩] চরণ তিনে করিলা বন্দন
চলিলা সাগরের কূল॥
তিনঘাটে তিন জন তপস্যাতে[৪] দিল মন
বসিলা আবেশ করি।
কপালেত দিল ফোঁটা গলায়েত যোগপাটা
তুলসী তিন কুশ ধরি॥
না দেখি পুত্রের মুখ ধর্ম্ম হৈলা মনদুঃখ
তেজিলাত[৫] দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।

নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল
বসিলা উঠিয়া বামপাশে ॥
মনসা সে সুন্দরী রূপে গুণে বিদ্যাধরী
চাঁচর মস্তকের কেশ ।
শরতচন্দ্র জিনি মুখ দেখিয়া সে বাড়ে সুখ
ভুবন জিনিয়া ধরে বেশ ॥
হৃদয়েত অৰ্দ্ধভার তিল পুষ্প নাসা যার
কিছু ধরে পুরুষের ধর্ম্ম ।
নাই স্ত্রী নাই বর না জানিয়া বস্ত্রিধর
নপুংসক হৈয়া হৈল জন্ম ॥
নখেত দিল রেখ হইল পরতেক
সেই পথে শ্রবি রক্ত চলে ।
মনসাত কন্যা পায়া ধর্ম্ম পড়ে অচেতন হৈয়া
পবিত্র করে কমণ্ডলু জলে ॥
পড়িলেন ধর্ম্ম লোভে করিতে চাহেন কোলে
মনসাত পাইল তরাস ।
মনসা বোলেন ধর্ম্ম না করহ হেন কর্ম্ম
করিবে সে লোকে উপহাস ॥
জগতজীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
বন্দিয়ে অস্তিকের মাতা ।
জগতজননী মহেশনন্দিনী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[১]তোর রূপে আকুল কেনে হিয়া ।
হে রামা তোর রূপে আকুল কেনে হিয়া ॥[১] ধু ॥
কেমনে তরিব নাথ এই ভব-সাগর ।
তোমার চরণ বিনা গতি নাই আর ॥ ধু ॥

গোসাঞি বলেন মনসা বচন মোর ধর ।
দিয়া কন্যা মধুপান প্রাণ রক্ষা কর ॥
মনসাএ বোলে ধর্ম্ম জগতের পতি ।
কুমারী হরিলে হবে নরকে বসতি ॥

তুমার কারণে হবে প্রভু সৃষ্টি নাশ।
অবলার বচনে হইবে উপহাস।
গোসাঞি বলে মনসা থাকহ এই ঠাই।
যাবত ডাকিয়া আনি পুত্র তিন ভাই॥
পুত্র সম্ভাষিতে গেলা ধর্ম্ম মহামতি।
তিন ভাই পিতার চরণে করিলা প্রণতি॥
তিন ভাই বোলে বাপু কেনে আইলে এথা।
ধর্ম্ম বোলে আছে এক বিবরণ কথা॥
কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জ্জিয়া খাল্যো[১] ফল দোষ কিবা আছে॥
বাপের বচনে কথা কহে তিন ভাই।
উপার্জ্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই॥
গোসাঞি বোলে তিন পুত্র শুন মোর বাণী।
ভগ্নী এক সৃজিল তোমার মনসা কামিনী॥
তার রূপ দেখি মোর স্থির নাই মন॥
বিভা করাইয়া দেহ পুত্র তিন জন॥
শুনিয়া বাপের কথা মনে পায় তাপ।
কথায়ত [২]আজ আমাক[২] ছলিলেক বাপ॥
[৩]বাপের বাক্যেতে ভর করি তিন জন[৩]।
ভৃঙ্গারেত জল ভরি করিল গমন॥
যাইয়া পাইল তিন দেবের পুরীত।
বিবাহের সাজ[৩] যত করিল তুরিত॥
সোবর্ণের ঘট আনি স্থাপিলা তুরিত।
বসিলেন মনসা গোসাঞি বাম ভিত॥
ব্রহ্ম মন্ত্র পড়ি হর জল দিল হাতে।
সাতবার ছিটাইল দুই জনার মাথে॥
গোসাঞি মনসায়ে বিভা ত্রিভুবনে জানি।
দেবাসুর নর তবে করে জয়ধ্বনি॥
বিভা দিয়া তিন জন[৫] তপস্যাকে যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়॥

লাচাড়ি ॥

সোবর্ণের পালঙ্কে বসিলা গোসাঞি রঙ্গে
মনসা বসিলা এক পাশে ।
মনসার হাত ধরি দৃঢ় আলিঙ্গন করি
রাহু যেন চন্দ্রকে গরাসে ॥
কুসুমের মকরন্দে যেন অলি ধায় গন্ধে
লোভে যেন মত্ত মধুকর ।
দেবের পরম রঙ্গ উদাস[১] করিল অঙ্গ
দেখিয়া মনসার পায় ডর ॥
মনসাএ বোলেন নাথ করি প্রভু জোর হাত
শরীর দেখি বড় বিপরীত ।
প্রাণে মোর লাগে ডর দেখিয়া সে সৃষ্টিকর
রাখ প্রভু যেমন উচিত ॥
মনসার বাক্য শুনি ধর্ম্মরাজ মনে গুণি
শরীর ধরিলা বাম হাতে ।
অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ ফেলাইল অর্দ্ধখান
মনসা সন্তোষ হইল তাতে ॥
গোসাঞি পড়িল ভোলে মনসাকে নিল কোলে
মদনে পীড়িত দুই জন ।
সুরতির প্রসঙ্গে বঞ্চে নিশি মহারঙ্গে
করে গোসাঞি ধাতু আলিঙ্গন ॥
স্খলন হইল রেত বদন হইল শ্বেত
নয়ান হইয়া[২] গেল ঘোর[২] ।
সুরতি রমণ করি ধর্ম্মের হইল হারি
[৩]মুখে গোসাঞির না বাহিরায় রোল ॥[৩]
সুরতির[৪] শ্রম হৈল মনসা নিদ্রাতে পৈল
গোসাঞি মরমে লজ্জা পায় ।
তেজিয়া মনসা সতী সৃষ্টির অধিপতি
করে প্রভু মরণ উপায় ॥

জগতজীবন কবি বন্দো হর মহাদেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা॥

মনসাক ছাড়িয়া ঘরে গোসাঞি পলায় ডরে
সুরতিভঙ্গ অভিমানে।
অনিলের অভিশাপ গুরুনিন্দা মহাপাপ
ধর্ম্মকে ফলিল সেইক্ষণে॥
সড়া পচা তনু ধরি ভাসে দেব মায়া করি
পোকায়ে বেষ্টিত সর্ব্ব গায়।
এ মৎস্য মগর আর বোচা সুস্থ ঘড়িয়াল
শরীর সব কামড়ায়া খায়॥
প্রথমে ব্রহ্মার তরে যে ঘাটে তপস্যা করে
ভাসিয়া লাগিল সেই কালে।
মরা দেখি চতুর্ম্মুখ হইয়া রহে উর্দ্ধমুখ
ভাসাইল জলের হিল্লোলে[১]॥
বিষ্ণুদেবে করে তপ সেই ঘাটে গেল সব
সম্মুখে দেখিল বিশ্বেশ্বর।
জলের হিল্লোল দিয়া দিল জলে ভাসাইয়া
ভাসিয়া চলিল কতদূর॥
গোসাঞি বোলেন মনে মোর পুত্র তিনজনে
[২]না পারিলে চিহ্নিবাক মোক।[২]
দেবতার হেন মতি এমন অজ্ঞান অতি
কেমতে[৩] চিহ্নিবে পরলোক॥
যেই ঘাটে ব্যোমকেশ তপস্যাতে আবেশ
সেই ঘাটে গেলা ধর্ম্মরাজ।
তিল কুশ নিয়া আসি ধ্যান করিল বসি
জলমধ্যে ভাসিয়া অকাজ[৪]॥

[১]মহাদেব বোলে বাণী মোর বাপ ব্রহ্মমুনি
ভাড়িলেক ভাই তিন জন।
ধ্যান করি চাহো মনে কুলমুখে কুলজনে
প্রথমেত স্বজিলে মরণ॥[১]
ধ্যানে রহে মহেশ্বর ধ্যানেত করিল ভর
ধ্যান করিল অনুতাপে।
আপনার মরণ কৈল ধর্ম্ম স্বজন
অনিল[২] দেবের অভিশাপে॥
তিল কুশ থুইল তামি শঙ্কর জগতস্বামী
গায়ের গামছা বান্ধিয়া।
বাপকে করিয়া কোলে উপর পাহাড়ে তোলে
মহাদেব বিকল কান্দিয়া॥
জগতজীবন কবি বন্দো মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা॥

কান্দিয়া বিকল শিব ওহোও পিতার মরণে[৩]॥ ধুয়া॥

করুণা করিয়া হর করয়ে ক্রন্দন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শুনি আইল দুই জন॥
কান্দে ভাই তিন করিয়া কোলাকোল॥
উচ্চ স্বরে কান্দে হর হাহাকার বোলি।
উঠ উঠ বোলে হর ক্রন্দন সকলি॥
পুত্রের ক্রন্দনে ধর্ম্মের হইল চেতন।
না কান্দ না কান্দ মোর পুত্র তিনজন॥
পূর্ব্বে অনিলেক মোরে আছিল অভিশাপ।
স্বজিলেক মৃত্যু পথ না কান্দিঅ বাপ॥
এক কথা কহি না করিহ উপহাস।
মৃথ মেল সত্বরে উদরে দেহ বাস॥

মহেশ্বর বোলে বাপু ইহা নাকি হয়।
ধর্ম্ম বোলে শুন বাপু মিথ্যা কথা নয়॥
তুমি আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী॥
এক কথা কহি বাপু শুন ত্রিলোচন।
অবশ্য হইবে বাপু আমার মরণ॥
চুয়া চন্দন [১]আগর দিয়া কাষ্ঠ।[১]
আমাকে পোড়াইহ[২] বাপু নিরামিষ ঘাট॥
বাপের আদেশে মুখ মেলিল শঙ্কর।
প্রবেশ করিল ধর্ম্ম অন্তর ভিতর॥
এহি বোলি ধর্ম্মদেব তেজিল জীবন।
জগতজীবন গায় রেবতীনন্দন॥

ত্রিপদী॥

ধর্ম্মদেব গেল মরি তিন ভাই করুণা করি
কান্দে বসি সাগরের ঘাটে॥
মহেশ্বর বোলে ভাই কান্দি কেনে দুঃখ পাই
ধর্ম্ম সৃজিল জীবন মরণ।
যাই নিরামিষ ঘাট করি বাপের কাজ
এহি রূপে সবার মরণ।
ধ্যানে বৈসে মহেশ্বর ধ্যানে করিয়া ভর।
পাইল নিরামিষ ঘাট।
আপনার উরু তুলি তাহাতে বান্ধিআ চুহ্লি[৩]
বাপের করয়ে অগ্নিকাজ॥
গঙ্গাসাগরের পানি আগর চন্দন আনি
ধর্ম্মদেবের শরীর ধোয়ায়।
করিয়া উত্তম খাট[৪] চাপায় আগর কাঠ
তাতে নিআ ধর্ম্মকে শোয়ায়॥
আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
আনল ভেজায় তিন ভাই।

মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মাহর অগ্নি দিল মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ছাই ॥
করিয়া অগ্নির কাজ ধোয়ায় আঙ্গার কাষ্ঠ
তিন ভাই কান্দে উচ্চ স্বরে ।
করিলেন তর্পণ পিণ্ড দিল তিনজন
তপস্যাকে চলিল সাগরে ॥
জগতজীবন কবি বন্দো মাতা বিষহরি
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

প্রাণনাথ বিনে আমি কার শরণ লবোও ॥ ধু ॥

হইল নিরস্ত তবে পোহাল্য রজনী ।
চৈতন্য পাইল পাছে মনসা কামিনী ॥
পাইল চৈতন্য কন্যা প্রাণ কাঁপে ডরে ।
ছাড়ি গেল[১] ধর্ম্মরাজ একশ্বর ঘরে ॥
করুণা করিয়া কান্দে মনসা যুবতী ।
কুন অপরাধে মোর ছাড্যা গেল পতি ॥
কান্দিয়া মনসা দেবী ভাবে মনে মনে ।
জানি কিবা ধর্ম্ম গেল পুত্র দরশনে ॥
তপস্যা করেন ব্রহ্মা বৈস্যা যেইখানে ।
কান্দিয়া মনসা দেবী গেল সেই স্থানে ॥
মনসা বোলেন ব্রহ্মা বড় পুত্র মোর ।
তুমাকে দেখিতে বাপ আসিয়াছে তোর ॥
ব্রহ্মা বোলে পিতা নাহি আসে মোর ঠাঁই ।
বিষ্ণুদেব[২] আছে তবে[২] আমার ছোট ভাই ॥
তার ভাটি বিষ্ণুদেব তপ করে যথা ।
কান্দিয়া মনসা দেবী তবে গেল তথা ॥
মনসায়ে বোলে তবে শুন পুত্র মোর ।
তুমাকে দেখিতে বাপ আসিয়াছে তোর ॥

বিষ্ণু বোলে ধর্ম্ম নাহি আসে মোর ঠাই।
শঙ্করকে পুছিলে[১] সত্য কথা পাই ॥
যে ঘাটে তপস্যা করেন পশুপতি[২]।
সে ঘাটে চলিয়া গেল মনসা যুবতী[৩] ॥
মনসায়ে বোলে তবে শুন পুত্র মোর।
তুমাকে দেখিতে বাপ আসিয়াছে তোর ॥
শিব বোলে শুন মাতা আমার বচন।
মরণ সৃজিয়া বাপ তেজিল জীবন ॥
এই ঘাটে পুড়িল অনাদি সুরপতি।
বাপ হইল মরা মাগো তুমি হইলা সতী ॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে ॥

প্রাণনাথ কোথা গেলে পাব।
আর কিবারে য়োহোও ॥ ধু ॥

কান্দেন মনসা দেবী কেশ নাহি বান্ধে।
ছাড়িল প্রাণনাথ মোর কুন[৪] অপরাধে ॥
করুণা করিয়া কান্দে শিরে দিয়া হাত।
বিনি দোষে ছাড়িয়া পালাইল প্রাণনাথ ॥
মহাদেব বোলে মাতা শুন রূপবতী।
মরিল আমার পিতা তুমি যাহ সতী ॥
মনসাএ বোলে পুত্র সাজ[৫] কর চিতা।
তোমার পিতার সঙ্গে যাব অনুব্রতা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনে গাঅ তোলে।
নির্ম্মাণ করিল চিতা মনসার বোলে ॥
নির্ম্মাণ করিল চিতা সাগরের ঘাটে।
বান্ধিলেক মঞ্চখান চন্দনের কাষ্ঠে ॥
স্নান করি মনসা সুন্দরী মহাসতী।
জোড় হস্ত করিয়া ধর্ম্মকে করে স্তুতি ॥

চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।
চিতাত শুতিলা মনে ভাবিয়া অসার ॥
চারিদিগে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী ॥
আনলের মধ্যে হইল শিশু কন্যাখানি।
জনম হইল কন্যার শিবের গৃহিণী ॥
উঁহা চুহা করিয়া মনসা কাড়ে রায়[১]।
আনলের মধ্যে হইল তিন দিনের ছায়[২] ॥
মহেশ্বর বোলে ভাই করি কোন কর্ম্ম।
আনলের মধ্যে মনসা পাইল জন্ম ॥
ব্রহ্মাদেবে বোলে যুক্তি শুন দুই ভাই।
লোহার মঞ্জুসি করি সাগরে ভাসাই ॥
নির্ম্মাইল মঞ্জুসি ব্রহ্মা সৃষ্টি-অধিপতি।
তার মধ্যে থুইল দেবী অতি শিশুমতি ॥
ভাসাইয়া দিল দেবী সমুদ্রের জলে।
রহিলেন নিয়া কন্যা মেদিনীমণ্ডলে ॥
লোহার মঞ্জুসে কন্যা জলে ভাস্যা যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

আর কিবারে ওহোও।
শ্যামরূপ দেখিতে মধুর ॥ ধু ॥

আকাশে বরিষে ঘন আগর চন্দন।
গৌরীর জনম হৈল জানে ত্রিভুবন ॥
নৃত্য করে অপ্সরা গন্ধর্ব্বে গীত গায়।
বাদ্য করে বিদ্যাধরী বিবিধ বাজায় ॥
স্বর্গপুরে আনন্দিত শচী পুরন্দর।
নাগলোক[৩] আনন্দিত অসুর অমর ॥
মন্দ মন্দ নির্ম্মল দক্ষিণ বহে বায়।
পশুপক্ষ মনুষ্যের পুলকিত গায় ॥

তপস্যা করেন হেমন্ত সাগরেত বসি।
সাগরের জলে মঞ্জুস[১] যায় ভাসি ॥
ঋষি বোলে আমায় সদয় হইল বিধি।
তপস্যার ফলত মিলিল কুন নিধি ॥
মঞ্জুস ধরিল ঋষি আনন্দিত মন।
খুলিয়া দেখিল কন্যা অতি বিচক্ষণ ॥
ঋষি বোলে আজি মোর তপস্যার ফল।
মিলিল আসিয়া মোকে সোনার কমল ॥
কন্যা পায়া মহাঋষি না থাকিল বয়া।
মন্দিরে চলিয়া গেল আনন্দিত হৈয়া ॥
কি কর তুমি ঋষিয়ানী নিশ্চিন্তে বসিয়া।
মিলিল অমূল্য নিধি দেখহ আসিয়া।
ঋষির বচনে মেনকা বাহির হৈয়া চায়।
দেখিয়া কন্যার রূপ নয়ান জুড়ায় ॥
ঋষি বোলে ঋষিয়ানী গর্ভ বান্ধ নিয়া।
নগর-ভ্রমিয়া আস্ত গর্ভ দেখাইয়া ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ ॥

চলিল মেনকাদেবী পেটে ধামা বান্ধি ॥ ধু ॥
[২]দেবী সাজেরে হাট দেখিবারে দেবী সাজে ॥[২] ধু ॥
[৩]মানাই মানাই এথা নিদানকালে ॥[৩] ধু ॥

হাট করিতে সাজে মেনকা পেটে বান্ধি ধামা।
জগতজননী গৌরী ঘরের মাঝে থুয়া ॥
পণ আট দশ কোড়ি দাসী নিল সাথী।
লোক বুঝাইতে যায় ঋষি আনিয়া পুয়াতি ॥
তৈলে চপ চপ গায় ধীরে কাঢ়ে রায়।
চারি[৪] চারি অঙ্গুলে তুলিয়া[৫] ফেলে পায় ॥
দাসী সঙ্গে জনা চারি হাট করিতে যায়।
যতেক নগরের নারী বসিয়া রয়া চায় ॥

মনুষ্য দেখিয়া দুখে [১]মল্যাম মল্যাম[১] করে।
চলিতে না পারে মেনকা দারুণ পেটের ভরে ॥
খেনে উঠে খেনে বৈসে মাথা করে হেট ॥
লোকে বোলে ঋষিয়ানী তুমার কয় মাসের পেট ॥
মেনকা বোলে মোর জীবনে কিবা আশ[২]।
পেট নহে মরিবার পথ হৈল দ্বাদশ মাস ॥
আর কত দূরে যায়্যা [৩]হাট সান্ধ্যায়[৩] রঙ্গে।
দুঃখ সুখের কথা কহে হাটুয়াগণ[৪] সঙ্গে ॥
মনুষ্য[৫] বোলে হেন পুয়াতি কোথায়[৬] না দেখি।
এমন পেট লয়্যা আইসে কেনে ঘর উপেখি ॥
ঋষিয়ানী বোলে আমার ঘরের দোষ নাই।
পেট লয়্যা না করি হাট খাইতে কেনে চাই ॥
হাটে কিনে হাটের লাড়ু খাইবার আশে।
সাধে কিনে পোড়া[৭] *মাটি খায় গোগ্রাসে[৮] ॥
আমলকী কিনে জামির কিনিয়া তৈলে ভরায় তাড়ি।
কিনিয়া বেচিয়া তবে[৯] ফিরে আর যায় বাড়ি ॥
[১০]ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করে গৌরীর পায়।[১০]
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

ত্রিপদী

ঋষিয়ানী সান্ধায় ঘরে কান্দে মেনকা উচ্চ স্বরে
কান্দে দেবী শিরে দিয়া হাত।
মলু মলু কাড়ে রাও পালঙ্কে গড়ায় গাও
দাইকে ডাকহ প্রাণনাথ ॥
চলে ঋষি দাইর বাড়ি পণ দশ নিয়া কোড়ি
দাইক ডাকিয়া বোলে বাণী।
পণ দশ কোড়ি ধর চল দাই আমার ঘর
বেদনাএ কাতর ঋষিয়ানী ॥
যুক্তি করে ঋষিয়ানী রক্তচন্দন আনি
লাগায় দুর্গার সর্ব্ব গায়ে।

---

* পাঠ—পড়া

ৈখুল দুর্গার মুখের আগ[১] কেহো ত না পায় লাগ[২]
খুড়াখুড়ি আনল জালায়ে ॥
কড়ি পায়া দাই রঙ্গে চলে দাই ঋষি সঙ্গে
ঋষিঘরে আরপিল পায় ।
মায়া করে মহেশ্বরী দাই আনে সঙ্গে করি
উঁহা চুহাঁ কাড়ে তিন রায় ॥
দাই বোলে মোর কিবা কাজ ছেলা কান্দে ঘরের মাঝ
বিদায় কর ফির্য়্যা যাই ঘর ।
চলে দাই আপন বাড়ি দিল পরিধান শাড়ী
মিনতি করিল বিস্তর ॥
আপন মন্দিরে-চলে নাচে ঋষি কুতুহলে
নানা রঙ্গে বাদ্য বাজায় ।
সংসারে হৈল জানাজানি ঋষিঘরে হৈল কন্যাখানি
ঘুচিল ঋষির আটকুড় দায় ॥
জগতজীবন কবি [৩]বন্দো মা মনসা দেবী[৩]
দ্বিজমুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

আর কিবারে ওহোও ।
উপায় বোলহ নারদ মুনি ॥ ধু ॥

গোসাঞি বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর ।
মদন আনল জলে কাঁপে কলেবর ॥
মোর গর্ভে নিল বাস ধর্ম্ম মহামতি ।
ধর্ম্মদেবের মরণে মনসা গেলা সতী ॥
বুঝিআ কহিল মোকে ধর্ম্ম মহামুনি ।
মনসা সুন্দরী হৈবেক তোমার ঘরণী ॥
পুড়িয়া না গেল পোড়া মনসা কামিনী ।
আনলের মাঝে দেবী হইল কন্যাখানি ॥

ভাসাইল কন্যাখানি জলের উপর।
পালিল পুষিল নিয়া হেমন্ত ঋষিবর॥
হেমন্তের ঘরে দেবী বাড়ে দিনে দিনে।
পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা হইবে কেমনে॥
প্রাণেশ্বর নাথ অন্য নাহি জানি।
শঙ্করের বাক্যে যোড় হাত করে মুনি॥
তুমি কি না জান প্রভু ত্রিজগতনাথ।
তোমার আজ্ঞাতে আমি করি যোড় হাত॥
বিশ্বকর্ম্মা আনিয়া কর বৃষ নির্ম্মাণ।
গঙ্গা মালিনীর ঘরে করহ প্রয়াণ॥
ব্যালিস ফুলের বিচি আনহ ত্রিলোচন।
হাল বাহিয়া কর মালঞ্চ সৃজন॥
মালঞ্চ দেখিতে আসিবে ত্রিনয়নী।
তথাতে হইবে দেখা শুন শূলপাণি॥
নারদের বচন শুনিয়া ত্রিলোচন।
বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ॥
ধর ধর বিশ্বকর্ম্মা খাঅ গুয়াপান।
বাহন বলদ মোর করহ নির্ম্মাণ॥
শিবের বচনে কর্ম্মী কর্ম্ম করে ভাল।
পার্ব্বতী বন্দিআ পাতিলে আফোরসাল॥
শিবকে প্রণমিয়া[১] কর্ম্মী কর্ম্মে দিল হাত।
সোনারূপা আটিলেক মণ ছয় সাত॥
প্রথমে করিল বৃষের মুণ্ড নির্ম্মাণ।
মুখ চক্ষু নির্ম্মাইল শ্রবণের কান॥
সৃজিলে বত্তিস দন্ত সুন্দর মনোহর।
লেঙ্গুড়* বান্ধিয়া দিল শ্বেত চামর॥
চারি গোটা চরণ নির্ম্মাইল চারি খুর।
[২]চরণে পহ্রায় [২]তার বাজন্ত নপুর॥

---

* পাঠ—লেগুড়

বৃষহ নির্ম্মাইয়া করে[১] শঙ্করের আগ।
বৃষহ দেখিয়া সুখী হইল মহাভাগ॥
বৃষহের ঘটে শিব দিল জীবদান।
কর্ম্মিক বিদায় করে দিয়া গুয়াপান॥
[২]পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে॥[২]

চলে শিব মালিনীর ভুবনে॥ ধু॥

বৃষেত করিল ভর দেব ত্রিলোচন।
যাইয়া পাইল গঙ্গা মালিনীর ভুবন॥
গঙ্গা বোলে হর আইলা মোর ঘর।
বিবরণ কহ দেব ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
গোসাঞি বোলেন মালিনী তাম্বুল ধর খাঅ।
ব্যালিস ফুলের বিচি আনিয়া জোগাঅ॥
শিবের বচন গঙ্গা নিশ্চয় জানিয়া।
ব্যালিস ফুলের বিচি দিলেন আনিয়া॥
গঙ্গা বোলে শুন দেব ত্রিদশ-ঈশ্বর।
তুলসীর বিচি দেখে জটের উপর[৪]॥
গঙ্গার বচনে দেখে দেব দিগম্বর।
তুলসীর বিচি পায় জটের উপর॥
বিচি লয়া মহেশ্বর করিল পয়ান।
উত্তরিল যায়া বিন্ধ্যাপর্ব্বতের স্থান॥
বিন্ধ্যা বোলে গোসাঞি আইলা কি কারণ।
বোল বিবরণ দেখি দেব ত্রিলোচন॥
শিব বোলে শুন কথা বিন্ধ্যা মহাবল।
মালঞ্চ বানাতে[৫] তুমি মোকে দেহ স্থল॥
বিন্ধ্যা বোলে গোসাঞি তুমাকে দিলু[৬] স্থান।
শৃঙ্গের উপরে কর মালঞ্চ নির্ম্মাণ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

আর কিবারে ওহোও।
হাল বাহেন সদাশিব ॥ ধু ॥

[১]ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৈনে তরে।
যারে তরায় শম্ভু সেই তরে ॥[১] ধু ॥

পর্ব্বত উপরে হর জুড়িলেন হাল।
বৃষহের সঙ্গে হাল জুড়িল ক্ষেত্রপাল ॥
সোনার লাঙ্গলে হাল জুড়ে পশুপতি।
রহিয়া ডাক্ পাড়ে কুমারী[২] বসুমতী ॥
ধর্ম্মের দোহাই লাগে ধর্ম্মের মাথা খাও।
অকুমারী বসুমতীতে লাঙ্গল না লাগাও ॥
ডাকায়া আনিলেন হর ইন্দ্র সুরপতি।
হাতে হাতে ইন্দ্রকে সঁপিল বসুমতী ॥
সোবর্ণের ঘটবারি স্থাপিলেন আগে।
বসিলেন ইন্দ্র বসুমতী বাম ভাগে ॥
মাথাত ছিটায় আগে [৩]পল্লবের জল।[৩]
সুরনারীগণে করে [৪]উর্লু উর্লু মঙ্গল ॥[৪]
দুইজনার কাপড়ে বান্ধিল লগ্ন-জাটি[৫]।
ইন্দ্র বসুমতী করে ফুল ছিটাছিটি ॥
স্বর্গ গেলা বসুমতী ইন্দ্রের ভুবন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

ওকি হাল বাহে শঙ্করদেব পরম আনন্দে ॥ ধু ॥

হাল বাহে শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।
বৃষহ জুড়িল হর খায় পান রঙ্গে ॥
লাঙ্গল জুড়িয়া এক চাষ দিল আগে ॥
প্রথম দিনের চাষ হাল নাহি লাগে ॥
আর বার দিল দেব দুই তিন চাষ।
চার চাষে কুমিধানের[৬] উপাড়িল ঘাস ॥

পঞ্চচাষ দিল হর ছয় চাষ হইল।
সাত চাষে শুকায়্যা সকল ঘাস মৈল॥
আট চাষ দিল আর[১] দিল চাষ নয়।
চাষে চাষে ভূমির থুকুড়া[২] হৈল ক্ষয়॥
দশ চাষ চষিয়া এগার চাষ দিল।
বার চাষে ভূমিখান [৩]প্রচ্ছিন্ন করিল।[৩]
বার পাট[৪] মোই দিল দেশের ঠাকুর।
[৫]থুকুড়া বাছিয়া দেব ঢেল কৈল চূর॥[৫]
কস্তুরি কেতুকির চারা[৬] ফেলিলে ঠাকুর।
ঈশ্বর ঠাকুরের ফুল মেলিল অঙ্কুর॥
এইমতে চাপা নাগেশ্বর ওড়[৭] টগর।
যুথী মালতী বেল বুনে লবঙ্গ মালিকর॥
বাসক তুসোক আর রক্তালি 'পাটলি।
তুলসী শৃঙ্গারহার মন্দার সিয়ালি॥
[৮]বাস হরিদ্রা স্থলপদ্ম[৬] আর অশোকের ফুল।
ঈশ্বর শঙ্করের ফুল হইল অঙ্কুর॥
পুষ্প রুপেন তবে দেব ত্রিপুরারি।
কেঁআ কেতকি পুষ্প রুপে সারি সারি॥
শঙ্কর মালঞ্চে পুষ্প করেন যতনে।
সমভাগ করি পুষ্প রুপেন সমানে॥
আকাশে বরিষে মেঘ যেন[৯] ঘনে ঘনে।
মন্দ মন্দ বায়ে পুষ্প লাগিল পুষ্পবনে॥
এই মতে রুপে পুষ্প চাপা নাগেশ্বর।
ওড় ভৃঙ্গার আর মন্দার টগর॥
বেল বউল আর মল্লিকা পরাজিতা।
করবির লবঙ্গ পারিজাত দিল চতুর্ভিতা॥
কুটজ কাড়ল পুষ্প বাঘা সুশোভন।
[১০]পুষ্পময় করি দিল দ্বিজ বিচক্ষন॥[১০]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

আর কিবারে ও

ঋষির ঘরে বাঢ়েন চণ্ডিকা ॥ ধু ॥

জানকীনাথ আমার আসরে আস তুমার বন্দনা করিবাম হে ॥ ধু ॥

অঙ্কুর ছাড়িল পুষ্প হইল একপাতা ।
এক বৎসরের হইল জগতের মাতা ॥
বিলেস্তেক হইল পুষ্প দেখে ক্ষেত্ররায় ।
এ তুই বৎসরের তবে হইল তুর্গামায় ॥
তিন বৎসরের তবে হইল মহেশ্বরী ।
হইল গোসাঞির ফুল এক হাটু করি ॥
চারি বৎসরের তবে তুর্গা দেবী হইল ।
কোমর*-প্রমাণ তবে মালঞ্চখান হৈল ॥
পঞ্চ বৎসর তবে হইল প্রবেশ ।
রাখিলেন তুর্গা দেবীর মাথার কেশ ॥
কোমরেত পড়ে দেবীর মস্তকের চুল ।
এক বুক হৈল শিবের মালঞ্চের ফুল ॥
হইল পার্ব্বতী দেবী বৎসরেক ছয় ।
কণ্ঠ[১]-প্রমাণ তবে মালঞ্চ-বন হয় ॥
হইল তুর্গা মায়[২] বৎসরেক সাত ।
হইল গোসাঞির পুষ্পের অনেক পাত ॥
অষ্ট বৎসরে পার্ব্বতী দিল পায় ।
তবে সে শিবের পুষ্প মনিস্নোক খায়[৩] ॥
হইল পার্ব্বতীদেবী বৎসরেক নয় ।
খাণ্ডা হাতে শিবের মালঞ্চ-বন হয় ॥
হইল পার্ব্বতী দেবী দশ বৎসর কাল ।
হরের মালঞ্চ তথে মেলিলেক ডাল ॥
এগার বৎসর হৈল পার্ব্বতী ঠাকুরাণী ।
শিবের যতেক ফুল মেলিলেক কলি ॥
দ্বাদশ বৎসর যবে পার্ব্বতী হইল ।
ফুটিল মালঞ্চখান ভ্রমরা আইল ॥

---

*পাঠ—কমর

শিবকে জানাইল সব দেবগণ।
গোসাঞি বলে শুন ভাগিনা মুনিজন॥
তুমার বচনে নির্ম্মাইল পুষ্পবন।
মুকুলিত মালঞ্চখান ভুয়ারি দিলে জান।
কামিনী অভাবে মোর কাতর পরাণ॥
কেমতে পার্ব্বতীর সনে হবে দরশন।
কহ দেখি উপায় নারদ তপোধন॥
মুনি বলে শুন প্রভু আমার বচন।
ডাকিয়া আনহ ইন্দ্রাদি দেবগণ॥
দেবতা সকলে আনি দেহ গুয়াপান।
যার ঘরে থাকিবে কন্যা [1]করিবেন মান[1]॥
নারদের বচন শুনিয়া ত্রিলোচন।
ডাকিয়া আনিলত সকল দেবগণ॥
গোসাঞি বোলে দেবগণ খাঅ গুয়াপান।
কার ঘরে আছে কন্যা কর বিগুমান[2]॥
পাতিল মালঞ্চ-বন না হৈল মালিনী।
মালিনী করিব আমি সেই কন্যাখানি॥
দেবগণ বোলে কন্যা নাহি কারো ঘরে।
ঋষি আমান করে সভার ভিতরে॥
গোসাঞি বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
আমান করিল দেবসভার ভিতর॥
মুনি বোলে মামা তুমি পাত ধর্ম্মখড়ি।
এখানে পড়িবে ধরা আছে যার বাড়ি॥
ধর্ম্মখড়ি পাতে হর দেব মহেশ্বর।
খড়িতে পড়িল ধরা হেমন্ত মুনিবর॥
গোসাঞি বোলে মুনি তোমার যেমত জ্ঞান।
আছে কন্যা কেন তুমি করিলে আমান॥
ঋষি বোলে আছে মোর শিশু কন্যাখানি।
কেমতে হইবে তোমার ফুলের মালিনী॥

গোসাঞি বোলে কন্যাখানি আছেন তোমার।
অবশ্য আসিয়া ফুল তুলিবে আমার॥
মালঞ্চেতে ফুল তুলি দিবেক আনিয়া।
উগ্রকণ্ঠে[১] পূজিব আমি তার ফুল দিয়া॥
ঋষি বোলে কন্যা শিশু কেহো সঙ্গে নাই।
একেশ্বরে কেমতে আসিবে গোসাঞি॥
গোসাঞি বোলে একশ্বরে আসিবে পার্ব্বতী।
সিংহ[২] ব্যাঘ্র করি[২] দিবা তাহার সঙ্গতি॥
অভিমানে মহামুনি করিল গমন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥

ত্রিপদী॥

শিবের বচন শুনি চলিলা হেমন্ত মুনি
চলে মুনি আপন বাসর।
দুয়ারে শুনিয়া রাব বাহিরাল দুর্গা মাব
তাকে ঋষি না দিলা উত্তর॥
ভৃঙ্গার ভরিয়া পানি আনিলেক ঋষিয়ানী
তাতে ঋষি না ধোয় চরণ।
আনি দিল সিংহাসন না করিল আসন
না করিল তাম্বূল ভোজন॥
ঋষিয়ানী পায় ভয় মনে ভাবে সংশয়
আজি ঋষি বিষাদিত মন।
না জানি কি পায়া দোষ ঋষি মোকে করে রোষ
আজি মোর না রহে জীবন॥
ঋষি ক্রোধ মনে জানি পলাইল ঋষিয়ানী
ভয়ে ঋষিয়ানী গেল দূরে।
লোকমুখে জানাজানি শুনি দেবী ত্রিনয়নী
গেল দেবী বাপের গোচরে॥
দেবী বোলে শুন বাপ কেনে কর মনে তাপ
কেনে মনে কর অসন্তোষ।

তুমি কর দরবার মাও করে ঘরদার
মায়ের থানিক নাহি দোষ ॥
ঋষি বোলে শুন মাও ফিরিয়া খেলাতে যাও
চাহিয়া আছে যত সখিগণ।
নাহি মোর কোন রোষ ঋষিয়ানীর নাহি দোষ
যত মোর কপালের লেখন ॥
দেবী বোলে খেলিয়াছি (কোন) মোর নাহি প্রয়োজন
আমার মাথার কিরা লাগে।
আজিকার দরবার কিবা হইল সমাচার
কহ বিবরণ মোর আগে ॥
ঋষি বোলে শুন আই যে কথা কহিতে চাই
কহি আমি যত বিবরণ।
বোলে দেব শূলপানি তুমি বাছা একাকিনী
যাইতে হইবে ফুলবন ॥
ত্রিনয়ানী বোলে বাপ? [২]কেনে কর অনুতাপ?
মালঞ্চে যাইতে কিবা ভয়।
যাইব মালঞ্চ বন তুষিব শিবের মন
মনে কিছু না ভাবিহ সংশয় ॥
পার্ব্বতীর বাক্য শুনি আনন্দিত হৈলা মুনি
করে মুনি স্নান ভোজন।
লোকমুখে কানাকানি শুনি আসে ঋষিয়ানী
মহাদুঃখে করয়ে ক্রন্দন ॥
বাপের বচন শুনি বোলে কন্যা ত্রিনয়ানী
যাইব হরের ফুলবনে।
তুলিয়া আনিব ফুল লইয়া আসিব কুল
কিছু ভয় না করিহ মনে ॥
ঋষি বোলে বাছা মোর সাফল জীবন তোর
করিলে দারুণ অঙ্গীকার।
শুন শুন ঋষিয়ানী সাজাইয়া দুহিতাখানি
পন্থায় সোবর্ণ অলঙ্কার ॥

ঋষির বচন শুনি কান্দে দেবী ঋষিয়ানী
বান্ধে দুর্গার মাথার কুন্তল ।
পর কর্ণের চাকিবলি নত আর কর্ণে কড়ি
যেন জলে অরুণমণ্ডল ॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু জিনিয়া শতেক ইন্দু
নাকে নত মুকুতা হিল্লোলে ।
গলে গজমতি হার রত্ন প্রবাল আর
কোকিলের কুহু বাক্য বোলে ॥
হাতেত কঙ্কন তাড় হিয়ায়ে[১] কাচুলি ভার
চতুষ্পার্শ্বে* লেখা দেবাসুর ।
ক্ষীরোদ পাথর পত্তি কাঁপে জলে মহেশ্বরী
পাএ পত্রে বাজন্ত নপুর ॥
জগতজীবন কবি বন্দো বা মনসা দেবী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

ও পুষ্প তুলিবারে যাবে দেবী ত্রিনয়ানী ॥ ধু ॥
[২]মা আজি সমরে উনমত হঞাছো মা
হরের ঘরণী গো মা আজি সমরে ॥[২] ধু ॥

ঋষিয়ানি বোলে বাছা হেমন্তনন্দিনী ।
কেমতে যাইবে বাছা হয়্যা একাকিনী ॥
দেবী বোলে যদি তোমার থাকে আশীর্ব্বাদ ।
তুলিয়া আনিব ফুল [৩]কি বড়[৩] প্রমাদ ॥
পুষ্পের করণ্ডি বাপু মোকে দেহ আনি ।
যাইবো মালঞ্চ বনে হইয়া একাকিনী ॥
পার্ব্বতীর বাক্যে ঋষি চলিলা সত্বর ।
যাইয়া পাইল ঋষি কালু ডোমের ঘর ॥
ঋষি বোলে কালু ডোম শুন মোর বাণী ।
পুষ্পের করণ্ডি মোকে দেহ একখানি ॥
ঋষির বচনে কালু না থাকিল রয়া ।
করণ্ডি গড়ায় কালু হাতে দাও লয়া ॥

* পাঠ—চতুর্দ্দশে

চিরিয়া বাঁশের পোর করিলেক পাতি।
গড়িয়া করণ্ডিখানি বান্ধিলেক বাতি॥
তলে তিন খুরা দিল ধরিবার কান্ধে।
করণ্ডি [1]লইয়া গেল[1] ঋষির সাক্ষাতে॥
করণ্ডি দিলেন্ত কালু ঋষির বিদ্যমান।
কালুক হেমন্ত দিল গুয়াপান॥
করণ্ডি লইয়া ঋষি করিল গমন।
যাইয়া পাইল ঋষি আপন ভুবন॥
করণ্ডি আনিয়া দিল পার্ব্বতীর হাতে।
করণ্ডি লইল দেবী প্রণমিয়া মাথে॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

ও পুষ্প তুলিবারে দেবী করিল গমন॥ ধু॥

হাতত করিয়া নিল ফুলের করণ্ডি।
ঘর হৈতে [2]বাহিরায় সর্ব্বমঙ্গলচণ্ডী[2]॥
সিংহের উপরে দেবী হয়া আরোহণ।
পুষ্পের [3]মালকে দেবী করিল গমন॥[3]
ছাড়িয়া ঋষির বাড়ী কত দূর যায়।
অরণ্যের মহিষ দেবী নাগাল পায়॥
মহিষ আইসে দেখি পালান পার্ব্বতী।
[4]তাহা দেখিয়া ভয়াক্রোশে কম্পমতী॥
দেবী বোলে মহিষ মারিল একবার।
এগা কি যুঝিতে চাহে গরু-জাতি ছার॥
বিনি দোষে আমরা হারাব নাক কান।
শিবের বচনে দুর্গা করিল পয়ান॥
এহি মতে চারি দ্বারে না পায় পার্ব্বতী।[4]
মনে মনে দুর্গা মায় করিল যুগতি॥
মালিনীর নামে দুয়ারি ভয় পায়।
হেমন্তনন্দিনী নামে দিল পরিচয়॥

তবে যদি দুয়ারিয়া না ছাড়ে দুয়ার।
আপনার মূর্ত্তি ধরি দেখায় চমৎকার ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ ॥

দুয়ারি ছাড়িয়া দেহ হরের দুয়ারি ॥ ধু ॥

শিবের আদেশ কাজে আইলাম মালঞ্চ মাঝে
পুষ্প তুলিতে আইলাম হেমন্তঝিয়ারি।
দুর্গার বচন শুনি দুয়ারিয়া বোলে বাণী
না দিব যাইতে মহেশ্বরী ॥
আসিতে পাইলাও দুঃখ রৌদ্রে ঘামাল মুখ
সর্ব্ব তনু ভিজিল মোর ঘামে।
হরের দুয়ারি হে দুয়ার ছাড়িয়া দে
পুষ্পবনে করিব বিশ্রামে ॥
দুয়ারিয়া বোলে বাণী সর্ব্ব কাল আমরা জানি
হেমন্ত ঋষি আটকুড়।
তার কন্যা হয়া কেনে আসিয়াছ ফুলবনে
মজাইতে ঋষির জাতি কুল ॥
জগতজীবন কবি বন্দো হর মহাদেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

ক্রোধিত হইল মাতা দেবী ত্রিনয়ানী ॥ ধু ॥

তপ্ত আনলে যেন ঢালিয়া দিল পানি।
দুয়ারির বচনে কম্পিত ত্রিনয়ানী ॥
দশ হস্ত ধরে [১]দেবীএ তিন নয়ান।[১]
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরে খরশান ॥
ক্রোধ হইয়া মারে লাথি কপাট উপর।
পলায়া যায় দ্বারী প্রাণে পায়া ডর ॥

বার্ত্তা জানায় যায়্যা শঙ্কর বরাবর।
এক কন্যা আসিয়াছে বড় খরতর॥
[১]কি কর নিশ্চিতে বসিয়া শুন শূলপাণি।[১]
ফুলবন নষ্ট কৈলে ফুলের মালিনী॥
[২]পদ্মার আদেশ গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে॥[২]

পুষ্প তুলে মহামায়া মালঞ্চের বনে॥ ধু॥

[৩]গোসাঞি দ্বারীর কথা ভালে ভালে জানি।
মালঞ্চেতে তুলে ফুল ফুলের কামিনী॥[৩]
কস্তুরি কেতকী ফুল তুলিল মহামায়।
দুই ফুল তুলিয়া দেবী করণ্ডি ভরায়॥
কদম্ব করবী আর চাপা নাগেশ্বর।
ওড় টগর পুষ্প বকুল সুন্দর॥
ভাঙ্গ ধুতুর পুষ্প আর পলাশ।
মাধবী লবঙ্গ পুষ্প সুগন্ধিত বাস॥
ফুল তুলে দেবতী ভ্রমরা মধু খায়।
হাত দিয়া ডাল ভাঙ্গে পাত্র বয়্যা যায়॥
তুলিয়া কতেক রাখে শিবের কারণ।
কত পুষ্প করিল দেবী অঙ্গের ভূষণ॥
[৪]ফুলের হার ফুলের তাড়[৪] ফুলের কর্ণফুল।
গান্ধিয়া পড়িল পুষ্পের হৃদের কাচুল॥
মালঞ্চে তুলিয়া পুষ্প আনন্দিত মন।
সেইকালে পড়িল দেবীর শঙ্করের স্মরণ॥
কস্তুরি কেতকী তোমরা[৫] মোর ভাই।
তোমার স্থানে লুকাইতে মোকে দেহ ঠাই॥
এখনি আসিবে দেব ঈশ্বর শঙ্করে।
না জানি কি কারণে আইসে মালঞ্চ ভিতরে॥
ফুল বোলে ডাল মোর ভাঙ্গিলে অকাজে।
আমার নিকটে স্থান চাহ কোন লাজে॥

এহি মতে সব ফুলের নাম জান।
একে একে সকল পুষ্প করিল নিরীক্ষণ॥
অশোক বাসোক পুষ্প করিলেন দয়া।
লুকিয়া রাখিল দেবী পত্রের ঝাঁপ দিয়া॥
ছায়াসুখে নিদ্রা যায় হেমন্তনন্দিনী।
ফুলবনে সাজিয়া আইলা শূলপাণি
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

ত্রিপদী॥

দুয়ারির মুখে শুনি　　বোলে দেব শূলপাণি
শুন নন্দী আমার বচন।
কথাকার মালিনী　　পুষ্প তুলে চুরিণী
যাব আমি মালঞ্চভুবন॥
শিবের চরণ বন্দি　　বৃষ সাজায় নন্দী
পৃষ্ঠে দিল সোনার পালান।
ঘন্টা ঘুগুরা বাজে　　চরণে নপুর সাজে
সাজে বৃষ অতি রূপবান॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি　　বৃষের উপর চড়ি
সাজিয়া চলিল শূলপাণি।
সঙ্গে যায় প্রেতভূত　　অযুতে অযুত দূত
আগে চলে নারদ মহামুনি॥
কতদূর যায়া হর　　পাইল মালঞ্চবন
বৃষ হৈতে নাবে লাফ দিয়া।
অশোক বাসক গাছে　　বলদ বান্ধিয়া পাছে
পার্ব্বতীকে বেড়ায় উকটিয়া॥[১]
অশোক বাসক তরু　　তাহাতে বান্ধিয়া গরু
উকটিয়া বেড়ায় মালিনী।
না পায় মালিনীর লাগ　　ভাবে দেব প্রমাদ
কি হৈল কি হৈল নারদ মুনি॥

কস্তুরী কেতকী কদম্ব আমলকী
গাছে গাছে উকটিয়া চায়।
চাহে গাছ ভাগেভাগ ডালে ডালে পাতে পাতে
ভূতনাথ উদ্দেশ না পায়॥
চাপা নাগেশ্বর যুথী ওড় টগর মালতী
ভাঙ্গ আর ধুতুর পলাশ।
ডালে ডালে পাতে পাতে উকটিল ভূতনাথে
না পাইল দুর্গার তলাস॥
বিস্ময় ভাবিয়া মনে বেড়ান্ত[১]-ত্রিলোচনে
নানা পুষ্প উকটে শূলপাণি।
[২]ডালে ডাল পাতে পাত উকটিল ভূতনাথ
না পাইল হেমন্তনন্দিনী॥[২]
তুলসী শৃঙ্গারহার: থির[৩] চম্পা মন্দার
কৃষ্ণ পাদুকাসন বিদারি।
[৪]ডালে ডাল পাতে পাত উকটিল ভূতনাথ
না পাইল হেমন্তঝিয়ারি॥[৪]
কুটজ কানড়[৫] ফুল বায়াসনা তুলতুল
বাকুট পাটলি কুয়ারি।
ডালে ডালে পাতে পাত উকটিল ভূতনাথ
না পাইল ঋষির কুমারী॥
জগতজীবন কবি বন্দ হর মহাদেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা॥

পুষ্পবনে আকুল শূলপানি।
না দেখিয়া হেমন্তনন্দিনী॥ ধু॥

গোসাঞি বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
পুষ্প তুলি পার্ব্বতী ফিরিয়া গেল ঘর॥

মুনি বোলে পার্ব্বতী ফিরিয়া নাহি যায়।
কোথা বা লুকায়্যা আছে পুষ্পের তলায় ॥
পবন ডাকিয়া আন দেব শূলপাণি।
এইক্ষণে[১] পাইবা লাগ[২] পুষ্পের মালিনী ॥
নারদের বচনে প্রভু দেব ত্রিলোচন।
ডাকিয়া আনিল উনপঞ্চাশ পবন ॥
[৩]গোসাঞি বোলেন পবন তাম্বুল খাঅ।[৩]
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম বহ চারি বাঅ ॥
হরের বচনে পবন ক্ষেণেক নাহি রহে।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম [৪]চারি বায় [৪]বহে ॥
কতেক ফুলের লতপাত পবনে উড়ায়।
অশোকের তলাতে দুর্গার লাগ পায় ॥
গোসাঞি[৫] বোলে দুর্গাক কেমনে উঠায়।
চঞ্চলনয়ানী দুর্গা পাছে ভয় পায় ॥
ধীর করি দিল হাত হৃদের উপর।
চমৎকার হয়্যা উঠে প্রাণে পাঞা ডর ॥
না ছুয় শঙ্কর দেব ধরহ[৬] চরণ।
অবলা না জান মুই সুরতি কেমন ॥
দেখিয়া তুমার রূপ চমৎকার মন।
জগতজীবন গায় [৭]বন্দি মনসার চরণ ॥[৭]

ও তোর রূপে আকুল কৈল হিয়াহে রামা ॥ ধু ॥

হাতে হাত [৮]না ধরিহ[৮] ভাঙ্গিবেক শঙ্খ।
ই[৯] তিন ভুবনে মোর রহিবে কলঙ্ক ॥
[১০]না দিহ বা হাতে হাত তাড় যেন ভাঙ্গে।[১০]
কি বলি উত্তর দিব বাপমায়ের আগে ॥
[১১]না ধর চরণে হর[১১] ভাঙ্গিবে নপুর।
পুষ্পবনে আসি মোর দর্প হৈছে চুর ॥
না দিহ কোমরে* হাত ভাঙ্গিবেক শাড়ি।
বাপমায়ে যাইতে না দিবে বাড়ী ॥

---

* পাঠ — কমরে

না দিহ হৃদয়ে হাত ভাঙ্গিবে কাচুলি।
বাপমায় শুনিলে কাটিলে নাক চুলি॥
না দিহ গলাতে হাত চিণ্ডিবেক হার।
আমি নারী শিশুমতী না জানি শৃঙ্গার॥
নাকে হাত না দিহ ভাঙ্গিবেক নথ।
চক্ষে হাত না দিহ কজ্জল হবে নষ্ট॥
কর্ণে হাত না দিহ ভাঙ্গিবে কর্ণফুল।
হাতে হাতে ডুবাইল[১] আপনার কুল॥
না দিহ কপালে হাত মুছিবে[২] সিন্দুর।
বাপমায়ে খেদায়া[৩] করিবে মোকে দূর॥
না দিহ মাথায়ে হাত আউলাবে চুল।
ফুলবনে ডুবাইল হেমন্তের কুল॥
কুবুদ্ধি লাগিল কেনে পুষ্পবনে আইলু[৪]।
হাতে হাতে হেমন্তের কুল ডুবাইলু॥
কুলে জনমিয়া কুলকলঙ্কিনী হইলু।
জনমিয়া অভাগিনী কেনে না মইলু॥
[৫]জরা নহ যুবা নহ[৫] অকুমারী বালি।
নির্ম্মল ঋষির কুলে লাগাইলু কালি॥
যুগে যুগে কলঙ্কিনী হইলু অভাগিনী।
নির্ম্মল [৬]চন্দ্রত যেন চিহ্ন[৬] আছে লাগি॥
দুর্গা বোলে গোসাঞি বাউল জগন্নাথ।
কাকুতি মিনতি করে[৭] করি জোড় হাত॥
ফুলের বনে আসি তোমার নাহি করে[৭] হানি।
বিনি দোষে দণ্ড না করিহ শূলপাণি॥
[৭]নহু মুই যুবা প্রভু[৭] শিশু অকুমারী।
পরশ করিলে হবে কলঙ্কের ভারি॥
অকুমারী পরশ করিলে মহাপাপ।
ঋষিয়ানী শুনিলে দিবে অভিশাপ॥
ইসব রচিল সুখমোক্ষের কারণ।
করপুটে বন্দো হরগৌরীর চরণ॥

জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১]ও কান্দে দেবী বিষাদিত মনে ॥ ধু ॥[১]

গোসাঞি বোলে অভয়া ক্রন্দন ক্ষেমা কর ।
সপ্ত জন্মের আমি তুমার প্রাণেশ্বর ॥
না চিহ্ন আমাক দুর্গা আমি তুমার স্বামী ।
সপ্ত জন্মের কথা কহিয়া দিব আমি ॥
এক জন্মে জনমিলা কৃষ্ণের শরীরে ।
বধিলে কৈটভ আর মধু মহাবীরে ॥
দেবতার তেজে জনমিলে আর বার ।
বধিলে মহিষাসুর দেব উপকার ॥
ভীমা দেবী বুলি নাম হইবে প্রচার ।
দুর্গা নামে অসুর বধিবে আর বার ॥
আর বার জনমিবে দক্ষের ভুবনে ।
তুমাকে করিব বিভা কুতূহল মনে ॥
তোর বাপ পাপিষ্ঠ করিবে অপমান ।
অপমান তুমি পাঞা তেজিবে পরাণ ॥
তোর শোকসন্তাপে হইবে তনু কালা ।
গাথিয়া পন্থিব তুমার হাড় মালা ।
প্রথম জনম তোর ঋষির ভুবন ।
তুমার কারণে বিরচিনু পুষ্পবন ॥
তবে সে তুমার সঙ্গে হৈল দরশন ।
বিরচিল দ্বিজ কবি জগতজীবন ॥

মালঞ্চের মাঝে হরগৌরী বিভা করে ॥ ধু ॥

করজোড় করি বোলে হেমন্তনন্দিনী ।
পাইনু পরিচয় গোসাঞি (দেব) শূলপাণি ॥
তুমি দেব আমি দেবী ত্রিভুবনে সার ।
করিবে যেমত প্রভু উচিত ব্যবহার ॥

গোসাঞি বোলে ভয় দুর্গা না করিহ মনে।
তুমাকে করিব বিবাহ এই পুষ্পবনে॥
রত্নমালা জয়া উষা বিজয়া উর্ব্বশী।
ডাকিয়া আনিও হর [১] পঞ্চ অপ্সরসী॥[১]
এই পঞ্চ জনে করে বিবাহের সাজ।
হরগৌরীর বিভা হৈল মালঞ্চের মাঝ॥
সুবর্ণের ঘটবারি স্থাপিলেন আগে।
বসিলেন শঙ্কর পার্ব্বতী বাম ভাগে॥
সাগরের জল আর অশোকের ডাল।
দুই জনার মস্তকে ছিটায় সাতবার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জয় জয় শব্দ হৈল।
শঙ্কর গৌরীর বিভা মালঞ্চতে হৈল॥
বিভা দিয়া অপস্বরা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
[২]গোসাঞি বোলে গৌরী তুমি রাখহ পরাণ॥[২]
[৩]হরগৌরী মালঞ্চে হইল রঙ্গ মনে।[৩]
বিছায় পালঙ্কখান পুষ্পের বিছানে॥
পুষ্পের বিছান করে পুষ্পের মুসুরি।
[৪]তার মাঝে শয়ন করে হর আর গৌরী॥[৪]
মদনে পীড়িত দেবী হাসি বোলে বোল।
বাহু পসারিয়া মহাদেব দিল কোল॥
ছাড়িলে কামান দেব পুড়িয়া সন্ধান।
সুজান ধানুকি যেন হানিলে নিশান॥
উদাস করি দেহা ধরে মালবন্ধ।
ভুকিল ভ্রমর যেন পায় মকরন্দ॥
রুধির ভিজিল দেবীর ভিজিল কাপড়।
সহিতে না পারে দেবী করে ধড়ফড়॥
কালিনী বিষম নিশি কেনে না পুহায়।
নিরাশি[৫] বিড়ালীগুলা কেমন করি সয়॥
লোকে বোলে বড় দুঃখ স্বামীর কোল।
দুর্গা বোলে জানিলু যত দুঃখের বোল॥

মইলু মইলু করি দেবী কাড়ে রায়ে।
কুসুমের পালঙ্কে গড়ায়া দিল গায়ে ॥
পালঙ্কে লোটায় দুর্গা করে হায় হায়।
কালিনী বিষম নিশি কেনে না পোহায় ॥
আজিকার রজনীতে কেমনে প্রাণ রহে।
নিরাশি বিড়ালীগুলা কেমন করি সহে ॥
সোল শৃঙ্গার রস[১] ভুঞ্জিলেন ঈশ।
এ দুই প্রহরে দুর্গার হইল নির্বিষ[২] ॥
[৩]রসক্রীড়া করিতে গৌরীর হইল মন।
চঞ্চল নয়ানে দুর্গা দেখে ঘনে ঘন ॥
আলিঙ্গন করে দেবী পসারিআ বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেক রাহু ॥[৩]
রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিহান।
গঙ্গাজলে পার্ব্বতী [৪]করিলেক স্নান ॥[৪]
হর আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র বরষিল পানি।
সেই জলে শুদ্ধ হইল শঙ্করভবানী ॥
শঙ্করের পায়ে দেবী হইল বিদায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

ত্রিপদী ॥

হরগৌরী দুই জনে রহিল মালঞ্চবনে
সিংহে মনে পায় মহাতাপ[৫]।
সিংহে বোলে কেনে রহু[৬] ঋষিকে যাইয়া কহু[৭]
না কহিলে দিবে অভিশাপ ॥
এত গুনি[৮] মৃগপতি চলে অতি শীঘ্রগতি
যায়া পায় ঋষির ভুবন।
ঋষি পথে বাহিরায়া আছে ঝিউর বাট[৯] চায়া
সিংহ সনে হইল দরশন ॥
ঋষি বোলে সিংহ রহ দুর্গার বৃত্তান্ত কহ
আছে সে কুশল সাবধানে।

হৃষ্কের ছাআল মোর সঙ্গে করি দিনু তোর
ছাড়িয়া আইলে কুন স্থানে ॥
সিংহ বোলে শুন কহি আমি অপরাধী নহি
তোর ঝি বড় দুচারিণী ॥
জগতজীবন কবি বন্দো[১] হর মহাদেবী[১]
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

ও কি বুদ্ধি করিবো হর বোল প্রাণনাথ ॥ ধু ॥

ভাঙ্গিল বাহার তাড় শঙ্খ হইল চুর।
কি বুলিয়া ভাড়িব যায়্যা বাপের হজুর ॥
ভাঙ্গিল পরিধান শাড়ী পাএর নপুর।
চিণ্ডিলা গলার হার ছিড়িল কাচুল ॥
ভাঙ্গিল নাকের নথ কর্ণের কর্ণফুল।
নয়ানের কাজল শিরের সিন্দুর ॥
খসিল মাথার জাদ[২] আউলাইল চুল।
কি বুলিয়া ভাড়িব[৩] বাপ মায়ের হজুর ॥
গোসাঞি[৪] বোলে ভয় মনে না করিহ অবলা।
তুমি কি না জান প্রাণস্ত্রীর ছলাকলা।
হাতে ঝারি করিয়া [৫]বাড়ির পাছে[৫] যাঅ।
পরপুরুষের মন সেখানে ভাড়াঅ ॥
জানিয়া সে স্বামী যদি করে কুন ছল।
অন্নপানি ছাড়ি নারী কান্দিয়া বিকল ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে স্বামীকে লাগে দয়া।
হাত ধরিয়া তোলে পাছে মহাব্যস্ত হয়া ॥
যে কথা কহি দুর্গা মনে করি নিঅ।
বাপমায়ে শুধাইলে এহি কথা কৈঅ ॥
প্রথমে তুলিল পুষ্প এ বেল বউল।
তার কাঁটা লাগিয়া আউলাল মাথার চুল ॥

মাধাই কুচাই[১] বউল কাটার ধার।
তার কাটা লাগিয়া ছিণ্ডিল গলার হার ॥
চম্পা নাগেশ্বর পুষ্প ডাল অনেক দূর।
ডাল ভাঙ্গি পড়িলু শঙ্খ হইল চূর ॥
ব্যথার ঘায়ে বাপু বসিন্থ চাপিয়া।
ভাঙ্গা শাড়িখান গেল পাএর ভর পায়া ॥
[২]চৈত্র বৈশাখের রৌদ্র গাএ ঘাম আইল।[২]
মুছিন্থ শিরের সিন্দুর নয়ানের কাজল ॥
সিংহ ছাড়ি গেল সঙ্গে নাহি সাথী।
এই হেতু মালঞ্চবনে রহিন্থ বাসি রাতি ॥
[৩]এতেক কথায় যদি না যায় প্রত্যয়।[৩]
যে পরীক্ষা চাহে দিঅ তাহার গোচর ॥
পরীক্ষাত স্মরণ যে[৪] করিহ আমারে।
হইবে সর্ব্বত্র জয় কহিলাঙ তোমারে ॥
[৫]এত বলি স্থানান্তর হইলা মহেশ্বর।
জগতজীবন গায় মনসার বর ॥[৫]

নির্দ্দয় না হৈয় গোসাঞি নিঠুর না হৈয় ॥ ধু ॥

শঙ্কর মালিনীর কথা ভালে ভালে জানি।
গঙ্গা দেবীক জানাইতে চলিলা মহামুনি ॥
মুনি বোলে গঙ্গা মামী কি কর নিশ্চিন্ত[৬]।
আজি তুমি নাহি জান শঙ্করের চরিত্র ॥
পুষ্পবনে আসিয়াছে হেমন্তঝিয়ারি[৭]।
তার সঙ্গে আছে মামা রঙ্গক্রীড়া করি ॥
নারদের বচনে গঙ্গা মনে হইল[৮] দুঃখ।
কুম্ভ হেন কান্দিয়া করিল চক্ষমুখ ॥
গঙ্গা বোলে গোসাঞি বয়সে হৈলু[৯] হীন।
বৃদ্ধকালে দিলে প্রভু দারুন সতিন ॥
ঘরের ভিতরে কান্দে গঙ্গাঠাকুরাণী।
ডাকুর মহানন্দ দুই ভাই আইল শুনি।

না কান্দ না কান্দ মাও কান্দ কি কারণে।
এমন বচন মাও বুলিল কুন জনে॥
গঙ্গা বোলে মুই বয়সে হৈনু হীন।
বৃদ্ধকালে দিলে মোকে দারুণ সতিন॥
পুষ্পবনে আসিয়াছে হেমন্তঝিয়ারি।
তার সঙ্গে আছে হর রঙ্গক্রীড়া করি॥
ধর ধর দুই ভাই বাটার তাম্বুল খাঅ।
কনকাই নদীত নাঅ লয়া যাঅ॥
আর যত লোক আইসে তাকে কর পার।
হেমন্তনন্দিনীকে জলে ডুবাইয়া মার॥
মায়া নাও গঙ্গা সৃজিল সেই ঠাই।
আগে পাছে কাণ্ডার[১] ধরিল দুই ভাই॥
পার্ব্বতী বিদায় হৈল শঙ্করের ঠাই।
যাইয়া পাইল দেবী নদী কনকাই॥
হেন জল বহে গঙ্গা স্থল কুল নাই।
কেমতে হইবো পার নাহিক উপাই॥
দুর্গা বোলে গঙ্গা বহে হাটু এক নীর[২]।
গঙ্গার মায়াতে বহে [৩]গহিন গম্ভীর[৩]॥
হেমন্তনন্দিনী দুর্গানাম বাড়াইব[৪]।
আপন শক্তিয়ে নদী পার উত্তরিব॥
[৫]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥[৫]

[৬]পার কর দুই ওহো আমি হেমন্ত ঝি॥[৬] ধু॥

বাপের আদেশে মুই গেল পুষ্পবন।
সেখানে শঙ্কর সনে হইল দরশন॥
মহাদেবে রাখিল রহিল[৭] বাসি রাতি।
ছাড়ি গেল সিংহ মোকে সঙ্গের নাহি সাথী॥
অভয়ার চরণে[৮] কহিল দুই ভাই।
পার করি দুর্গাক মজুরি যদি পাই॥

ছেল্যার বচনে দুর্গা শঙ্খ করে চুর।
হরিদ্রা মাখিয়া করে তাহার হুজুর॥
কড়ি পাঞা দুই ভাই চাপাইল নায়।
নৌকাতে চড়িলা দেবী জগতের মায়॥
মধ্য নদীত দুই ভাই করে ঠারাঠারি।
মায়ের সতিন দুর্গাক ডুবাইয়া মারি॥
নৌকা করে টলমল বৈঠা করে কাত্য।
দুর্গা বোলে ছেল্যা নহে দুর্জ্জন[১] ডাকাত্য॥
দশ হস্ত করে দুর্গাএ তিন নয়ান।
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরে খরসান॥
দুর্গার রূপ দেখিয়া ছেল্যার হৈল কাঁপ।
নৌকা ছাড়ি দুই ভাই জলে দিল ঝাঁপ॥
পঞ্চ হস্তে বাহে নায় পঞ্চ হস্তে ছিচে পানি।
পার হৈয়া যায় তবে চণ্ডিকা ত্রিনয়ানী॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইনু সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে॥

ও সঙ্কটে প্রণাম করু দেব গ্রহপতি। ধু॥

[২]উঠ উঠ ভাস্কর করহ প্রণতি।
শুথায়া দেহ মোকে হার গজমতি॥[২]
উঠ উঠ ভাস্কর করি পরিহার।
সিসের[৩] সিন্দুর তুমি শুথাঅ আমার॥
ইবার পূজিব তুমাক যায়া আপন বাড়ি।
শুথাইয়া দেঅ মোকে পরিধান শাড়ি॥
ইবার পূজিব তুমাক দিয়া পুষ্পজল।
শুথাইয়া দেঅ মোকে মাথার কুন্তল॥
ইবার পূজিব তুমাক দিয়া নানা ফুল।
শুথাইয়া দেঅ মোকে হুদের কাচুল॥
আইস আইস বাপু আইস পবন।
শুথাইয়া দেঅ মোকে অষ্ট অভরণ॥

ঘরমুখে পার্ব্বতী দেবী করিল গমন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥

কান্দিয়া গঙ্গার পুত্র হইল বিকল।
সব বিবরণ কহে মায়ের গোচর॥ ধু॥

কান্দিয়া মায়ের আগে কহে দোন ভাই।
সব মায়া দূর কৈল পার্ব্বতী সতাই॥
নৌকা লৈয়া দুই ভাই গেলাও শীঘ্রগতি।
নৌকাতে চড়িল দুর্গা রাক্ষসী মূরতী॥
মধ্যজলে দুই ভাই করি ঠারাঠারি।
অন্তরে জানিল দেবী হেমন্তঝিয়ারি॥
দশ হস্ত ধরে দুর্গাএ তিন নয়ান।
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরে খরসান॥
দেখিয়া দুর্গার রূপ উপজিল কাঁপ।
নৌকা ছাড়ি দোনো ভাই জলে দিলাও ঝাপ॥
কান্দিয়া মায়ের আগে কহে যত দুঃখ।
[১]ভাগ্যে পুণ্যে[১] দেখিলাও মাগো তুমার মুখ॥
অভিমানে ঝুরে গঙ্গা জাহ্নুর নন্দিনী।
নিশ্চয় জানিলু মোর হইল সতিনী॥
[২]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥[২]

এত দিনে গেল বুঝি আমার জাতিকুল॥ ধু॥

ঋষি বোলে দূরে থাক ঝিউ দুচারিণী।
অলপ বয়সে বাছা হইলা কলঙ্কিনী॥
ঋষির কুলের কাঁটা হইলা তুমি ঝি।
[৩]বেশ সব[৩] লৈয়া গেলা তাহা[৪] কৈলে কি॥
[৫]অষ্ট অভরণ তোর নষ্ট হইল কতি।
দিবস লাগিয়া গেলু হইল বাসি রাতি॥[৫]

কেমনে ভাঙ্গিল তোর পায়ের নপুর।
কেমনে ভাঙ্গিল তাড় শঙ্খ হইল চুর॥
কেমনে ভাঙ্গিল শাড়ী হৃদয়ের কাচুল।
কেমনে ছিড়িল হার ভাঙ্গিল কর্ণফুল॥
[১]কেমনে মুছিল কাজল সিসের সিন্দুর।[১]
[২]কহ সত্য বাণী কেনে আউলাইল চুল।[২]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

ত্রিপদী॥

হেমন্ত ঋষির বোলে পার্ব্বতী কোপে জ্বলে
বোলে দেবী অতি খরসান।
কি দোষ পাইয়া বাপ কেনে কর অভিশাপ
বিনা দোষে কর অপমান॥
গেনু মুই পুষ্পবাড়ি সিংহ সে আইলো ছাড়ি
সঙ্গে মোর নাহি আর সাথী।
নাহি পথ-পরিচয় একলা পাইয়া ভয়
মালঞ্চে রহিনু বাসি রাত্রি॥
বেল বউল ফুল তাতে আছে ভেমরোল
তার ডরে হইনু অন্তর।
উঝট লাগিয়া তার ছিড়িল গলার হার
আউলাইল কুন্তল মাথার॥
নিশি করে অন্ধকার সঙ্গে কেহো নাহি আর
গাছতে চড়িনু অনেক দূর।
নিদ্রায়ে আকুল হইনু আছাড় খাইয়া পৈনু
শঙ্খ তাড় ভাঙ্গিল নপুর॥
নিদ্রাতে আকুল হৈনু কাচুলি শিয়রে দিনু
শাড়ী পরি করিনু শয়ন।
[২]বাতাসে[৩] কাপড়গুলা লোটায় সে মাটিধুলা
ঘাম পাঞ্চা হইল খান খান॥

বিষম রোদের জালা তাতে পছিয়ার ঝালা
ঘামে ভিজি গেল কলেবর।
[১]ললাটের সিন্দূর স্থয়া আগর চন্দন চুয়া[১]
মুছা গেল নয়ানের কাজল॥
ঋষি বোলে মায়াবতী ই মায়া শিখিলে কতি
চিত্তে আমার নাহি পাতিয়ায়।
অলপ বয়সে বালি হইলা কলঙ্কিনী
অষ্ট পরীক্ষা দিতে চায়॥
দেবী বোলে এই হয় নাহি কুন সংশয়
আন পরীক্ষার সাজ।
মুই যদি সতী হইমু পরীক্ষাতে উত্তরিমু
যশ হইবে ত্রিভুবনমাঝ॥
জগতজীবন কবি বন্দো মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা॥

ও প্রভু কাশীনাথ হে।
এবার নিদানে তরাইতে হবে ও॥ ধু॥

দুঃখের দুলালি বাছা মায়ের দুলালি।
পরীক্ষা হইল বাছা তুমার উপরি॥
দুর্গা বোলে বাপমাঅ পরীক্ষা[২] মোকে দেঅ।[২]
সতী কি অসতী পরীক্ষা তুমি নেঅ॥
অভয়ার বচনে হেমন্ত গিরিরাজ[৩]।
জড়ায়া[৪] আনিল যত পরীক্ষার সাজ॥
সংযমে নিয়মে দেবী রহে তিন রাতি।
জড়ায়া[৫] আনিল ঋষি যতেক গিয়াতি॥
একত্র করিল যত পরীক্ষার সাজ।
সভাতে বসিল যত ঋষির সমাজ॥
ডাকিয়া বোলে তবে হেমন্ত গিরিবর।
প্রথম পরীক্ষা বাছা পাণিডুবি কর॥

ঋষির উকিল আর দুর্গার ডাকিল।
হস্ত জোড় করি দুহে পানিত ডুবিল॥
ঋষির উকিল উঠে খাইয়া ফাফর।
দুর্গার ডাকিল রহে এ দুই প্রহর॥
ঋষি বোলে ইহাতে [১]প্রতীত নাহি যাও[১]।
সর্পঘট পরীক্ষা তাহাকে দিতে চাও॥
বাদিআয়ে সর্পগোটা আনিল ধরিয়া।
দুর্গার অগ্রেতে ঘট দিলেন ভরিয়া॥
মস্তক ধরিয়া তবে তোলে দুর্গা মাঅ।
হেট মুণ্ডে রহে সর্প নাহি করে ঘাঅ॥
ঋষি বোলে পরীক্ষাতে প্রতীত নাহি যাও।
সাবল পরীক্ষা আছে তাকে দিতে চাও॥
কামারকে আনিয়া ঋষি ফালে দিল তায়।
ফালে তায় দিয়া তবে দুর্গার আগে যায়॥
তাহাকে ধরিলে দেবী জগতের মায়।
পার্ব্বতীর হাতে দিল পাকড়ির[২] পাতায়॥
সাড়াসী ধরিয়া ঋষি ফাল দিল তাত।
পুড়িয়া হইল ছাই পাকড়ির পাত॥
[৩]ছাই হইয়া গেল পাকড়ির পাত।[৩]
পাত পুড়িল দুর্গার না পুড়িল হাত॥
লাফ দিয়া ফেলাইল সবাকার আগে।
পরীক্ষা দেখিয়া সবাক চমৎকার লাগে॥
ঋষী বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাও।
খুর পরীক্ষা আছে তাকে দিতে চাও॥
নাপিত আনিয়া ঋষি খুরে দিল শান।
একত্র [৪]করিয়া পাতে[৪] খুর সাত খান॥
পাতিলেক খুর ঋষি করিয়া একধার।
তাহাতে চড়িআ দুর্গা ফেরে সাতবার॥
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাও।
সিন্দূর পরীক্ষা আছে তাকে দিতে চাও॥

বান্ধিলে আনিয়া ঋষি সিন্দুরের আল্য।
তাহাতে চড়িয়া দুর্গা খেলায় ধামাল্য[১] ॥
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
তুলা পরীক্ষা আছে তুমাকে দিতে চাঙ ॥
তারাজু আনিয়া ঋষি ধরিলেন ডাণ্ডি[২]।
এক দিকে তুলা চড়ায় আর এক দিকে চণ্ডী ॥
ধরিলেক ডাণ্ডি ঋষি গায়ে দিয়া বল।
তুলাত অধিক দুর্গা হইল পাতল ॥
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
অগ্নির পরীক্ষা আছে তুমাকে দিতে চাঙ ॥
যতনে বান্ধিল ঋষি জোত্তের ঘরখানি।
তার মধ্যে বৈসাইল দেবী ত্রিনয়ানী ॥
চারিদিকে হেমন্ত আনল করে দান।
জলিল আনল যেন পর্ব্বত-সমান[৩] ॥
হায় হায় দেবগন করে স্বর্গপুরে।
দুর্গাক দেখিয়া ব্রহ্মা জলে অনেক দূরে ॥
জলিয়া জোত্তের ঘর হইয়া গেল ধুলি।
আনল ভিতরে দুর্গা সোনার পুতলি ॥
যত সব মুনিগণ করে হায় হায়।
এমত নিষ্ঠুর নাকি করিতে জুয়ায় ॥
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
ঘৃতকাঞ্চন পরীক্ষা তুমাকে দিতে চাঙ ॥
তপ্ত করিল ঘৃত কলসাত করি[৪]।
তাহাত আনিয়া দিল সুবর্ণ অঙ্গুরি ॥
ঋষি বোলে তপ্ত করিল আমি ঘিউ।
অঙ্গুরি তুলিয়া দেঅ পার্ব্বতী মোর ঝিউ ॥
ধর্ম্ম আরাধিয়া দেবী হাত দিল তাত।
অঙ্গুরি তুলিল দেবী না পুড়িল হাত ॥
সভার ভিতরে ঋষি মনে পায় লাজ।
পাক দিয়া ফেলাইল অষ্ট পরীক্ষার সাজ ॥

দেখিয়া কহিল মোকে সিংহ মহামতি।
এতেক পরীক্ষাতে উত্তরিল পার্ব্বতী ॥
কিনা মন্ত্র শিখিলে বেটি তপস্বীর ঠাই।
পরীক্ষা করিতে মনে ডর ভয় নাই ॥
অঙ্গীকার করু এই সভা বিগ্তমান।
রজনী প্রভাতে দিবো কয়ালিকে দান।
তুমি প্রভু দিগম্বর শঙ্কর মহাদেবা।
দণ্ডবত হই আমি করিব তব সেবা ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলে দেব কাশী।
[১]সাজায় শঙ্করদেব মোহন রঙ্গ বাঁশি ॥[১]
তরলা বাঁশ আনিয়া কাটেন শূলপাণি।
মধ্যথান নিলেন দেব উত্তম জানি ॥
সাত স্থানে রিন্দ্র দেব করে মনোহর।
নানা চিত্র করে হর বাঁশির উপর ॥
বাঁশি কাটেন হর করিয়া যতন।
বাঁশির উপর দিল অমূল্য রতন ॥
কয়ালিরূপ ধরেন দেব ত্রিলোচন।
যাইয়া পাইল হর ঋষির ভুবন ॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইলু সপনে।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে ॥

ত্রিপদী ॥

কয়ালির রূপ ধরি নাচেন আনন্দ করি
শুনিয়া দুর্গা হইল মূর্চ্ছিত।
ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গায় সিংহ ডমরু বাজায়
মোহন বাঁশিতে দিয়া শান ॥
নানা ভ্রূকুটি করি নাচে দেব ত্রিপুরারি
ডাকিয়া ডাকিয়া মাগে দান।
সভা দেয় চাউল কোড়ি না লয় কয়া বাড়ি
না নিব তোমা সভার দান[২] ॥

সুবর্ণের থালে করি লইয়া চাউল কোড়ি
আনিয়া দেলেন্ত ঋষিয়ানী।
ঋষিয়ানীর হাতের দান না লইল অনুমান
বিমুখে রহিলা শূলপাণি॥
কয়ালিয়া বোলে বাণী শুন মাগো ঋষিয়ানী
দান লয়া ফেরে[১] যাহ ঘর।
ভিক্ষা তোমার ঠাই লইতে উচিত নাই
গুরুদেবের আদেশ আমার॥
যেখানে ভিক্ষাকে যাই অকুমারীর হাতে পাই
তার দান আসি আমি লয়া।
অকুমারী বিনে আন আর কেহ দেয় দান
তার দান দেউ[২] ফিরাইয়া॥
তুমার মন্দিরে রানী থাকে অকুমারী নন্দিনী
তার হাতে দিয়া পাঠাঅ দান।
অকুমারীর দান পাব দান লইয়া ঘরে যাব
অলপে হইব মনমান॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
সুখ মোক্ষ ইহার কারণ।
দুঃখ দুষ্ট সর্পভয় ইসব করিবে ক্ষয়
বন্দ হর অভয়ার চরণ॥

ও কালিন্দ্রি মেঘের আড়ে চন্দ্র দিছে দেখা॥ ধু॥

ফিরিয়া করিল রানী পুরীত প্রবেশ।
কাকই[৩] দিয়া দুর্গার আঁচড়িল[৪] কেশ॥
কোমরে* কিঙ্কিনী দিল হাতে দিল তাড়।
গলাএ গাথিয়া দিল গজমোতি হার॥
নাকে নত পন্থে দেবী আঙ্গুলে অঙ্গুরি।
মোতি প্রবাল পন্থে নানা চিত্র করি॥
পায়ের আঙ্গুলে পন্থে আঙ্গুঠা পঙ্গুলি।
হৃদয়ে তুলিয়া পন্থে হৃদের কাচুলি॥

---

* পাঠ — কমরে

ঋষিয়ানী বোলে বাছা হেমন্তদুলালী ।
তুমার হাতের দান মাঙ্গিছে কয়ালি ॥
[১]একে চাহে দুর্গা দিতে তার আজ্ঞা পায় ।[১]
হাতে দান লয়া কয়ালিকে দিতে যায় ॥
দুর্গাক দেখি সুখী হইল কয়ালি ।
কান্দ[২] হইতে খসাইয়া আগে পাতে ঝুলি ॥
দুই হাতে তুলিয়া দুর্গা দান দিল তাত ।
কাপড়ের সড়কে হৃদয়ে দিল হাত ॥
অন্তরে হইল দুর্গার মনে মনে হাসি ।
দেখিল ঋষির পুরীর পাশপড়োসি[৩] ॥
পাশপড়োসি লোকে করে ঠারাঠারি ।
হেমন্ত ঋষির ঝি কয়ালিভাতারি ॥
শুনিয়া রুষিল ঋষি ক্রোধে কম্পমান ।
ঘর হইতে বাহিরায় অগ্নির সমান ॥
কয়ালিক ধরিয়া হেমন্ত বন্দী করে ।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

ও ক্রোধিত হইয়া ঋষি কয়ালী বন্দী করে ॥ ধু ॥

কয়ালিক বন্দী করে কাঠরিয়া[৪] ঘরে ।
অপস্তা করিতে ঋষি যায় সরোবরে ॥
সরোবরে তপসি মুনি যে হেমন্ত ।
আর মূর্ত্তি ধরিয়া রহেন ভগবন্ত ॥
মাথায়ে জটার ভার উপরে রহে গঙ্গা
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম বাম কান্ধে শিঙ্গা ॥
গলাএ হাড়ের মালা সর্ব্ব গায়ে ধুলি ।
খটক ডমরু হাতে কান্ধে সিদ্ধ ঝুলি ॥
যত ফুলে পূজে ঋষি সরোবর-জলে ।
সে ফুল আইল কয়ালির পদতলে ॥
তপস্তা করিয়া সাঙ্গ দিল ঋষিবর ।
ফিরিয়া চলিল ঋষি আপন বাসর ॥

ভোজন-সময়ে ঋষির পড়ে মনে।
বন্দিয়াক রাখিয়া অন্ন খাইবো কেমনে ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

হেমন্ত যতেক ফুলে পূজিল সাগরকূলে
স্থগন্ধি চন্দন কুতূহলে।
দেখিয়া পাইল ধন্দ সে সব হইল বন্দ
দেখিল কয়ালির পদতলে ॥
অন্তরে এমত কয় ইজনা কয়ালি নয়
রূপ দেখি অতি বিপরীত।
না চিহ্নিলু পরলোক কপটে ভাড়িলে মোক
ত্রিদশ-ঈশ্বর পশুপতি ॥
ঋষি বোলে জগন্নাথ করি প্রভু জোড় হাত
তুমি প্রভু ত্রিদশ-ঈশ্বর।
তুমার মহিমা ব্রহ্মা বিষ্ণু দিতে নারে সীমা
কিবা জানি আমরা বর্ব্বর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি তিন রূপ ধর
সত্ব রজ তম গুণময়
প্রকৃতি পুরুষ নাথ তুমি বট জগন্নাথ
তুমা হৈতে উদ্ধার প্রলয় ॥
কি কারণে মহেশ্বর আইলা আমার ঘর
বিবরণ বোল দিগবাস।
তুমার কপট রূপে আমার পরাণ কাঁপে
অন্তরে পাইলু বড় ত্রাস ॥
গোসাঞি বোলে ঋষিবর প্রাণে না করিহ ডর
অকুমারী কন্যা আছে তোর
বিবরণ কহিনু তোকে তাকে বিভা দেহ মোকে
সেজনা ঘরের গৃহিণী আমার ॥

সেই শুনি মুনিরাজ ই বড় উত্তম কাজ
আছে মোর ঘরে কন্যাখানি।
কন্যার ভাগ্যের ফলে তুমি হেন বর হৈলে
অবশ্য করিব কন্যাদানি ॥
শুনিয়া হেমন্ত-বাণী সুখী দেব শূলপানি
ফিরিয়া চলিল কৈলাস।
বিবাহের যত সাজ করে প্রভু দেবরাজ
মনে মনে পরম উল্লাস ॥
বোলে দেব পশুপতি শুন গঙ্গা ভাগীরথী
আইসো বৈসো জটের উপরে।
যাইতে মালঞ্চবন মিলিলেক এক ধন
ঘরে নাই আনি তুমার ডরে ॥
গঙ্গা বোলে শুন স্বামী কহিতে বুঝিনু আমি
যে ধন পাইলা গুণমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হৈনু নির্ঘিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সতিনী ॥
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবধি দ্বন্দ্ব কাচাল।
প্রথমে যুবতীর মুখ দুইতে না হবে সুখ
অবশেষে হইবে জঞ্জাল ॥
[১]গোসাঞি বোলে সুরধনী[২] জানিয়া হেমন্তমুনি
অকুমারী কন্যা করে দান।
বয়সেত শিশুজন সুবেশ বিলাস হীন
তুমা হৈতে নহে রূপমান ॥
গঙ্গা বোলে কিছু হোক নাহি মোর কুন শোক
কপালের লেখন সতিনী।
করহ বিবাহসাজ বিলম্বের নাহি কাজ
বিভা করি আন শূলপাণি ॥
জগতজীবন কবি বন্দ মাতা বিষহরি
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।

অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

ও বোল নারদ মুনিরাজ।
বিবাহের কিবা লাগে সাজ ॥ ধু॥

গোসাঞি[১] বোলে ভাগিনা নারদ মুনিরাজ।
গৌরীর বিবাহে বোল কত লাগে সাজ ॥
মুনি বোলে শুন মামা বচন আমার।
বিবাহের লাগে সাজ কতেক প্রকার ॥
লাড়ু লবণ চিনি দধি কদলীর ভার।
শঙ্খ সিন্দুর লাগে স্বর্ণ অলঙ্কার ॥
অধিবাসের সাজ লাগে নানা উপহার।
শঙ্খ বস্ত্র লাগে ঋষি আনিব ব্যবহার ॥
মুনির বচনে হর মনে আনন্দিত।
ধ্যানে যতেক দ্রব্য করে উপস্থিত ॥
গোসাঞি বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
দ্রব্য লয়া যাঅ তুমি হেমন্তের ঘর ॥
গৌরীর করাবে তুমি গন্ধ-অধিবাস।
প্রভাতে যাইব আমি বিবাহের আশ ॥
শিবের বচনে মুনি না থাকিল বয়া।
প্রথমে চলিল ভার পঞ্চাশেক লয়া ॥
হস্ততে করিয়া নিল অধিবাসের সাজ।
যাত্রা করিয়া চলিল নারদ মুনিরাজ ॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে ॥

ও চলিলা নারদ মুনি হেমন্তের বাড়ি ॥ ধু ॥

ভার লঞা গেল মুনি প্রমথর সঙ্গে।
ঋষির ভুবনে যায় পরম আনন্দে ॥

দ্রব্য সকল দেখিয়া নারদ বোলে বাণী।
ইসব ভারের দ্রব্য খাইব আপনি॥
রসাল লাড়ুর গন্ধ মরিচের ঝাল।
সড়া মৎস্যের গন্ধে যেন পাগল বিড়াল॥
[১]সভারের উপরে দৃষ্টি দিয়া চলে মুনি।
লালচে জিভার করে সরসর পানি॥[১]
চলিল শিবের ভারী গায়ে দিয়া বল।
বাতাসে জিরায় ভারী পায়া তরুতল॥
আলস্যে বাতাসে যত ভারী যায় নিন্দ।
আন্ধার ঘরতে যেন চোরে দিল সিন্দ॥
মুনি বোলে বাস্থয়া বচন শুন ভাই।
যতেক মনের কথা কহি তোর ঠাই॥
ইসব ভারের সাজ খাইতে যায় মন।
ধীরে যাঅ ভারী সব যেন না হয় চেতন॥
সুজান বাস্থয়া ঠাকুরের বুঝে ঠার।
আনিয়া জোগায় মর্ত্তমান কলার ভার॥
ছড়িয়া [২]চচা লিকাইয়া[২] ব্রাহ্মণে খায় কলা॥
কত কত করিয়া ডাকে ব্রাহ্মণের গলা॥
কলা খায়া ব্রাহ্মণ বাস্থয়াকে বোলে ঠারে।
আন দেখি কি আছে পাতিলার ভারে॥
সুজান বাস্থয়া ব্রাহ্মণের বুঝে ঠার।
আনিয়া জোগায় বেটা পাতিলার ভার॥
গিরা খসাইয়া লাড়ু খায় মুনিবর।
ইটাল [৩]ভরায় সব[৩] পাতিল ভিতর॥
আর বার ব্রাহ্মণ বাস্থয়াক বোলে ঠারে।
আন দেখি কিবা আছে কলসীর ভারে॥
সুজান বাস্থয়া ব্রাহ্মণের বুঝে ঠার।
আনিয়া জোগায় দধি কলসীর ভার॥
সর কাটিয়া দধি গলা ধরিয়া ঢালয়।
ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য নহে রাক্ষস যেন খায়॥

লালচে সকল দধি খাইলেন ঋষি।
কাদাএ ভরায় যত দধির কলসী ॥
আর বার ব্রাহ্মণ বাস্থয়াক বুঝায়[১] ঠারে।
আন দেখি কি আছে [২]সাপুড়ার ভারে ॥[২]
সুজান বাস্থয়া ব্রাহ্মণের বুঝে ঠার।
আনিয়া জোগায় বেটা গুয়াপানের ভার।
গুয়াপান খায় যত নারদ মুনি বুঢ়া ॥
[৩]যতেক চেবা[৩] দিয়া মুনি ভরায় সাপুড়া ॥
ভোজন করিয়া মুনির তুষ্ট হইল মন।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ভারি হইল চেতন ॥
মুখ প্রক্ষালিয়া ভারি কান্ধে ভার তোলে।
ভার কেনে পাতল সমস্ত ভারি বোলে ॥
মুনি বোলে নিদ্রা করি গায়ে হইল বল।
কান্ধের উপরে ভার হইল পাতল ॥
ভার নিয়া মুনিবর কত দূরে যায়।
কত দূরে যায়া হেমন্তের বাড়ি পায় ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি কারিল প্রকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

বুলিছে নারদ মুনি শুন শুন ঋষিয়ানী
কি কর নিচিন্তে বসিয়া।
শিব পাঠাইল সাজ আমি আইল মুনিরাজ
ভার চুমাই লেহত আসিয়া ॥
মুনির বচন শুনি বাহির হৈল ঋষিয়ানী
ভার চুমাইতে রঙ্গে।
হেন কালে গিরিসুতা আচম্বিতে আইল তথা
খেলার বালক সব সঙ্গে ॥
বোলে শিশুর সমাজ আইস গৌরী খাই সাজ
স্বামী তোর দিয়াছে পাঠায়া।

যত শিশুগণ বোলে চলে দেবী কুতূহলে
ভারের দ্রব্য আনে খসাইয়া ।।
হেমন্তনন্দিনী গৌরী মনে মনে যুক্তি করি
কলার খান্দি ধরিলেন হাতে ।
খান্দিতে নাহিক কলা তার সব অমঙ্গলা
চচাএ[১] ভরিয়া আছে তাতে ।।
হেমন্তনন্দিনী গৌরী মনে মনে যুক্তি করি
পানের বাটা ধরিলেন হাতে ।
সাপুড়াতে নাই পান মনে দুর্গা অভিমান
চিবাএ ভরিয়া আছে তাতে ।।
দেবী বোলে দেবরাজ পাঠাইয়া দিলে সাজ
চুমাইয়া সকল সাজ আনি ।
বিচার করিলে তার লজ্জা পাবে শঙ্কর
বিবাদ করিলে শূলপাণি ।।
দুর্গা আকর্ষণ করে দধিয়ে কলসী ভরে
বাটায়ে ভরিল গুয়াপানে ।
কলায়ে ভরিল খান্দি কলসী ভরিল দধি
ঋষিয়ানী নাহি জানে ।।
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ।।

ও বার্ত্তা বোল নারদ মুনিবর ।। ধু ।।

ঋষি বোলে বাপু হে নারদ মহামতি ।
শিবের সম্বন্ধে বাপু তুমি মোর নাতি ।।
মুনিকে বসিতে দিল দিব্য সিংহাসন ।
পদ প্রক্ষালিয়া মুনি বসিল আসন ।।
ঋষি বোলে কি বুলি পাঠালে মহেশ্বর ।
বোল বোল[২] বিবরণ নারদ মুনিবর ।।

মুনি বোলে কহিলা করিহ উপবাস।
গোধূলি লগনে গৌরীর কর অধিবাস॥
প্রভাতে আসিবে কাল দেব দিগম্বর।
বিভা করিয়া গৌরীকে লই যাবে ঘর॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

ত্রিপদী॥

ও জয় জয় গৌরীর আজি গন্ধ-অধিবাস॥ ধু॥

ঋষিরাজ-মন্দিরে বাদ্য বাজে গম্ভীরে
শুনিতে অতি সুললিত।
পরম সে আনন্দে পত্রে দ্রব্য নানা ছন্দে
গীত গায় অতি আনন্দিত॥
ব্রাহ্মণ আর সজ্জন যতেক মুনিগণ
ডাক দিয়া আনে গিরিবরে।
গোধূলি সময়কালে গৌরীর গন্ধমঙ্গলে
চলিল সবে হেমন্তের ঘরে॥
[১]যতেক নরনারী হইয়া সারিসারি
পত্রিয়া নানা মত শাড়ি।[১]
নানা মত অভরণ করিয়া সে পরিধান
চলিলা হেমন্তের বাড়ি॥
বসিয়া সে প্রাঙ্গণে ঘটে কৈল স্থাপনে
গন্ধ আদি যত দ্রব্য আনে।
পার্ব্বতীক লয়া কোলে গন্ধ দিল কপালে
মন্ত্র পড়েন ব্রাহ্মণে।
[২]মহী গন্ধ শিলা তৈল ধান্য দূর্ব্বা আর ফুল[২]
ফুল আর লয়া ঋষি হাতে।
দধি ঘৃত স্বস্তিক শঙ্খ সিন্দুরাদিক
পর্শ করায় দুর্গার মাথে॥

কজ্জল রোচনা সিন্দুর আর সোনা
রজত তাম্র নিয়া হাতে।
[১]সরিষাত আরসি[১] প্রদীপ লইয়া ঋষি
পরশ করায় গৌরীর মাথে।।
[২]পর্শ করায় তিনবার প্রশস্ত পাত আর
মঙ্গল জয় জয় করে।[২]
[৩]ব্রাহ্মণ সভাসদ করয়ে আশীর্ব্বাদ[৩]
পার্ব্বতীক লয়া গেল ঘরে।।
পার্ব্বতীর হইল গন্ধ নারদ হৈল আনন্দ
হেমন্তস্থানে হইল বিদায়।
পরম সুখ উল্লাসে চলিলাত কৈলাসে
[৪]জানায় যায়া শঙ্করের পায়।।[৪]
জগতজীবন কবি বন্দু মাতা পদ্মাবতী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

ত্রিপদী ॥

আনন্দে জয় জয় হইল সংসারময়
আজি শিবের গন্ধ-অধিবাস।
অধিবাস করায় মুনি প্রাঙ্গনে দিয়া আলিপনি
নানা পুষ্প আনিল সুবাস।।
ঘট কৈল স্থাপনে মন্ত্র পঢ়ে মুনিগণে
[৫]গন্ধ ছোয়ায় মন্ত্র করি ঘটা।[৫]
ব্রহ্মাএত হস্তে ধরি বেদমন্ত্র যত পঢি
পরশ করায় শিবজটা।।
ধরণী চন্দন শিল ধান্য দূর্ব্বা আর ফুল
শ্রীফল ধরে আর ঘৃতে।
পরশ করায় ক্ষীর শঙ্খ আর সিন্দুর
ইসব লইয়া ব্রহ্মা হাতে।।

রাজসেই[1] গোরোচনা সিন্দুর আর সোনা

রজত তাম্র লইয়া হাতে।

সরিষা ছোয়াইল প্রদীপ দর্পণ তৈল

ইসব ছোয়ায় শিবের মাথে॥

প্রশস্ত পত্র ধরি করে পর্শ করায় তিনবারে

আনন্দপুরী হইল কৈলাস।

অসুর অমর নর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর

শিবের হইল অধিবাস॥

জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়

যাহাকে সেবিলে সিদ্ধি হয়।

আস্তিকের জননী নাগের ভগিনী

সেবকের হইবে সহায়॥

শঙ্কর বিবাহে সাজিল কুতুহলে।

মঙ্গল জয় জয় বলে॥ ধু॥

বিবাহে চলিল.হর হেমন্তঋষির ঘর

পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে।

অসুর অমর নর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর

ঋষি তপসি মুনি সাজে॥

ইন্দ্র সুরপতি সাজে চড়ি মত্ত গজরাজে

গরুড় পৃষ্টেত নারায়ণ।

হংসবাহনরথে বেদ পুথি লঞা হাতে

সাজে ব্রহ্মা সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ॥

ভূত পিচাস যক্ষ কত সাজে লক্ষ লক্ষ

আর [2]সাজে কত[2] প্রেতভূত।

শিবের আমাত্যগণ সবে আনন্দিত মন

সাজিলেন অযুতে অযুত॥

অরুণ বরুণ সাজে [3]শুনিয়া অনিল সাজে[3]

যমরাজা সাজে যমদূত।

লোহা দণ্ড চর্ম্ম দড়ি সাজে দূত তরাতরি
গিরিবর শরীর অদ্ভুত।
সাজে লক্ষ্মী সরস্বতী নারায়ণ যার পতি
শচী সাজে ইন্দ্রের ঘরণী।
আর সাজে অরুন্ধতী মাথাএ চামর[১] অতি
বসাইল দুই বহিনি ॥
বৃষের উপরে হর বিবাহে সাজিল বর
সাপের মটুক শিরে বান্ধে।
গলায় হাড়ের মালা হাতে শোভে তাড় বালা
শিঙ্গা ডমরু বাম কান্ধে ॥
মাথাএ জটের ভার গঙ্গা উপরে তার
মাথে শোভে সাপের পাগুড়ি।
সাপ হার সাপ তাড় সাপের যে অলঙ্কার
সর্ব্ব অঙ্গে সাপের জড়াজড়ি ॥
হাতেতে রুদ্রাক্ষমালা বিষ খায়্যা কণ্ঠ কালা
পরিধান করে ব্যাঘ্রছালে।
অঙ্গতে মাখয়ে ধূলি কান্ধেত ভাঙ্গের ঝুলি
ত্রিলোচন চন্দ্র কপালে ॥
যাত্রা করিয়া ঘর চলিল ঋষির ঘর
শুভক্ষণে করিলা গমনে।
জগতজীবনে গায় বন্দিয়া মনসার পায়
যাত্রা পাইল ঋষির ভুবনে ॥

ও ডাক দিয়া নারদ বোলে বাণী।
দুয়ারে বর আইল চুমাহ ঋষিয়ানী ॥ ধু ॥

দুয়ারে বসিয়া নারদ বোলে বাণী।
কি কর ঘরত বসি ঋষিয়ানী ॥
দ্বারতে শঙ্কর বর কার মুখ চাঅ।
শীঘ্রগতি আসিয়া বরিয়া লয়্যা যাঅ ॥

নারদের বচনে হেমন্ত মুনিরাজ।
সজ্জ করিয়া নিল যত বরণের সাজ॥
ডাকিয়া আনেন ঋষি যত নরনারী।
মাথায়ে চালন বাতি হাতে জল ঝারি॥
জামাতা বরিতে মেনকা চলে নানা[১] রঙ্গে।
যতেক যুবতী নারী আসে লয়া সঙ্গে॥
বর চুমাইতে চলে মেনকা রাইহোগণ[২] সাথী।
হাতেত ভৃঙ্গারের জল মাথায় চালন রাতি॥
ধান্য দুর্ব্বা দিতে যায় জামাতার মাথার উপরে।
ফন্ফায়া উঠিল সর্প রাইহো পালায় ডরে॥
ঋষিয়ানী বোলে [৩]জামাতা নহে[৩] বাদিয়ার পো।
মাথায় আশীর্ব্বাদ দিতে সাপে মারে ছো॥
জামাতার যতেক রূপ[৪] দেখিতে বড় ধান্ধা।
পরিধান ব্যাঘ্র ছাল সেও সর্পে বান্ধা॥
ঋষির ঘরের [৫]রাইহো টোনা বড় জানে[৫]।
চন্দ্রভাদোই ঈশ্বরমূল আনে ততক্ষণে[৬]॥
ঈশ্বরমূলের গন্ধে সর্প হইল অন্তর।
খসিয়া পৈল ব্যাঘ্রছাল শিব হইল দিগম্বর॥
আছিল গোধূলিকাল হৈয়া গেল রাত্রি।
কপালের চন্দ্রমা উজ্জ্বল কৈল অতি॥
চন্দ্রের উজ্জ্বলে শিবের দেখিল আকার।
পালায়া আইল সব হৈয়া চমৎকার॥
[৭]পালায়া পালায়া[৭] রাইহো সব গেল ঘরে।
হাসিয়া হাসিয়া রাইহো ঢুলা ঢুলা পড়ে॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

ও কান্দে মেনকাদেবী ওহো ও বিষাদিত হৈয়া॥ ধু॥

[৮]কান্দেন মেনকা দেবী মন্দিরে বসিয়া।[৮]
মর মর মরিআ যাঅ হেমন্তঋষিয়া॥

কুন চক্ষে দেখিয়া আনিল্ বুঢ়া বর ।
পিঙ্গল জটার ভার মস্তক উপর ॥
জটের উপরে বান্ধে সর্পের পাগ ।
আশীর্ব্বাদ দিতে ফফায়া উঠে সাপ ॥
গলায়ে হাড়ের মালা ভসম ভূষণ ।
পরিধানে ব্যাঘ্র ছাল বৃষতে আসন ॥
কি জানি ব্রত গৌরী করিল কুন কালে ।
মিলিল এমত বর গৌরীর কপালে ॥
মর মর ঋষি তোর চক্ষে পড়ুক ফুল[১] ।
দেখিয়া আনিলে বর উন্মত্ত বাউল[২] ॥
বোল গিয়া জামাই ফিরিয়া যাউক ঘরে ।
সোনার পুতলী গৌরী না দিবো বুঢ়া বরে ॥
তবে যদি ঋষি গৌরীক দিবে বলে ।
হাতে পায়ে বান্ধিয়া ফেলিব গঙ্গাজলে ॥
[৩]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ ॥[৩]

[৪]সুবেশ ধর মামা ওহো দেব শূলপাণি ॥[৪] ধু ॥

মুনি বোলে শুন মামা দেব শূলপাণি ।
তুমার রূপ দেখিয়া ডরাইল ঋষিয়ানী ॥
দেখিয়া তুমার রূপ রাইহো পালায় ডরে ।
ঋষিয়ানী করুণা[৫] করে ঘরের ভিতরে ॥
দেখিতে আইল লোক কেমন গৌরীর বর ।
পলাইয়া গেল সবে প্রাণে পায়া ডর ॥
হেন রূপ ধর মামা কামিনীমোহন ।
তুমার রূপ দেখি যেন ভুলে ত্রিভুবন ॥
নারদের বচনে হর ধরেন সুবেশ ।
মাথায়ে জটার ভার [৬]কুটিল করে বেশ[৬] ॥
জটের উপরে বিবর্জ্জিত যত নাগ ।
মাথাএ মটুক দিল মণিরাজ সাপ ॥

কপালের উপরে চন্দ্রমা করে জ্যোতি।
গলায়ে হাড়ের মালা হৈল গজমোতি॥
অঙ্গের ভস্ম হৈল কস্তুরি চন্দন।
ব্যাঘ্রছাল অম্বর করিল পরিধান॥
বিপরীত রূপে শিবের হইল অলঙ্কার।
দেখিয়া শিবের রূপ হেমন্ত চমৎকার॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

ও কেনে কান্দ ঋষিয়ানী মন্দিরে বসিয়া। ধু॥

তুমার ঝিউর বর কাম জিনি কলেবর
বাহির হইয়া দেখ সখী।
পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ দেখিতে পরম সুখ
নাটুয়া খঞ্জন দুই আখি॥
তিল পুষ্পসম[১] নাসা কোকিল[২] জিনিয়া ভাষা
ভুরু দুই ময়ূরের পাখি[৩]।
জামাতার[৪] দন্তের জ্যোতি যেন জলে গজমোতি
অধর বিম্বফলে যেন দেখি॥
জিনিয়া পঙ্কজফুল বাহুযুগ সমতুল
[৫]পদযুগ কোকনদ জিনি।[৫]
জামাতার মাথার কেশ অতি মনোহর বেশ
বাহিরায়া দেখ ঋষিয়ানী॥
জামাই নহে সুর নর গন্ধর্ব্ব সে বিদ্যাধর
দেবের ঈশ্বর শূলপানি।
গৌরীর পুণ্যের ফলে মিলিল সে মহেশ্বরে
দেখ আসি গৌরীর জননী॥
শুনিয়া ঋষির বাণী বাহিরায় ঋষিয়ানী
দুয়ারে ভুলুকি[৭] দিয়া চায়।
দেখিয়া শিবের রূপ ঋষিয়ানীর মনে সুখ
দেখি দুই নয়ান জুড়ায়॥

জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা॥

ও রূপ লাগ্যাছে মরমে।
দেখিয়া শিবের রূপ ভুলে কতজনে॥ ধু॥

ঋষিয়ানী বোলে মোর সাফল জীবন।
দেখিলাঙ জামাতার রূপ অতি বিচক্ষণ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন জামাতার বদন।
ধরি নানা মূর্ত্তি যেন আইল মদন॥
কি জানি কঠোর ব্রত করিলে পার্ব্বতী।
মিলিল আসিয়া স্বামী ত্রিজগতপতি॥
ফিরিয়া চলিল ঘরে হেমন্তযুবতী।
ডাকিয়া আনিল গিয়া যতেক রাইহাতি॥
ঋষিয়ানী বোলে মাগো শুনহ রাইহাতি
আনি গিয়া বরিয়া গৌরীর নিজপতি॥
রাইহো সকল বোলে আমরা নাই যাই।
আপনে চুমায়া আন আপন জামাই॥
আমরা না যাবো মাগো চুমাবারে বর।
এক বারে পালাইল সভে প্রাণে পায়া ডর॥
তুমার জামাতার রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
পিঙ্গল জটার ভার মস্তক উপর॥
দেখিয়া শিবের রূপ প্রাণ উড়ে ডরে।
জটার উপরে সাপ ফোঁত ফোঁত করে॥
পরিধান ব্যাঘ্রছাল করে হড়মড়।
কেহো বোলে দেখি মোর গায়ে আইল জ্বর॥
আর যুবতী বোলে আমি ডরে পালাইনু।
তুমার দুয়ারে আগে আছাড় খায়া পৈনু॥

আর যুবতী বোলে আমি পলাইনু পাছে।
ভয়েত গায়ের কম্প এখন তখন আছে।।
আমরা না যাবো মাগো শুন ঋষিয়ানী।
আপন জামাতাকে গিয়া চুমাহ আপনি।।
[১]জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।[১]

চল দেখি যাই সখী বর দেখিবার।
কেমন মনোহর রূপ ধরিয়াছে আর।। ধু।।

ঋষিয়ানী বোলে নর নহে সেইজন।।
আমার জামাতার রূপ মদনমোহন।।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উজ্জ্বল বদন।
কামদেব মূর্তি ধরি আইল মদন।।
দেখ চল রাহিহোগণ ঋষিয়ানী বোলে।
দেখিয়া বরের রূপ রাহিহো পড়ে ভোলে।।
রাহিহো সব বোলে গৌরীর সাফল জীবন।
মিলিল প্রাণের পতি কামিনীমোহন।।
নাকে হাত দিয়া সবে করে হায় হায়।
কেমনে স্বজিল রূপ কুন বিধাতায় [২]।।
ঋষি বোলে ঋষিয়ানী কি কর বসিয়া।
গোধূলি সময়ে বর চুমাহ আসিয়া।।
জামাতা চুমাইতে ঋষিয়ানী যায় রঙ্গে।
পত্থি নানা আভরণ সখীগণ সঙ্গে।।
জামাতার মাথাতে দেয় দূর্ব্বা আর ধান।
নিছিয়া[৩] ফেলায় কলা আর গুয়াপান।।
অলুলু[৪] মঙ্গল [৫]জয় ত্রিজগতে করে।[৫]
চুমায়া লইল ছায়ামণ্ডপের তলে।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

ও ধরিল মোহিনীবেশ ত্রিজগতমাতা
সুবেশ ধরিল তবে হেমন্তের সুতা ।। ধু ।।

রূপে জলে দুর্গা মোহিনী ধরে বেশ ।
[১]কাকোই আনিয়া[১] দুর্গার আচুড়িল কেশ ।।
বান্ধিল মাথার কেশ দেবী নানা ছন্দে ।
[২]অমূল্য সোনার ঝাপা পৃষ্ঠ-পরে বান্ধে ।।[২]
কপালে সিন্দুর দিল চন্দনের বিন্দু ।
অরুণ মকর বেঢ়ি যেন শরদ ইন্দু ।।
চাকি কোঢ়ি মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে ।
নাসিকাতে বেসর যেন মুক্তাফুল দুলে ।।
হৃদয়ে কাচুলি পহ্নে [৩]দীপ্ত করে জ্যোতি ।[৩]
[৪]মণি মুকুতা পহ্নে প্রবাল গজমোতি ।।[৪]
চরণে নপুর পহ্নে করে ঝলমল ।
দুই চক্ষ শোভা করে কমল উৎপল ।।
দেবী হাতে নিল তবে কনক দর্পণি ।
আপনার রূপে মূর্চ্ছা হয়ত[৫] আপনি ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

ও বেদ মন্ত্র পঢ়ে ব্রহ্মা আর যত মুনি ।
শঙ্কর গৌরীর বিভা জয় জয় ধ্বনি ।। ধু ।।

প্রথমে জামাতা ঋষি করিল বরণ ।
সুবর্ণ অঙ্গুরি দিল বিচিত্র বসন ।।
চৌদলে বাহিরায় দুর্গা মোহিনী-আকার ।।
শঙ্কর প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার ।।
সুবর্ণ কলসে ভরি গঙ্গাসাগরের পানি ।।
[৬]আম্রপল্লব তাতে করিয়া ছায়নি ।।[৬]
পশ্চিমে বসিল শিব পূর্ব্বমুখ হয়্যা ।
পূর্ব্বত বসিলা ঋষি কন্যা কোলে লয়্যা ।।

ঘটের উপরে রাখে শঙ্করের হাত।
পার্ব্বতীর হাত দিয়া ফল দিল তাত ॥
তিল কুশ জল ঋষি করিল এক স্থান।
পঞ্চ হর্ত্তকি দিয়া দিল কন্যা দান ॥
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে করি পরিপাটি।
হরগৌরী দুই জনার বান্ধে লগ্নগাটি[২] ॥
জামাইকে দান করে দেশের ব্যবহার।
ঝারি খুরি ডাবর দিল সুবর্ণের অলঙ্কার ॥
বেদমন্ত্র পড়ে ব্রহ্মা যজ্ঞ করে হর।
মন্ত্র পড়ি [৩]ঘৃত ঢালে অগ্নির উপর ॥[৩]
[৪]ভূমিখান মাপে হর আপনার হাতে।
বালি দিয়া বেদীখান বান্ধিলেন তাতে ॥
তাহার উপরে হর জ্বালিলেন অগ্নি।
মন্ত্র পড়ি ঘৃত ঢালে শূলপাণি ॥[৪]
[৫]যতেক বেদের মন্ত্রে ঘৃত করে দান।[৫]
দেবতা ভক্ষণ করে হৈয়া বিদ্যমান ॥
যত কিছু যজ্ঞ করিল পশুপতি।
সমাপ্ত[৬] করিয়া পাছে দেয় পূর্ণাহুতি ॥
সাঙ্গ করে হোম শিব খই কলা দিয়া।
সুবর্ণ খুরির দধি দিলেন ঢালিয়া ॥
উলুলু মঙ্গল ধ্বনি ত্রিজগতে করে।
হরগৌরী সামাইল বাসহর ঘরে ॥
ঋষিয়ানী করে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন।
শঙ্কর পার্ব্বতী দুহে করিল ভোজন ॥
হরগৌরী দুই জনে করিল শয়ন।
বাসহরে সুখে দুহে করিল বঞ্চন ॥
প্রাতঃকালে উঠিয়া বসিল দিগবাস।
বিদায় দেহ ঋষি আমি যাবোত কৈলাস ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ও বিদায় আমি নাহি দিব শুন গঙ্গাধর।
আর কে বোলিবে মাতা দেহ খাইবার ॥ ধু ॥

ঋষিয়ানী কান্দে তবে মুষ্টিকা হানি বুকে।
ঝি যাবে স্বামীর বাড়ি কান্দে মনদুঃখে ॥
এগার বৎসর দুর্গা বার নাহি পূরে।
দুগ্ধের ছাওয়াল মোর যাবে কত দূরে ॥
মনুষ্য করিলাও ঝিউ পালিয়া পুষিয়া।
আঁচলের মাণিক মোর কে নিল কাড়িয়া ॥
খাইতে চাহিলে বাছা আনি দিবে কে।
কে মোকে বোলিবে মাগো খাইতে মোকে দে ॥
কেমতে বঞ্চিবে বাছা স্বামীর ঘরে।
না দেখিয়া পিতামাতা মর্যা যাবে ডরে ॥
বৃদ্ধ হৈল পিতা তুমার তার কিবা আশ।
ভাই নাই বন্ধু নাই কে নিবে তলাস ॥
শিব বোলে অধিক ক্রন্দন নহে ভাল।
বিদাই করিয়া দেহ যাইব কৈলাস ॥
পার্ব্বতীরে সঙ্গে লয়া ত্রিজগতপতি।
শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে করিল প্রণতি ॥
শিব বোলেন সাজ নন্দী বৃষের আসন।
দেখিতে যাইব আমি পুষ্পের কানন ॥
বৃষ সাজাইল নন্দী হরের আজ্ঞা ধরি।
পৃষ্ঠেত আসন দিল ঘুঙ্গুরু সারি সারি ॥
গলে বীরঘণ্টা দিল শ্বেত চামর।
মুখে মুখপাটা দিল অতি মনোহর ॥
বৃষতে চড়িল গৌরী আর দিগবাস।
আনন্দে চলি দুহে গেলাত কৈলাস ॥
[১]গিরিবাড়ি ছাড়ি হর গেল কত দূরে।[১]
ততক্ষণে যাঞা হর পাইল কৈলাসপুরে ॥

স্থবর্ণের চালন বাতি মাথায় করিয়া
পঞ্চ সখী লইয়া গঙ্গা লইল চুমাইয়া ।।
অস্থর অমর নর করিয়া বিদায় ।
পার্ব্বতী সহিতে হর মন্দিরে সান্ধায় ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচাঁলি করিল পরকাশ ।।

ও বাসর ঘরে যায় দেব শূলপানি ।
আনন্দে শয়ন করে লৈয়া তিনয়ানী ।। ধু ।।

নাচে[১] অপস্বরা গন্ধর্ব্বে গীত গায় ।
[২]প্রথমে নাচেন শিঙ্গা ডমরু বাজায় ।।
মালঙ্কের কথা হর দিলেন কহিয়া ।
রহিলা জগতমাতা বিমুখ হইয়া ।।
প্রথম প্রহর গেল দুই প্রহর হৈল ।[২]
পথের শ্রমে দেবী নিদ্রাতে পড়িল ।।
অঙ্গুল দিয়া হর নাকের বুঝে শ্বর ।
ধীরে ধীরে বাঢ়ায় পাঅ প্রাণে পায়া ডর ।।
গঙ্গার ঘরে গেল দেব রঙ্গ হৈয়া মনে ।
গঙ্গা বোলে হর তুমি এথা আইলা কেনে ।।
শিব বোলে গঙ্গা তুমি না বোলিও আর ।
সর্ব্ব কালে আমি তুমার প্রাণেশ্বর ।।
গঙ্গার [৩]সঙ্গে হর স্থখে রজনী রহে ।[৩]
[২]দুঃখ স্থখ যত কথা গঙ্গা দেবী কহে ।।
হাস্য পরিহাস্যে [৫]কত রজনী সে যায় ।[৫]
হেমন্তনন্দিনী দুর্গা চৈতন্য সে পায় ।।
[৬]করপুটে বন্দিয়া[৬] হরগৌরীর পায় ।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ।।

ও দুর্গার প্রাণ আকুল করে ।
না দেখিয়া মহেশ্বরে ।। ধু ।।

গঙ্গায়ে মহেশে দুহে সুখে করে বাস।
চৈতন্য পাইয়া দুর্গা করেন তলাস ॥
চৈতন্য পাইয়া দুর্গা ঝুরে[১] মনে মনে।
বিভা করি প্রাণনাথ ছাড়ি গেল কেনে ॥
দেবী বোলে দুর্গা নাম তবে সে জানাব।
যেখানে শঙ্কর আছে সেইখানে যাব ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন চাহে উকটিয়া।
কথাও শিবের লাগ না পায় চাহিয়া ॥
এইমতে পার্ব্বতী গঙ্গার ঘরে যায়।
গঙ্গা সহিতে মহাদেবের লাগ পায় ॥
দুর্গা বোলে শঙ্কর এমত ছিল[২] মনে।
হেমন্তনন্দিনী[৩] বিভা কৈলে [৪]কি কারণে ॥[৪]
জানিলু শঙ্কর তুমার মুখে নাহি লাজ।
বিভা রাত্রিতে তুমি কর মন্দ কাজ ॥
গঙ্গা বোলে দুর্গা তোর নিষ্ফল জীবন।
তুমার অন্তর ছিল ভাতার কেমন ॥
দুর্গা বোলে কার তুই উকটিস জার।
সতী কি অসতী তোর হইল খাথার ॥
শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে।
সাজ নন্দী বৃষ আমি যাবো পুষ্পবনে ॥
বৃষতে চড়িয়া হর পুষ্পবনে যায়।
[৫]চরণ ধরিয়া দুর্গা দেবীয়ে রহায় ॥[৫]
আমাকে বিভা কৈলে হর হাতে নিধি দিয়া।
বিভারাত্রিত প্রভু না যাহ ছাড়িয়া ॥
আজিকার নিশি প্রভু বঞ্চি বাসহর।
প্রভাতে মালঞ্চে যাঅ শুন মহেশ্বর ॥
জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ও গৌরীর সহিত পাশা খেলে পশুপতি ॥ ধু ॥

দুর্গার সহিত পাশা খেলে ত্রিলোচন ।
হেন কালে দুয়ারি দুয়ারে দিল জান ।।
দুয়ারি বোলেন প্রভু দেব ভগবান ।
মুকুলিত মালঞ্চ বন অলি করে মধু পান ।।
দুয়ারির মুখে শুনি দেব ত্রিলোচন ।
উন্মত্ত হইল গোসাঞি যাইতে পুষ্পবন ।।
শিব বোলে সাজ নন্দী বৃষহ বাহন ।
দেখিতে যাইব বিকশিত পুষ্পবন ।।
বৃষ সাজাইল নন্দী হরের দুয়ারি ।
পৃষ্ঠেত পালান দিল ঘুঙ্গুর সারি সারি ।।
গলে বীরঘণ্টা দিল শ্বেত চামর ।
মুখে মুখপাটা দিল অতি মনোহর ।।
শিব বোলে গঙ্গা দুর্গা থাক দুইজনে ।
দেখিতে যাইব আমি 'মালঞ্চ ভুবনে' ।।
গঙ্গা দুর্গা বোলে প্রভু আমরা যাব সাথে ।
তুমার পূজার কর্ম্ম করিব হাতে হাতে ।।
শিব বোলে স্ত্রী লয়া যাইব কেমনে ।
শুনিয়া ভর্চ্চিবে মোকে যত দেবগণে ।।
মোর তরে গঙ্গা দুর্গা না করিহ ডর ।
পুষ্প লয়া সকালে আসিব আমি ঘর ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

ত্রিপদী ।।

যাত্রা করিয়া শিব অখিল জীবের জীব
বৃষপৃষ্ঠে করি আরোহণ ।। ধু ।।
সাজিয়া চলিল হর গঙ্গাকে সমর্পিয়া ঘর
দুর্গা সমর্পিল গঙ্গার হাতে ।
প্রমথ পিচাস যক্ষ চলিল কতেক লক্ষ
দ্বারী নন্দী মহাকাল সাথে ।।

মধ্যপথে পক্ষিগণ বন্দে শিবের চরণ
ই তিন ভুবনে আছে যত।
গরুড় পক্ষীর রাজ লইয়া পক্ষীসমাজ
প্রথমে করিল দণ্ডবত ॥
টিটিহি টৈউরি চূয়া সরালি সারস শুয়া
কহি আর পক্ষ তুরুমতী।
যতেক চঞ্চল জাতি পৃথিবীতে যার বসতি
শঙ্করকে করে আসি স্তুতি ॥
নিগ্যূঢ় প্রণাম করে শঙ্কচিল্লা আইলা সত্বরে
রাজসাবোই বিহঙ্গম।
জাবড়া পক্ষ আর ভেলা পক্ষ শোভে ভাল
সভে আসি করয়ে প্রণাম ॥
সামকূড়া লাটুপক্ষ আইল কতেক লক্ষ
কঙ্ক পক্ষ আর ভাতকি।
ময়ূর পেখম ধরে ফিরিয়া প্রণাম করে
দেখিয়া মহেশদেব সুখী ॥
কোকিল কপোত কূকি মাছরাঙ্গা উল্লুকি
কত পক্ষ আব নিব নাম।
কাগ পক্ষ আছে যত বোলিতে না পারি তত
সব পক্ষ করিল প্রণাম ॥
হরিতাল হেমটিয়া হাড়িছদা হলদিয়া
কয়ুর কুখুরা পড়াসারো।
ভাবিয়া প্রণাম করে উড়িয়া উড়িয়া পড়ে
ডোমাভার ভৃঙ্গরাজ সারো ॥
সগুনি গৃধিনী টাস আহেড়া খঞ্জন হাঁস
চকোর বড়া তত বোল।
চকোয়া পক্ষের নাম ডাকি বোলে রাম রাম
বসন্ত বউরি* মিষ্ট বোল ॥

---

*পাঠ—বড়ুর (ক পুঃ) : বড়ুর-খ পুঃ

[১]যতেক পক্ষিগণ সব লইয়া দেবের দেব[১]
আনন্দে চলিলা পুষ্পবনে।
পদ্মার জনম গীত শুনিতে সে অমৃত
জগতজীবন কবি ভণে ॥

ত্রিপদী ॥

দেব শম্ভু ভোলানাথ আর মহাদেব হে ।। ধু ।।

মহারঙ্গে ত্রিলোচন চলিলা মালঞ্চবন
বৃষতে চড়িয়া শিব যায়।
চলিল পিচাস যক্ষ পারিষদ দশ লক্ষ
নন্দী মহাকাল সঙ্গে যায়।
মধ্যপথে মহেশ্বর পাইল দিব্য সরোবর
নানা তরুবর চারি তীরে[২]।
পক্ষ করে কোলাহল নানা পুষ্প পরিমল
বহে মন্দ মলয় সমীরে[৩] ।।
ডাকিয়া বোলে পক্ষগণ তাতে কমলের বন
চারিঘাটে পাষাণ নির্ম্মাণ।
দেখিয়া উত্তম স্থান সেইখানে ভগবান
জলত নামিয়া করে স্নান ।।
বেশ সুবেশ করি ইন্দ্রের বিদ্যাধরী
নৃত্য করিতে যায় রঙ্গে।
জলে থাকি ত্রিলোচন দেখিল অপস্বরাগণ
স্বর্গে যায় মাতুলীর সঙ্গে ।।
কন্যা দেখি ত্রিলোচন মদনে বিকল মন
পার্ব্বতী পড়িল তবে মনে।
বীর্য্য স্খলন হৈল হস্ততে করিয়া লৈল
থুইল পদ্মপত্রস্থানে ॥

উঠে দেব ত্রিপুরারি ভূতগণ সঙ্গে করি
বৃষপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
প্রমথ পিচাস সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
যায়া পাইল মালঞ্চভূবন ॥
নানা বাদ্য বাজন [১]বাজে ভাই ত্রিভুবন[১]
নাচে সভে মহারঙ্গ করি।
শঙ্করের বীর্য্য জলে কমলের পত্রদলে[২]
জন্মিলেন দেবী বিষহরি ॥
বিন্দু থুইল হর জলের সে উপর
শতদল কমল উপরি।
মৃণালের বিন্দু দিয়া শিবের বীর্য্য যায় ধায়া
যায়া পাইল রসাতল পুরী ॥
শঙ্করের বীর্য্য জয় অক্ষয় সে অব্যয়
জন্মিল দেবী বিষহরি।
সর্ব্ব গায়ে অভরণ করিয়া সে ভূষণ
অপরূপ অতি সে সুন্দরী ॥
পাইয়া সে বাসুকী হইলেন মহাসুখী
পুষিলেন নিজ ভগ্নী করি।
করিলেন নাড়ী ছেদ [৩]করিল সে[৩] কর্ণবেধ
নাম থুইল জয় বিষহরি ॥
জগত সে জীবন [৪]রচিল পদ বিচক্ষন[৪]
মনসার পদে নতি করি ॥

ও চলিল জগতমাতা গোয়ালিনী রূপ ধরি ॥ ধু ॥

দুর্গা বোলে গঙ্গা দেবী শুন ঠাকুরাণী।
মালঞ্চতে মজিয়া রহিল শূলপাণি ॥
পুষ্পবনে বৎসরেক রহিল ব্যোমকেশ।
পুনরপি আমা সভার না কৈল উদ্দেশ ॥
যদি আমি গঙ্গা দিদি তুমার আজ্ঞা পাও।
গোয়ালিনী রূপে শিবকে দেখিবারে যাও ॥

দধির পসার দুর্গা মস্তকে করিয়া
শিবকে ছলিতে যায় গোয়ালিনী হৈয়া ॥
মালঞ্চে বসিয়া আছে দেব শূলপানি ।
দধির পসার লয়া যায় গোয়ালিনী ॥
শিব বোলে গোয়ালিনী রহিয়া খনেক যাঅ ।
কথা দুই কহি আমি উত্তর দিয়া যাঅ ॥
তুমার রূপ দেখি মোর চঞ্চল নয়ান ।
হাত ধরু গোয়ালিনী দেহ মধুপান ॥
গোয়ালিনী বোলে আমরা নীচ জন ।
ত্রিদশঈশ্বর-বাক্য লঙ্ঘিব কেমন ॥
আনন্দিত মহাদেব গোয়ালিনীর বোলে ।
হাত ধরিয়া গোয়ালিনীক লৈল কোলে ॥
হাস্য পরিহাস্যে শিব পুহালা রজনী ।
প্রভাতে বিদায় দেহ বোলে গোয়ালিনী ॥
বিদায় হইয়া দেব লইব নিশান ।
ফালায়া দিলেন হর [1]কাতি নিরসান ॥[1]
ফিরিয়া চলিলা দেবী আপনার ঘর ।
গণেশ জন্মিলা দেবীর গর্ভের ভিতর ॥
কত দিনে দুর্গা দেবীর গর্ভ নড়িল ।
দশ মাসে গণপতি ভূমিতে পড়িল ॥
পার্ব্বতীর কোলে দেব বাড়ে গজানন ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

ও চলিলেন দুর্গা দেবী কুচুনীর মূর্ত্তি ধরি ॥ ধু ॥

দুর্গা বোলে গঙ্গা [2]দিদি কর অবধান ।[2]
মালঞ্চে ভুলিয়া রহিলা ত্রিনয়ান ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল আমার গণেশ ।
তথাপি শঙ্কর দেব না কৈল উদ্দেশ ॥
যদি গঙ্গাদিদি তুমার আজ্ঞা পাই ।
কুচুনীরূপে আমি শিবস্থানে যাই ॥

গঙ্গা বোলে যাও তুমি হেমন্তঝিয়ারি।
নিশান আনিহ তুমি হরের অঙ্গুরি ॥
গঙ্গার বচন শুনি দেবী পার্ব্বতী।
সেইক্ষণে ধরিল দেবী কুচুনীমূরতি ॥
নাক চেপ্টা করে কমর হইল মোটা।
কপালে তুলিয়া দিল সিন্দুরের ফোঁটা* ॥
বান্ধিলেক খোপা কর্ণের কাছে টানি।
বুক বান্ধা করি পদ্রে পাটের পাটনি ॥
পিতলার খাড়ু করিল পরিধান।
যাইয়া পাইল দেবী মালঞ্চভুবন ॥
শঙ্করের আগে দিয়া চলিল কুচুনী।
কুচুনীর রূপে মোহিত শূলপাণি ॥
গোসাঞি বোলে কুচুনী বচন মোর ধর।
আলিঙ্গন দান দিয়া প্রাণ রক্ষা কর ॥
কুচুনী বোলেন প্রভু মুঞি নীচ জন।
দেবের দেবতার বাক্য লঙ্ঘিব কেমন ॥
কুচুনীর সঙ্গে হর বঞ্চিল রজনী।
শিবের স্থানে বিদায় চাহেন কুচুনী ॥
কুচুনী বোলে প্রভু শুন ভগবান।
মোকে দেহ হস্তের প্রভু অঙ্গুরি নিশান ॥
কুচুনীর বচনে হাসিলা ত্রিপুরারি।
খসায়া দিলেন হর হস্তের অঙ্গুরি ॥
বিদায় হইয়া দেবী পাইল বাসর।
কার্ত্তিকের জন্ম হইল গর্ভের ভিতর ॥
দশমাসে পার্বতীর গর্ভ নড়িল।
শুভক্ষণে শুভ দিনে ভূমিতে পড়িল ॥
পার্বতী মন্দিরে রহে ভালে ভালে জানি।
মালঞ্চে সপন দেখে দেব শূলপাণি ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

---

*পাঠ—ফটা

ও কেমতে তরিব নাথ ই ভবসাগর[১]।
সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু প্রাণ কাঁপে মোর[২] ।। ধু ।।

যাইয়া পাইল হর সরোবর তীর।
রূপ ধরি ব্রহ্মাণী সমুখে হৈলা স্থির।।
বাপের চরণে দেবী করে নমস্কার।
দেখিয়া পদ্মার রূপ শিব চমৎকার।।
গোসাঞি বোলে পরম সুন্দরী তুমি কে।
কাহার নন্দিনী তুমি পরিচয় দে।।
পদ্মা বোলে বাপের কেমত মতি হয়।
সঙ্কট হইলে পাছে দিব পরিচয়।।
শঙ্করের বচনে পদ্মা কিছু নাহি বোলে।
পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর পৈল ভোলে।।
মদনে পীড়িত শিব হইল বিকল।
চাপিয়া ধরিল হর পদ্মার অঁাচল।।
আঁচল ধরিয়া হর পদ্মাক করে কোলে।
পড়িয়া সঙ্কটে বিষহরি বাক্য বোলে।।
পদ্মা বোলে তুমি বাপ জগতপূজিত।
ঝিউকে হরিতে বাপ না হয় উচিত।।
দেবের দেবতা তুমি করিবে মন্দকাজ।
ঝিউকে হরিলে হর[৩] পাইবে মহালাজ।।
শুনিয়া কন্যার কথা শিব পাইল ভয়।
আমার নন্দিনী কন্যা দেহ পরিচয়।।
মালঞ্চে যখন গেলা দেব ত্রিনয়ান।
এই সরোবরে তুমি করিলেন স্নান।।[৪]
কমলপত্রেতে তুমি রাখিয়া গেলে কাম।
তাহাতে জন্মিল আমি পদ্মাবতী নাম।।
শিব বোলে মোর কন্যা হইস পদ্মাবতী।
ফিরিয়া ধরহ তুমি আপনার মূর্ত্তি।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

[১]ও বেশ করে পদ্মাবতী ওহো ও।
দর্পণি হাতে ধরি[১] ॥ ধু ॥

শিবের বচনে পদ্মা করে নানা বেশ।
কেউটিয়া সর্পে দেবী মাথার বান্ধে কেশ।
কপালে সিন্দুর পরে সিন্দুরিয়া ফণি।
মণিরাজ সর্পে মাথাতে দেয় মণি ॥
আঞ্জনিয়া সর্পে পন্থে নয়ানের কজ্জল।
কুণ্ডলিয়া যোড়া করে মকর কুণ্ডল ॥
চকরিয়া চাকি করে ভেমটিয়া বলি।
গহমা গোখুরা সর্পে হৃদের কাচুলি ॥
সাখিন সর্পতে করে দুই মুঠি শঙ্খ।
বঙ্করাজ সর্পে দেবী পন্থে পায়ে বঙ্ক ॥
গোয়ালিয়া সর্পে গলাত পন্থে মালা।
খরিস সর্পের তার খেড়ুয়ার মালা ॥
ভেমটিয়া কঙ্কণ পন্থে দোমুখা অঙ্গুরি।
বাঙ্কিনীর কঙ্কণ পন্থে বাসুয়া বাউরি[২] ॥
পন্থিলেন শাড়ি দেবী মেঘডুম্বুর সাপে।
ই তিন ভুবন কাঁপে যাহার প্রতাপে ॥
অহিরাজ সর্প ধরে মাথার উপরে।
চলিল তক্ষক নাগ সঙ্গের দোসরে ॥
ডাণ্ডাসি[৩] সর্পে দেবী হাতে ধরে লাঠি।
ধামনা সর্পে করে বসিবার পাটি ॥
ভৃঙ্গরাজ সর্পে ধরে জলের ভৃঙ্গার।
নানা সর্পে দেবী করিল শৃঙ্গার ॥
বাপের চরণে পড়ে জয় ব্রহ্মাণী।
জিয় জিয় বলিয়া শঙ্কর বোলে বাণী ॥
গোসাঞি বোলে পদ্মনালে জনম তুমার।
পদমকুমারী নাম হইবে প্রচার ॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে ॥

ছাড়িয়া না যাঅ মোরে ওহো ও।
পিতা নির্দ্দয় না হইয় ।। ধু ।।

পদ্মা বোলে শিবের চরণ ধরিয়া।
আমি তোমার সঙ্গে বাপু যাইব চলিয়া ।।
শঙ্কর সম্বাদে যদি আমি আজ্ঞা পাই।
তুমার সঙ্গে কৈলাস দেখিবারে যাই ।।
মোকে আজ্ঞা কর তুমি দেব শূলপাণি।
কার্ত্তিক গণপতি দেখিব ভাই দুইখানি ।।
আর যায়া দেখিব গঙ্গা হেমন্তসতী।
তুমার চরণে আমি করিছি প্রণতি ।।
গোসাঞি বোলেন শুন বাছা পদ্মাবতী।
তোমা যাইতে না লয় আমার যুকতি ।।
গঙ্গাদুর্গার সঙ্গে নাহি তোমার পরিচয়।
তোমা সঙ্গে গেলে হয় বড়ই সংশয় ।।
গঙ্গাদুর্গা মরিবেক সতীন কহিয়া।
তা সভাকে পতিয়াবে[১] কি বোল বলিয়া ।।
তোমার আজ্ঞা পিতা যদি আমি পাই।
পানের অধিক পাতলা হয়া যাই ।।
[২]আজ্ঞা করিল পদ্মা হৈয়া গেল পাতল ।[২]
করণ্ডিত করিয়া ভোলা মহেশ্বর নিল ।।
করণ্ডিত করিয়া শিব পদ্মা লৈয়া যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ।।

পুষ্প তুলিয়া হর ওহোও করিল গমন ।। ধু ।।

পুষ্প তুলিয়া আইলা ত্রিজগতপতি।
শুনিয়া বাহির হৈল ত্রিজগতসতী ।।
বসিতে আসন দিল বিচিত্র সিংহাসন।
পাও পাখালিয়া হর করিল[৩] আসন ।।
গঙ্গা দুর্গা প্রণমিল হরের চরণ।
এতদিন মালঞ্চে আছিলা কি কারণ ।।

গোসাঞি বোলে বিকশিত পুষ্পবন।
বৃন্দাবন দেখিয়া আসিতে নাই মন ।।
প্রথমে গঙ্গার পুত্র ডাকুর মহানন্দ।
দেখিয়া শঙ্করদেব পরম আনন্দ ।।
কার্ত্তিক গণেশ দুই গৌরীর নন্দন।
আসিয়া বন্দিল দুহে শিবের চরণ ।।
গোসাঞি বোলেন গঙ্গা ই দুইটি কে।
নিশ্চয় করিয়া মোরে পরিচয় দে ।।
গঙ্গা বোলে গোসাঞি কহিতে বাসি লাজ।
যেখানে সেখানে প্রভু কর মন্দ কাজ ।।
গোয়ালিনীর পুত্র গণেশ গজানন।
কুচুনীর গর্ভে কার্ত্তিক ষড়ানন ।।
গৌরীয়ে শুনিল পাছে শুন ত্রিলোচন।
হেনকালে মহামায়া আনিল নিশান ।।
শিবের নিশান দুই আনিলেন গৌরী।
সুবর্ণের কাতি আর সুবর্ণ অঙ্গুরি ।।
আনন্দিত হইলা হর গৌরীর বোলে।
হস্ততে ধরিয়া দুই পুত্র নিল কোলে ।।
আনন্দে পুত্রের মুখে লক্ষ চুম্বন খায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ।।

[১]শিবের বামে দুর্গা অনঙ্গমুঞ্জরি ।। ধু ।।[১]

আনন্দে বসিলা হর রঙ্গ হৈয়া মনে।
অগ্রেতে বসায় হর পুত্র চারিজনে ।।
দক্ষিণে বসিলা গঙ্গা বামদিগে চণ্ডী।
পুষ্প দিতে খসায় পুষ্পের করণ্ডী ।।
হেনকালে আইলা নারদ মুনিবর।
নারদ দেখিয়া কথা শুধায় শঙ্কর ।।
নারদ বোলেন বার্ত্তা শুন ভগবান।
এক নিবেদন করি কর অবধান ।।

যে দিন হইতে গেলা মালঞ্চভুবন ।
ধ্যানে না বসেন যত সিদ্ধা মুনিগণ ।।
গৃহেতে তুমার আসিবার কথা শুনি ।
ধ্যানে আইলা তবে যত সিদ্ধা মুনি ।।
বার চায়া আছে শুন দেব ত্রিলোচন ।
তুরিতে চলহ তুমি করিতে দেওয়ান ।।
বোল[১] নহে দেবতা আসিব এহি স্থলে ।
নারদের বচনে তবে শূলপাণি চলে ।।
দেবতার দেওয়ানে চলিলা শূলপাণি ।
করণ্ডের মাঝে থুইয়া যায় ব্রাহ্মণী ।।
সাজিয়া চলিল হর সঙ্গে মুনিরাজ ।
যাইয়া পাইল শিব মুনির সমাজ ।।
সভাকে শঙ্করদেব ভালে ভাল জানি ।
ঘর মধ্যে জঞ্জাল লাগায় ত্রিনয়ানী ।।
পদ্মার আদেশ গীত পাইল সপনে ।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে ।।

ত্রিপদী ।।

ভাল গঙ্গা শুন দিদি আমার বচন ।। ধু ।।

বোলে দেবী পার্ব্বতী শুন গঙ্গা ভাগীরথী
শুন দিদি আমার বচন ।
মালঞ্চ হইতে ফুল আনিলেন বাউল
তাতে বা আনিলে কত ধন ।।
অন্য দিনে কত ধন আনে দেব ত্রিলোচন
আনিয়া জোগায় মোর আগে ।
পুষ্পে করে পরিপাটি করণ্ডির মাঝে গাঠি
ভাবিয়া মরমে দুঃখ লাগে ।।

চালের উপরে রাখি গেল দেব তিন আখি
আমা সবার হাতে না দিয়া।
নিশ্চয় যুবতী চোর সতীন আনিল মোর
আজ্ঞা কর দেখি উকটিয়া।।
গঙ্গা বোলে গৌরমুখী করণ্ডি পাড়হ দেখি
বিচার করি দেখি ফুল।
না জানি মালঞ্চবনে মজিল কাহার সনে
আনিলেন ভাঙ্গড়া বাউল।।
গৌরী হৈবে বিসম্বাদ না ভাবিহ পরমাদ
বিধাতা বিড়ম্বিল মোরে।
গঙ্গার শুনিয়া কথা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা
পাড়িতে দুর্গা চলিল করণ্ডি।।
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবক হইবে বরদাতা।।
[১]ও করণ্ডি পাড়িতে দুর্গা করিল গমন।। ধু।।

করণ্ডি পাড়িতে দেবী বাঢ়াইল কর।
করণ্ডি সহিতে পদ্মা উঠিল উপর।।
শিবের বসিবার পিঢ়ি ফেলিলেক আনি।
তাহার উপরে চড়ে দেবী ত্রিনয়ানী।।
পিঢ়ির উপরে চড়ে দেবী মঙ্গলচণ্ডী।
উপরে উঠিল পদ্মার পুষ্পের করণ্ডি।।
কাঠের যতেক সাজ পায় নিজ ঘরে।
জড়ায়া চঢ়িল দেবী তাহার উপরে।।
তাহাতে চঢ়িয়া হাত বাঢ়াইল চণ্ডী।
তথাপি নাগাল না পায় পুষ্পের করণ্ডি
শিবের বালিস দেবী [২]আনিলে পাড়িয়া[২]।
পাড়িব করণ্ডি তবে ইহাতে চঢ়িয়া।

হেনকালে পদ্মাবতী করে অভিমান ।
ঋষির কন্যা বটেন[১] বিষম অজ্ঞান ।।
দাসীর সমান নহে হেমন্তের ছায় ।
শিবের বালিসে তুলে দুর্গা দুই পায় ।।
বালিস উপরে পাঅ বাড়াইল চণ্ডী ।
আপনে খসিয়া পড়ে পুষ্পের করণ্ডি ।।
করণ্ডি পাইল দেবী উকটিয়া চায় ।
পান হেন পাতল পদ্মার লাগ পায় ।।
পুষ্প সব উকটিয়া চাহে ত্রিনয়ানী ।
পুষ্পের মাঝে পায় দেবী জয়ব্রহ্মাণী ।।
পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে জলে গাঅ ।
হনুমান বাড়ে যেন জলে হাত পাঅ ।।
দুর্গা বোলে শুন গঙ্গা আমার বহিনি ।
নিশ্চয়ে ভাঙ্গড়া শিব আনিলে সতিনী ।।
[২]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।[২]

[৩]বিষাদিত হইয়া কান্দে গঙ্গা সুরধুনী ।
মারিয়া খেদাও দুর্গা বিষম সতিনী ।। ধু ।।

মার মার করি ডাকে গঙ্গা সুরধনী ।
মারিয়া খেদাঅ দুর্গা আমার সতিনী ।।
গঙ্গার বচনে দুর্গাদেবী কোপে জলে ।
পছিয়া বাতাসে যেন আনল উথলে ।।
লাফ দিয়া পার্ব্বতী পদ্মার চুলে ধরে ।
অঝোর নয়নে পদ্মা ক্রন্দন সে করে ।।
কেশ ধরিয়া মারে লাথি আর গুড়ি ।
চড় চাপড় [৪]মুটকি মারে[৪] বাটুনের বাড়ি ।।
পদ্মা বলে না মারিহ পার্ব্বতী সতাই ।
বিনি দোষে মার মোকে আমার দোষ নাই ।

আমি সহি এতেক অপমান তোর।
শঙ্করের অভিশাপ তাকে করি[১] ডর॥
না বোল পার্ব্বতী মাগো মিছা অপদায়।
এই মিথ্যা অপবাদ কহিতে না জুয়ায়॥
না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ।
শিব মোর স্বামী নহে জন্মদাতা বাপ॥
দুর্গা বোলে মালকে করিলে নানা কেলি।
সঙ্কট দেখিয়া স্বামীকে বাপ বোল বালি॥
কোপিত হইয়া লাথি মারে ভদ্রকালী।
সমুখে লাগিল পদ্মার ভাঙ্গিল কাঁকালি॥
পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে কম্পমানা।
অঙ্গুলের ঘায়ে তার চক্ষু কৈলা কানা॥
দেব ধর্ম্ম সাক্ষী করে বিবাদী ব্রহ্মাণী।
অপমান করে মোকে হেমন্তনন্দিনী॥
সর্পরূপে পদ্মাবতী করিলেন ঘাঅ।
টলিয়া পড়িল দেবী কার্ত্তিকের মাঅ॥
জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।

ত্রিপদী॥

টলিল কার্ত্তিকের মাঅ মুখে দেবীর নাই রাঅ
সর্পরূপে দংশিল পদ্মাবতী।
আসিয়া ঠেকিল কাল দুই গালে পড়ে লাল
দেখিয়া বিকল ভাগীরথী॥
কার্ত্তিক গণেশ কান্দে উঠিয়া সম্বাদ না দে
আজি দেখি প্রমাদ বড়ই।
কি কার্য্যেতে এত কৈলে হেলায়েত প্রাণ দিলে
অনাথ আমরা দুই ভাই॥
বিষে তনু জর জর না চিহ্নে আপন পর
তনু হৈল পাথরের প্রায়।

গঙ্গা ভাগীরথী কান্দে মুক্ত কেশ নাহি বান্ধে
[১]বুকে মুষ্টি হানে করে হায় হায় ।।[১]
গঙ্গা বোলে কিনা হৈল কেমতে[২] পার্ব্বতী মৈল
শিবের দুলালী প্রাণেশ্বরী ।
[৩]দুর্গার হেতু ঈশ্বর[৩] ছাড়িবেন্ বাড়িঘর
শুনিয়া হইবে দেশান্তরী ।।
গঙ্গায়ে চড়ায় বুক লাল হৈল চক্ষু মুখ
কান্দে কার্ত্তিক গণেশ ঠাকুর ।
জয়া বিজয়া দুই জন ধরিয়া কান্দে চরণ
আর কান্দে কাষ্ঠ যত ঘর ।।
জগতজীবন কবি বন্দ্ মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ।।

চলিল নারদ মুনি ওহোও শিবের মন্দিরে ।। ধু ।।

[৪]ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৌনে হরে ।
যারে তরায় শম্ভু সেই তরে ।। ধু ।।[৪]

চলিলা নারদ মুনি দেখিতে ভবানী ।
দুর্গার মরণ শুনি[৫] চিন্তে মহামুনি ।।
শীঘ্রগতি করিয়া চলিলা মুনিবর ।
বার্ত্তা জানাইতে চায় শঙ্কর বরাবর ।।
নারদ বোলে শুন মামা বার্ত্তা কহি আমি ।
বিষ খায়া ঢলিয়া পড়িল দুর্গা মামী ।
নারদের বচনে হর না থাকিল রয়া ।
আপনার মন্দিরে সত্বরে গেল ধায়া ।।
পার্ব্বতী দেখিয়া হর কান্দিয়া বিকল ।
উছলিল নদী যেন নয়ানের জল ।।

শিব বোলে ছাড়ি পালাইলা প্রাণেশ্বরী।
তুমার লাগিয়া আমি হৈব দেশান্তরী।।
মরিয়া জন্ম তুমার হৈল সাতবার।
তুমার মরণে আমি হৈল ছারখার।।
তুমার শোক সন্তাপ সহিব কত আর।
দেশান্তরি হইব ছাড়িয়া রাজ্যভার।।
দেবগণ বোলে ভাল না দেখি উপায়।
পার্ব্বতী মরণে হর দেশান্তরী যায়।।
রাজ্যভার[১] অনাথ করায় পদ্মাবতী।
পদ্মাক ডাকি কহ জিয়াউক পার্ব্বতী।।
দেবগণ বোলে বাক্য শুন শূলপাণি।
মনসাক ডাকিয়া জিয়াহ ত্রিনয়ানী।।
পদ্মা বোলি স্মরণ করিল মহেশ্বর।
স্বর্গ হইতে পদ্মাবতী আইল সত্বর।।
পশুপতি বোলে বাছা শুন পদুমাই[২]।
কি দোষে মারিলে বাছা আপন সতাই।।
পদ্মা বোলে মিছা দোষে করে অপমান।
কোমর ভাঙ্গিল মোর চক্ষু কৈল কাণ।।
না পারি সহিতে আমি আজ্ঞা দেলু সর্পে।
শঙ্করঝিয়ারি আমি চূর্ণ কৈলু দর্পে।।
শিব বোলে পদ্মাবতী মোর বাক্য ধর।
জিয়াহ পার্ব্বতী মোর প্রাণের দোসর।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

ত্রিপদী।।

শুনিয়া বাপের বাণী বোলে দেবী ব্রহ্মাণী
অবধান কর মহাশয়।

তোমার যে আজ্ঞা পাই　　জিয়াইঞা পার্ব্বতী দেই
অন্য হইলে না জিয়াই নয় ।।
সংসারের অধিকারী　　তুমি যাও দেশান্তরী
সৃষ্টি সকলে হইবে নাশ ।
সকল দেবতাগণ　　বিষাদিত সর্বজন
অভিশাপে আমার তরাস ।।
দুরাচারী বড় পার্বতী　　কাঙ্কালে মারিলে লাথি
ভঙ্গিলে মোর কোমরখান* ।
এমন দারুণ হিয়া　　চক্ষতে অঙ্গুল দিয়া
বাম চক্ষ করে মোর কাণ ।।
বোলে দেব শূলপাণি　　শুন বাছা ব্রহ্মাণী
বাক্য মোর কর অবধান ।
বাটার তাম্বুল খাঅ　　পার্ব্বতী জিয়াইঞা দেঅ
রাখ বাছা আমার জীবন ।।
বাপের বচন শুনি　　জয় দেবী ব্রহ্মাণী
বৈসে পদ্মা পার্ব্বতীর পাশে ।
মন্ত্র নানা পরকার　　করে দেবী পরচার
কালকূট সমস্ত বিনাশে ।।
বিষ হৈয়া গেল ক্ষয়　　আনন্দ জগতময়
উঠিয়া বসিল ত্রিনয়ানী ।
নাচে সব মুনিগণ　　সংসারের যতজন
গঙ্গা সঙ্গে নাচে শূলপাণি ।।
নাচে ঠাকুর মহানন্দ　　মনে হৈয়া আনন্দ
নাচে কার্ত্তিক গণপতি ।
জয়া বিজয়া নাচে　　চরণে নপুর বাজে
দেখিয়া ক্রোধিত পার্ব্বতী ।।
ঘোষাল রসাল বংশে　　গুণান্বিত সর্ব্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরীর পুত ।

---

* পাঠ — কমরখান ।

জগতজীবন নাম নানা গুণে অনুপাম
রচিল পাচালি অদ্ভুত ॥

ও আনন্দ হইয়া শিব জুড়িল নাচন।
শিঙ্গা ডমরু বাজান ত্রিলোচন ॥ ধু ॥

মহারঙ্গ করি নাচে দেব পঞ্চানন।
দেখিয়া পার্ব্বতী দেবী ক্রোধে কম্পমান ॥
মররে ভাঙ্গড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
বারম্বার দুঃখ দিস করিয়া অকাজ ॥
মনেত জানিস কন্যা হয় বিষহরি।
লুকায়া আনিস কেনে করণ্ডিত করি ॥
তোর যত ঘরদ্বার পোড়ায়া ফেলাব।
গঙ্গা দুর্গা দুই জনে দেশান্তরী যাব ॥
শিবের গলার মালা মনুষ্যের হাড়।
মধ্য প্রাঙ্গনাত দুর্গা মারিল আছাড় ॥
আছাড়িয়া ভাঙ্গে শিবের সুবর্ণের থাল।
পাকায়া ফেলায় দুর্গা দ্বাদশ কপাল ॥
মহেশের শিঙ্গা ডমরু আনে পাড়ি।
লণ্ড ভণ্ড করে দেবী স্তম্ভিত আছাড়ি ॥
[১]পাড়িয়া আনিল দেবী ভাঙ্গের ঝুলি।[১]
প্রাঙ্গনাত ঢালিয়া ফেলায় যত ধুলি ॥
পাকায়া ফেলায় শিবের পরিধান ছাল।
দেখিয়া সমস্ত লোক হৈয়া গেল কাল।
ফিরিয়া জড়ায় শিবের যত অলঙ্কার।
একত্র করিয়া মাঝে অগ্নি দিল তার ॥
মহেশের আভরণ না পুড়ে আনলে।
তুলিয়া ফেলায় নিয়া সাগরের জলে ॥
জলে সাজ ফেলাইয়া আইলা ঘর।
লুকায়া রাখিল সাজ দেব মহেশ্বর ॥

দুর্গা বোলে শুন গঙ্গা আমার বচন।
ঝিউ লৈয়া ঘর করোক ত্রিলোচন ॥
বাপের সহিতে ঘর করোক বিষহরি।
তুমি আমি দুই জনে যাই দেশান্তরী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ক্রোধিত হইয়া দুর্গা ওহোও।
করিলা গমন ॥ ধু ॥

[১]ওমা আজি সমরে উনমত হঞাছো মা।
হরের ঘরণীগো মা আজি সমরে ॥ ধু ॥[১]

গঙ্গা দুর্গা দুই জনে করিয়া যুকতি।
বিদেশে চলিল তবে হরের যুবতী ॥
কতদূর যায়া পায় সাগরের তীর।
হুলস্থল রহে সাগর গহিন গভীর ॥
গঙ্গা বোলে দুর্গাভায়া রহি এই ঠাই।
দুর্গা বোলে সিন্ধু গোটা পার হৈয়া যাই ॥
দুর্গার বচনে গঙ্গা না থাকিল রয়া ॥[২]
জলের সাগর দেবী যায় পার হৈয়া ॥
পাছে পাছে মহেশ্বরী গঙ্গা তার আগে।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা সাগরের মধ্যভাগে ॥
দুর্গার মোহিনী রূপ অতি বিচক্ষণ।
দেখিয়া ব্রহ্মার মনে হানিল মদন ॥
ব্রহ্মার স্খলিত কাম শরীর পাতল।
জলের উপরে ভাসেন টলমল ॥
ভাসিল ব্রহ্মার কাম সাগরের পানি।
সেই দিন ঋতুবতী দেবী ত্রিনয়ানী ॥
গঙ্গা দুর্গা দুই জনে পার হৈয়া যায়।
ভাসিয়া ব্রহ্মার কাম[৩] দরশন পায় ॥

গর্ভ হৈল দুর্গার শরীর হৈল ভারী।
মনে মনে ভয় পায় হেমন্তঝিয়ারি ॥
দুর্গা বোলে গঙ্গাদিদি লাগে বড় ত্রাস।
কুন দৈত্য দানব মোর গর্ভে নিল বাস ॥
চমকিত দুর্গা দেবী মুখে নাহি রাঅ।
আজি কেনে দিদি মোর ভারি লাগে গাঅ ॥
গঙ্গা বোলে মধ্যপথে কাকে দিব দোষ।
কপালে লেখন দুর্গা না করিহ রোষ ॥
গঙ্গা বোলে দুর্গাভায়া মোর বাক্য ধর।
গর্ভনাশ কর এই বালুর উপর ॥
গঙ্গার বচনে দুর্গা গর্ভে দিল হাত।
বালুর উপরে দুর্গা করে গর্ভ পাত ॥
গঙ্গা দুর্গা দুই জনে গেল বনবাস।
বালুর উপরে গর্ভ হৈল দূর্ব্বা ঘাস ॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
[১]রচিল পাচালি[১] কবি জগতজীবনে ॥

[২]ভাবেন ভবানীনাথ ওহোও।
বিষাদিত মনে ॥ ধু ॥[২]

শিব বোলেন আমি কেমন করিলু।
গঙ্গা দুর্গা বিনে আমি সঙ্কটে পড়িলু ॥
গোসাঞি বোলেন মোকে করিলে অনাথ।
ঝিউকে থুইতে আমি যাই [৩]বনমাঝ[৩] ॥
দুর্গার শোকে হরের আকুল হৈল মন।
পদ্মাক লইয়া গেল গহিন যথা বন ॥
রাখিল পদ্মাবতীকে গহিন বনবাসে।
ফিরিয়া আইল হর শিখর কৈলাসে ॥
ব্রহ্মাণী গেল এক ব্রাহ্মণের বাড়ী।
ব্রাহ্মণের ঘরে[৪] রহে হৈয়া নিজ চেড়ী ॥

সকল দিনে দেবী কর্ম্ম কার্য্য করে ।
এক মুষ্টি অন্ন পায় ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
দূরতে যান দেবী সেই অন্ন নিয়া ।
পুতিয়া[১] রাখেন অন্ন গৃহান্তরে যায়া ॥
নানা দুঃখে পদ্মাবতী রয়া গেল তথা ।
কপিলা মায়ের কিছু কহি তত্ত্ব কথা ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

কপিলার উপাখ্যান ওহোও ।
শুন সর্ব্বজন ॥ ধু ॥

গঙ্গা দুর্গা রহিলেন সাগরের পার ।
কপিলা মায়ের গীত হইল প্রচার ॥
কপিলার বাস মহাপর্ব্বত গহনে ।
যার রক্ষা করে ইন্দ্র যত[২] সুরগণে ॥
নিত্য সাত সাগর হইয়া যায় পার ।
দ্বীপে দ্বীপে তৃণ ঘাস করহ আহার ॥
মধ্যপথে কপিলা দেখিয়া দূর্ব্বা ঘাস ।
শুদ্ধতা দেখিয়া তবে করিলেন গ্রাস ॥
সেই দিনে কপিলা আছিল ঋতুবতী ।
ঘাস খায়া কপিলা হইল গর্ভবতী ॥
ঘাস খায়া কাপলা আনন্দিত মন ।
আপন মন্দিরে কপিলা করিল গমন ॥
দিনে দিনে দশ মাস হৈল গর্ভবতী ।
মনে মনে ভাবিত হইল মহাসতী ॥
দশ মাস দশ দিনে গর্ভ নড়িল ।
পুত্র হৈয়া কপিলার ভূমিত পড়িল ॥
দেবতা সব আসিয়া রাখিলেন নাম ।
মনোহর বুলি নাম রাখে অনুপাম ॥

চরিবারে মহাসতী করিল গমন।
গলাএ ঝিঙ্কিরি দিয়া[২] রাখে দেবগণ ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

[২]তারিণী শঙ্কর জপ নিরন্তর রে মন।
কাহেরে মন কাহে শমনভয়ে ডরোরে ॥ ধু ॥[২]

কপিলা বোলে উত্তর শুন বাছা বাক্যধর
আমি যাই গহন চরিবাক।
আপন বুলিয়া তোক রাখিবেন দেবলোক
পরম আনন্দে বাছা থাক ॥
বাছার তুষিয়া মন চলে সতী মহাবন
গেলেন সাগর লঙ্ঘিয়া।
দেবগণ যুক্তি করি সুবর্ণের ঝিঙ্কিরি করি
গাছে বাছাক রাখেন বান্ধিয়া ॥
সাত সিন্ধু হৈয়া পার গেল দেবী চরিবার
মধ্যপথে দেখা পায় বাঘ।
ব্যাঘ্র বোলে এই ঠাই তুমাকে খাইতে চাই
ভাগ্যে সে পাইলু আমি লাগ ॥
গাভী বোলে ব্যাঘ্রহে ঘর মোকে যাইতে দে
বাছাকে খুয়ায়া আসিব থির।
ফিরিয়া আসিব আমি আমাকে খাইঅ তুমি
সত্য করু সাগরের তীর ॥
ব্যাঘ্র বোলে কপিলাহে ই কথা পাতিয়ায় কে
তুমি মোর মুখের আহার।
বচন কহিলে তুমি কেমতে প্রতীত আমি
সাত দিন মোর নিরাহার ॥

গাভী বোলে ব্যাঘ্র মাঅ জানেন ধর্ম্মের পাঅ
স্বর্গে জানে আর দেবলোক।
সত্য তিন সত্য করু [1]সত্যাতে বন্দিয়া মরু[1]
[2]যদি সাক্ষাৎ না করি তুমাক ॥[2]
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা

শিব নামে কেবল মধুরে ওহোও ॥ ধু ॥

শুনিয়া কপিলার কথা ব্যাঘ্র মনে দুঃখ।
ঘরে যাহ গাভী তুমি দেখগা পুত্রমুখ ॥
তুমার বচনে আমি হইলু আনন্দ।
তুমি মোর মাগো দেবী সংসারে পূজিত ॥
নিত্য চরহ মাগো সাগরের তীর।
মোর তরে আনিহ দেবী এক বাটের খির।
ব্যাঘ্রের সাক্ষাতে বেলা হইয়া গেল দূর।
ঘরমধ্যে মনোহর[3] হৈল খিধাতুর ॥
ছিড়ি ফেলে মনোহর[4] লোহার শিকল।
তৃষ্ণাত শুষিল যত সাগরের জল ॥
বোচা শিশু ঘড়িয়াল এ মৎস মগর।
তটতে পড়িয়া সভে করে ধড়ফড় ॥
ফিরিয়া চলিল ধেনু সে পথে যায়।
দেখিয়া সাগর তবে করে হায় হায় ॥
কপিলা বোলে এমন করিলে কুন জন।
সেইকালে মনোহর[5] বাছা দিল দরশন ॥
মনোহর[6] বোলে আমি খিধায় বিকল।
শুষিয়া খাইমু মাতা সাগরের জল ॥
কপিলা বোলে বাছা করিলে কুন কাম।
সাগর শুষিলে তুমি রাখিলে কুনাম ॥

এক বেট দুগ্ধ রাখ দেবের কারণ।
এক বেট দুগ্ধ রাখ ব্যাঘ্রের ভোজন ॥
এক বেটের দুগ্ধ বাছা কর তুমি পান।
এক বেটের দুগ্ধে ভরাঅ সাগরখান ॥
কপিলার দুগ্ধে [১]সাগরে হৈল নীর।[১]
বহিয়া চলিল সিন্ধু গহেন গম্ভীর ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

বোলে দেব শূলপানি শুনহ নারদ মুনি
বাক্য মোর কর অবধান।
গঙ্গা দুর্গা [২]দুই রোষে[২] কেন তারা বনবাসে
যাইয়া বুঝায়া তুমি আন ॥
শঙ্করের বচনে চলে মুনি তপোধনে
যায়া পথ কত দূর পায়।
লাড়ুয়া[৩] খাবার মন নিল মুনি তপোধন
বস্যুয়া সঙ্গে লৈয়া যায় ॥
কাঁকাল[৪] নড়িয়া গেল পেটের বেদনা হৈল
শৌচে মুনি করিল গমন।
সঙ্গে তার নাহি জন মুনি হইল বিকল
সঙ্কটেতে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
বোলে মুনি তপোধন শুন আমার বচন
বিকল হইল মোর প্রাণ[৫]
[৬]জল আনহ[৬] সকাল প্রাণ হইল বিকল
হায় হায় করে তপোধন ॥
মনসুখে বাস্যুয়া বাক্য বোলে হাসিয়া
বাহুতে যান মহামুনি।
আমি [৭]তোমার দাস[৭] না করি উপহাস
খানিক থাকহ আনি পানি ॥

বাহুয়ার বচনে বাহু বৈসে ব্রাহ্মণে
হুহুঙ্কার করি [১]মারে ঠার।[১]
জল দেহ ওরে শুন বাহুয়া বেটা দুর্জ্জন
করে নানা মত অহঙ্কার ॥
ভোজনে যেথন বৈস ছাড়ি কেনে না খাইস
কোথাতে পাইব আমি জল।
শুন মহামুনিবর চল সাগরের তীর
[২]কোচে মুছা[২] দিয়া মুনি চল ॥
বাহুয়ার বচন শুনি চলিলা নারদ মুনি
পায় গিয়া সমুদ্রের তীর।
[৩]সমস্ত সে[৩] সাগর দেখিলেন মুনিবর
রহে তাতে সমস্তেক খির ॥
সিন্ধুত নাহি পানি দুঃখিত মহামুনি
ইন্দ্রকে করেন হুঙ্কার।
ইন্দ্র দিলেন পানি [৪]শৌচ কৈল[৪] মহামুনি
বাহের রহিল খাঁখার ॥
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

দেখিয়া সাগর মুনি ওহোও করিল গমন ॥ ধু ॥

দেখিয়া সাগর মুনি হৈল চমকিত।
দুগ্ধের সাগর মুনি দেখে বিপরীত ॥
ফিরিয়া নারদ মুনি শিব স্থানে যায়।
প্রণাম করিয়া মুনি বচন জানায় ॥
আনিবার গেলু মামা মামীর তলাস।
অদ্ভুত দেখিল এক কথা উপহাস ॥

যাইয়া পাইল আমি জলনিধির তীর।
জলনিধি সাগর সমস্ত হৈল থির ॥[১]
নারদের বোলে হর প্রতীত না পায়।
স্নান করিবার ছলে শীঘ্রগতি যায় ॥
যাইয়া পাইল হর সাগরের তীর।
সাতখান সাগর সমস্ত রহে থির ॥
শিব বোলে এমত করিল কুন জন।
ধ্যান করিয়া তবে দেখেন ত্রিলোচন ॥
মনোহর[২] ছাপান কৈল সাগরের নীর।
কপিলা সমস্ত সিন্ধু ভরাইল থির ॥
ডাকিয়া আনিল হর যত দেবগণ।
যুক্তি করি সাত সিন্ধু করিল মন্থন।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
[৩]গ্রাম কুচিয়ামোড় যাহার নিবাস।[৩]

[৪]ও লোয় লোয়রে আমার রাঘবের নাম বদন ভরিয়া ॥ ধু ॥[৪]
সকল দেবতাগণ যুক্তি [৫]করি যাইয়া।[৫]
মন্থএ সাগরখান একত্র হইয়া ॥ ধু ॥

যুক্তি করিয়া হর যত দেবগণ।
দধিসাগরখান তবে জুড়িলেন মন্থন ॥
দুই জন ধার[৬] টানে সুরাসুরগণ।
প্রথমে কৃষ্ণের নামে জুড়িল মন্থন।
লক্ষ্মী আর সরস্বতী হইল দুই জন ॥
ইন্দ্রের বুলিয়া পাছে মন্থন জুড়িল।
নর্ত্তকী অপ্সরাগণ তাতে উপজিল ॥
জন্মিল চন্দ্র লোকের করে হিত।
দেবতা সমস্ত নামে জন্মিল অমৃত।
আপন নামে মন্থন জুড়িল মহেশ।

জন্মিয়া উঠিল তাতে কালকূট বিষ ॥
সকল সংসারে বিষ জীর্ণ করি যায়।
দেখিয়া দেবতাগণ মহাভয় পায় ॥
দেবতার বিকল দেখিয়া দিগবাস।
গণ্ডুষ করিয়া বিষ করিলেন গ্রাস ॥
কালকূট জারিতে[১] না পারে মহেশ্বর।
টলিয়া পড়িল দেব ধরণী উপর ॥
দেখিয়া দেবতাগণ করে হায় হায়।
গঙ্গা দুর্গা দুইজনকে নারদে জানায় ॥
শুন শুন মামী তুমার ত্রিদশ ঈশ্বর।
কালকূট বিষ খায়া টলিল মহেশ্বর ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

শুনিয়া মুনির কথা গঙ্গা মনে পায় ব্যথা
দুর্গার মরমে হইল দুঃখ।
চল গঙ্গা শিব ঠাই মরণ কালেতে যাই
দেখিতে শঙ্করের মুখ ॥
চলে দেবী সুরধুনী চলিলেন ত্রিনয়ানী
গোসাঞির কাছে উপস্থিত।
দেখিয়া শিবের মুখ গঙ্গা মনে হৈল দুঃখ
পার্ব্বতী ভাবেন বিপরীত ॥
পার্ব্বতী বোলেন বাণী শুন প্রভু[২] শূলপাণি
কালকূট [৩]খায়া তুমি মৈলে।[৩]
মন্থনের পায়া দিন কেনে হৈলা মতিহীন
আমা সভার গতি এই কৈলে ॥
কি কর্ম্ম করিলেন ঈশ ভুখিলেন কেনে বিষ
জন্মিল আপনার কাল।

গঙ্গা আর পার্ব্বতী এই দুই রূপবতী
আমা সভার হবে কুন হাল[১] ॥
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

কান্দেন জগতমাতা ওহোও বিকল হইয়া । ধু ॥

কান্দেন পার্ব্বতী দেবী শিবের পাঅ ।
কিবা দোষে প্রাণনাথ মোকে ছাড়্যা যাঅ ।
তুমার মরণে প্রভু আমার কিবা গতি ।
অনাথ হইল মোর কার্ত্তিক গণপতি ॥
প্রাণ মোর বিদরে স্মরিয়া তব গুণ ।
যেমন ধ্বসিয়া[২] পড়ে নদীর দো[৩]কুল ॥
দেখিয়া তুমার রূপ প্রাণ নহে স্থির ।
যেমন সাগর বহে নয়ানের নীর ॥
দুর্গার ক্রন্দনে কান্দে যত দেবগণ ।
পশুপক্ষ তরুলতা সাগর রোদন ॥
দুর্গা দেবী বোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর ।
সৃষ্টি নাশ করি যদি না জিয়ে শঙ্কর ॥
নারদ বোলেন শুন দেব চক্রপাণি ।
ব্রাহ্মণের ঘরে আছে পদ্মা ঠাকুরাণী ॥
ব্রহ্মাণী ডাকিয়া আন শুন মহাশয় ।
পদ্মায়ে করিবে কালকুট বিষ ক্ষয় ॥
[৪]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
গ্রাম কুচিয়ামোড়া যাহার নিবাস ॥[৪]

[৫]চলিল দেবতাগণ ব্রাহ্মণের বাড়ি ॥ ধু ॥[৫]

শিবের মরণ দেখি দেবতা বিকল ।
ব্রাহ্মণের বাড়ি[1] পদ্মা দেখে কুমঙ্গল ।।
দক্ষিণ লোচন নাচে স্থির নহে চিত্ত ।
প্রভাত সময়ে স্বপ্ন দেখে বিপরীত ।।
ধ্যান করি চাহে পদ্মা শিবের কুমারী ।
বিষ খায়্যা টলিয়া পড়িল ত্রিপুরারি ।।
পদ্মা বোলে ব্রাহ্মণ ঠাকুর[2] নমস্কার ।
তুমার চরণে বাপু বিদায় আমার ।।
বিষ খায়্যা টলিয়া পড়িল মহেশ্বর ।
তাহার উদ্দেশে যাই[3] এ দধিসাগর ।।
বিপ্র বোলে তুমি শঙ্করের বট কে ।
নিশ্চয় করিয়া পুছি পরিচয় দে ।।
পদ্মা বোলে হই আমি শিবের ঝিয়ারি ।
বাপে রাখিয়াছে নাম জয় বিষহরি ।।
কপালের লেখন পূর্ব্ব মহাপাপে ।
বিষম অরণ্য মাঝে থুইয়া গেল বাপে ।।
ব্রাহ্মণ বোলেন মাগো না চিহ্নিলু[4] তোকে ।
ধন জন আশীর্ব্বাদ দিয়া যাহ মোকে ।।
পদ্মা বোলে ব্রাহ্মণ তোমাকে দিলু বর ।
পুত্র হউক তুমার ধনে ভরুক ঘর ।।
আশীর্ব্বাদ দিয়া পদ্মা করিল গমন ।
যায়্যা পাইল যথা দেব ত্রিলোচন ।।
জগতজীবন করি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

[5]চিআঅ চিআঅ শঙ্কর মাতা প্রভু চিআয় চিআঅ ।। ধু ।।[5]
[6]ও চৈতন্য হইয়া উঠ দেব ঈশ্বর ।। ধু ।।[6]

[7]দেবের দেবতা তুমি উঠ ব্রহ্মজ্ঞানে ।[7]
[8]আপনা না চিহ্ন সুর মুনি না পায় ধ্যানে ।।[8]

দেবতা সমস্ত বোলে পদ্মকুমারী।
তুমি জিআহ বাছা দেব ত্রিপুরারি ।।
সত্বরে পালিল পদ্মা দেবের বচন।
মহামন্ত্রে ঝাড়িয়া জিয়ায় ত্রিলোচন ।।
উত্তর শিয়রে রাখে [১]ত্রিদশের ঈশ।[১]
তন্ত্রে মন্ত্রে পদ্মাবতী বিনাশিল[২] বিষ ।।
ব্রহ্মজ্ঞানে পদ্মা মারিল হুহুঙ্কার।
কালকূট গরল হইল ছারখার ।।
[৩]কালকূট গরল হইয়া গেল নাশ।[৩]
উঠিয়া শঙ্করদেব চাহে চারি পাশ ।।
আনন্দ হইয়া নাচে যত দেবগণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নাচেন যতজন ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাচে আর শচী সুরপতি।
গঙ্গা দুর্গা নাচে আর লক্ষ্মী সরস্বতী ।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ নাচে প্রেতভূত।
লোহার ডাঙ লৈয়া কান্ধে নাচে যমদূত ।।
জতেক দেবতাগণ নাচে সারি নারি।
[৪]না নাচে সমাজ মাঝে শঙ্কর-ঝিয়ারি ।।[৪]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

ত্রিপদী ॥

আনন্দ মঙ্গল বাজে দুন্দুভি বাদ্য বাজে
নাচেন ত্রিদশ দেবগণ।
পদ্মার মন দুখী না হইল কৌতুকী
[৫]না জানেন[৫] দেব ত্রিলোচন ।।
শিব বোলে বাণী শুন পদ্মা ব্রহ্মাণী
হের আইস দেখি তব মুখ।

স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন [১]নাচএ ত সর্ব্ব জন[১]
তোমার মনে কেনে দুঃখ ॥
পদ্মা বোলে ত্রিপুরারি মাঙ্গিয়া খায়া মরি
পরঘরে অন্ন বিনে মরি।
মোর প্রাণপতি নাই রহি আমি কার ঠাই
এই অভিমান আমি করি॥
শিব বোলে সুরাসুর আমি বুলি সত্বর
সকলে আসিবেন আজি।
আজ্ঞা দিলাঙ আমি তাকে দিব বর[২] স্বামী
[৩]যাহাকে হয় তুমার রাজি॥[৩]
হেন কালে বাসুকী তক্ষক হইল সুখী
শুন কথা দেব শূলপাণি।
দেবগণ আন ডাকি মুনিগণ বেদ দেখি
বিভা দেহ জয়ব্রহ্মাণী॥
জরৎকার মুনিরে বিভা দেহ মহেশ্বরে
মুনিতেজে জন্মিবে নন্দন।
অস্তিক হইবে নাম নানা গুণে অনুপাম
নাগ রক্ষা করিবে সে জন॥
জন্মেজয় যজ্ঞ[৪] করি যত নাগগণ মারি
মারিবে আহুতি যজ্ঞে দিয়া।
অস্তিক মহামুনি রাখিবেন আপনি
মিনতি আর[৫] ভিক্ষা করিয়া॥
নাগরাজবচনে শিবের পড়ে মনে
জরৎকারকে ডাকি আনে।
কন্যা তার হাতে আনি কন্যা সমর্পে শূলপাণি
সুরাসুর নাগ বিদ্যমানে॥
জরৎকার বোলে বাণী এই কন্যা ব্রহ্মাণী
পদ্মা স্ত্রী হইল মোর যবে।
মোর যদি গর্হিত করিবেক কদাচিৎ
এড়িয়া পলাইব তবে॥

নাগ ভূত নিকট স্থাপেন পূর্ণ ঘট
তাতে আম্রের পল্লব ফল।
করিয়া জয় জয় পদ্মার বিভা হয়
ব্রাহ্মণে পঢ়য়ে মঙ্গল।।
ময়নাবতী গ্রাম দান দি সেই গ্রাম
আর ময়না বড়[১] রাজ্য।
বোলে দেব ত্রিপুরারি শুন বাছা বিষহরি
মর্ত্ত্যে পাইবে প্রজা সজ্জ।।
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

[২]ও জানকীনাথ আমার আসরে আস
তুমার বন্দনা করিবাম হে।। ধু।।[২]

বিভা করি সঙ্গে লৈয়া শঙ্কর-তনয়া।
সাগরের কুলে বৈসে আনন্দিত হৈয়া।।
সাগরের কূলে মুনি রহে মহাসুখে।
শঙ্করনন্দিনী সঙ্গে সুরতি কৌতুকে।।
ঋতুবতী হইল দেবী হরের নন্দিনী।
সেই কালে ঋতু রক্ষা করে মহামুনি।।
মুনি বোলে শুন কথা শিবের ঝিয়ারি।
চলহ আমরা যাই আপনা পুরী।।
আগে আগে মুনি যায় পদ্মা যায় পাছে।
যায়্যা পাইল এক সরোবর কাছে।।
[৩]উত্তম তরুর ছায়া সরোবরতীরে।[৩]
মন্দ মন্দ বহে তথা মলয়া সমীরে[৪]।।
মুনি বোলে পদ্মাবতী রহ এই ঠাই।
তরুতলে শুঞা আমি কিছু নিদ্রা যাই।।

পদ্মার উরুতে মুনি করি শিয়র
তরুতলে নিদ্রাত পড়িল মুনিবর ॥
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বহে নদীর জল।
চেঙ্গ বেঙ্গ মৎস্য সব করে থলথল ॥
চেঙ্গ বেঙ্গ মৎস্য [১]সব উজায় সকল[১]।
দেখিয়া পদ্মার মন করে কলবল[২] ॥
ধীরে ধীরে উরু টানি নিল ব্রহ্মাণী।
সেইকালে চেতন হইল মহামুনি ॥
আনন্দিত মনসা জলের কাছে যায়।
ধরিয়া ধরিয়া সর্প চেঙ্গ বেঙ্গ খায় ॥
দেখিয়া মুনির মনে হৈল চমৎকার।
এই নারী করিবেক কুলের খাঁথার ॥
সর্পগণ চরায়া দেবী চাহে পাছু পানে।
ফিরিয়া আইলা পদ্মা স্বামী যেই স্থানে ॥
স্বামী স্বামী বোলি[৩] ডাকে শঙ্করনন্দিনী।
সন্ধ্যা সময় হৈল উঠ মহামুনি ॥
চৈতন্য হইয়া মুনির ক্রোধ হৈল মন।
কেনে চণ্ডালিনী মোকে করালে চেতন ॥
প্রথমে সুন্দরী মোকে দিলে মহাশোক।
অঙ্গীকার করিলু ছাড়িলু আমি তোক ॥
সেইস্থান ছাড়িয়া চলিলা মুনিরাজ।
শিবের নন্দিনী রহে অরণ্যের মাঝ ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

কান্দেন মনসা দেবরী ওহোও অরণ্যের মাঝে ॥ ধু ॥

মাথে হাত দিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন।
প্রাণনাথ ছাড়িল মোকে কিসের কারণ ॥

কি দোষ করিলু আমি কেমন অকাজে ।
ছাড়িয়া গেলেন মুনি অরণ্যের মাঝে ।।
[১]কান্দিয়া কান্দিয়া[১] পদ্মা ক্ষেমা দিল মনে ।
সান্দায়া[২] রহিল দেবী গহন কাননে ।।
বনে বনে বেড়ায় গাছের খায় ফল ।
পরিধান করে দেবী[৩] গাছের বাকল ।।
দশ মাস পূর্ণ পদ্মার গর্ভ নড়িল ।
চতুর্মুখ সুন্দর পুত্র ভূমিতে পড়িল ।।
হইল পদ্মার পুত্র অতি অনুপাম ।
অস্তিক বুলিয়া তার রাখিলেন নাম ।।
মনে মহা আনন্দিত দেখিয়া পুত্রের মুখ ।
অরণ্যে রহিয়া পদ্মা ভাবে-মনে দুঃখ ।।
অন্যের ছাআল হৈলে দুগ্ধে ভাতে খায় ।
আমার ছাআল কেনে খিধাএ লালায় ।।
পদ্মা বোলে হও আমি শিবের নন্দিনী ।
আপনার মহিমা আমি আপনে না জানি ।।
পুত্র লৈয়া যাই আমি নরলোক-পাশ ।
মনুষ্যভুবনে পূজা করি পরকাশ ।।
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে ।।

ভাল মায়া করে দেবী ওহোও ।
শঙ্কর-ঝিয়ারি ।। ধু ।।

পুত্র কোলে করিয়া চলিল পদ্মাবতী ।
নিরানিষ্কটতে[৪] পদ্মা চলে শীঘ্রগতি ।।
গাই চরাইয়া রাখাল দূরে গায় গীত ।
সেখানে ব্রহ্মাণী পদ্মা হৈল উপস্থিত ।।
পদ্মা বলেন রাখাল কথা শুন ভাই ।
তুমার বাপের পুণ্যে কিছু দুগ্ধ পাই ।।

অধিক করিয়া আমি খাইতে নাই চাই ।
কিছু দুগ্ধ পাইলে আমি শিশু পতিআই ॥
রাখালিয়া বোলে দেবী অরণ্যের মাঝে ।
আমা সভার ঠাই দুগ্ধ চাহ কুন লাজে ॥
ক্রোধ হৈয়া বিষহরি চলিল ফিরিয়া ।
রাখালের যত গরু[১] রাখিল লুকায়া ॥
কান্দে সব রাখালিয়া হারাইয়া বাছা গাই ।
কি বুলিয়া উত্তরিব[২] বাপমায়ের ঠাই ॥
এক নহে দুই নহে হারাইলু পাল ।
বিধি বিড়ম্বিল ভাই হৈলাঙ কাঙ্গাল ॥
কান্দে যত রাখাল করিয়া হায় হায় ।
বৃদ্ধরূপে পদ্মাবতী সেই দিগে যায় ॥
একজন বোলে কথা শুন মোর ঠাই ।
বুঢ়ি বা দেখিয়া থাকে ডাকিয়া শুধাই ॥
বুঢ়ি বোলে কেনে কান্দ যতেক রাখাল ।
রাখালিয়া বোলে মাগো হারাইল পাল ॥
এক বেটি[৩] ব্রাহ্মণী চাহিল আসিয়া দুগ্ধ ।
আমরা পাড়িলু গালি বড়ই নির্ব্বুদ্ধ ॥
গালি খায়া ব্রাহ্মণী গেলেন কুন ঠাই ।
তার অভিশাপে হারাইল বৎস গাই ॥
বুঢ়ি বোলে কি করিলে ব্রাহ্মণী নহে সেই ।
শঙ্কর-ঝিয়ারী পূজ পাবে তবে[৪] গাই ॥
বনমধ্যে পদ্মার পূজা করহ এখানে ।
এখানে পাইবে যত হারায়াছে গোধনে ॥
শিশুগণ বোলে আমরা পরের রাখালে ।
বিষহরি পূজিতে দ্রব্য পাব কোথা গেলে ॥
বুঢ়ি বোলে কপোতের কর বলিদান ।
বনপুষ্প দিয়া বাপু করহ পূজন ॥
[৫]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[৫]

গুণ তুমার কে জানে।
মহিমা তুমার কে জানে ভবানী॥ ধু ॥

বান্ধিল মণ্ডপ শিশু খেড়ের কুড়িয়া।
বান্ধিলেক ঘরখানি মণ্ডপ জুড়িয়া॥
পায়ে নপুর ঝিনাইর মন্দিরা বাজায়।
আনন্দিত হৈয়া যত শিশু গীত[১] গায়॥
ডুঙ্গে পুরিয়া বারি কলস স্থাপিয়া।
পূজিলেক পদ্মাবতী বনপুষ্প দিয়া॥
কপোতের বলি তবে করিল ছেদন।
নমস্কার কৈল তবে যত শিশুগণ॥
ব্রহ্মাণী পূজিয়া ঘট দিল বিসর্জ্জন।
হেনকালে যত গাভী দিল দরশন॥
ধেন্থ পায়্যা রাখালের মনেতে আনন্দ।
প্রথমে হইল পদ্মার পূজার প্রবন্ধ॥
এক শিশু বোলে কথা শুন মোর ভাই।
হেন প্রত্যক্ষ দেবী কভু দেখি নাই॥
আর বার আমরা হারাইব যদি পাল।
এক দেবী বিষহরি পূজিব সকাল॥
ধেন্থ লয়া ঘরে গেল যত শিশুগণ।
মাতা পিতার আগে কহে যত বিবরণ॥
শুনিয়া শিশুর মুখে পূজে নরনারী।
পৃথিবীতে পূজা পায় শঙ্কর-ঝিয়ারি॥
ব্রহ্মাণীর মহিমায়[২] গীত পাইল সপনে।
পদ্মমুখী-প্রাণনাথ জগতজীবনে।

চলিল মনসা দেবী গুহোও জালো মালোর ঘরে॥ ধু ॥

রাখালের পূজা খায়া তুষ্ট হৈল মন।
জালো মালোর ঘরে দেবী করিল গমন॥

জালো মালো মাছ মারে সাগরের তীরে।
সেই স্থানে পদ্মাবতী গেল ধীরে ধীরে ।।
পদ্মা বোলে জালো মালো কথা শুন ভাই।
খানি চারি মৎস্য বাছা শিশুর তরে চাই ।।
জালো মালো কথা কহে শুন ঠাকুরাণী।
মিথ্যা বচন মাগো বোলহ ব্রাহ্মণী ।।
সাত দিন মারি মৎস্য করি পরবাস।
সপ্ত দিনে না পাই মৎস্যের তলাস[১] ।।
পদ্মা বোলে জালিয়া আমার কথা মান[২]।
আমার নাম করিয়া ফেলাহ জালখান ।।
[৩]পদ্মার বচনে[৩] জাল ফেলাইল জালি।
জালে করিয়া তুলিল সুবর্ণের ঝারী ।।
পদ্মা বোলে জালো মালো মোর বাক্য ধর।
এই সুবর্ণের ঘট তুমি লৈয়া যাহ ঘর ।।
সুবর্ণের ঘট জালো মালো লৈয়া যায় ঘরে।
নানা উপহারে পদ্মার পূজা করে ।।
পুত্র হইল জালো মালোর মনসার বরে।
অচলা হইল লক্ষ্মী জালো মালোর ঘরে ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

ইতি দেবখণ্ড সমাপ্ত ।।

মনসামঙ্গল

বানিয়াখণ্ড

বানিয়াখণ্ড

[১]অথ বানিয়াখণ্ড লিখ্যতে ॥[১]

ত্রিপদী ॥

প্রণমহু[২] নারায়ণ　　　সুরমুনি বিপ্রজন
ত্রিভুবনে যত দেব আছে।
পদ্মার চরিত্র গীত　　　[৩]রসে দশ পুলকিত[৩]
[৪]পিতৃ মাতৃ দুই বন্ধু পাছে ॥
গৌড় নগরে ঘর　　　মহারাজা ধনেশ্বর
বিশ্রমকেশরী নাম ধরে।
ধনিন[৫] সকল লোক　　　নাহি [৬]দুঃখ নাহি শোক[৬]
সুখে বঞ্চে রাজার নগরে ॥
কোটীশ্বর[৭] নরপতি　　　পত্নী তার কলাবতী
[৮]অপুত্রক সেই নৃপবর।[৮]
একান্ত করিয়া মন　　　[৯]পূজে দেব[৯] ত্রিলোচন
তুষ্ট হৈয়া শিবে দিল বর ॥
শিব বোলে পুত্র তোর　　　হৈয়া[১০] ভক্ত হবে মোর
আমা বিনে না পূজিবে আন।
সেই দিনে কলাবতী　　　সম্ভাষিলা[১১] নিজপতি
ঋতু পাঞা হৈল গর্ভদান ॥
দশ মাস দিন[১২] জানি　　　জন্মিল নন্দনখানি
দিনে দিনে লোকাচার করে।
চন্দ্রপতি রাখে নাম　　　রূপে গুণে অনুপাম
বাঢ়ে বালা বণিকের ঘরে ॥
ছয় মাসে মহাসুখে　　　অন্ন পরশায় মুখে
[১৩]দুই পঞ্চ[১৩]বৎসরে করে কর্ণবেধ।
[১৪]নহে চান্দো বলহীন[১৪]　　　বাঢ়ে বালা দিনে দিন
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্মিল বিভেদ ॥

[১]জগতজীবন পদ রচিলেন্ত বিদগদ[১]
দ্বিজ মুনি[২] অস্তিকের মাতা
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

[৩]ও শ্যাম চান্দের বালাই লৈয়া মরিবে ওহোও।। ধু ।।[৩]

[৪]ষোল বৎসরের[৪] হৈল সাধু চন্দ্রপতি।
শঙ্করের সেবা করে একান্ত ভকতি।।
[৫]অন্য দেবগণ যদি পূজে লোকজন।
তার সনে বিবাদ করএ সর্ব্বক্ষন।।[৫]
[৬]যুবক হইল বালা খাঞা সুখভোগ।[৬]
[৭]কোটীশ্বর করে তার বিবাহের যোগ।।[৭]
সনক সাধুর কন্যা নাম তার সোনা।
[৮]বিচার করিয়া তার করিল জটনা।।[৮]
[৯]পুত্র বিভা দিল সাধু আনন্দিত মনে।[৯]
[১০]ধনে পুত্রে বাড়ে চান্দো চম্পালি ভুবনে।।[১০]
কথোক[১১] দিনে কোটীশ্বর [১২]তেজিলেক প্রাণ।[১২]
[১৩]শ্রাদ্ধকর্ম্ম[১৩] করে চান্দো[১৪] বিবিধ বিধান।।
[১৫]দান ধ্যান বৃষোৎসর্গ করে বিধিমতে।
আনন্দে রহিলা চান্দো চম্পলা পুরীতে।।[১৫]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

ত্রিপদী।।

চম্পলা নগরে ঘর চন্দ্রপতি সদাগর
শম্ভু সেবে একান্ত ভকতি।
করে নানা পুণ্য দান [১৬]শঙ্করের পূজ্যমান[১৬]
শম্ভুবরে জন্মিল সন্ততি।।

কৃপা কর কৃপাময় জন্মিল নন্দন ছয়
গদাপাণি আর চক্রপাণি।
শূলপাণি হলধর নীলকণ্ঠ সূর্য্যাবর
রূপে গুণে জগত বাখানি ॥
ছয়[১] দিনে ছয় জন বিভা দিল পুত্রগণ
ধনে বংশে[২] বাঢ়ে সদাগর।
[৩]জগতজীবন ভণে সরস্বতী অধিষ্ঠানে
মনসা দেবীর পাঞা বর ॥[৩]

[৪]চলিল মনসা দেবী ওহো ও শিবের সাক্ষাতে ॥ ধু ॥[৪]

চম্পলা নগরে সাধু রহে ভালে ভালে।
শঙ্কর-সাক্ষাতে পদ্মা গেল সেই কালে ॥
[৫]জোড় হস্তে মনসা পিতাকে সেবে।
তুমি মোর জন্মদাতা দেব আর দেবে ॥[৫]
এক নিবেদন করি দেব ত্রিলোচন।
সংসারতে পূজা পায় যত দেবগণ ॥
মর্ত্ত্যত না হইল মোর পূজার বিধান।
তুমার নন্দিনী আমি [৬]এই অভিমান[৬] ॥
শিব বোলে পদ্মা দুঃখ না ভাবিহ মনে[৭]।
এক ভক্ত নেহ তুমার [৮]করিবে পূজনে[৮] ॥
[৯]পদ্মা বোলে চন্দ্রপতি চাহি তোমার দাস।[৯]
সেই সে করিবে মোর পূজার প্রকাশ ॥
শিব বোলে [১০]চান্দকে চাহিলে না জানিয়া।[১০]
আমা বিনে অন্য দেব না পূজে বানিয়া ॥
[১১]মনসা বোলেন বাপু ডাক দেখি তাক।
তোমার আজ্ঞাতে চান্দো পূজে বা আমাক ॥[১১]
[১২]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[১২]

শিব বোলে যাঅ নন্দী চম্পক নগরে।
[১]ডাক দিয়া আন[১] পুত্র চান্দো সদাগরে ॥
শিবের আজ্ঞাতে নন্দী চলে[২] শীঘ্রগতি।
[৩]ডাকিয়া আনিল তবে[৩] সাধু চন্দ্রপতি ॥
স্তুতি করি চন্দ্রপতি জোড় করে হাত।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি করে প্রণিপাত ॥
শিব বোলে শুন পুত্র কর অবধান।
তুমাকে মনসাদেবী চাহে মোর স্থান ॥
আজি হৈতে পূজা তুমি কর মনসার।
[৪]পৃথিবীমণ্ডলে পূজা করহ প্রচার।[৪]
ক্রোধ[৫] হইয়া বোলে চান্দো শুন শূলপানি।
এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি ॥
[৬]গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্য জল খাই।[৬]
[৭]বটবৃক্ষ ছাড়ি কেনে সহড়াতলে যাই ॥[৭]
লাজ নাই পদ্মার এমত বোলে বাণী।
শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপানি ॥
স্বামীএ ছাড়িল যাকে দেখি অনাচার।
হেন জনা[৮] পূজিবার ইচ্ছা আছে কার ॥
[৯]শুনিয়া লজ্জিত পদ্মা রহে দুঃখমনে।
পদ্মার আদেশে ভণে জগতজীবনে ॥[৯]

ত্রিপদী ॥

[১০]বোলে শিবনন্দিনী বানিয়ার বাক্য শুনি
দুঃখিত হইল দেবী মনে।[১০]
বানিয়া সে দুরাচার করিলেন অহঙ্কার
ই দুঃখ খণ্ডিবে কেমনে ॥
দেবসভা[১১]বিদ্যমান করিলেক অপমান
মনসা হোইল অন্তরাগ।[১২]

মনসা বোলেন শুন বানিয়া তুমি দুর্জ্জন
দিবস দুই চারি থাক ॥
[১]বানিয়া সে বর্ব্বর বোলিস দুরাক্ষর
নাম পাড়াঅ শঙ্করের দাস ।[১]
তবে সে আমি ব্রহ্মাণী লইব পুষ্পপানি
[২]ধনে পুত্রে করিব বিনাশ ॥[২]
[৩]চান্দোএ বোলেন বাণী[৩] সহায় শূলপাণি
কি ডর তোর অঙ্গীকারে ।[৪]
প্রতিজ্ঞা শুনহ মোর [৫]সংসারের মধ্যে তোর[৫]
নাই দিব পূজা করিবারে ॥
অন্তরের ক্রোধ করি চলিলেন বিষহরি
বানিয়া চলিল নিজ[৬] ঘরে ।
জগতজীবন নাম কবিত্ব সে অনুপাম
বিরচিল মনসার বরে ॥

[৭]বোল পাত্র নেতা দিদি কি করি উপায় ।
কি রূপে বানিয়ার হাতে জল পুষ্প পাই ॥ ধু ॥[৭]

মনে দুঃখ ভাবি পদ্মা করিল গমন ।
সত্বরে পাইল গিয়া আপনা ভুবন ॥
[৮]নেতা পাত্রকে[৮] পদ্মা ডাকিল আনিয়া ।
কহেন-সকল কথা দুঃখিত হইয়া ॥
[৯]নেতা পাত্রকে[৯] পদ্মা বোলেন দুঃখবাণী ।
অনেক প্রকারে চান্দ না দিল ফুলপানি ॥
কি যুক্তি করিব নেতা বোলহ বচন ।
[১০]কিরূপে লোক পৃথিবীতে করিবে পূজন ॥[১০]
[১১]নেতা বোলেন পদ্মা[১১] চান্দো তোমার ভাই ।
[১২]চড়িয়া পুষ্পক রথে[১২] যাহ তার ঠাই ॥
আপনে সাজিয়া গেলে পাইবেক লাজ ।
[১৩]পিরীতে পাইলে পূজা বিবাদের কিবা কাজ ॥[১৩]

নেতার বচনে পদ্মা রথে করি ভর।
চম্পালি নগরে যথা গেল সদাগর॥
[১]পদ্মা বোলে দাদা কত বাড়াইস দ্বন্দ্ব।[১]
[২]সভার ভিতরে কেনে বোল[২] মন্দছন্দ॥
[৩]এখন আমাকে দাদা দেহ পুষ্পজল।[৩]
ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব [৪]বাদ নহিবে কুশল।[৪]
ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দো শুন ভাতারছাড়ি।
[৫]যাচিয়া চাহিস নাকি হেমতালের বাড়ি॥[৫]
পদ্মা বোলে চান্দো তোর দুরন্ত হৃদয়।
অবশ্য বিনাশিব তুমার পুত্র ছয়॥
কোপে হেমতাল ধরে চান্দ সদাগর।
রথভরে পদ্মাবতী হইল অন্তর॥
হেমতাল মারে চান্দো ক্রোধে কম্পমান।
রথে লাগিল পদ্মা হইল অন্তর্দ্ধান॥
অভিমানে গেল পদ্মা আপনার ঘর।
জগতজীবন গায় মনসার বর॥

ত্রিপদী॥

বানিয়ার কুবচনে পদ্মার [৬]দুঃখিত মনে
বিবাদ সাধিতে দেবী[৭]যায়।
সঙ্গে করি নাগগণ রথে করি আরোহণ
চম্পালি নগরে [৮]যায়া পায়[৮]॥
নাগ রাখে ভাগে ভাগ দুয়ারেত[৯] এক নাগ
চারি নাগ রাখে চারি পথে।
এক নাগ অন্তস্পুরী পাঠাইল বিষহরি
মনসা রহিল পুষ্পরথে[১০]॥
বানিয়ার নন্দন গয়াপাণি একজন
[১১]অচেতন নিদ্রা যায় সুখে।[১১]

পদ্মার আজ্ঞা পাঞা [১]মন্দির ভিতেরে[১] যায়া
[২]কালসাপে দংশিলেক বুকে ।।[২]

ভাইর মরণ শুনি ধায়া [৩]যায় চক্রপাণি[৩]
তাহাকে দংশিল কালনাগে ।

[৪]শূলপাণি ধায়া যায়[৪] ভাইকে [৫]দেখিতে চায়[৫]
তাহাকে দংশিল কাল[৬]-নাগে ।।

পড়িতে গুরুর ঘরে দংশিলেক হলধরে
নীলকণ্ঠ যায় তার ঠাই ।

পথেত দংশিল তারে[৭] যায় ওঝা আনিবারে[৮]
তাহাক দংশিল স্থর্যাই ।।

এক দিনে ছয় জন মৈল চান্দোর নন্দন
শুনি লোকে করে হায় হায় ।

মনসার পাঞা বর [৯]পদ্মমুখীর প্রাণেশ্বর[৯]
[১০]জগতজীবন কবি গায় ।।[১০]

ত্রিপদী ।[১১]

ছয় পুত্র খাইল সাপে কান্দে চান্দো মনস্তাপে
মস্তক উপরে দিয়া হাত ।

জানি[১২] মোর হৈল চুরি মজিল বানিয়াপুরী
[১৩]কি কার্য্যে[১৩] সেবিনু ভোলানাথ ।।

শিবের ভরসা করি না পূজিনু বিষহরি
দেবতা-মনুক্কে হৈল কক্ষা*[১৪] ।

না জানি কি মোর দোষ কি কারণে করে রোষ
শঙ্করে না করে মোর রক্ষা ।।

কান্দে সনা বানিয়ানী দুই চক্ষে পড়ে পানি
[১৫]মুষ্টা হানি[১৫] চূর্ণ করে হিয়া ।

শোকে [১৬]অচেতন মন[১৬] [১৭]দূর গেল পরিধান[১৭]
মস্তক হানিল[১৮] শিলা দিয়া ।।

---

* পাঠ—কৈজ্জা

চান্দোর ছয়[১] বধূ কান্দে [২]মুক্ত কেশ[২] নাহি বান্ধে
[৩]ধরিয়া স্বামীর চরণ[৩]।
[৪]যতেক চম্পক পুরী কান্দে উচ্চ স্বর করি
দাসদাসী কান্দে সর্ব্ব জন ॥[৪]
চড়িয়া হিঙ্গুল- [৫]রথে আসিয়া আকাশপথে
মনসা ডাকিয়া বোলে বাণী।
শুন চান্দো দুরাশয় [৬]জিয়াবো তোর[৬] পুত্র ছয়
যদি মোকে দেঅ ফুলপানি ॥
চান্দো বলে বিষহরি ফিরা[৭] রথে ভর করি
যদি লাগ পাই [৮]মহীতলে।
শুনরে ডাতারছাড়ি দিয়া[৯] হেমতাল বাড়ি
ভালমতে পূজি[১০] ফুল-জলে ॥
চান্দো বলে জ্ঞাতিগণ কেনে কান্দ অকারণ
মৃত্যু সব নৈয়া চল ঘাটে।
আজি হৈতে বিষহরি [১১]কি করিবে মায়া করি[১১]
সত্বরে জ্বালাহ[১২] অগ্নি কাষ্ঠে ॥
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[১৩]কি বুদ্ধি করিবো নেতা এহোও বোল শীঘ্রগতি ॥ ধু ॥[১৩]

যতেক বানিয়াগণ [১৪]লৈয়া তৃণ কাষ্ঠ।[১৪]
[১৫]মরা ছয় নৈয়া জায় গগরির ঘাট ॥[১৫]
[১৬]ছয় বধূ অনুমৃতা যায় ছয় ঠাই।
ছয় চিতা নির্ম্মাইল আনল জ্বালাই ॥[১৬]
পদ্মা বোলে নেতা পাত্র[১৭] কথাএ দেহ মন।
[১৮]অনুমৃতা যাবে বানিয়ার বধূগণ ॥[১৮]

[১]যদি ছয় মৃত্যুকে পুড়িয়া করে ছাই।
তবে কি বানিয়ার হস্তে পুষ্পজল পাই ॥[১]
[২]নেতা বোলে যদি ছয় মৃত্যু কর চুরি।[২]
তবে সে সাধিবে বাদ শুন বিষহরি ॥
নেতার বচনে পদ্মা [৩]চলে রণভরে।[৩]
[৪]রাক্ষসী তাড়কা বুড়ি ডাকিল সত্বরে ॥[৪]
[৫]পদ্মা বোলে তাড়কা রাক্ষসী মায়া ধর।[৫]
[৬]ছয় মৃত্যু বানিয়ার শীঘ্র চুরি কর ॥[৬]
[৭]সেই কালে তাড়কা রাক্ষসী মায়া করে।[৭]
[৮]মায়া করি[৮] ছয় মৃত্যু আনিল সত্বরে ॥
[৯]পদ্মা বোলে ছয় মৃত্যু রাখ তুমার ঠাই।[৯]
[১০]জোগাইতে চাহ মৃত্যু যবে আমি চাই ॥[১০]
[১১]মৃত্যু সব না দেখিয়া বানিয়া সমস্ত।
ফিরিয়া মন্দিরে গেল হইয়া নিরস্ত ॥[১১]
[১২]পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে ॥[১২]

ত্রিপদী ॥

বানিয়া বধূগণ আকুল ছয় জন
সম্মুখে স্বামীকে না দেখিয়া।
না গেলাও অনুমৃতা [১৩]নিভাইঞা ফেলে চিতা[১৩]
গৃহকে চলিল বাহুড়িয়া ॥
চান্দো বলে হৈল ভাল [১৪]ঘুচিল সব[১৪] জঞ্জাল
পদ্মার কার্য্য[১৫] অদ্ভুত।
রহিলেন বধূগণ আনন্দিত মোর মন
[১৬]রহিলেন সেই ছয় পুত্র ॥[১৬]
[১৭]সনকা বানিয়ানী হৃদয়ে মুষ্টিকা হানি
বিনাইঞা কান্দে নিরন্তরে।[১৭]

[১]চান্দো বোলেন মোর কি হইল পাপ ঘোর
সদাই মোর দগ্ধে অন্তরে ।।[১]
[২]সনকা প্রাণসুন্দরী কেন কান্দ শোক করি
আমি তবে না রহিব ঘরে ।[২]
[৩]দ্বিজ জগতজীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
বিরচিল মনসার বরে ।।[৩]

যম ভয়ে মন কাহে ডরোরে ।
গলায়ে বসন দিয়া দুর্গা ভজরে ।। ধু ।।

[৪]পুত্র মরণে চান্দোর স্থির নহে মন ।[৪]
[৫]থাকহে সুন্দরী সনা যাইব পাটন ।।[৫]
[৬]একেত বঞ্চিল বিধি পুত্রশোক দিয়া ।
দ্বিগুণে দগধে প্রাণ বিধবা দেখিয়া ।।[৬]
[৭]বিদেশে যাইব আমি ঘরে কিবা কাজ ।[৭]
বিবাদে মরিল পুত্র ত্রিভুবনে লাজ ।।
[৮]বাপের অর্জ্জিত ধন জন্ম ভরি খাই ।[৮]
আজ্ঞা কর বানিয়ানী বানিজ্যাকে যাই ।।
সনকাএ বোলে প্রভু শুন গুণমণি ।
[৯]ই ধন সম্পত্য প্রভু তোমার নিছনি ।।[৯]
খাইবার কেহ নাই যত আছে ধন ।
[১০]কি কার্য্যে যাইবে[১০]প্রভু দক্ষিণ পাটন ।।
[১১]না কর পরাণে ডর নাই পদ্মাবতী ।[১১]
বিদেশে মৈলে[১২]প্রভু আমার কিবা গতি ।
চান্দ বোলে আছে মোকে মহেশের বর ।
পদ্মার বিবাদে মোকে[১৩] কিছু নাই ডর ।
ছয় বধূ লৈয়া[১৪] সনা তুমি থাক ঘরে ।
অবশ্য যাইব আমি দক্ষিণ সহরে ।।
[১৫]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।[১৫]

[১]ওরূপ লাগ্যাছে মরমে।
ভাবিতে রসের তনু জার্য়া কৈলরে ঘুনে ॥ ধু ॥[১]

চান্দো বোলে [২]লেঙ্গ্যা বচন শুন ভাই[২]।
সত্বরে ডাকিয়া আন স্থুতার কুন্দাই ॥
[৩]চান্দোর মুখের লেঙ্গ্যা শুনিয়া বচন।
কামিলা-বাড়িতে লেঙ্গ্যা করিল গমন ॥[৩]
[৪]আইল কামিলা নৈয়া শিষ্যগণ সাথে।
সাধুকে প্রণাম করে জোড় করি হাতে ॥[৪]
[৫]চান্দো বোলে কামিলা তাম্বুল ধর খাও।
যাইব পাটনে চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাও ॥[৫]
[৬]চলিল কাম্মিলা সঙ্গে নৈয়া শিষ্যগণ।
নানা জাতি বৃক্ষ কাটে প্রবেশিয়া বন ॥[৬]
[৭]সরল সারল কাটে পিয়লা পিপলি।
কাটিল খজ্জুর শাল পিয়লি সিমলি ॥
চাঁপা নাগেশ্বর কাটে বকুল কাঠাল।
নিম নারিকেল কাটে জলপই তাল ॥[৭]
[৮]বৃক্ষ কাটি কামিলা রাখি সারি সারি।
চিরিয়া করিল তক্তা লক্ষ তিন চারি ॥[৮]
[৯]বাছিয়া বসায় তক্তা কর্ম্ম করে ভাল।
সারি সারি হানিলেক লোহার গোজাল ॥[৯]
[১০]আসন বান্ধিয়া বান্ধিল জলপাট।
বান্ধিয়া ডিঙ্গার গোড়া তোলে মালকাট ॥[১০]
প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
[১১]বাঘমুঁহা ভেড়ামুঁহা ধাউর ভ্রমর ॥[১১]
শীতলপাটি উভমুখী কোসার[১২]কচবন্ধ।
বান্ধিল মোহনগিরি সভার[১৩] আনন্দ ॥
[১৪]সুবুদ্ধি জাহাদ বান্ধে কোশা পানসোই।
চৌদ্দ ডিঙ্গা করে আগে বানিয়ার ঠাই ॥[১৪]

[১]বুহিত দেখিয়া সাধুর আনন্দিত মন ।[১]
[২]কর্ম্মকারে দিল তবে অমূল্য রতন ॥[২]
যাইব পাটনে লেঙ্গা কর অবধান ।
চূড়ামণি দৈবজ্ঞকে সত্বরে ডাকি আন ॥
শীঘ্র[৩] চলিল লেঙ্গা সাধুর বাক্য শুনি ।
সত্বরে ডাকি আনিল দৈবজ্ঞ চূড়ামণি ॥
[৪]দৈবজ্ঞ আসিয়া শুভ বোলে বার তিন ।[৪]
[৫]পাজি দেখি কহিল নক্ষত্র তিথি দিন ॥[৫]
চান্দো বোলে দৈবজ্ঞ তাম্বুল ধর খাও ।
যাইব পাটনে শুভ লগ্ন[৬] করি দেও ॥
[৭]অঙ্ক খড়ি পাড়িয়া দৈবজ্ঞ গণে সার ।
পাটনে কুশল আমি না দেখি তোমার ॥[৭]
[৮]দৈবজ্ঞ বোলেন[৮] শুন বানিয়া গোসাঞি ।
[৯]সকল কুশল তোর কিছু দোষ নাই ॥[৯]
[১০]এক অমঙ্গল দেখি পদ্মা সনে বাদ ।
দক্ষিণ-পাটনে তোমার হৈবে প্রমাদ ॥[১০]
[১১]ক্রোধে বোলে বানিয়া ব্রাহ্মণ বন্দী কর ।
যাবত না আসি আমি চম্পালি নগর ॥[১১]
সত্য হইলে আমি দিব পঞ্চ গ্রাম ।
মিথ্যা হইলে তোমার করিব অপমান ॥[১২]
[১৩]ই কথা শুনিয়া লেঙ্গায়ে বন্দী রাখে ঘরে ।[১৩]
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

ত্রিপদী ।[১৪]

বোলে[১৫] সনা মনে গুনি দৈবজ্ঞের বাক্য শুনি
অভাগিনীর প্রাণ কাঁপে ডরে ।
[১৬]শুন প্রভু প্রাণনাথ যোড় করি বলি হাত
বসিআ থাকহ মোর ঘরে ॥[১৬]

দাতা দিগম্বরবরে অমূল্য রতন ঘরে
ঘরে আছে পঞ্চ রাজার ধন।
মৈল পুত্র ছয় ভাই ত্রিভুবনে কেহো নাই
দেশান্তরে যাবে কি কারণ ॥
পদ্মার[১] সহিতে বাদ [২]প্রাণে তোর নাই সাধ[২]
[৩]প্রাণের অধিক কিবা আর।[৩]
বিদেশে মরিলে তুমি বার্ত্তা না পাইব আমি
বৃদ্ধকালে কি গতি আমার ॥
চান্দো বোলে প্রাণপ্রিয়া তোমার কঠিন হিয়া
হেন কথা আন তুমি মুখে।
বানিয়া কুলের ধর্ম্ম করিবে বাণিজ্যকর্ম্ম
ঘরে তুমি থাক মহাসুখে ॥
[৪]জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
সুখ মোক্ষ ভবের কারণ।
দুঃখ দুষ্ট সর্ব্ব ভয় ই সব করিবে ক্ষয়
বন্দু দেবী পদ্মার চরণ[৪]

[৫]সাজরে কাণ্ডার ভাই ওহোও।
যাইব পাটনে ॥ ধু ॥[৫]

চান্দ বোলে লেস্ত্যা পাত্র[৬] শুন মোর বাণী।
[৭]ডিঙ্গায় চাপাঅ ভাই দ্রব্য যত আনি ॥[৭]
[৮]ঘরে বাহিরে আর কিনিতে যত পাঅ।
পাত ফল মূল সব ডিঙ্গায়ে চাপাঅ ॥[৮]
[৯]চান্দোর বচনে লেস্ত্যা শীঘ্রগতি যায়।
চক্ষে যত দ্রব্য দেখে ডিঙ্গায়ে চাপায় ॥[৯]
[১০]প্রথমে তুলিল নাএ চাউল তৈল নোন।
খাইবার কারণে নিল চিনি চারি মণ ॥[১০]
তার পাছে ডিঙ্গায়ে তুলিল মিঠা জল।
[১১]ছয় মাস খাএ যত চান্দোর প্রদল ॥[১১]

[১]কাঁচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ সুকুতা।
ইহার বদলে নিব পাটনে গজমুক্তা ॥[১]
মাসকালাই আদার সুট আর তোলে[২] জিরা।
[৩]মরিচ লবঙ্গ দিয়া বদল নিব হীরা ॥[৩]
যতন করিয়া নেহ কিছু ফুলবড়ি।
এক ভারের বদল নিব দশ ভার কোড়ি।
লক্ষ তিন ভার লেহ কদলীর থার।
এক ভার বদল নিব নোন তিন ভার ॥
কদুয়া সানকি লেহ লক্ষ দুই চারি।
ইহার বদল নিব সুবর্ণের ঝারি ॥
নারিকেল তাল বেল আর কাঠাল আম।
এই সব ফল নেহ আছে বড় কাম ॥
দশ শঙ্খ বদল নিব নারিকল।
তাড়িপত্র বদল নিব তালের বদল ॥
আমের বদলে নিব অমৃতের ফল।
সুবর্ণের ঘড়া নিব কাঠাল বদল ॥
পাটের ধকড়া মেঘলা আর যত শাড়ি।
যতন করিয়া লেহ কাপড়েত জড়ি ॥
নানা রঙ্গ শাড়ি লেহ করিয়া যতন্।
ইহার বদলে নিব পাটের বসন ॥
জাম্বির বদলে নিব জায়ফল জাম।
গুবাক বদলে নিব সারি সুয়া নাম ॥
[৪]শ্বেত চামর নিব দিয়া পাট সন।
ভাড়িয়া আনিব গিয়া দক্ষিণ-পাটন ॥[৪]
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরিয়া সাধুকে দিল জান।
ভাণ্ডারী কাণ্ডারী সব হৈল সাবধান ॥
শুভক্ষণে যাত্রা করে[৫] নাসিকার স্বরে[৬]।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

ত্রিপদী ॥

[১]মহা আনন্দিত মনে যাত্রা করে শুভক্ষণে
নানা বাদ্য বাজে সুমঙ্গল।
সাধু বোলে বচন শুন যত নাঞাগণ
শীঘ্রগতি সাজহ সকল॥
শুভক্ষণ হৈল ভাল বিলম্বের নাই কাল
সাজে জন আজ্ঞা পায়া।[১]
[২]নাসিকা পরশ করি যাত্রা করে অধিকারী[২]
সুবর্ণ[৩] ঘট পড়িল টলিয়া॥
[৪]চরণে উঝটি লাগে সগুনি আইল আগে
শৃগাল যায় দক্ষিণভাগে।[৪]
সনা বোলে প্রাণনাথ করু প্রভু যোড় হাত
[৫]যাত্রায় অমঙ্গল সব লাগে॥[৫]
[৬]ধন জনে নাই ভাল বাদ কর কত কাল
মনসাকে দেহ ফুল-জল।[৬]
আমার বচন ধর তবে যাও দেশান্তর
ধনে জনে হইবে কুশল॥
[৭]শুনি সনার উত্তর ক্রোধে বোলে সদাগর
কি বলিলে পাপিষ্ঠ পাপিনী।[৭]
[৮]যেই হস্তে পূজি হর অখিলের ঈশ্বর
হেন হস্তে পদ্মাকে দিব পানি॥[৮]
[৯]শুনিয়া চান্দোর কথা সনা করে হেট মাথা
ডিঙ্গাতে চড়িতে চান্দো যায়।[৯]
[১০]জগতজীবন ভণে সরস্বতী অধিষ্ঠানে
গগরিয়ার ঘাটে যায়া পায়॥[১০]

ত্রিপদী ॥

[১১]মধুকরে বসিয়া আনন্দিত মন হৈয়া
আদেশ করয়ে সদাগর।[১১]

ডিঙ্গা মেল কাণ্ডারি শুন এক মন করি
আমি যাব দেশের অন্তর ॥
বিলম্বের নাই কার্য্য চল যাই দক্ষিণ রাজ্য
আজি যায়্যা থাকি কত দূর ॥
সাধুর[১] আদেশ পায়্যা ডিঙ্গা মেল[২] গাবরিয়া
কাণ্ডারিয়া ধরিল কাণ্ডার ॥
[৩]আনন্দিত মন হৈয়্যা ডিঙ্গা বাহে গাবরিয়া
আনন্দে চলিল কতদূর ।[৩]
[৪]গগরিয়া ঘাট বায়্যা ভ্রমরাদহতে গিয়া
পাছে পাল্য ভাগীরথীর ধার ॥[৪]
[৫]দেখিঞা ধবল জল পুছে তবে সদাগর
ধবল বরণ কুন পানি ।[৫]
[৬]কাণ্ডার বোলে শুন কথা না বুলি আমি অন্যথা
এই গঙ্গা পতিতপাবনী ॥[৬]
[৭]সাধু বোলে কথা জন্ম গঙ্গানীরে কিবা ধর্ম্ম
স্নানেতে কতেক পুণ্য পায় ।[৭]
[৮]বিবরিয়া কহ কথা না করিহ অন্যথা
জগতজীবন কবি গায় ।[৮]

[৯]হরিপদে উপনীত গঙ্গা হরশিরে যার বাস ॥ ধু ॥[৯]

[১০]কাণ্ডার বোলেন[১০] সাধু কথায় দেহ মন ।
গঙ্গার [১১]মহিমা কহি জন্ম-বিবরণ[১১] ॥
[১২]যার নাম লইলে শমন যাই তরি ।[১২]
[১৩]দিব্যরূপ আপনে হইলা প্রভু হরি ॥[১৩]
[১৪]এককালে হরি আছিলা আনন্দিত মনে । [১৪]
[১৫]নারদে বলিল প্রভু গান কর তপোধনে ॥ [১৫]
[১৬]পুলকিত হৈয়া নারদে গায় গীত ।[১৬]
[১৭]দ্রবিত হৈল হরি মগন হৈল চিত ॥[১৭]

[১]কমণ্ডলু করি ব্রহ্মা ধরিলেন নীর।
পশ্চাতে হইলা প্রভু বামনশরীর ॥[১]
[২]বলি রাজার স্থানে প্রভু ভূমি নিল দান।
তিন পদে হইলা প্রভু পুরুষ প্রধান ॥[২]
ব্রহ্মায়ে ভজিল তবে কৃষ্ণের চরণ।
কমণ্ডলুজলে ব্রহ্মা পূজিল তখন ॥
চরণ বাহিয়া পড়ে দেখিলেন হর।
সত্বরে তুলিয়া নিল জটের উপর ॥
[৩]শিবের জটার মধ্যে গঙ্গার নিবাস।
পৃথিবীতে ভগীরথ করিল প্রকাশ ॥[৩]
[৪]মুনি-অভিশাপে ভস্ম সগরের পুত্র।
সেই হেতু গঙ্গা আনিল ভগীরথ ॥[৪]
[৫]কত কাল শিবে সেবি আনে সুরধুনী।
হিমালয়ে ঠেকিল গঙ্গা পতিতপাবনী ॥[৫]
ঐরাবত আসিয়া দন্তের[৬] দিল ভর[৭]।
[৮]সেইপথে বহে গঙ্গা অতি খরতর ॥[৮]
[৯]ভগীরথ সঙ্গে গঙ্গা পতিতপাবনী।[৯]
মধ্যপথে লাগ পায় জাহ্নু মহামুনি ॥
তপস্যা করেন মুনিএ যোগ-ধিয়ানে।
সেই পথে গঙ্গা যান ভগীরথ সনে ॥
মুনির সামিগ্রী যত স্রোতে ভাসাইল।
গঙ্গাকে দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল ॥
বেদমন্ত্র পড়িয়া মুনি গঙ্গা কৈল পান।
গঙ্গা না দেখি ভগীরথ হৈল মৃত্যু-জ্ঞান ॥
মুনিকে দেখিয়া ভগীরথ করএ প্রণতি।
কথা গেল গঙ্গা মোরে বল মহামতি ॥
মুনি বোলে না জানি আমি গঙ্গা কুন জন।
ই কথা শুনিয়া মুনির ধরিল চরণ ॥
প্রসন্ন হইয়া মুনি জঙ্ঘা চিরিল।
সেই পথ হইতে গঙ্গা বাহির হইল ॥

জাহ্নবী নাম সেই স্থানে হৈল গঙ্গার।
সেই স্থানে হৈল গঙ্গার সহস্রেক ধার॥
সেই এক ধার চলে পাতালের মুখে।
ভগীরথের পিতৃগণ স্বর্গে যায় সুখে॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য জন্ম কহিল সকল।
ভক্তির কথা কহি আমি শুন সদাগর॥
শতেক যোজনে যেবা গঙ্গানাম বোলে।
অবশ্য গতি তার বৈকুণ্ঠমণ্ডলে॥
গঙ্গা গঙ্গা বোলিয়া যাহার প্রাণ যায়।
পুনর্ব্বার জন্ম নাই মুক্তিপদ পায়॥
গঙ্গাজলে অস্থি যার থাকে যত দিন।
স্বর্গপুরে যাঞা সেই রহে তত দিন॥
যাহার শরীরে বৈসে সুরধুনী নীর।
পাপের প্রবেশ নাই তাহার শরীর॥
দরশনে যত পুণ্য কহন না যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়॥

[১]ভজ মন গঙ্গা নারায়ণী॥
ভজমন॥ ধু॥[১]

[২]কাণ্ডারের বাক্য শুনি সাধুর নন্দন।
গঙ্গাজলে করে পিতৃলোকের তর্পণ॥[২]
[৩]নানা উপহারে গঙ্গা পূজিলেন সুখে।
ডিঙ্গা চড়িঞা যায় পাটনের মুখে॥[৩]
ঘাটদহে ঘাটেশ্বর পূজে উপহারে।
নবদ্বীপে দেখিল চৈতন্য অবতারে॥
মজিলে মজিলে সাধু যায় দিনে দিনে।
স্নান তর্পণ করে ত্রিবেণী নদী-স্থানে॥
যেখানে রহিছে গঙ্গা হৈয়া তিন ধারে।
সে দিগ বাহিয়া গঙ্গা পড়িল সাগরে॥

তার পাছে লাগ পায় কাঁকড়ার জল।
সেথানে[১] সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা হবে তল ॥
[২]কতদূর বাহিয়া পাইল শঙ্খদহ।[২]
[৩]সাধু বোলে ধনাইদহের কথা ॥
মনাই কণ্ডার কহে এই শঙ্খদহ।[৩]
[৪]সাধু বোলে মনাই শঙ্খ বন্দী করহ ॥[৪]
আছিল লোহার জাল[৫] ডিঙ্গার উপর।[৫]
[৬]জাল ফালাইয়া সাধু শঙ্খ বন্দী করে ॥[৬]
[৭]বনচরে রাখে শঙ্খ জিয়ন্তে গাড়িয়া।[৭]
[৮]খাবার কালে শঙ্খ লৈয়া যাব তুলিয়া ॥[৮]
[৯]তার পাছে লাগ পাইল নামে কড়িদহ।[৯]
[১০]সাধু বোলে মনাই ই দহের কথা কহ ॥[১০]
মনাই কণ্ডার কহে কড়িদহ নাম।
এই কড়ি পাইলে সিদ্ধ হয় সব কাম ॥
কড়িদহ বাহিয়া পাইল ভাগীরথী।
সেইথান হইতে সাধু আনন্দিত অতি ॥
যাইয়া পাইল সাধু পাটনের বাস।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ॥

ত্রিপদী ॥

বহিয়া কড়িয়া দয় মনাই কণ্ডার কয়
মন দিয়া শুন চন্দ্রপতি।
এই কোড়ি মাতাপিতা এই কোড়ি জন্মদাতা
এই কোড়ি সংসার-সংহতি ॥
[১১]এই কোড়ি রহে যার সংসারের পূজা তার
কোড়ি হেতু সব বশ ধন।[১১]
জগতমোহিনী[১২] নাম কোড়ি বড় অনুপাম
নিকড়িয়া নিষ্ফল জীবন ॥

যদি কোড়ি দিতে পারি সাজি আসে পরনারী
জাতিকুল না করে বিচার।
যার নাই কোড়িধন প্রিয় নহে পুত্রগণ
নিজ নারী না দেন শৃঙ্গার॥
কোড়ি রাখে জাতি কুল সভামধ্যে পায় ফুল
সঙ্কটে করায় পরিত্রাণ।
রাজাঘরে প্রজাঘরে সকলে আদর করে
কোড়ি হৈলে হয় মহাজ্ঞান॥
[১]যার কাছে কোড়ি আছে হাটিয়া যে হাট জাছে
বাছিয়া কিনয়ে গুয়াপান।[১]
যার কাছে কোড়ি নাই হাটিবার বল নাই
[২]শুন সাধু কোড়ির বাখান॥[২]
[৩]শুনিয়া সনাইর বাণী বানিয়ার শিরোমনি[৩]
কোড়ি হেতু করিল সন্ধান।
লোহা-জাল করে[৪] সন্ধি [৫]কোড়ি সব করে[৫] বন্দী
ভরিল ডিঙ্গার অর্দ্ধখান[৬]॥
চরমধ্যে[৭] খাদ করি [৮]সব কোড়ি থুইল[৮] ভরি
তাতে দিল গোময়[৯] গুলিয়া।
[১০]পচিয়া সড়িঞা যাবে[১০] উত্তম হইয়া রবে
যাবার কালে নইব তুলিঞা॥
কড়িয়াদহের নীর [১১]বাহি যায় ধীরে ধীর[১১]
যাঞা পায় পাটন সম্পাস।
[১২]জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগদ
শঙ্করনন্দিনী দেবীর দাস॥[১২]

[১৩]য়ে হর হর নম নম নারায়ণ হর হর নম॥ ধু॥[১৩]

নায়ের চৌরাটে বসে বানিয়া সজ্জন[১৪]।
সমুখে দেখিল সাধু দক্ষিণ পাটন॥

[১]চান্দ বোলে বাদ্য[১] বাজাঅ বাজনিয়া ।
নগরে [২]জান্থক লোক[২] বাজন শুনিঞা ॥
সাধুর[৩]আদেশে বাদ্য বাজে গণ্ডগোল ।
আশি হাজার দামা[৪] বাজএ[৫] চৌরাশি হাজার ঢোল[৬] ॥
[৭]নগরিঞা বোলে আইল হারামখোর ।[৭]
[৮]বাদ্যের শব্দে নগরতে হৈল রোল ॥
পালায় সমস্ত লোক আইল হারামখোর ।[৮]
স্ত্রী পুত্র লইঞা সভে করে গণ্ডগোল ॥
শুনিয়া পাটনপতি[৯] হৈল চমৎকার[১০] ।
[১১]সাজে চতুরঙ্গ সেনা অসংখ্য আপার ॥[১১]
নরপতি বোলে শুন কোটাল মোর বাণী ।
কি হেতু পালায় লোক তবে[১২] আইস জানি ॥
বাছিয়া বাছিয়া সঙ্গে সৈন্য লৈয়া যাও ।[১৩]
যদি হারামখোর আইসে মারিয়া খেদাও ॥
যদি কেহো আসিআছে সাধু সদাগর ।
জানিয়া আসিতে কহ নগর ভিতর ॥
চলিল কোতাল সঙ্গে লৈয়া সৈন্যগণ ।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবন ॥

শীতল কদম্বতলে বৈসনাল সোই আলো সোই ।
হিয়া রম বম কথা তোর আগে কই ॥ ধু ॥

[১৪]নিকটে চাপাহ ডিঙ্গা বোলে[১৪] সদাগর ।
সত্বরে চাপাইল ডিঙ্গা নায়ের গাবর ॥
[১৫]ঘাটে উঠি বসিল দেরী না করি ভাল ।[১৫]
সেইকালে আইল রাজার কোতাল ॥
নিশাচরে বোলে [১৬]তবে তুমি[১৬] কুন জন ।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজাঅ কিসের কারণ ॥

চান্দো বোলে গৌড়দেশের সাধু কোটীশ্বর ।
[১]পাটনে থরিদ তার আছিল বিস্তর ॥[১]
তাহার নন্দন আমি চান্দো সদাগর ।
[২]থরিদে আইল আমি তুমার নগর ॥[২]
নিশাচর বোলে বেটা রহ এই ঠাই ।
নগরে সামাও যদি রাজার দোহাই ॥
যাবৎ তুমার [৩]আমি না বুঝিয়ে মন ।[৩]
তাবৎ ডিঙ্গাতে থাক শুন মহাজন ॥
রাজাক কহিলে যদি রাজা আজ্ঞা করে ।
তবে সে আসিহ তুমি নগর ভিতরে ॥
[৪]চান্দো বোলে কোতাল তুমার আজ্ঞা পাই ।
তটতে উঠিয়া কিছু রান্ধি বাড়ি খাই ॥
সাধুর বচন শুনি বোলে নিশাচর ।
সত্বরে জানাই বার্ত্তা রাজার গোচর ॥[৪]
[৫]কোতাল বোলেন রাজা[৫] শুন নরপতি ।
[৬]এক কথা কহি রাজা কর অব্যাহতি ॥[৬]
[৭]কোতাল বোলেন রাজা শুনহ বচন ।
ঠগ টামন নহে সাধু মহাজন ॥[৭]
[৮]রাজা বোলে কোতাল কর অবধান ।
সত্বরে আনহ তাকে মোর বিদ্যমান ॥[৮]
[৯]রাজার বচন শুনি নিশাচর যায় ।
ততক্ষণে যাইয়া সাধুর লাগ পায় ॥
নিশাচর বোলে সাধু কথা শুন সদাগর ।
তুমাকে দেখিতে চাহে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥[৯]
খাও কিছু বানিয়া আনন্দ করি মন ।
সত্বরে যাইঞা কর রাজ-দরশন ॥
কিনি বেচি দ্রব্য আন হৈয়া একমন ।
সত্বরে করহ সাধু রন্ধন ভোজন ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১]সেব শম্ভু ভোলনাথ।
আর মহাদেব ।। ধু ।।

শুভক্ষণ জানিয়া আদেশ করে বানিয়া
ধনাই মনাই শুন ভাই।
নেহ কিছু মিষ্ট ফল গোটা দশ নারিকল
চল রাজ-দরশনে যাই ।।
আজ্ঞা করে চন্দ্রপতি সভে সাজে শীঘ্রগতি
ফলে মূলে বান্ধে দশ ভার।
সাধু চলে ধনেশ্বর ভেটিবারে দণ্ডধর
ধাঞা পাইল রাজার দুয়ার ।।
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ।।

[২]বোলরে বদনে বল।
কি বোল শিবের নাম ।। ধু ।।[২]

[৩]রাজার দুয়ারি রাজাক দিল জান।[৩]
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা বসিল দেওয়ান ।।
হেনকালে সভাতে আইল সদাগর।
রাজাএ আসন দিল করিয়া আদর ।।
রাজা বোলে অহে সাধু পুছি তোর নাম।
কুন দেশে থাক তুমি ইথানে কি কাম ।।[৪]
[৫]সদাগর বোলে মোর নাম চন্দ্রপতি।[৫]
[৬]চম্পলা নগরে রাজা আমার বসতি ।।[৬]
[৭]কোটীশ্বর পিতা মোর মহিমা আপার।[৭]
[৮]পাটনে আসিয়াছিল এক সাত বার ।।[৮]

[১]তাহার তনয় আমি চান্দো সদাগর ।[১]
[২]বাণিজ্যকে আসিয়াছি তুমার নগর ।।[২]
রাজা বোলে চন্দ্রপতি আমি চন্দ্রধর ।
[৩]তুমাতে আমাতে মিত্রতা হৈল সদাগর ।।[৩]
রাজার বচন শুনি চান্দো সদাগর ।
রাজার অগ্রেতে আনি দিল নারিকল ।।
রাজা বোলে বড় গোটা কহি কুন ফল ।
চন্দ্রপতি কহে রাজা এই নারিকল ।।
জল খাঞা রাজা যদি খাইবেন শাঁস ।
মন তৃপ্ত হয় আর বাই করে নাশ ।।
রাজা বোলে মিতা আজি কর পরবাস ।
প্রভাতে করিব আমি দ্রব্যের তলাস ।।
বিদায় হইয়া চলে চান্দো সদাগরে ।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ।।

[৪]কত মায়া জানলো ও মায়াধারী ।
কত মায়া জান বিষহরি ।। ধু ।।[৪]

বিদায় হইয়া চলে সাধু চন্দ্রপতি ।
[৫]মায়া করিয়া আইলা দেবী পদ্মাবতী ।।[৫]
হাতে [৬]পুস্তক নিল[৬] দৈবজ্ঞরূপ ধরি ।
রাজার সভাতে গেলা দেবী বিষহরি ।।
[৭]রাজাকে আসিঞা তবে[৭] আশীর্ব্বাদ করে ।
শুভ শুভ আনন্দ বোলিল উচ্চ স্বরে ।।
[৮]রাজা বোলে ব্রাহ্মণ পুছি তোর-নাম ।
কুন দেশে থাক তুমি এথা কিবা কাম ।।[৮]
দৈবজ্ঞ বোলেন মোর নাম শিরোমনি ।
[৯]ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন আমি গনি ।।[৯]
গণিয়া কহিতে পারি ই তিন ভুবন ।
আসিয়াছি তোর স্থানে ভিক্ষার কারন ।।

রাজা বোলে দৈবজ্ঞ বুঝিব[১] তোর গাল।[১]
[২]কি দ্রব্য পাইয়াছি আমি বোলহ সকাল ॥[২]
সত্য মিথ্যা দৈবজ্ঞ ভূমিতে অঙ্ক পাড়ে।
[৩]ক্ষেণে ক্ষেণে মুছে অঙ্ক ক্ষেণে মাথা নাড়ে ॥[৩]
[৪]গণিল উত্তম রাজা শুন লঙ্কেশ্বর।
এক সাধু আসিয়াছে তুমার নগর ॥[৪]
নানাজাতি ফলগুলি দিয়াছে আনিয়া।
তার মধ্যে বিষফল দিয়াছে বানিয়া ॥
[৫]শুনিয়া প্রলয় কথা রাজা লঙ্কেশ্বর।[৫]
কোতালকে আজ্ঞা দিল সাধু বন্দী কর ॥
[৬]রাজার আজ্ঞায়ে কোতাল সাধু বন্দী করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥[৬]

ত্রিপদী ॥[৭]

আমাকে না মার তুমি সাধুজন হই আমি
অপমান কেনে কর মোর।
যদি কথা হয় আন বধিবে আমার প্রাণ
ধন জন লইবে আমার ॥
ইহাকে বোলে নারিকল তাকে বোলে বিষফল
দৈবজ্ঞকে ডাক দিয়া আন।
কাটিয়া নারিকল তার আগে খাব ফল
দৈবজ্ঞের কাটি নাক কান ॥
যদি বা মরিব আমি ধন জন পাবে তুমি
রাজা বোলে দৈবজ্ঞকে ডাক।
দৈবজ্ঞের না পাঞা লাগ সাধু বোলে মহারাজ
তব দেশে কে আসিবে আর ॥
কোতাল বোলে নৃপতি কিছু কর অব্যাহতি
সাধুর খানিক নাই দোষ।

পদ্মায়ে সাধিলে বাদ নাই সাধুর অপরাধ
সাধুকে না কর অসন্তোষ ॥
রাজা বোলে সদাগর নারিকল খাও বরাবর
শাঁস খাঞা খাও আর পানি।
জল খাও বিদ্যমান তবে যদি বাঁচে প্রাণ
তবে আমি মিত্র বলি জানি ॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[১]শিব নাম বোলরে নর বদনে ॥ ধু ॥[১]

[২]স্নান করি বানিয়ার[২] অঙ্গে হৈল বল।
[৩]সভা বিদ্যমানে[৩] সাধু ভাঙ্গে নারিকল ॥
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করিল দুই খান।
[৪]এক স্থানে জল রাখে শাঁস আর স্থান ॥[৪]
নারিকল খাঞা সাধু গুয়াপান খায়।
বসিয়া রহিল সাধু রাজার সভায় ॥
দুই প্রহর বেলা গেল ভাল ভালে।
[৫]তৃতীয় প্রহর খাঞা হৈল সন্ধ্যাকালে ॥[৫]
দণ্ড দুই ছিল বেলা হইল অবসান।
তথাপি সাধুর তবে নাই গেল প্রাণ ॥
[৬]রাজা বোলে মিতা ক্ষেমা আমার দোষ।
পদ্মায়ে সাধিল বাদ না করিহ রোষ ॥[৬]
রাজা বোলে [৭]পাত্র মিত্র শুন মোর[৭] ভাই।
ভাঙ্গ নারিকল সবে মিলি খাই ॥
[৮]যেই মাত্র আজ্ঞা করিল লঙ্কেশ্বর।
গোটা বিশ চান্দো আনি ভাঙ্গে নারিকল ॥[৮]

সভাকে বাটিয়া দিল আনন্দিত মন।
আগে রাজা খায় পাছে খায় সর্ব্বজন[১] ॥
নারিকল খাঞা রাজা মহাস্বাদ[২] পায়।
সাধুকে প্রশংসে আর করে হায় হায় ॥
[৩]নারিকল খাঞা রাজা আনন্দিত মন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥[৩]

ত্রিপদী ॥[৪]

রাজা বোলে শুন মিত আমার করহ হিত
আনি দেহ[৫] গাছ নারিকল।[৫]
[৬]ভাবি মরি মিছা তবে খাইলে নাকি পেট ভরে
আমার দেশে রত্ন বহুমূল ॥[৬]
[৭]চান্দো বোলে অধিকারী ফল আনি দিতে পারি[৭]
গাছ নাহি আছে আমার দেশে।
[৮]নদীয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
দুটি গাছ আছে তার কাছে ॥[৮]
[৯]নদীয়া নগরে যাই শিব পূজি সেই ঠাই
ভিক্ষা পাঞাছিলাও তেই ফল।[৯]
[১০]কোটীশ্বরের পুত্র আমি বাণিজ্য করিতে জানি
আসিয়াছি তোমার নগর ॥[১০]
[১১]রাজা বোলে এই হয় তব কথা মিথ্যা নয়
বৈশ্য মিতা কেনে আছ রঞা।[১১]
[১২]জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
পাটন সাধু আনিবে ভাঙিঞা ॥[১২]

[১৩]শিব নাম বোলরে নর বদনে ॥ ধু ॥[১৩]

[১৪]রাজা বোলে শুন মিতা বানিয়া সদাগর।
তারাজু লইয়া বৈস আমার গোচর ॥[১৪]

[১]কুন দ্রব্যে অহে মিতা নিবা তুমি কি ।[১]
দ্রব্যের বদল মিতা দ্রব্য আমি দি ॥
চান্দো বোলে নারিকল করিলে কলঙ্ক ।
এক নারিকলে নিব দশ দশ শঙ্খ ॥
রাজা বোলে নারিকল যত্নে আমি নিব ।
[২]দশ শঙ্খের কার্য্য কি পঞ্চাশ শঙ্খ দিব ॥[২]
আর এক দ্রব্য মিতা আনিয়াছি শাড়ি ।
সেই দেশে অপ্রাপ্তি ইহার বড় কোড়ি ॥
নানা রঙ্গে শাড়ি আনি করিয়া যতন ।
ইহার বদল নিব পাটের বসন ॥
[৩]আর এক দ্রব্য আছে[৩] পুরাণ সুকুতা ।
ইহার বদলে নিব গজের[৪]মুকুতা ॥
[৫]আর এক দ্রব্য মিতা আনিয়াছি শণ ।
ইচ্ছা থাকে নেহ মিতা না করি যতন ॥[৫]
[৬]আর এক দ্রব্য আছে কদলির থার ।
এক ভারে বদল নিব লোন দশ ভার ॥[৬]
[৭]আর এক দ্রব্য মিতা আছে ফুলবড়ি ।
এক গুণের বদল নিব দশগুণ কোড়ি ॥[৭]
গুয়ার বদলে নিব সুয়া পক্ষীর ছায় ।
সুবর্ণ পিঞ্জরা নিব ইহার সে ফায় ॥
[৮]সানকি করুয়া আছে লক্ষ তিন চারি ।
দুইগুণে ঝারি দেহ তবে দিতে পারি ॥[৮]
হরিদ্রা সোনায়ে দিব সমান বদল ।
কস্তুরি বদলে নিব অমৃতের ফল ॥
[৯]টেটন বানিয়া তবে কথা কহে ছলে ।
অবোধ পাটনের রাজা করিল বদলে ॥[৯]
চান্দো বোলে এক কথা মনে যদি ধর ।
দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দেহ গুটি দশ বার ॥
আমার দেশে আছে ব্রাহ্মণ সকল ।
শিবের মস্তকে দেই ভাগরথীর জল ॥

রাজা বোলে মিতা অভাব আছে কি ।
যেই ইচ্ছা কর মিতা সেই আমি দি ॥
চান্দো বোলে মিতা অভাব কিছু নাই ।
যত কিছু দিতে পার তুমার বড়াই ॥
তুমার মিতিন আছে গুটি দশ বার ।
তাহার কারণে মিতা যত দিতে পার ॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দিল লঙ্কার ঈশ্বর ।
নাঅতে চাপায় দ্রব্য নায়ের গাবর ॥
বিত্ত বদল করি সাধুর আনন্দিত মন ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

[১]এ হর এ হর দিগম্বর হর নম নম ॥ ধু ॥[১]

পাটনের রাজা ভাই অবোধ গিয়ান ।
ছলে ভাড়িল ভাল বানিয়া সুজান ॥
সটির জামা ইজার পাগুড়ি বান্ধে শিরে ।
সটিময় কৈল রাজা সমস্ত শরীরে ॥
সটির জামা ইজার উপরে দিল টাট ।
তাহার উপরে বৈসে শোভে যেন ভাট ॥
নিল সাধা দিয়া সটি সিএ বিতপন ।
সটি দেখি রানী সব ব্যাকুল হৈল মন ॥
কোতালের হস্তে সটি করি এক স্থান ।
সভাকে বাটিয়া দিল দুই চারিখান ॥
শটি পহ্নি রানী সব কেশ টমকায় ।
এক রানী বোলে বড় গায় চুলুকায় ॥
চান্দো বোলে নয়া সটি নাই খায় আওস ।
অধিক না চুলুকাবে চুলুকাবে ছয় মাস ॥
সটি পহ্নিয়া রাজা বসিল সমাজে ।
চান্দোর ঘরের লেঙ্গা পাত্র মনে মনে হাসে ॥

চান্দো বোলে লেস্‌ত্যা পাত্র হাস কেনে তরা ।
সড়ি পত্তি বসি আছে সাক্ষাতে লঙ্কা-পড়া ॥
দ্রব্য বদল করি সাধুর আনন্দিত মন ।
বাসাতে যাইয়া সাধু করিল শয়ন ॥
সেই দেশে তথা সাধু করে পরবাস ।
জগতজ্জীবন গায় মনসার দাস ॥

[১]শীতল কদম্বতলে বৈসনাল সোই আলো সোই ।[১]
হিয়া রমবম কথা তোর আগে কই ॥ ধু ॥

শয়ন করিয়া রহে চান্দো অধিকারী ।
সনারূপে সপন দেখান বিষহরি ॥
সপন দেখিয়া চান্দোর স্থির নহে মন ।
রাজাকে মিনতি সাধু করিল গমন ॥
সে স্থান হইতে চলে চান্দো সদাগর ।
যাইয়া পাইল যথা রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
করহ বিদায় মিতা করহ বিদায় ।
কামিনী অভাবে মোর প্রাণ লৈয়া যায় ॥
রাজা বোলে মিতা তুমি যাবে নিজ দেশ ।
আমার কারণে মিতা আনিহ সন্দেশ ॥
পঠাঅ না পঠাঅ মিতা আর কুন ফল ।
যতন করিয়া মিতা পঠাবে নারিকল ॥
নারিকল পঠাবে মিতা করিয়া যতন ।
যত ধন লাগে মিতা দিব ততক্ষণ ॥
রাজার সাক্ষাত সাধু হইল বিদায় ।
শীঘ্রগতি করিয়া সাধু চম্পলাতে যায় ॥
ডিঙ্গার উপরে শিব পূজে মহাসুখে ।
ডিঙ্গাতে চড়িয়া চলে চম্পালির মুখে ॥
সেইকালে আজ্ঞা করিল সাধু চন্দ্রপতি ।
কাণ্ডারী কাণ্ডার ধরিল শীঘ্রগতি ॥

নানা জাতি বাদ্য বাজে শঙ্খ আর সিংহা।
কড়িদহে উত্তরিল সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা ॥
পোতা কোড়ি আনি সাধু ডিঙ্গাতে চাপায়।
আনন্দ হইয়া সাধু চম্পলাতে যায় ॥
শঙ্খদহ যায়া তবে পাইল বানিঞা।
তুলিয়া নিলেন সাধু উত্তম জানিঞা ॥
তার পরে যায়া সাধু কাকড়াদহ পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

শ্যামারূপ লাগ্যাছে মরমে ভাবিতে রসের তনু ঝারা ॥ ধু ॥

তার পাছে যাঞা পাইল কাঁকড়ার জল।
যাহাতে সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা হৈল তল ॥
তার পাছে যাঞা পাইল কাঁকড়া-মোহিনি।
শিরেতে বন্দিঞা সাধু চুমুকে খায় পানি ॥
কাঁকড়ার জলে সাধু হইল উপস্থিত।
হেনকালে পদ্মাবতী হইল চমকিত ॥
ভাল মায়া করে দেবী বিবাদী ব্রহ্মাণী।
[১]ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা কাঁকড়ার পানি ॥[১]
পদ্মা বলে নেতা দিদি কি করি উপায়।
পাটন ভাঙ্গিয়া সাধু চম্পলাতে[২] যায় ॥
সুখে যদি বানিয়া আনন্দে [৩]চলি যায়[৩]।
[৪]নহিবে আমার পূজা কি করি উপায় ॥[৪]
নেতেলাএ বলে যুক্তি শুন[৫] পদ্মাবতী।
কাঁকড়ার জলে মায়া কর শীঘ্রগতি ॥
যত নদীগণে ডাক উনপঞ্চাশ পবন।
ডাকহ [৬]মহাহনুমান পবননন্দন[৬] ॥
কাঁকড়ার জলে যদি বোহিত ডুবাই।
তবে সে চান্দের হাতে ফুলজল পাই ॥

নেতার বচনে পদ্মা [১]চলিল সত্বরে ।[১]
[২]নদনদী যত মেঘ স্মরণ সে করে ॥[২]
[৩]প্রণাম করিল সভে জোর হস্ত করি ।[৩]
কি কারণে [৪]স্মরণ করিলে বিষহরি ॥[৪]
পদ্মা বলে মেঘগণ তাম্বুল ধর খাও ।
কাঁকড়ার জলে সাধুর বোহিত ডুবাও ॥
[৫]মনসার আজ্ঞায়[৫] চলিল যতেক মেঘগণ ।
রচিল পাঞ্চালি [৬]পদ্মার বরে জগতজীবন ।।[৬]

আজিরে কালিআ মেঘ কৈল অন্ধকার ।
চলিতে না পারে কেহো তনু আপুনার ॥ ধু ।।[৭]

পদ্মার [৮]আদেশ পাঞা চলে মেঘগণ ।[৮]
কাঁকড়ার জলে চলে ঝড় বরিষণ ।।
আবর্ত্ত সামর্ত্ত মেঘ দ্রোণ পুষ্কর ।
[৯]মুষল ধারে জল পড়ে ঢোল পাথর ।।[৯]
বরিষে পাণ্ডুর মেঘ [১০]বড় বড় ধারে ।
সপ্ত সিন্ধু শুথাঞা থাকে ভরি দিতে পারে ।।[১০]
[১১]বরিষে ছাড়িয়া মেঘ বড় বড় ধার ।
হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ গর্জ্জন আপার ।।[১১]
যত নদনদীগণ আছে মহীতলে ।
পদ্মার আদেশে গেল কাঁকড়ার জলে ।।
ব্রহ্মপুত্র দামোদর গঙ্গা ভাগীরথী ।
সরযূ নর্ম্মদা গোদাবরী সরস্বতী[১২] ।।
কালিন্দী কাবেরী[১৩] গণ্ডকী পদ্মা যায় ।
কম্ম নাশা গদাধর শুন মহাশয় ॥
করতোয়া যমুনা চলে[১৪] মানগড়া সতী ।।
[১৫]পুনর্ভবা আত্রাই ধবলা আর পাঙ্গা ।[১৫]
[১৬]ত্রিস্রুতা মালিকি চলে আর ব্রহ্মকুণ্ডা ।।[১৬]

[১]চলে খরতর স্রোতে ধবলা আত্রাই।[১]
[২]জটধগা তরসা পাড়ুয়া মালসাই ॥[২]
চলিল সনক নদী জল পাড়ে ডাক।
[৩]অস্থির টাঙ্গিল চলে[৩] ডিঙ্গা ডুবাবাক ॥
কাঁকড়ার জলে যত নদী হৈল জড়।
হুলুস্থুল হৈল পানি বেগ হৈল বড় ॥
[৪]উনপঞ্চাশ মেঘ লাগল চতুষ্পার্শে।
তাহাক দেখিয়া চান্দো কম্পিত তরাসে ॥[৪]
[৫]উর্দ্ধ বাহু করি স্তুতি করে সদাগরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥[৫]

[৬]কাণ্ডার বিদেশেরে আরে ও কাণ্ডার ভাই
বিদেশেরে ॥ ধু ॥[৬]

[৭]ভয় পাইল সদাগর ডিঙ্গার উপরে।
রক্ষা কর সুরধনী গঙ্গাকে স্তুতি করে ॥[৭]
শিবের মস্তকে দেবী তুমার নিবাস।
সঙ্কটে উদ্ধার কর আমি তব দাস ॥
[৮]সনকা করিল মানা না শুনিলাম কানে।
পড়িলাম পদ্মার হাতে গেল ধনে প্রাণে ॥[৮]
ই ঝড় বাতাসে টলমল প্রাণ করে।
ভয় পায়া সদাগর নায়ের চৌরাটে ॥
ডুবুডুবু করে বোহিত জলের উপর।
রক্ষা কর সুরধনী বোলে সদাগর ॥
সদাগর কান্দে তবে মাথে হাত দিয়া।
বাঙ্গাল সব কান্দে নৌকাতে পড়িয়া ॥
হায় হায় করিয়া বাঙ্গাল করে আত্মঘাতী।
আর না দেখিব আমরা আপনা বসতি ॥
দেশে মৈল পুত্রকন্যা আমি নাহি জানি।
বাঙ্গাল সকলে ভাই করে কানাকানি ॥

এক বাঙ্গাল কান্দে কিবা না হইল।
কাল গোরা দুইটি স্ত্রী দেশেতে রহিল॥
নৌকাতে আইলাম আমি উপার্জ্জন আশে।
লাভকে হইবে প্রাণ হারাইলাম বিদেশে॥
এক বাঙ্গাল কান্দে তবে মা মা বলিয়া।
আমার মাঅ আছে পরের দাসী হইয়া॥
উপায় করিয়া আমি যাবো নিজ দেশে।
মায়ে পোয়ে একত্রে করিব গৃহবাসে॥
বিদেশে মরিলাম আমি মায়ের কিবা গতি।
আর না দেখিব ভাই আপনা বসতি॥
এক বাঙ্গাল কান্দে তোরা শুন ভাই সব।
আমার গৃহের কথা বড় অসম্ভব॥
বিবাহ করিলাম আমি মনের হরিষে।
নৌকাতে চড়িয়া আমি আইলাম প্রবাসে॥
আর না যাইব আমি আপন ভবন।
এইথানে আজি আমি হারাইলাঙ জীবন॥
এক বাঙ্গাল কান্দে মাথে হাত দিয়া।
বৃদ্ধ মাতাপিতা আছে পথপানে চায়া॥
পুত্র আসিবেক মোর সদাগরের সঙ্গে।
পুত্র সঙ্গে অন্নবস্ত্র থাব নানা রঙ্গে॥
বিদেশে পড়িয়া আমার যাইছে পরাণ।
মোর পিতামাতাকে কেবা দিবে জ্ঞান॥
গলাগলি ধরি বাঙ্গাল করিছে রোল।
সাধুর নৌকাতে উঠিল গণ্ডগোল॥
ভাঙ্গিল নৌকার ঘর হৈল লণ্ডভণ্ড।
দাঁড়ির হাতের দাঁড় হৈল খণ্ড খণ্ড॥
নৌকার মাঝি বোলে শুন সব ভাই।
নৌকা ছাড়িয়া তবে আমরা পালাই॥
এই সব যুক্তি দাঁড়ি করিতে লাগিল।
চক্ষু মেলি সাগরের তরঙ্গ দেখিল॥

মনসার পাদপদ্মে করি আরাধন।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবন ॥

ভাই কণ্ডার হে বিদেশে আসিয়া প্রাণ গেল
আর প্রাণ বাঁচে নারে ॥ ধু ॥

উপরে বাতাস বহে তলে বহে জল।
[1]পর্ব্বত-সমান ডিঙ্গা তবু নহে তল ॥[1]
রথে থাকি পদ্মাবতী করে হায় হায়।
কিমতে ডুবিবে ডিঙ্গা না দেখি উপায় ॥
হনুমান বলি পদ্মা করিল স্মরণ।
তপস্যাতে ছিল বীর জানিল তখন ॥
সেইক্ষণে আইল বীর পদ্মার স্মরণে।
প্রণাম করিল বীর পদ্মার চরণে ॥
পদ্মা বলে হনুমান তাম্বুল ধর খাও।
[2]সত্বরে ডুবাহ তুমি সাধুর চৌদ্দ নাও ॥[2]
[3]ততক্ষণে যায়া হনু[3] গায়ে দিল বল।
[4]সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা সমস্ত কৈল তল ॥[4]
[5]ধনাই ডুবিল আর মনাই কাণ্ডারী।
শিরে হাত দিয়া কান্দে চান্দো অধিকারী ॥[5]
পদ্মা বলে সাগর বচন শুন ভাই।
[6]চান্দোর চৌদ্দ বুহিত রহক তুমার ঠাই ॥[6]
ভাণ্ডারী কাণ্ডারী যত গাভরিয়াগণে।
প্রাণে না মারিহ তাকে রাখিহ যতনে ॥
বিবাদ সাধিলে ইহার হইবে তলাস।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ॥

এমন দয়াল কেবা আছেরে।
বিদেশে বিপাকে প্রাণ যায়রে ॥ ধু ॥

জলের উপরে চান্দো টেপা মাছ ভাসে।
রথের উপরে পদ্মা মনে মনে হাসে ॥
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে ক্ষণে তল যায়।
ঢোকে ঢোকে পানি খায় চক্ষু উলুটায় ॥
পদ্মা বলে বানিঞা ডুবিয়া যদি মরে।
[১]কি সর্ত্তে পাইব পূজা পৃথিবী-ভিতরে ॥[১]
পদ্মা বলে [২]সাগর দাদা মোর বাক্য রাখ।[২]
প্রাণে না মারিহ মোর গন্ধবানিঞাক ॥
[৩]যেইমাত্র শুনে কথা যতেক সাগর।
উপরে চাপায় গিয়া চান্দো সদাগর ॥[৩]
[৪]ঘাটেতে উঠিয়া[৪] চান্দো মাথা কৈল[৫] হেট।
পানি খাইঞা হইল তার হাড়ি হেন পেট ॥
[৬]ব্রাহ্মণী-মূরতি পদ্মা হৈল সেই ঠাই।[৬]
কি কারণে এত দুঃখ[৭] বানিঞা গোসাঞি ॥
[৮]ব্রাহ্মণী বোলেন সাধু পুছি তব নাম।
কুন দেশে থাক তুমি হেথা কিবা কাম ॥[৮]
[৯]চান্দো বোলে শুন মোর নাম চন্দ্রপতি।
চম্পালি নগরে মাগো আমার বসতি ॥
সপ্তদিন উপবাসী মুখে নাহি রাঅ।
চম্পলাকে কুন পথে যাবো বৃদ্ধ মাঅ ॥[৯]
বৃদ্ধা বলে প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।
[১০]রন্ধন করিয়া সাধু ভোজন আগে কর ॥[১০]
[১১]বাহিগুার হাডি আন সাগরের পানি।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘস সাধু জলিবে আগুনি ॥[১১]
[১২]সেই সব দ্রব্য আনে চান্দো সদাগর।
রন্ধন করিল সাধু ঘাটের উপর ॥[১২]
[১৩]রন্ধন করিয়া সাধু বিছাইল পাত।[১৩]
কাগরূপে পদ্মাবতী বর্জ্জিলেক তাত ॥
শিব শিব বোলি চান্দো উঠিল সত্বর[১৪]।
হাতে লাঠি করিয়া চলিল সদাগর ॥

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

[১]ও রাম রাম বোল বদন ভরিয়ে।
তরিবে শমনদায় ওরে॥ ধু॥[১]

হাতে লাঠি করিয়া চলিল সদাগর।
সেই পথে পড়ে হাট শ্রীগোলানগর॥
ভার থুইয়া কুম্ভকার চাহি ফিরে ভারী।
[২]তার আগে দিয়া চলে[২] চান্দো অধিকারী॥
কুম্ভকার বোলে [৩]বৃদ্ধ নিতে পার ভার।[৩]
চারিপণ কোড়ি [৪]দিব মজুরি তুমার[৪]॥
চান্দো বোলে [৫]আগে যদি মজুরি আমি পাই[৫]।
প্রাণ রাখি [৬]হাটে আগে কিছু কিনি খাই[৬]॥
[৭]চারিপণ কোড়ি চান্দো ধুতিত করি বান্ধে।[৭]
শিব শিব বলি চান্দো ভার নিল কান্ধে॥
ভার লৈয়া চান্দো তবে কত দূর যায়।
[৮]সেই স্থানে পদ্মাবতী ব্যাঘ্র হৈয়া চায়॥[৮]
[৯]চমকি ফিরায়া লেঞ্জ মাথার উপরে।
আন্দোল করিয়া ব্যাঘ্র মহাশব্দ করে॥[৯]
[১০]আছাড়ে পড়িল চান্দো ভাঙ্গে সব হাড়ি।
চান্দোর মস্তকে মারে পজ্যারের বাড়ি॥[১০]
[১১]মজুরি সমেত তার কাঢ়ি নিল ধুতি।
দিগম্বর হৈয়া চলে সাধু চন্দ্রপতি॥[১১]
[১২]সেথান হইতে চলে গায়ে দিয়া বল॥
শ্রীগোলার হাটে যায়া পাইল তরুতল॥[১২]
সেক করিয়া ছাল পরিধান করে।
[১৩]হাটত লাগিঞা সাধু যায় ধীরে ধীরে॥[১৩]
দৈবজ্ঞ-মূরতি পদ্মা হৈল সেই কালে।
হাটতে বসিয়া আছে রাজার কোতালে॥

দৈবজ্ঞ বোলেন কোতাল কথা শুন মোর।
তুমার হাটে আসিয়াছে এক বেটা চোর।।
যেইমাত্র শুনে কোতাল এতেক বচন।
চোর ধরিতে কোতাল করিল গমন।।
কেহ বোলে মার মার কেহ বোলে ধর।
কান্ধে করি লৈয়া যাব রাজার গোচর।।
দৈবজ্ঞ বোলেন কোতাল কর অব্যাহতি।
প্রাণে না মারিহ ইহাক করিহ দুর্গতি।।
নাপিত আনিয়া মুড়াও মাথার চুলি।
নগরিয়া মেলি দেহ মুখে চুণ কালি।।
গলা ধরি দৌড়াহ পশ্চাতে বাজাঅ ঢোল।
চুলমুড়া মাথাতে ঢালি দেহ ঘোল।।
শুনিল কোতাল যদি দৈবজ্ঞের বোল।
মস্তক মুড়িয়া তার ঢালি দিল ঘোল।।
ঢোল ফিরাইয়া বাহির করিল নগরে।
কান্দি কান্দি যায় চান্দো সদাগরে।।
অভিমানে হৈয়া সাধু করিল গমন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন।।

ও দারুণ বিধাতারে, কত দুঃখ লিখিছ কপালে॥ ধু॥

মাথে হাত দিয়া কান্দে চান্দো অধিকারী।
বিবাদ সাধিলে পদ্মা ঢেমনাভাতারী।।
সনকায়ে দিল বাধা না করিনু মন।
হেলায়ে না শুনিনু পণ্ডিতের বচন।।
সেখান হইতে চান্দো করিল গমন।
যাইয়া পাইল চান্দো আপনা ভুবন।।
লুকায়া রহিল চান্দো মাছির ভিতর।
শয়ন করিয়া আছে সনকাসুন্দরী।
শিয়রে সপন দেখায় দেবী বিষহরি।।

পদ্মা বলে অহে সনা কথা মোর ধর।
তুমার ঘরের মধ্যে সামাইছে চোব ।।
স্বপন দেখায়া পদ্মা করিল গমন।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল সনা পাইল চেতন ।।
সনা বোলে অহে বধূ কথা শুন মোর।
মাছির ভিতরে নাকি সান্ধায়াছে চোর ।।
প্রদীপ জ্বালায়া বধূ করে লড়ালড়ি।
চড় চাপড় মারে উপাড়ায় দাড়ি ।।
হাহাকার করি কান্দে চান্দো অধিকারী।
না মার না মার মোরে সনকাসুন্দরী ।।
অঙ্গীকারে না শুনাঙ গুরুজনার ডাক।
সে সকল কথা এবে ফলিল আমাক ।।
মায়ায়ে করিলে পদ্মা মস্তক মুণ্ডন।
সাগরে ডুবিল মোর চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন ।।
সনা বোলে ঘরে আইলে মোর শিরোমণি।
মরুক যায়া ধন জন তুমার নিছনি ।।
যত্ন করিয়া নৈল পুরীর ভিতরে।
তপ্ত তৈল করিয়া বৈসায় তার শিরে ।।
স্নান করিয়া সাধু পহ্রিল বসন।
ভোজন করিয়া সাধু করিল শয়ন ।।
এই মতে রহে সাধু চম্পলা-ভুবনে।[১]
হেনকালে পদ্মার পড়িয়া গেল মনে ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

[২]কান্দে পদ্মালো অঝোর নয়ানে ।। ধু ।।[২]

কি বুদ্ধি করিবো বোলো মন্ত্রী নেতাই।
কেমতে চান্দোর হস্তে ফুলজল পাই ।।

ছয় পুত্র মারিলু ধনজন কৈনু হানি।
তথাপি না পূজে চান্দো [১]সদাই বোলে কানি ॥[১]
মস্তক মুড়ায়্যা দিলু অনেক যন্ত্রণা।
তথাপি না পূজে চান্দো কাক [২]বিমন্ত্রণা[২] ॥
নেতা বোলে যাও পদ্মা চম্পলা নগর।
ধন্বন্তরিরূপে সনাক দেহ বর[৩] ॥
ঊষা অনিরুদ্ধ আন [৪]যাইয়া ইন্দ্র[৪]-ঠাই।
সনকার গর্ভে হবে[৫] দুর্লভ নখাই ॥
মেনকার গর্ভে হবে[৬] বেহুলা সুন্দরী।
তবে সে সাধিবে বাদ শুন বিষহরি ॥
চম্পলাতে আইল ওঝা ধন্বন্তরি।
বর মাঙ্গ নগরিয়া বর দেয় গুণি ॥
চান্দোর ঘরণী সনা আইলেন শুনি ॥
সনকায়ে বোলে ওঝা কর অবধান।
এ দেব [৭]সেবিলে পাই কিবা [৭] বর দান ॥
ওঝা বোলে দেবতার[৮] মহিমা অদ্ভুত।
অন্ধজনে চক্ষু পায় হাপুত্রির[৯] পুত ॥
সনা বোলে বাপু মোকে দেহ পুত্রবর।
পুত্র হৈলে হয় যেন অজর অমর ॥
ধন্বন্তরি বোলে সনা পুত্রবর লেহ।
মনসা দেবীকে যায়্যা পুষ্পপানি[১০] দেহ ॥
না কর পদ্মার পূজা যদি[১১] অভিমানে।
বিভারাত্রিতে পুত্র রাখিহ সাবধানে[১২] ॥
সনা বোলে [১৩]প্রতিজ্ঞা ইহার নাই ভয়[১৩]।
না দিব পুত্রকে বিভা কহিল নিশ্চয় ॥
বর পায়্যা সনকা চলিয়া যায় ঘরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

বর দিয়া বিষহরি আইলেন শীঘ্র করি।
[১৪]হিঙ্গুলা-মন্দিরে[১৪] পদ্মা সাজে।

[1]বস্ত্র কৈল[1] পরিধান [2]গায়ে নানা[2] অভরণ
সাক্ষাৎ করিতে ইন্দ্ররাজে ॥
[3]শঙ্খনীর শঙ্খ হাতে কঙ্কানীর কঙ্কণ তাতে[3]
খোপার উপরে খোপাতুলি।
দোয়-মু্ঁহা উন্মটি করে[4] বান্ধিয়া বাহুটি পদ্মে[5]
চকরিয়া হৃদের কাচুলি ॥
[6]বঙ্করাজ হয় বঙ্ক[6] নপুর করে ঝকঝঙ্ক[7]
[8]অঞ্জনিয়া নয়ানে অঞ্জন।[8]
খেড়ুয়া সর্পের তার ভেমটিয়া পদ্মে[9] হার
কুণ্ডলিয়া কর্ণের কুণ্ডল ॥
ডাঁড়াসি হাতের লাঠী বড়া বসিবার পাটি[10]
ধামনা করিল[11] জলঝারি।
রথের উপরে ঘর সর্পগণ মনোহর
[12]শোভে নানা গায়ে[12] সারি সারি ॥
শুভক্ষণে চড়ি রথে [13]অষ্টহংস বহে মাথে[13]
সত্বরে চলিল যাত্রা করি।
দেবতার [14]সঙ্গে মাঝে[14] বসি আছে দেবরাজে
[15]সেইখানে গেল বিষহরি ॥[15]
করিয়া[16] সম্পুট কর স্তুতি করে পুরন্দর
বসাইল বিচিত্র আসনে।
ইন্দ্র বোলে পদ্মাবতী [17]আইলে কেনে[17] শীঘ্রগতি
এথা আছে কুন প্রয়োজনে ॥
বড়ই চঞ্চল চিত্ত[18] মোর ভাগ্যে উপস্থিত[19]
[20]বোল যত আছে[20] বিবরণ।
পদ্মা বোলে শচীপতি নটী আন শীঘ্রগতি
নাচন দেখিতে হয় মন ॥
পদ্মা বোলে মোর[21] দেশে চান্দো সদাগর বৈসে
[22]মোর পূজা সেই করে বাদ।[22]
উষা অনিরুদ্ধ আর পুত্র বধূ কর তার
তবে সে সাধিতে পারি বাদ ॥

[১]ইন্দ্র বোলে কহি ধার্য্য ই বড় বিষম কার্য্য[১]
অপরাধী নহে দুইজন।
নাই করে কুন দোষ কে মতে করিব রোষ
পাঠাইব এ মর্ত্ত্য-ভুবন ।।
শঙ্করনন্দিনী বোলে ডাকহ নৃত্যের ছলে
নৃত্য করুক [২]দেবতার আগে।[২]
তালভঙ্গ পায়্যা[৩] ছিদ্র অভিশাপ কর[৪] ইন্দ্র
জনম হউক মর্ত্ত্যভাগে ।।
ইন্দ্র বোলে পদ্মাবতী কিছু কর অব্যাহতি
ডাকিয়া আসুক দুইজন।
[৫]সপনে পাইয়া গীত রচিলেন সুললিত
দ্বিজ কবি জগতজীবন ।।[৫]

ইন্দ্র বোলে মাতুলী শুনহ বচন।
সত্বরে ডাকিয়া আন অপস্বরাগণ ।।
ইন্দ্রের বচনে মাতুলী চলিল সত্বর।
যাইয়া পাইয়া গিয়া অমরানগর ।।
লেহ লেহ অহে কন্যা নৃত্য-অভরণ।
তুমাকে তলব করে সহস্রলোচন ।।
উষা বোলে নৃত্য করি আসু একবার।
ফিরিয়া তলব করে কেমন বিচার ।।
দেবের কপট মায়া নানা বুদ্ধি করে[৬]।
ক্রোধ করি শাপ দিঞা পঠাবে মহীতলে ।।
[৭]উষার বচনে বালা বোলে কোপ করি।
অবশ্য যাইব রামা শুনহ সুন্দরী ।।[৭]
[৮]স্বামীর বচনে উষা চলিল সত্বরে।
শুভক্ষণে যাত্রা করে বসিয়া মন্দিরে ।।[৮]
দক্ষিণ লোচন নাচে [৯]স্বর নহে[৯] ভাল।
চরণে উঝটি লাগে মাথে লাগে চাল ।।

বামে সর্প দক্ষিণে শৃগালী* রঞা[১] ডাকে।
সগুনি গৃধিনী শিরে[২] ফিরে ঘন পাকে।।
স্থানে স্থানে [৩]বিদ্যাধরী দেখে অমঙ্গল।[৩]
জগতজীবন [৪]গায় সুন্দরী[৪] বিকল।।

নানা অমঙ্গল দেখি চিন্তা করে শশিমুখী[৫]
[৬]ধরি বোলে[৬] স্বামীর চরণ।
যাত্রা প্রভু নহে ভাল মস্তকে ঠেকিল চাল
[৭]দক্ষিন চক্ষ নাচে[৭] সর্ব্বক্ষণ।।
নাকে না পাইলাম স্বর প্রাণ[৮] কাঁপে থরথর
দক্ষিণে শৃগাল বামে সাপ।
সগুনি গৃধিনী শিরে সদাই আসিয়া ফিরে
অবশ্য পাইব মনস্তাপ।।
বিষহরি বাদেশ্বরী[৯] কথা বা বিবাদ করি
আসিয়াছে দেবতার আগে।
না জানি বিধির[১০] বাদ করে কুন পরমাদ
এই মনে বড় ভয় লাগে।।
বোলে বালা[১১] ক্রোধ করি কেন কান্দ বিদ্যাধরী
কি করিতে পারে অমঙ্গল[১২]।
[১৩]কপালের লিখন খণ্ডাইবে কুন জন[১৩]
অবশ্য ফলিবে সেই ফল।।
ঊষা বোলে প্রাণপতি কিছু কর অব্যাহতি[১৪]
পূজা করি গৌরীর চরণ।
মনসার পায়া বর গীত অতি মনোহর
বিরচিল জগতজীবন।।

---

* পাঠ—শ্রীকালী

[১]মোরে দয়া কর নারায়ণী ।। ধু ।।[১]

ফিরিয়া [২]প্রবেশে ঘর বাণের[২] কুমারী ।
বিধিমত স্থাপিলেন [৩]পূর্ণ ঘটবারি ।।[৩]
একমনে বিদ্যাধরী করে অবধান ।
[৪]সিংহপৃষ্ঠে পার্ব্বতীর নড়িল আসন ।।[৪]
সেইকালে অন্তরে জানিল পদ্মাবতী ।
পার্ব্বতীদেবীর স্থানে চলে শীঘ্রগতি ।।
পদ্মা বোলে [৫]দুর্গা মায়[৫] মোর মাথা খাও ।
আজি যদি উষার পূজার স্থানে যাও ।।
শুনিল জগতমাতা পদ্মার বচন ।
উষার পূজাতে[৬] দেবী না কৈল গমন ।।
[৭]অসন্তোষে স্বামীকে জানায় বিনোদিনী ।[৭]
[৮]নহিল সদয় মোকে দেবী কাত্যায়নী ।।[৮]
বালা বোলে বিলম্বের নাই প্রয়োজন ।
সত্বরে সাক্ষাৎ করি সহস্রলোচন ।।[৯]
[৯]চলিল সুন্দরী কন্যা হইয়া মনদুঃখ ।
সত্বরে চলিয়া যায় ইন্দ্রের সমুখ ।।
ইন্দ্রের সাক্ষাত যায়া নমস্কার করে ।
ইন্দ্রের আদেশ হৈল নৃত্য করিবারে ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদচন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

[১০]মোরে দয়া কর নারায়ণী ।। ধু ।।[১০]

আনন্দে[১১] সুন্দরী উষা[১২] করে নানা বেশ ।
[১৩]নাচিব দেবের আগে ইন্দ্রের আদেশ ।।[১৩]
বান্ধিল নটন উষা করি সমতুল ।
মাথায়ে মুকুট শোভে কর্ণে কর্ণফুল ।।
কনক কঙ্কণ [১৪]করে বাহুতে কেজুর ।[১৪]
নয়ানে কজ্জল পরে সীমন্তে সিন্দূর ।।

[১]আঙ্গুলে অঙ্গুরি পায়ে বাজন্ত নপুর ।[১]
হিয়ায়ে কাচুলি পহ্রে বাহুতে কেজুর ।।
ক্ষীরোদ-অম্বর পহ্রে উষা বিনোদিনী ।
[২]উপর অঙ্গেতে দিল কুসুম উঢ়নি ।।[২]
তার পাছে বেশ করে কামের নন্দন ।
সর্ব্বাঙ্গে [৩]পহ্রিল বালা[৩] কস্তুরী চন্দন ।।
নৃত্য করিবার বালা মনে অনুরাগ ।
মস্তক উপরে বান্ধে মণিরাজ[৪] পাগ ।।
মকর কুণ্ডল দুই [৫]গণ্ডস্থানে দোলে ।[৫]
[৬]মস্তক উপর মালা[৬] পারিজাত ফুলে ।।
পরিধান করে বালা বিচিত্র বসন ।
[৭]ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করে দুই জন ।।[৭]
নৃত্য করে বিদ্যাধরী নানা মত ছন্দে ।
পদ্মাবতী সহিতে ইন্দ্রের সভা বন্দে ।।
নৃত্য করে বিদ্যাধরী ভুবনমোহিনী ।
[৮]পাষণ্ড পাতিল[৮] তাতে শঙ্করনন্দিনী ।।
[৯]সভামধ্যে[৯] বিদ্যাধরী নৃত্য করে ভাল ।
পদ্মার চক্কারে তার [১০]ভঙ্গ হৈল তাল[১০] ।।
অনিরুদ্ধ নৃত্য করে বিবিধ বিধান ।
মোহিনী মূরতি পদ্মা [১১]করিল সন্ধান[১১] ।।
হৃদয়ে হইল বালার [১২]মদনতরঙ্গ[১২] ।
চাহিতে পদ্মার দিগে[১৩] তাল হৈল ভঙ্গ ।।
ইন্দ্র বোলে তোরা মোকে দিলে মনস্তাপ ।
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া দিনু অভিশাপ ।।
চম্পলা নগরে চান্দো বানিয়াকুমার[১৪] ।
[১৫]সনকার গর্ভে বালা জনম তুমার ।।[১৫]
[১৬]বাপ বাছো সদাগর মেনকা উদরে ।
জন্মিবে সুন্দরী উষা উজানী নগরে ।।[১৬]
মনুষ্যের গৃহে হইবে তুমাদের জন্ম ।
[১৭]জন্মিয়া করিবে তোরা মনুষ্যের কর্ম্ম ।।[১৭]

ক্ষেম অপরাধ দোষ ক্ষেম একবার ।
আমি সেবকিনী তুমার সেবক কুমার ॥
উষা বোলে ইন্দ্ররাজ না করিহ রোষ ।
পদ্মায়ে ছলিল প্রভু আমার কি দোষ ॥
মর্ত্যতে গেলাঙ প্রভু বার তিন চারি ।
[২]গর্ব্ভের যন্ত্রণা দুঃখ[২] সহিতে না পারি ॥
[৩]হেন শাপ গোসাঞি[৩] রহি এহি ঠাঁই ।
তুমার চরণ প্রভু দেখিবারে পাই ॥
ইন্দ্র বোলে বিদ্যাধরী দুঃখ কেন কর ।
বার বৎসর [৪]অবশ্য থাকিবে নর[৪]-ঘর ॥
সাধিয়া পদ্মার বাদ না থাকিবে আর ।
রথ দিয়া সত্বরে আনিব আর বার ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের মুখে নিষ্ঠুর বচন ।
পদ্মা সম্ভাষিয়া উষা কি বলে বচন ॥
উষা বোলে পদ্মাবতী ধরি দুই পাও ।
[৫]কি কারণে আমাদিগে[৫] মর্ত্ত্যে লইয়া যাও ॥
বিবাদ সাধিতে কুন করহ মন্ত্রণা ।
না দিহ আমাকে আর গর্ব্ভের যন্ত্রণা ॥
পদ্মা বোলে উষা না করিহ ডর ।
[৬]বিবাদ সাধায়া তুমি আসিহ সত্বর ॥[৬]
উষা বোলে সত্য সত্য কর তিনবার ।
সঙ্কটে সদয় হৈয়া করিবে উদ্ধার ॥
পদ্মা বোলে সত্য সত্য বোলিলাম বচন ।
সঙ্কটে [৭]রাখিব তুমাক করিয়া যতন ॥[৭]
[৮]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[৮]

[৯]মোরে দয়া কর দক্ষসুতা দশভুজ ধরি গো মা ॥ ধু ॥[৯]

কান্দে বিদ্যাধরী স্বামীর ধরিয়া চরণ ।
অবশ্য যাইব প্রভু মনুষ্যভুবন ॥

পাষণ্ডী মনসার প্রভু বিষম মন্ত্রণা[১]।
খণ্ডন না যায় আর গর্ভের যন্ত্রণা ॥
[২]নিবেদন করি প্রভু এহি বড় দুঃখ।[২]
না জানি কত দিনে দেখিব তুমার মুখ ॥
[৩]ছাড় ছাড় প্রভু স্বর্গপুরের আশা।[৩]
বিবাদ সাধিতে লৈল[৪] পাষণ্ডী মনসা ॥
[৫]শুন শুন অহে প্রিয়া বাণের কুমারী।[৫]
অবশ্য যাইব প্রিয়া মনুষ্যের পুরী ॥
[৬]খণ্ডন না যায় উষা কপালের লেখা।
না জানি ফিরিয়া কত দিনে হবে দেখা ॥[৬]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

আরে আমার মন মন-ও দুর্গা দুর্গা বোলো রে ॥ ধু ॥

বিলম্ব না কর উষা [৭]বাণের কুমারী।[৭]
[৮]শুনিলে ক্রোধিত হবে ইন্দ্র অধিকারী ॥[৮]
বচন লঙ্ঘিলে ইন্দ্র পাবে মনস্তাপ।
পুনরপি করিবে[৯] দারুণ অভিশাপ ॥
করিবেক অভিশাপ[১০]মহাক্রোধ মনে।
পশুপক্ষী-জনম হইবে মহাবনে[১১]॥
উষা বোলে [১২]খানিক রহিঅ পদ্মাবতী।[১২]
তিলেক পূজা করি আমি [১৩]হরের যুবতী ॥
হরের যুবতী পূজা করে বিদ্যাধরী।
[১৪]সম্মুখে স্থাপন করে পূর্ণ ঘটবারি ॥[১৪]
খসায়া দিলেন উষা [১৫]নয়ান নির্ম্মল।[১৫]
হইবে প্রভুর [১৬]চক্ষ প্রফুল্ল কমল[১৬]॥
নাসিকা কাটিয়া কন্যা পূজে ত্রিনয়ানী।
হইবে প্রভুর নাসা [১৭]দিব্য মুখখানি[১৭] ॥

কাটিয়া দিলেন উষা আপনার কান।
হইবে প্রভুর [১]কর্ণ গৃধিনী[১]-সমান ॥
অষ্টাঙ্গ কাটিয়া দিল দেবীর বরাবর।
[২]মোর প্রভু হয় যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥[২]
চলে অনিরুদ্ধ উষা মনুষ্যের ঘরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

[৩]উষা বোলে কুমার বিলম্বের নাই কাজ।[৩]
[৪]সত্বরে চলিয়া যাই মনুষ্য-সমাজ ॥[৪]
আসিয়া[৫] কুমার তবে বসিলা সেখানে।
দেবতনু ছাড়িয়া চলিলা যোগধ্যানে[৬] ॥
[৭]পতঙ্গরূপেতে বালা চম্পাইতে যায়।[৭]
আগে আগে পদ্মাবতী পথ দেখায় ॥
সেইদিনে সনকা আছিল ঋতুবতী।
রজনী সময়ে সম্ভাষিলা নিজ পতি ॥
[৮]সনকার গর্ভেতে কুমার নিল বাস।[৮]
তার পাছে করে উষা স্বামীর তলাস ॥
স্বামী স্বামী করিয়া বসিল সেইস্থানে।
তনুত্যাগ সুন্দরী করিল সেইক্ষণে ॥
পতঙ্গ হইয়া যায় মনুষ্য-নগরে।
প্রবেশ করিল বান্থগৃহের ভিতরে ॥
সেইদিনে মেনকা আছিলা ঋতুবতী।
রজনী সময়ে সম্ভাষিলা নিজ পতি ॥
মেনকার গর্ভেত সুন্দরী নিল বাস।
জগতজীবন গায় মনসার দাস ॥

[৯]চল দেখি যায়ারে সনার গর্ভে চান্দ হৈয়াছে ॥ ধু ॥[৯]

দিনে দিনে সনকার গর্ভ তিন মাস।
লোকজনে জানাজানি হইল প্রকাশ ॥

পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত খায় বানিয়ানী।
দশ মাস দশ দিনে হইল পুত্রখানি ॥
[১]আনন্দে বাজায় চান্দ বিবিধ বাজন।
বৃদ্ধকালে বানিয়ার হইল নন্দন ॥[১]
ছয় মাসে [২]মুখে বালার[২] অন্ন পরশাই।
[৩]বিচারিয়া রাখিল নাম দুর্ল্লভ নথাই ॥[৩]
এমত কন্যাখানি হইল মেনকার।
ছয় পুত্র এক কন্যা আনন্দ আপার ॥
সাহের বাছোর ঘরে হৈল কন্যাখানি।
বাছিয়া রাখিল নাম বিহুলা কামিনী ॥
বানিয়ার নন্দন বাঢ়ে বানিয়ার ঘরে।
পঞ্চ বৎসরে বালা কর্ণবেধ করে ॥
[৪]পড়িবারে দিল বালা গুরু বিদ্যমানে।[৪]
পড়িয়া আসয়ে বালা আপনা ভবনে ॥
পঞ্চদশ বৎসরে ষোড়শে দিল পায়।
বিবাদ কারণে বিভা না দেয় বাপ মায় ॥
গুরুস্থানে পঢ়ে বালা শিশু সঙ্গে করি।
ব্রাহ্মণের [৫]কন্যারূপে গেলা[৫] বিষহরি ॥
কটাক্ষে বালার[৬] পানে চাহে ঘনেঘন।[৭]
হাস্য পরিহাস্য করে বানিয়ার নন্দন[৮] ॥
[৯]ক্রোধ হইয়া কন্যা বোলে দুর্ল্লভ নথাই।[৯]
আমাকে দেখিয়া [১০]হাস নহিবে চিরাই ॥[১০]
[১১]তুমার ধন আছে বান্ধিতে পার[১১] সেতু।
বাছিয়া সুন্দরী কন্যা বিভা না কর কি হেতু ॥
[১২]হইল থুবড়[১২] তুমি প্রাণ কেনে ধর।
[১৩]পরের সুন্দরী দেখি উপহাস্য কর ॥[১৩]
কন্যার বচনে বালা মনে অভিমান।
[১৪]আপন মন্দির লাগি[১৪] করিল পয়ান ॥
কপাট মারিয়া রহে [১৫]শয়নের ঘরে।[১৫]
পড়িল সনকার মনে এই দুই প্রহরে ॥

[১]আকাশে হইল আজি বেলা অসকাল।
এতক্ষণে না আইল আমার ছায়াল ॥[১]
[২]তুরিত চলিয়া গেল ব্রাহ্মণের ঠাই।[২]
[৩]কতি গেল পুত্র মোর দুর্ল্লভ লখাই ॥[৩]
ব্রাহ্মণ বোলয়ে ঘরে গেল পুত্রখানি।
[৪]শুনিয়া কপালে চড় মারে বানিয়ানী ॥[৪]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[৫]আর শুন্যাছ প্রাণের সই নাকি নথাই আস্যাছে ॥ ধু ॥[৫]

[৬]ও সনার দুই নয়ানে বয় ধারারে যেন মন্দাকিনীরে ॥ ধু ॥[৬]

[৭]পুত্র না দেখিয়া সনা কান্দিয়া বিকল।
বুকে মুষ্টি হানে সনা আউলায় কুন্তল ॥[৭]
গুয়া কিনিবারে বাছা দুর্ল্লভ নথাই।
কি জানি গেল বাছা তাম্বুলির ঠাই ॥
[৮]খসিয়া পড়িছে সনার পরিধান শাড়ি।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা তাম্বুলির বাড়ি ॥[৮]
সনকায়ে বোলে শুন বারোয়ানি[৯] সখি।
[১০]আসিয়াছে পুত্র নাকি আন্ধলের আখি[১০] ॥
তাম্বুলিনী[১১]বোলে শুন আমার বচন।
[১২]আজি আমি নাই দেখি তুমার নন্দন ॥[১২]
মালিনী গোয়ালিনী সভকে শুধায়।
ফিরিয়া সনকা আপন ঘরে যায় ॥
খসিয়া পড়ে সনার পরিধান শাড়ি।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাড়ি ॥
উকটিয়া [১৩]চাহে বালার শয়নের ঘরে[১৩]।
কপাট মারিয়া আছে বালা লখিন্দরে ॥

[১]দুয়ার ঘুচাঅ[১] বাছা দুর্লভ লখাই ।
[২]বাহির হঅ বাছা চান্দ[২] মুখ চাই ॥
কে তোরে বোলিল বাছা দারুণ[৩] বচন ।
[৪]তাকে শাস্তি করি বাছা রাখে কুন জন ॥[৪]
ছয় পুত্র মরি আমি পায়াছি রতন ।
তোমার নিছনি করি যত ধন জন ॥
বালা বোলে জননী তোমার সত্য পাও ।
তবে স্নান করি আমি কপাট ঘুচাও ।
সনা বোলে তুমি মোর প্রাণ সব ধন ॥
সত্য সত্য বোলিলাম তোমায় বচন ।
বালা বোলে বিভা দিতে কর অঙ্গীকার ।
[৫]তবেত জননী[৫] আমি ঘুচাই দুয়ার ॥
সনকায় বোলে ই কথা না কহিয় বাপ ।
বিভা রাত্রিতে বাছা[৬] খাইবে কাল সাপ ॥
দ্বার ঘুচাহ বাছা কর স্নান ভোজন ।
দাসী করি দিব এক শত নারীগণ ॥
[৭]তবে যদি তোমার বিভায়ে হয় সাধ ।[৭]
[৮]বিভাইয়া দিব বাছা কি আছে প্রমাদ ॥[৮]
মায়ের বচনে বালা [৯]খসায় দুয়ার ।[৯]
[১০]স্নান করিয়া তবে বসিল খাইবার ॥[১০]
হাততে গুলাল করি খেলাইতে যায় ।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

[১১]শিবনাম বোলরে নর বদনে ॥ ধু ॥[১১]

পদ্মা বোলে নেতা [১২]পাত্র অবধান কর ।[১২]
[১৩]একান্তে না পূজে মোকে চান্দো সদাগর ॥[১৩]
অঙ্গীকার করি পুত্র বিভা নাই দেয় ।
অবিবাহিত থাকিলে [১৪]নাকি বাদ মোর হয় ॥[১৪]
নেতা[১৫]বোলে কামসোনাকে[১৫] দেহ ডাক ।
কোসল্যার মূর্ত্তি ধরি ছলুক বালাক ॥

কোসল্যাকে সপন দেখায় বাসহরে।
প্রভাতে যাউক কন্যা দীঘি সরোবরে ॥
মামীয়ে ভাগিনা দুহে হবে দরশন।
বলে ধরি বানিয়া তুষিবে আলিঙ্গন ॥
শুনিয়া চম্পলাপতি গণিবে প্রমাদ।
বিভা দিবে পুত্রকে সাধিবে তুমি বাদ ॥
শুনিয়া মনসাদেবী নেতার বচন।
কামসোনা সুন্দরীকে করিল স্মরণ ॥
স্বর্গ হৈতে কামসোনা [১]আইল স্মরণে।[১]
প্রণাম করিল যায়া পদ্মার চরণে ॥
পদ্মা বোলে কামসোনা মোর বাক্য ধর।
কোসল্যার রূপে[২] ছল চান্দোর কুমার ॥
আজ্ঞা পায়া কামসোনা করিল গমন।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবন ॥

ত্রিপদী[২] ॥

চলিল কামসুন্দরী[৩] [৪]নানা মত বেশ করি[৪]
ছলিতে দুর্লভ লখিন্দর।
পদ্মার [৫]বচন ধরি[৫] [৬]কোসল্যার রূপ[৬] ধরি
শীঘ্র চলে বালার বাসর ॥
সপনে বালার সঙ্গে রতি-রস করে রঙ্গে
হৃদয়ে করে আলিঙ্গন।
[৭]মুখে মুখে দিয়া মুখ[৭] চুম্বনে পরম সুখ
ভুজমূলে করিয়া বন্ধন ॥
অভিনব অনুরাগ কুচে দিল নখদাগ[৮]
অধরে করিল দন্তাঘাত।
রতি করে বিপরীত দুই জনে হৈল প্রীত
নিজ পতি [৯]যুবতী সাক্ষাত ॥[৯]

বোলে কন্যা রূপবতী আজ্ঞা কর নিজ পতি
আজি করি ঘরকে গমন।
প্রভাতে যাইব জলে সরোবর বটতলে
তুমি আমি হইবে দরশন ॥
সুন্দরী চলিয়া যায় নথাই চেতন পায়
হৃদয়ে আকুল হইল মন।
জগতজীবন ভণে [১]হৈল বালা রঙ্গমনে[১]
রজনী পুহাবে কতক্ষণ ॥

[২]শ্যামরূপ লাগ্যাছে মরমে ভাবিত রসের কাঠে ঝারা নিলে ঘুনে ॥ ধু ॥[২]

শয্যাসুখে সুন্দরী কোসল্যা নিদ্রা যায়।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা সপন দেখায় ॥
[৩]উঠ উঠ রূপবতী সরোবরে যাও।[৩]
সরোবর-স্নানেতে অনেক ফল পাও ॥
এতদিন বন্ধ তুমি চম্পলা নগরে।
স্নান নাই কর তুমি দীঘি সরোবরে ॥
আজি যায়া কর তুমি সরোবরে স্নান।
স্বামীর [৪]সংহতি হবে ধনপুত্রবান ॥[৫]
[৬]স্বপ্ন দেখি কোসল্যা হৈল আনন্দিত।
সত্বরে শাশুরীস্থানে হৈল উপনীত ॥[৬]
[৭]শাশুড়ীর স্থানে কহে স্বপ্ন-বিবরণ।
আজ্ঞা দেহ সরোবরে স্নানের কারণ ॥[৭]
শাশুড়ীয়ে বোলে [৮]বধূ বাক্য মোর ধর।[৮]
দুরন্ত তুমার স্বামী জলন্ত আনল ॥
শুনিলে প্রথমে তোর বধিবে পরাণ।
তার পাছে আমাকে করিবে অপমান ॥
কোসল্যা কহে মোর স্বামীকে নাই ডর।
তুমি আজ্ঞা [৯]কৈলে যাই আমি[৯] সরোবর ॥

শাশুড়ী কহেন যদি যাইবারে চাও।
তোমার যতেক সখী সঙ্গে লৈয়া যাও॥
ডাকিয়া আনিল তবে যত সখিগণ।
[১]সরোবর স্থানে কন্যা করিল গমন॥[১]
[২]আকুল হইল বালা সপন দেখিয়া।[২]
সঙ্গের যতেক সখা আনিল ডাকিয়া॥
হাতে গুলাল[৩] বাটুল সঙ্কেত সাজিয়া।
সরোবরে চলে বালা বিনোদ রঙ্গিয়া॥
[৪]কোসল্যা স্নান করে সরোবরের জলে।[৪]
সখীসঙ্গে ক্রীড়া করে মহা-কুতুহলে॥
স্নান করি উঠে কন্যা জগতরূপসী।
কাখেত তুলিয়া নিল জলের[৫] কলসী॥
সত্বরে [৬]গৃহের তরে[৬] করিল গমন।
পথে বানিয়ার সঙ্গে হৈল দরশন॥
[৭]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥[৭]

[৮]কে তোরে পাঠালে জলে।
নড়িল কদম্বডাল হালা হালা পড়ে॥ ধু॥[৮]

দেখিয়া কন্যার রূপ বিকল লখাই।
সপনে [৯]ভাড়িয়া কন্যা[৯] আছে এই ঠাই॥
সপনে দিলেন মোকে আলিঙ্গন দান।
পলাইলে সুন্দরী মোর [১০]বধিয়া পরাণ॥[১০]
সপনে [১১]ভাড়িলে মোকে[১১] শুন রূপবতী।
পথে লাগ পাইলাম পলায়া যাবে কতি॥
কমলবদনী রামা খঞ্জননয়ানী।
গমন [১২]সুন্দর যেন[১২] রাজহংস জিনি॥
কাহার সুন্দরী তুমি দেহ পরিচয়।
তুমার রূপ দেখি মোর দগ্ধে হৃদয়॥

নামাঅ কলসী কন্যা দেহ আলিঙ্গন।
হাতে ধরি বিদ্যাধরী রাখহ জীবন॥
বিকল [১]হইয়া বোলে বানিয়ার পুত।[১]
[২]অতি সুন্দরী রামা অতি অদ্ভুত॥[২]
[৩]না বোল কুবোল মোরে দুর্ল্লভ নথাই।
মোকে মন্দ বলিতে উচিত তোর নাই॥[৩]
[৪]চম্পালির মহাদানী সেই মোর স্বামী।
সেই তোমার মামা হয় আমি তোমার মামী॥[৪]
বালা বোলেন সপনে দিলেন[৫] আলিঙ্গন।
ভাগিনা-সম্বন্ধ [৬]বোল কিসের কারণ॥[৬]
মামীকে হরিলে রামা[৭]দোষ কিছু নাই।
[৮]রাধাকে হরিল কৃষ্ণ দেখ শাস্ত্র চাই॥[৮]
প্রীতে[৯] যদি সুন্দরী না দিবে আলিঙ্গন[১০]।
বলে ধরি ভুঞ্জিব করিয়া অপমান॥
না বোলিহ ভাগিনা না বোল অনাচার।
[১১]মামীকে হরিলে পাপ হইবে তুমার॥[১১]
বানিয়ার সমাজে হইবে বড় লাজ।
[১২]পরতে হইবে তুমার নরকে সমাজ॥[১২]
চম্পালির শিরোমণি হয়ে তোর বাপ।
তার পুত্র তুমি কেনে কর মহাপাপ॥
জাতিকুলমধ্যে তোমার বাপ নহে হীন।
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত হয়ত ধনিন॥
বাপ মাও স্থানে কহ বিভার কথন।
এক শত বিভা দিবে করিয়া যতন॥
পরদার কর যদি করি অহঙ্কার।
অকালে যাইবে তুমি শমন-দুয়ার॥
অল্প কালে নষ্ট হবে বলিলাম বচন।
নহে ধর্ম্মে মন দেহ বানিয়ার নন্দন॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

[১]হরিল রাধার প্রাণরে চিকন কালিয়া ॥ ধু ॥[১]

বালা বোলে বিদ্যাধরী না বোলিহ আর ।
মদন-আনল দহে কর প্রতিকার ॥
মোকে[২] যদি সুন্দরী না দিবে আলিঙ্গন ।
লণ্ডভণ্ড করিব রাখিবে কুন জন ॥
কাচুলি চিরিয়া আচুড়িব বক্ষভার[৩] ।
বলে ধরি বিদ্যাধরী ভুঞ্জিব শৃঙ্গার ॥
ছিড়িয়া ফেলিব তোমার গজমুক্তা[৪] হার ।
[৫]ধরিয়া করিব বল ভয় আছে কার ॥[৫]
কোসল্যা বোলয়ে দর্প না কর নথাই ।
কান্দিয়া বলিব তোমার বাপ মাও ঠাই ॥
বালা বোলে [৬]প্রাণ পোড়ে[৬] মদনের তাপে ।
[৭]আগে প্রাণ রাখ পাছে কি করিবে বাপে ॥[৭]
[৮]না বোল না বোল বালা বানিয়ার দুলাল ।
অধিক বোলিলে মোকে না হইবে ভাল ॥[৮]
স্বামী মোর ছোট[৯] নহে কাহার অধীন ।
রাজঘরে সেবা করি রহে রাত্রি দিন ॥
কাহার শকতি মোকে [১০]হরিবেক বলে ।[১০]
[১১]অল্প জ্ঞান না করিহ নহিবে কুশলে ।[১১]
শুনিয়া ক্রোধিত গন্ধবণিকনন্দন ।
কাচুলি ফেলিয়া কৈল কুচের মর্দ্দন[১২] ।
কুচের উপরে বালা দিল নখরেখ ।
গিরিশৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্র পরতেক ॥
[১৩]অধর চুম্বন করে বান্ধি ভুজপাশে ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুয়ে গরাসে ॥[১৩]
[১৪]লণ্ডভণ্ড করিয়া ছিড়িল গলার হার ।[১৪]
[১৫]বিবিধ প্রকারে বালা ভুঞ্জিল শৃঙ্গার ॥[১৫]
ভাঙ্গিয়া কলস গেল শঙ্খ হৈল চূর ।
যত সব সখী ছিল পলাইল দূর ॥

পায়ের নপুর ভাঙ্গি কৈল ছারখার।
বস্ত্র অভরণ ফেলে বহুমূল্য যার॥
টুটিল[১] মদন-জ্বালা তুষ্ট হৈল মন।
স্নান করি [২]ঘরে চলে বানিয়ার নন্দন॥[২]
দানীর ঘরণী লাজে কান্দিয়া বিকল।
সনকার আগে গেল [৩]করিয়া সত্বর॥[৩]
সনকার আগে যায়া কহে বিবরণ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন॥

ত্রিপদী॥

[৪]কান্দে রামা লো চক্ষ বায়া পড়ে লো।
ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি॥ ধু॥[৪]

[৫]কোসল্যা বোলে বাণী শুন ওহে ননদিনী
শুন তোর পুত্রের ব্যবহার॥[৫]
গেলু সরোবর জলে কলসি ভাঙ্গিল বলে
ত্রিভুবনে রহিল খাঁখার॥
কাচুলি চিরিয়া আর ছিড়িল গলার হার
অধর করিল [৬]খণ্ড খণ্ড।[৬]
কুচে দিল নখরেখ হেন চন্দ্র পরতেক
[৭]পথে মোর[৭] কৈল লণ্ড ভণ্ড॥
খসায়া[৮] মাথার চুল ডুবাইল জাতি কুল
কুন লোকে কহিবেক ভাল।
পুছিলে তুমার ভাই কি কহিব তার ঠাই
না রহে পুরাণ গাছের[৯] ছাল॥
সনা বোলে শুন বেটি চেট[১০] মুক্তদারি নটী
না বোল শিশুকে কিছু মন্দ।
[১১]গন্ধবানিয়ার বালা চেট নহে আলা-ভোলা
বদনে দুগ্ধের আছে গন্ধ॥[১১]

কে তোকে করিল বল করিস শিশুর ছল

[১]সবারে বুঝিতে বেড়ায় মন ।[১]

যে হৈল সে হৈল যাও চুপে চাপে ঘরে যাও

[২]পত্রিয়া স্বর্বর্ণ[২] অভরণ ।।

সন্তোষ করিয়া তাক বস্ত্র দিল পত্রিবাক

[৩]আর দিল[৩] স্বর্বর্ণ অলঙ্কার ।

জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়

অদ্যাবধি রহিল থাঁথার ।।

[৪]শিব নাম বোলরে নর বদনে ।। ধু ।।[৪]

কোসল্যার হস্ত ধরি করিল বিদায় ।

শীঘ্রগতি সনকা স্বামীর আগে যায় ।।

স্বামীকে কহিল সনা বিবরণ কথা ।

শুনি চম্পলাপতি হেট কৈল মাথা ।।

সাধু বোলে পুত্র যদি করে অনাচার ।

বিভা [৫]দিব পুত্রকে করিলাম[৫] অঙ্গীকার ।।

মেড়ঘর বান্ধিয়া আনিব ধন্বন্তরি ।

ঘরের ভিতর থুব নেউলি ময়ূরী ।।

আপনে জাগিব আর সমস্ত[৬] প্রহরী ।

এক রাত্রি [৭]গেলে কি করিবে[৭] বিষহরি ।।

চান্দো বলে লেজ্ঞা পাত্র শুন একমনে ।

যাইব পুত্রের হেতু [৮]কন্যা প্রজোটনে ।।[৮]

শীঘ্রগতি নেহ কিছু লোহার কালাই ।

কন্যাখানি বরিলে পরীক্ষা নিতে চাই ।।

যেই কন্যা সিজাইবে লোহার কালাই ।

সেই কন্যা বিভা দিল দুর্ল্লভ নথাই ।।

সাজে লেজ্ঞা মন্ত্রী চান্দোর আজ্ঞা পাই ।

[৯]সত্বরে গড়িয়া আনে[৯] লোহার কালাই ।

দ্রব্য যত আনে লেজ্যা এক শত ভারী
যাত্রা করিয়া যায় চম্পলা-অধিকারী ॥
চাহিয়া বেড়ায় কন্যা[১] নগরে নগরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

[২]ভারীগণ লইয়া চলে সাধু উত্তর নগরে[২]।
উত্তরিল যায়া শঙ্খ বানিয়ার ঘরে ॥
তাহার কন্যার রূপ কহন না যায়।
কাকড়ি-সমান গোদ কন্যার দুই পায় ॥
তার পাছে চলে সাধু দক্ষিণ নগরে।
উত্তরিল যায়া মধু বানিয়ার ঘরে ॥
তার কন্যার গুণ কি কহিব আর।
অবিবাহে কলঙ্ক উঠিল সাত বার ॥
তার পাছে চলে চান্দো পূর্ব্ব নগরে।
উত্তরিল যায়া কংস বানিয়ার ঘরে ॥
তাহার কন্যার কথা গুন কহিলে আপার।
[৩]কন্যার মায়ের কলঙ্ক উঠিল তিন বার ॥[৩]
[৪]আসিয়া বসিল সাধু সরোবরতীরে।
লেজ্যাকে ডাকিয়া বাক্য বোলে ধীরে ধীরে ॥[৪]
[৫]কন্যা উকটিয়া না পাইল কুন ঠাই।
চল দেখি ইবার ফিরিয়া ঘরে যাই ॥[৫]
পদ্মা বোলে [৬]নেতা পাত্র কি করি উপায়।[৬]
[৭]কন্যা না পাইয়া চান্দো ঘরে চলি যায় ॥[৭]
ব্রাহ্মণী-মূরতী [৮]পদ্মা হৈল সেই ঠাই।[৮]
[৯]যেইখানে কন্যা আছে সেইখানে যাই ॥[৯]
[১০]খুটি চাটি লৈয়া খেলে[১০] বানিয়ানী।
[১১]রহিয়া কৌতুক দেখে বিধবা ব্রাহ্মণী ॥[১১]
ছাড় খেলা শিশুমেলা সাহের নন্দিনী।
[১২]বিবাহের কার্য্য তুমি চিন্তহ আপনি ॥[১২]

বয়ঃক্রম হৈল তার পয়োধর ভার।
এমন বয়সে বোলো[১] স্বামী নাহি কার॥
তোমার ছোট জন হৈল ছাওয়াল[২] পুয়াতি।
তুমি হেন সুন্দরী তোমার নাই পতি॥
এমন বয়সে তোকে বিভা না দেয় বাপে।
না মিলিবে[৩] স্বামী তোর[৪] পূর্ব্বজন্ম পাপে॥
ছাড়িলেক খেলা বালী ভাঙ্গিল পুতলী।
[৫]বিধবা ব্রাহ্মণীর পায়ে ধরিল বেননী॥[৫]
বালী বোলে [৬]ঠাকুরাণী কর মোর গতি।[৬]
কি বুদ্ধি প্রকারে আমি পাবো নিজ পতি॥
ব্রাহ্মণী বোলে বালী ছয় ঘাটিকে[৭] যাও।
তাতে[৮] স্নান করিলে স্বামীর বর পাও॥
ব্রাহ্মণীর বোলে বালী চলিল সত্বর।
তেমতি চলিয়া গেল মায়ের বাসর॥[৯]
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে॥

[১০]আমি কি জানিবরে কানায়া তুরুবার।
তবে কেনে লব মাথে দধির পশার॥ ধু॥[১০]

মায়ের চরণে বালী প্রণাম করে।
আজ্ঞা কর যাব মা দীঘি সরোবরে॥
শুনিয়া মেনকা বোলে মর[১১]ঝিউ মর।
কেমতে যাইবে মাও দীঘি সরোবর॥
রাজপথে সরোবর বন ঝাড় নহে।
নিরন্তর হস্তী ঘোড়া পথ দিয়া বহে॥
[১২]ঠগটামন চোর সব[১২] সরোবরে থানা।
ধরিয়া হরিবে[১৩] তোকে রাখে কুন জনা॥
বিজ্জলায়ে বোলে [১৪]মাতা তোর নাহি ভর।[১৪]
শতেক সখীর মধ্যে[১৫] যাব সরোবর॥

আমার পিতার ডরে ত্রিভুবন কাঁপে।
কেহ না ছুইবে মোকে তাহার[১] প্রতাপে।।
শুনিয়া মেনকা তবে ধাকুরায় মুণ্ড।
সরোবরে জোক আছে যেন হস্তী শুণ্ড।।
বিহুলা বোলেন মোর বুদ্ধি আছে ভাল।
আগে নাবাইব আমি[২] যত সখীপাল।।
সখীকে না ধরে জোক দেখিব বিদ্যমান।
তবে জলে নাবিয়া করিব আমি স্নান।।
জোক দেখি ফিরিয়া আসিব আমি ঘরে।
শুনিয়া মেনকা নারী হায় হায় করে।।
মেনকা বলেন যদি যাইবারে[৩] চাও।
তোমার সঙ্গে[৪] সখী সকল লয়া যাও।।
[৫]সখী সকল ডাকিয়া আনিল সত্বরে।
আজ্ঞা পায়া চলে বালী দীঘি সরোবরে।।[৫]
মায়ের চরণে বালী হইল বিদায়।
এক শত সখীসঙ্গে সরোবরে যায়।।
পূর্ব্ব ঘাটে উঠিল বিহুলা যুবতী।
সেই ঘাটে ধরে পদ্মা ব্রাহ্মণী-মূরতি।।
কপট ব্রাহ্মণীর বেশে জপতপ করে।
সেই ঘাট ছাড়িয়া বালী চলিল উত্তরে।।
ব্রাহ্মণী-মূরতি পদ্মা ধরিল কপটে।
[৬]জপতপ করে বসি সরোবর ঘাটে।।[৬]
পশ্চিম ঘাটেত যায় সাহের নন্দিনী।
সেই [৭]ঘাটেত বসিয়া পদ্মা কপট ব্রাহ্মণী।।[৭]
দক্ষিণ ঘাটেতে বালী চলে ধীরে ধীরে।
বিধবা ব্রাহ্মণী স্নান করে সেই তীরে[৮]।।
বালী বোলে ব্রাহ্মণীকে চারি ঘাটে দেখি।
কেমতে করিব স্নান শুন যত[৯] সখী।।
সখিগণ বোলে [১০]রামা কি আছ[১০]দেখিয়া।
ব্রাহ্মণী করুক[১১]স্নান নাব এক দিগ দিয়া।।

খসায়্যা সভার বস্ত্র রাখে এক স্থানে।
ঝাপাঝাপি [১]করিয়া নাবিল[১] সর্ব্ব জনে।
সখীসঙ্গে জলক্রীড়া করে বানিয়ানী।
[২]বিধবার গায়ে[২] পড়িল পায়ের পানি॥
[৩]বিধবায়ে বোলে গুঠে চেট মুরুদারি।[৩]
কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বৌহারি॥
[৪]তোর পায়ের পানিতে ভরিল[৪] মোর অঙ্গে।
বিভারাত্রি স্বামী তোর [৫]পড়িবেক ভঙ্গে॥[৫]
অভিশাপ শুনিয়া বিহুলা প্রাণে[৬] ডরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥

ত্রিপদী॥

[৭]ক্রোধিত বানিয়ানী বিধবাকে বোলে বাণী[৭]
শুনহে বিধবা[৮] ঠাকুরাণী।
[৯]মনে তোর নাই দয়া[৯] [১০]তোমার কপট মায়া[১০]
কিবা তুমি হাড়ি চণ্ডালিনী॥
আমরা নাইক জানি অজ্ঞানে লাগিল পানি
বিনা দোষে কেনে দেহ গালি।
কিছু দোষ নাই মোর শাপ্য না লাগিবে তোর
আমি কন্যা সাহের দুলালী॥
বালী বোলে ব্রাহ্মণী তোর সতীপণা জানি
তুমি আমি[১১]ডুব দিব[১১]জলে।
মিছা করি[১২]গণ্ডগোল এখনি বুঝিব বোল[১৩]
কার ভাগ্যে কুন ফল ফলে॥
বিধবা বিহুলা হোড়া[১৪] দুহে করে হস্তজোড়া[১৫]
[১৬]ডুব দিল[১৬]সরোবর পানি।
বিধবা ডুবিল জলে [১৭]তিল কুশ তাম্বি[১৭]তোলে
শঙ্খ সিন্দুর তোলে বানিয়ানী॥

বিহুলায়ে বোলে বাণী বুঝিনু ত ঠাকুরাণী
কি করিবে তোর অভিশাপে।
নহ তুমি ব্রাহ্মণী[১] [২]শুনহ আমার বাণী[২]
[৩]স্বামী মরিবে কুন পাপে ॥[৩]
আমি হইয়ে সতী শুন তুমি রূপবতী
বাসরে মরিবে তোর স্বামী।
মরিবে প্রাণনাথ ভাসিব তাহার সাথ
ছয়মাসে জিয়াইব আমি।।
সখীসঙ্গে মহারঙ্গে[৪] [৫]সভে বস্ত্র পহ্নে অঙ্গে[৫]
[৬]চলে বালী আপনার ঘরে।[৬]
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
[৭]পাড়ে বসি দেখে সদাগর ॥[৭]

[৮]কি কর কদম্বতলে বস্যা হে নন্দের পে. ॥ ধু ॥[৮]

[৯]বিহুলা বিধবা হৈল বাক্যবাণে স্বর[৯]।
বৃক্ষতলে বৈস্যা দেখে চান্দো সদাগর ॥
চান্দো বোলে লেজ্যা পাত্র শুন মোর বাণী।
করিল অদ্ভুত কর্ম্ম এই কন্যাখানি ॥
[১০]ইহার সমান রূপ ত্রিভুবনে নাই।[১০]
এই কন্যা বিভা দিব দুর্ল্লভ নথাই ॥
শঙ্খ সিন্দূর তোলে কন্যা জলে দিয়া ডুব।
ইহার [১১]স্বামীর হয়[১১] সর্ব্বদায়ে সুখ ॥
[১২]সখীসঙ্গ ঘরে চলে সাহের নন্দিনী।[১২]
চলিতে না চলে পাও জগতমোহিনী ॥
চান্দো বোলে লেজ্যা পাত্র [১৩]পুছ শীঘ্র ভাই।[১৩]
[১৪]কার ঘরের কন্যা হয় তার ঘরে যাই ॥[১৪]
চান্দোর বচনে লেজ্যা ডাকিয়া শুধায়।
কার ঘরের কন্যা দেহ পরিচয় ॥

এক সখী বোলে কন্যা বাছোর[১] ঝিয়ারি ।
[২]শুনিয়া সন্তোষে চলে চান্দো অধিকারী ।।[২]
আঙ্গুলে দেখিল চান্দো নাসিকার স্বর ।
উত্তরিল যায়া বাছো বানিয়ার ঘর ।।
বাহির হইল বাছো আনন্দিত মন ।
বসিতে আনিয়া দিল বিচিত্র আসন ।।
বাছো বোলে সদাগর যাহ কুন ঠাই ।
[৩]চান্দো বোলে দেখিবারে আইলাঙ বিবাই ।।[৩]
বাছো বোলে তুমি আমি সর্ব্বকালে ভাই ।
কেমন করিয়া মোকে কহিলে বিহাই ।।
চান্দো বোলে কন্যাখানি আছে তোমার ঘরে ।
আজ্ঞা কর দেও বিভা পুত্র লখিন্দরে ।।
বাছো বোলে ছোট নহ জাতি কুল ধনে ।
সর্ব্বাথায়ে দিব কন্যা তোমার নন্দনে ।।
চান্দো বোলে যগুপি করিলে অঙ্গীকার ।
তুলসীপত্রেক[৪] দেহ প্রত্যয় আমার ।।
ব্রাহ্মণ সজ্জন বাছো মহারঙ্গে বসি ।
চান্দোর হস্তেতে বাছো দিলেন তুলসী ।।
তুলসী পাইয়া চান্দো আনন্দিত মন ।
[৫]অভরণ দিয়া করে কন্যা বরণ ।।[৫]
[৬]চান্দো বলে বাক্য শুন বানিয়া বেহাই ।[৬]
কন্যাখানি বরিলাম[৭] পরীক্ষা নিতে চাই ।।
যদি সিজাইতে পারে লোহার কালাই ।
তবে কন্যার বিভা দিব দুর্ল্লভ নথাই ।।
শুনিয়া কহিল বাছো এই নাকি হয় ।
মন্ত্রুক্তে সিজায় [৮]লোহা কে যায় প্রত্যয়[৮] ।।
লোকমুখে শুনিয়া [৯]বাছোর কন্যাখানি[৯] ।
আসিয়া বাপের কাছে কহে প্রিয়[১০] বাণী ।।
আন বাপু কালাই না কর ভয় লাজ ।
কালাই সিজাবো আমি কত বড় কাজ ।।

আনিয়া দিল বাছো সেই কালাইর গুটি ।
রন্ধন চড়ায় কন্যা খড়ি তিন মুঠি ॥
পুড়িয়া সমস্ত খড়ি হৈয়া গেল ছাই ।
তথাপি না সিজা গেল লোহার কালাই ॥
অঝোর নয়ানে কন্যা জুড়িল ক্রন্দন ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

[১]হায় বিধি কি হৈল কপালেরে রে বিধাতা ॥ ধু ॥[১]

[২]কান্দেন সুন্দরী কন্যা অঝোর নয়ানে ।
কলঙ্ক রহিল মোর ই তিন ভুবনে ॥[২]
স্বর্গপুরে ছিনু আমি ইন্দ্র-বিদ্যাধরী ।
পৃথিবীতে মনসা আনিল সত্য করি ॥
পদ্মায়ে করিল সত্য দেবতা বিদিত ।
সঙ্কটে করিব রক্ষা যাহ পৃথিবীত ॥
আজি সঙ্কটে রক্ষা করে না ব্রহ্মাণী ।
স্ত্রীহত্যা দিব আমি [৩]বোলিলু সত্য[৩] বাণী ॥
মনে জানে মনসা কাতর কন্যাখানি ।
অগ্নিকে ডাকিয়া পদ্মা বোলে প্রিয় বাণী ॥
পদ্মা বোলে বিহুলা[৪] তুমাকে করে স্তুতি ।
সিজাহ লোহার কালাই রাখহ পিরীতি[৫] ॥
[৬]পদ্মার আদেশে অগ্নি জলিল আপনি ।[৬]
সিজায়া লোহার কালাই হাসে বানিয়ানী ॥
সভামধ্যে কালাই কন্যা দিলেন আনিয়া ।
ধন্য ধন্য বোলে দেখি সকল বানিয়া ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[৭]শিবনাম বোলরে নর বদনে ॥ ধু ॥[৭]

বাছোর সাক্ষাতে চান্দো হইল বিদায় ।
শীঘ্র করিয়া পুরী চম্পলাতে যায় ॥

চান্দো বোলে [১]শুন শুন সনা বানিয়ানী ।[১]
[২]সুন্দরী পাইলাঙ মুঞি সাহের নন্দিনী ॥[২]
এমন সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে নাই ।
[৩]যে কন্যা সিজায়া দিল লোহার কালাই ॥[৩]
চান্দো বোলে লেজ্যা পাত্র বাক্য মোর ধর ।
[৪]বিশ্বকর্ম্মা আনি[৪] বান্ধ পাথরের ঘর ॥
আজ্ঞা পায়া লেজ্যা মন্ত্রী হৈল সাবধান ।
বিশ্বকর্ম্মা[৫] আনি করে সাধুর বিত্তমান ॥
[৬]চান্দো বলে বিশ্বকর্ম্মা অবধান কর ।[৬]
নিসন্ধি[৭] করিয়া বান্ধ পাথরের ঘর ॥
পাথর আনিয়া কর্ম্মী কর্ম্ম করে ভাল ।
পাথর কাটিয়া আগে নির্ম্মাইল চাল ॥
পাথরের স্তম্ভে সেই এ চারি দেওয়াল ।
পাথরে মাখিয়া বান্ধে করে [৮]কাচ চাল[৮] ॥
সেই কালে [৯]মায়া ধরে দেবী[৯] পদ্মাবতী ।
[১০]বিশ্বকর্ম্মার আগে[১০] গেলা ব্রাহ্মণী-মূরতী ॥
পদ্মা বোলে [১১]বিশ্বকর্ম্মা অবধান কর ।[১১]
মেড়ঘরে রাখ পথ স্থতার সঞ্চার ॥
[১২]ত্রিভুবনে জানে মোকে বিবাদি ব্রহ্মাণী ।[১২]
[১৩]ধনপুত্র সমস্ত করিব তোর হানি ॥[১৩]
এই বোলি মনসা চলিল রঙ্গভরে ।
বিশ্বকর্ম্মা রাখে পথ মনসার ডরে ॥
মেড়ঘর করিয়া সাধুকে দিল জান ।
কর্ম্মকার বিদায় করে দিয়া অভরণ ॥[১৪]
ঘরের ভিতরে চান্দো আনল জালায় ।
পথখানি ব্রহ্মাণী চাপিয়া ধরে পায় ॥
না দেখিল মেড়ঘরে ধুঁয়ার সঞ্চার ।
নাচে চান্দো মহারঙ্গে আনন্দ আপার ॥
ডাকিয়া আনিল চান্দো ওঝা ধন্বন্তরি ।
চাহিয়া আনিল সাধু[১৫] নেউলি ময়ূরী ॥

দৈবজ্ঞ আনিয়া সাধু শুভ লগ্ন করে।
কহিয়া পাঠায় বাছোবানিয়ার ঘরে ॥
দুই ঘরে দুই জনা হৈল সাবধান।
দ্রব্যজাত করে দুহে উত্তম সম্মান ॥
[১]জগতজীবন কবি মনসার দাস।[১]
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[২]বালার বিবাহ কাজে রাহো পতিব্রতা সাজে
ব্রাহ্মণী সজ্জনী চলে ধায়া।[২]
চম্পালির নরনারী সভে[৩] সাজে ঘরাঘরি
বাদ্য [৪]নিয়া সাজে কুতুহলে[৪] ॥
ঘরে পরে যত জন ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতিগণ[৫]
নিমন্ত্রণ করে সদাগর।
লক্ষে লক্ষে ঘোড়া হাতী [৬]সৈন্যসঙ্গে সেনাপতি[৬]
প্রবেশিল চম্পালি নগর ॥
আইলেন শশিধর উষাপতি দিবাকর
[৭]পূর্ব্ব দিশে যাহার নিবাস।[৭]
[৮]কোটি কোটি সেনা সাজি লক্ষ লক্ষ গজরাজি
বাদ্য বাজে যাহার পঞ্চাশ ॥[৮]
[৯]দক্ষিণের শঙ্খধর ধনমন্ত ধনেশ্বর
সাজে সৈন্য নাই লেখা-জোখা।[৯]
দক্ষিণে নাচন[১০]গীত মনে মহা-আনন্দিত
চম্পলা নগরে দিল দেখা ॥
পশ্চিমের আইল সাজি হাসেন হুসেন গাজী
বাজনিয়া[১১]বিবিধ প্রকার।
হাতী ঘোড়া আসোয়ার লেখা-জোখা নাই তার
সানকি করুয়া লক্ষ ভার ॥
গঙ্গাধর দুর্গাবর ধনপতি নৃপবর[১২]
উত্তর দিগে যাহার বসতি।

চতুরঙ্গ দল সঙ্গে আইল পরম রঙ্গে
দেখিয়া আনন্দ[১] চন্দ্রপতি ॥
[২]সাজিল ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণার নিমন্ত্রণ
পুঁথি লৈয়া সাজে পুরোহিত।[২]
[৩]নর্ত্তকী নাটুয়া ভাট সাজিল লক্ষের ঠাট
ভাণ্ড লৈয়া সাজিল নাপিত ॥[৩]
নানা জাতি বাদ্য বাজে [৪]থরে থরে বাদ্য সাজে[৪]
[৫]দামা ভেউর বাজে করতাল।[৫]
জোড়া পড়া বীণা বাঁশী [৬]দগড় মান্দল[৬] কাসি
[৭]শঙ্খ শিঙ্গা মৃদঙ্গ করনাল ॥[৭]
[৮]ঢাক কাড়া আর ঢোল[৮] মহাশব্দে গণ্ডগোল
[৯]বেণু বীণা পিনাক সাহিনী।[৯]
[১০]কবিনাস সপ্ত স্বরি স্বরমণ্ডল মোহরী[১০]
বাজে বাদ্য দশ অক্ষৌহিণী।
[১১]বানিয়ার জ্ঞাতিগণ আইলেন জনে জন
দেশে বিদেশে যত আছে।[১১]
[১২]জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
রাহোগণ সাজে তার পাছে।[১২]

[১৩]ওহে উজানীর রাহো সভে যায় সাহের মন্দিরে ॥ ধু ॥[১৩]

[১৪]বালার বিবাহ-কাজে রাহো পতিব্রতা সাজে
ব্রাহ্মণী সজ্জনী নানা জাতি।[১৪]
[১৫]সাজে সব সারি সারি কার কাকে ঘটবারি
মাথার উপর চালন-বাতি ॥[১৫]
সাজে কন্যা কলাবতী কোসল্যা কাঞ্চনবতী
কমলিনী কেকোই কনকা।
খঞ্জননয়ানী চলে [১৬]মোহ করে পদভরে[১৬]
[১৭]চলে কন্যা মাথায় তিলকা ॥[১৭]

[১]অজয়া বিজয়া জয়া হীরা জিরা মহামায়া
মাধবী মালতী মনোরমা।
সুশীলা সুভদ্রা[২] শীলা সাজে ভাগ্যবতী লীলা
রেবতী[৩] রোহিণী সত্যভামা॥
[৪]রতনী যতনী মালা সাজে কন্যা জয়ফলা
মণিমালা সাজে জয়বোলা।[৪]
[৫]সর্ব্বসী উর্ব্বশী শীলা শশীমুখি চন্দ্রকলা[৫]
শীতলী পাতলী পূর্ণকলা॥
সুভদ্রা দ্রৌপদী সীতা রূপে গুণে অদ্ভুতা[৬]
হেটমুণ্ড হৈয়া চলে লাজে।
কেতকী উদয়তারা সাজে বিদ্যাধরী হীরা
রতিগঙ্গা সাজে সখীমাঝে॥
সাজে যত কন্যাগণ পহ্নি[৭] নানা অভরণ
নানা [৮]বর্ণের পহ্নিয়া[৮] শাড়ি।
উলু লু মঙ্গল ধ্বনি ই তিন ভুবনে শুনি
রাহো[৯] ভরিল চান্দোর বাড়ী॥
[১০]রঙ্গিয়া সঙ্গীয়াগণ সাজিল সকল জন
চড়ি তারা অশ্বগজরাজে।[১০]
সাজে বালা মহারঙ্গে অলঙ্কার পহ্নি[১১] অঙ্গে
[১২]সুবর্ণ পাগুরি মাথে বান্ধে॥[১২]
সোনা রূপা সাজে বর[১৩] যেন জলে দিবাকর
বিচিত্র মুকুট [১৪]সাথে সাজে[১৪]॥
কস্তুরি চন্দন অঙ্গে পহ্নিল [১৫]পরম রঙ্গে
[১৬]কপালে চন্দন-ফোটা শোভে।[১৬]
নানা পুষ্পের করি মালা গলায়ে পহ্নিল বালা
ভ্রমরা ভুলয়ে[১৭] মধুলোভে॥
হস্ততে বলয়া তাড় গলে গজমুতি হার
মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
[১৮]দিব্য বস্ত্র অভরণ[১৮] করিলেন পরিধান
সুবর্ণের অঙ্গুরি অঙ্গুলে॥

হস্তেতে দর্পন করি সখাগণ সঙ্গে করি
শীঘ্র গেল জননীর ঠাই।
মায়ের চরণ ধরি বিবিধ প্রণতি করি
আজ্ঞা কর বিভায়ে মা যাই ॥
[১]জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসাদেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[১]

[২]বিভায়ে না যাঅ বাছা ও মোর দুর্ল্লভ লখাই ॥ ধু ॥[২]

মনসা না পূজে তোর পিতা দুরাচার।
এক দিনে ছয় ভাই মারিল তুমার ॥
ধনজন চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল সাগরে।
তোমা পুত্র পাইলাম ধন্বন্তরির বরে ॥
বর দিয়া তখনি বোলিল ধন্বন্তরি।
বিবাহ রাত্রিতে পুত্র খাবে বিষহরি ॥
তুমার উপরে মনসার অঙ্গীকার[৩]।
বিভা রাত্রিতে তুমাক করিবে সংহার ॥
বিভা না করিহ বাছা মোর পুত্রখানি।
দাসী করি দিব আমি এক শত বান্যানী ॥
বালা বোলে মাতা তুমি না করিহ ভয়।
[৪]কপালের লেখা যত অযতনে হয় ॥[৪]
মেড়ের ঘরেত নাই বায়ুর সঞ্চার।
মেড়ঘরে থাকিলে নাকি ভয় আছে কার ॥
সর্ব্বথায়ে মাতা তুমি না কর বিষাদ।
বিবাহে যাইবো আমি কর আশীর্বাদ ॥
মায়ের চরণে বালা হইল বিদায়।
[৫]বিবাহ করিতে বালা সাজিয়া সে যায় ॥[৫]

শুভক্ষণে যাত্রা করে বানিয়ার পুত।
নানা জাতি বাদ্য বাজে অযুতে অযুত ॥
আনন্দে সুন্দর বালা চৌদলেত চড়ে।
[১]ব্রাহ্মণে মঙ্গল ভট্টে রায়বার পড়ে ॥[১]
শুভক্ষণ করিয়া দামাতে দিল বাড়ি।
[২]হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে চান্দো মুখে পাকা দাড়ি ॥[২]
চান্দো বোলে বালার সমস্ত সখাগণ।
[৩]বালার সদৃশ রূপ ধর সর্ব্বজন ॥[৩]
সাধু বোলে পাইকগণ ধর গুয়াপান।
বালাকে রাখিহ মোর [৪]হৈয়া সাবধান ॥[৪]
চান্দোর সাক্ষাতে পাইক বোলে দর্পবাণী।
আমরা থাকিতে আজি কি করিবে কানি ॥
ঢাল তরোয়াল হাতে বোলে সৈন্যসার[৫]।
আইলে বালার কাছে রক্ষা নাই তার ॥
[৬]আপনে মনসা হয় কেহ নহে আন।[৬]
তরোয়ালে কাটিয়া করিব খান খান ॥
রহিয়া বালার কাছে বীর [৭]ঝাটে কয়[৭]।
[৮]হানিমু পদ্মার বুকে নাহিক সংশয় ॥[৮]
প্রণাম করিয়া বাক্য বোলে হরিদাস[৯]।
লাগ পাইলে পদ্মাকে হানিব রায়বাঁশ[১০] ॥
[১১]ত্রিগুণীয়া দর্প করে রহিলা[১১] বালার পাশে।
হানিব পদ্মাকে [১২]শর যদি পাশে আসে[১২] ॥
আনন্দে সভারে সাধু দিল গুয়াপান।
[১৩]পুত্র লৈয়া চলে সাধু[১৩] হৈয়া সাবধান ॥
ঘোড়াপৃষ্ঠে আশোয়ার চলে [১৪]যুথে যুথে* [১৪]।
হস্তীর কান্ধে চড়িয়া চলিল মাহুতে ॥
চলিল[১৫] মাহুতগণ অঙ্কুশ[১৬] লৈয়া হাতে।
[১৭]হস্তিগণ চলে ভাই যেন দাঁতে দাঁতে ॥[১৭]

---

* পাঠ—যুতে যুতে

ত্রিভুবন কম্পমান ঘোড়ার হুনহুনি[১] ।
ঘাঘর ঘুঘুরা [২]শব্দ ঝনঝন শুনি[২] ।
[৩]পত্তিয়া চালন ধড়া[৩] পাইকগণ যায় ।
ঢালে[৪] বাজে ঘুঘুড়া নপুর বাজে পায় ।।
নৃত্য করে নাটুয়া গায়নে গায় গীত ।
[৫]ঢাল খাড়া বান্ধিয়া পাইক করে নৃত্য ।।[৫]
চলিল চম্পকপতি চতুরঙ্গ দলে ।
টলমল করে মহী সাগর উথলে ।।
[৬]ধাইয়া পাইল নদী উজানীর তীর ।
লক্ষ লক্ষ আনে নৌকা গাবর মহাবীর ।[৬]
তিলেক হইল পার যত সৈন্যগণ ।
[৭]রচিল পদ্মার বরে[৭] জগতজীবন ।।

[৮]ও শ্যামের বাঁশী বয়ানে বয়ান ।
অবলা রাধার তুমি হরিলে পরাণ ॥ ধু ॥[৮]

বানিয়ার [৯]পরদল কৌতুকে[৯] হৈল পার ।
হরসাধুর দেশত হৈল চমৎকার ।
[১০]পালায় সহরিয়া লোক[১০] মুক্ত মাথার কেশ ॥
কুন রাজা যুঝিতে[১১] আইল মোর দেশ ।
বৃদ্ধ[১২]যুবক যত পলায়[১৩] ছাওয়াল ।
সৈন্য সহিতে পলায় নগরের[১৪] কোটাল ।।
পলায় ব্রাহ্মণ ফেলায়া পুঁথির ভার ।
ক্ষেত্রী জাতি পলায় [১৫]বিকি কিনি যার[১৫] ।।
বৈশ্য [১৬]জাতি গোয়াল পলায় বনে ঝাড়ে[১৬] ।
[১৭]চাষা শূদ্র পলায় কৃষিকর হাল ছাড়ে ।।[১৭]
[১৮]ঠেটারী পশারি পলায় কামার সোনার ।[১৮]
[১৯]চারি জাতি পলায়া যায় ঘোড়াপিড়া আর ।।[১৯]
সুতাহার[২০] পলায় আর কুম্ভার জাতি ।
মালি জাতি[২১] পলায় হাতে লৈয়া কাতি ।

ভাট ভিখারী পলায় [১]আর ব্রাহ্মণ[১] জাতি।
[২]কোলের ছাওয়াল ছাড়ি পলায় পুয়াতি ॥[২]
[৩]তেলি তাঁতি পলায় আর ধুনিয়া শুঁড়ি।[৩]
হাতে লাঠি[৪] করিয়া পলায় [৫]শ বৎসরের[৫] বুড়ি ॥
কেহো বোলে বুড়ি পলাঅ কার[৬] ডরে।
সুন কর্ম্মভাজন তুমি ফিরা যাহ ঘরে ॥
বুড়ি বোলে [৭]উত্তর দিতে মোর[৭] কিবা লাজ।
এমন বুড়া আছে যে বুড়ী পাইলে কাজ ॥
[৮]ডোমদাই পলায় আর চণ্ডাল হাড়ি।[৮]
ঘরমধ্যে যুক্তি করে যুবক সব রাড়ি ॥
[৯]যুবক রাড়ি বোলে আমার কিবা ডর।[৯]
নিভাতারী ভাতার পাব চণ্ডিকার বর ॥
[১০]যে পাইকে লৈয়া যাবে তার সঙ্গে যাব ॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া ভাত সুখে বসি খাব ॥[১০]
[১১]ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব পলায় আর যত ওঝা।
মাথে করি লৈয়া যায় যত কুশের বোঝা ॥[১১]
[১২]পলায়্যা নগরখান হৈল সমাধান।[১২]
অবশেষে হরসাধু মণ্ডল পাইল জান ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া হরসাধু পালায়।
[১৩]রথের উপরে[১৩] পদ্মা করে হায় হায় ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১৪]ও দারুণ বিধাতারে কত দুঃখ লেখ্যাছে কপালে ॥ ধু ॥[১৪]

পদ্মা বোলে শুন বাছা হরসাধু মণ্ডল।
কার ডরে পালাইলা হইয়া পাতল ॥
[১৫]সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন।[১৫]
[১৬]পুত্র বিভা দিতে যায় বণিক নন্দন ॥[১৬]

পুত্র বিভা দিতে যায় চান্দো সদাগর।
[১]তোর সৈন্য দেখিয়া পরাণে পাবে ডর ॥[১]
অবধানে[২] শুন বাছা[৩] আমার বচন।
ফিরিয়া চান্দোর সনে কর মহারণ ॥
[৪]গায়ে জোর দিব বাছা বাহে[৪] দিব বল।
মারিয়া খেদাঅ [৫]বাছা কটক সকল[৫] ॥
একে চাহে[৬] মণ্ডল পদ্মার আজ্ঞা পায়।
[৭]সৈন্যগণ সঙ্গে করি[৭] রণমুখে ধায় ॥
কোছাতে পাথর ইটা হাতে দণ্ডনাল।
বানিয়ার সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল কাল ॥
বার পাইক লৈয়া বীর করে মহারণ।
[৮]সৈন্যমধ্যে খায়া করে ঝড়[৮] বরিষণ ॥
কাহার মাথায়ে লাগে পাথরের ঘাও।
নাক দিয়া রক্ত পড়ে মুখে নাই রাও ॥
[৯]ফেলিয়া ফেলিয়া[৯] মারে [১০]ঢেল পাথর ভাল[১০]।
কার মাথা ভাঙ্গিল কার ফুটিল কপাল ॥
পলায় চান্দোর সৈন্য [১১]প্রাণে পায়া ডর[১১]।
[১২]কত জন পলায়া ফিরিয়া[১২] গেল ঘর ॥
কুন জন পলায়া লুকায় বনে ঝাড়ে ॥
কত জন লুকাইল শিয়ালের গাড়ে ॥
প্রাণের তরাসে পাইক [১৩]গর্ত্ততে সামায়[১৩]।
[১৪]জাবড় ঘুস্তুড়া[১৪] দিয়া দুয়ার চাপায় ॥
পলায়া [১৫]লুকায় কেহো বৈসে বাঁশতলে[১৫]।
দুর্জ্জন ভেমরুল তাহাকে করে বলে ॥
ভীমরুলের কামড়ে গায়ে উঠে কাঁপ।
[১৬]ঢাল খাড়া লৈয়া[১৬] পাইক জলে দিল ঝাঁপ ॥
ডুবিরা[১৭] মস্তক তোলে হইয়া[১৮] ফাফর।
বাহিগুার[১৯] হাড়ি দিল মস্তক উপর ॥
পালাইল পাইক সব প্রাণে পাঞা ডর।
[২০]একলা রহিল চান্দো আর লখিন্দর ॥[২০]

শিরে হাত দিয়া কান্দে চান্দো অধিকারী।
বিবাদ সাধিলে আজি চেমনাভাতারী॥
ঘরের নফর মোর হরসাধু মণ্ডল।
মোর সৈন্য খেদায় পদ্মার পায়্যা বল॥
না দিব পুত্রের বিভা এমতি রাখিব।
এক শত বান্যার ঝি দাসী করি দিব॥
পদ্মা বোলে বানিয়া ফিরিয়া ঘরে[১] যায়।
কেমতে সাধিব বাদ না দেখি উপায়॥
ব্রাহ্মণী-মূরতি [২]দেবী গেল সেই[২] ঠাই।
কি কাজে বিবাদ কর বানিয়া গোসাঞি॥
বিভায়ে বিবাদ দ্বন্দ্ব সর্ব্ব দেশে হয়।
ইহার কারণে [৩]কেনে চিন্ত[৩] মহাশয়॥
হরসাধু মণ্ডল তোর ঘরের নফর।
দেহ গুয়াপান ফিরিয়া যাউক ঘর॥
মহাসুখে যাহ তুমি উজানি নগর।
সুখে বিভা [৪]দেহ যায়্যা[৪] বালা লখিন্দর॥
ব্রাহ্মণীর বোলে চান্দো ছাড়ে অভিমান।
হরসাধু মণ্ডলকে দিল[৫] গুয়াপান॥
আনন্দে চলিল সাধু উজানি নগরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥

[৬]পুত্রের বিবাহ তরে চলে সাধু কুতুহলে
আনন্দে চলিল সর্ব্ব দেশ।[৬]
পদাতির[৭] পদভরে [৮]ই তিন ভূবন ডরে[৮]
[৯]মাথার বেদনা হৈল শেষ॥[৯]
চান্দো বোলে বাদ্যগণ[১০] [১১]বাজাঅ তোরা বাজন[১১]
উজানি নগরে হউক সাড়ি।
[১২]বিবাহ দিবার তরে যায় চান্দো সদাগরে[১২]
লক্ষপতি বানিয়ার বাড়ি॥

চান্দো বোলে লেঙ্গা চর শুন মোর বাক্য ধর
তুমি যাহ হৈয়া আগুয়ান।
[১]পুত্রের বিবাহে আমি সঙ্গে যাব উজানি[১]
দেহ বাছো বানিয়াকে জান॥
আজ্ঞা করে চন্দ্রপতি চলে লেঙ্গা শীঘ্রগতি
ঘোড়াপৃষ্ঠে হই আসোয়ার।
লক্ষপতিক দিল জান হৈল সাধু সাবধান
বালা আইল বিভা করিবার॥
[২]লক্ষপতি পায়া জান[২] হৈল সাধু আগুয়ান
সাজে বাজী গজ পরদল।
ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতি সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
কাঁপে স্বর্গ[৩] মেদিনীমণ্ডল॥
গাড়ি কলা[৪] সারি সারি স্থাপিলেন[৪] ঘট বারি
[৫]নোতুন সুন্দর[৫] ফলজল।
[৬]জামাতা বরিতে যায় মহা আনন্দিতে চায়[৬]
পঢ়ে ভাট ব্রাহ্মণে মঙ্গল॥
[৭]বাজে দামা ঢাক ঢোল তরঙ্গ ভেমচা খোল
শঙ্খ শিঙ্গা ভেউর করনাল।[৭]
জোড়া পড়া বীণা বাঁশি দগড় মান্দল কাশি
মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥
সাজে সাধু কুতুহলে জামাতা বরিতে চলে
অসংখ্য সৈন্যের নাই লেখা।
জগতজীবন গায় [৮]কতদূর যায়া পায়[৮]
বিহাই বিহাই হৈল দেখা॥

[৯]সাজে বাছো সদাগর চলিল বরিতে বর
পরম আনন্দে মনরঙ্গে।[৯]
হাতি ঘোড়া আসোয়ার [১০]চারি লক্ষ[১০] পাটোয়ার
[১১]দেখা হৈল সৈন্যাসব সঙ্গে॥[১১]

বানিয়ার নন্দন বালার সঙ্গীয়াগণ
একরূপ হৈল নিরন্তরে।
[১]জামাতা দেখিতে মন আনন্দিত সর্ব্বজন
সৈন্যমাঝে চিহ্নিতে না পারে ॥[১]
বাছো বোলে লেঙ্গা ভাই জামাতা দেখিতে চাই
আমার জামাতা কুন জন।
দেখিলে জামাতামুখ মনে মোর হয় সুখ
সত্বরে করাহ দরশন ॥
লেঙ্গা বোলে অঙ্গে যার মণিময় অলঙ্কার
ভালে শোভে কুস্থমের ফোঁটা।
সে জন জামাতা হয় কর যায়া পরিচয়
চন্দ্রপতি বানিয়ার বেটা ॥
বাছো বোলে সর্ব্ব জন অলঙ্কারে সুশোভন
সভার কপালে দেখি ফোঁটা।
আমার জামাতাকে অঙ্গুলে দেখায়া দে
ঘুচুক মনের [২]মোর খটা[২] ॥
লেঙ্গা বোলে শিরে যার পাগ আছে কশিদার[৩]
[৪]মুখ যেন চন্দ্রের[৪] আকার।
তুমার জামাতা হয় কর যায়া পরিচয়
চতুর্দ্দিগে ঘোড়া আসোয়ার ॥
বাছো বোলে সভার শিরে পাগ কশিদার
সভার মুখ চন্দ্রের আকার।
আমার জামাতাকে সত্বরে দেখায়া দে
কুন জন চান্দোর কুমার ॥
লেঙ্গা বোলে সখা সাথে কনক দর্পণ হাতে
চৌদলে দুর্ল্লভ নথাই।
চতুর্দ্দিগে সৈন্যগণ তরাতরি সর্ব্ব জন
বর যায়া আপন জামাই ॥
শুনিয়া লেঙ্গার বাণী বানিয়ার শিরোমণি
জামাতা বরিতে সাধু যায়।

[১]জাতি সব লৈয়া সঙ্গে যায় পরম রঙ্গে
লখিন্দর কাছে যায়া পায় ॥[১]
দেখিয়া সুন্দর[২] বর আনন্দিত[৩] সদাগর
[৪]সন্তোষ হইল কলেবর ।[৪]
মনে বড় হৈল সুখ জামাতার দেখি মুখ
রূপে জলে অতি মনোহর ।।
চন্দ্রের সমান মুখ দেখিয়া হরিল দুঃখ
বন্দে গিয়া শ্বশুরের পায় ।
[৫]বদন ধরিয়া চায় লক্ষ লক্ষ চুম্ব খায়
জিয় জিয় দীর্ঘ পরমাই ॥[৫]
বোলে সাধু সদাগর এই বর লখিন্দর
মোর কন্যা হোক সোভাগিনী ।
দেবতা ব্রাহ্মণ বড় মিলিল কন্যার বর
কৃপা যদি করিল ভবানী ॥
[৬]ধন্য তুমার মাতা ধন্য তুমার জন্মদাতা
ধন্য রাজা চম্পালি নগর ।[৬]
ধন্য কন্যার জীবন ধন্য গৌরীর চরণ
সাফল সেবিনু আমি হর ॥
যেমতে চাহিল আমি তেমতি কন্যার স্বামী
পাত্র দেখি অমূল্য রতন ।
সদাগর ডাকি আনে যত সব বন্ধুগণে
বাদ্য বাজে ব্যালিশ বাজন ॥
শীঘ্র বাছো সদাগর চলিল আপন ঘর
জামাতা বরিয়া লৈয়া যায় ।
যতেক রাহো নারী আইল সারি সারি
জগতজীবন কবি গায় ॥

[৭]ও শ্যামের রূপ না ল
মরমে রূপেতে পাগল কৈলে উজানি নগরে ॥ ধু ॥[৭]

[১]ও কালা কে তোরে আনিল দেশে ল।
ভুবন মোহিল আরে রূপে ॥ ধু ॥[১]

উজানির [২]নারীগণ বালার চাহে[২] মুখ।
[৩]দেখি নারীগণের মনে লাগে সুখ ॥[৩]
দেখিয়া যুবতীগণ করে হায় হায়।
কিরূপে সৃজিল রূপ কুন বিধাতায় ॥
আমার [৪]বাপ মাও তবে দুই চক্ষ ধরে।[৪]
কড়ি খায়া দেলে মোকে সড়া পচার ঘরে ॥
এক যুবতী বোলে মাও মোর কপাল পোড়া[৫]*।
মুই হেন সুন্দরী রামা মোর স্বামী খোঁড়া ॥
লাঠি ধরি বৈসে খোঁড়া** লাঠি ধরি উঠে।
কর্ম্মকার্য্যে ভাজন[৬] নাই [৭]বোলে প্রাণ[৭] ফাটে ॥
আর যুবতী বোলে সখী মোর কথা শুন।
[৮]আমার কালুয়া স্বামী দুই চক্ষে উন ॥[৮]
লোকে বোলে [৯]ছার ছার মনে বাসি দুঃখ।[৯]
[১০]তৈল খৈলে নিত্য ঘসে পাতিল যেন মুখ ॥[১০]
সেরে সেরে মাথে তৈল [১১]দলাদলা খৈল[১১]।
[১২]সতত ঘসিলে নাকি অঙ্গার ছাড়ে মৈল ॥[১২]
আর যুবতী বোলে কথা মিথ্যা নাই তোর।
আমি হেন সুন্দরী নারী [১৩]স্বামী কুজা মোর[১৩] ॥
কর্ম্মে কিছু নহে কুজা কথার নাগর বুড়া[১৪]।
উবুর হৈয়া [১৫]সুতে কুজা যেন নায়ের গুড়া[১৫] ॥
সকল দিন বৈসা থাকে খাবার বেলা নড়ে।
চিতর হৈয়া সুতে যদি পাথাল হৈয়া পড়ে ॥
আর যুবতী বোলে দিদি তোর না পুন[১৬] ভাল।
আমার ঘরের [১৭]গোদা স্বামী[১৭] সে বড় জঞ্জাল ॥

* পাঠ—পড়া; ** পাঠ—খড়া

[১]আমি হেন সুন্দরী রামা গোদা স্বামী বুড়া ।[১]
দুই পায়ে দুই গোদ যেন ধানের পুড়া ॥
গোদের উপরে আচুল[২] গোটা গোটা বেল ।
[৩]নিত্য মাখাতে লাগে[৩] সেরে সেরে তেল ॥
আর যুবতী বোলে দিদি তুমার কথা সহি ।
তোর কথা [৪]থাকুক এবে আপন[৪] কথা কহি ॥
[৫]শাগ মৎস যত আনি সকল খায় পুড়ি ।
লোকের মধ্যে স্বামী মোর বনবুড়ি ॥[৫]
হাট যায় বাজার যায় [৬]আমি যাই[৬] সাথে ।
[৭]আধ হাটু জল হৈলে ডুবি মরে তাতে ॥[৭]
[৮]রূপেতে পাগল কৈলে উজানি ভুবন ।[৮]
হাটে ঘটে ধন্য ধন্য বোলে [৯]সর্ব্ব জন[৯] ॥
দুই দিগে বাজারিয়া করে হুড়াহুড়ি ।
দেখিয়া বালার রূপ মনকলা খায় বুড়ি ॥
এক বুড়ি বোলে মোকে বুঢ়া কৈল বিধি ।
[১০]মোর হাতে বাঁচে নাকি এমন গুণনিধি ।[১০]
এমন সুন্দর বালা আজি যদি পাও ।
বুকে [১১]করি রাখ বালা শয্যা না শুতাও[১১] ॥
আর বুড়ি বোলে মোর গলিত যৌবন[১২] ।
তথাচ বালাক দেখি পুড়ে মোর মন ॥
এমন সুন্দর বালা পড়ে মোর পালে ।
চিনি সরবত খাও ঝারির নালে ॥
আর বুড়ি বোলে আমি বুঢ়া হৈনু দুঃখে ।
[১৩]কি করিব সখী মোর[১৩] দন্ত নাই মুখে ।
[১৪]ধরার কারণে মোর পাকিল[১৪] মাথার চুল ।
নহে বালাক করিতাম উন্মত্ত[১৫] বাউল ॥
আর বুড়ি বোলে আমি বালার লাগ পাও ।
গুবাকতুল্য [১৬]কাছে থুঞা[১৬] মনে মনে খাও ॥
[১৭]জগতজীবন ভণে মনে গুণে বুড়ি ।
সাধুর সিংহদ্বারে লাগিল হুড়াহুড়ি ॥[১৭]

[১]ও শিবনাথ বিনে আমি কারে শরণ নিব।
বাজন নপুর হৈঞা চরণে রহিব ॥ ধু ॥[১]

[২]বাছোর দুয়ারে লোক হুড়াহুড়ি করে।
রূপ দেখি মোহ যায় উজানি নগরে ॥[২]
[৩]হাটে ঘাটে ধন্য ধন্য বোলে সর্ব্ব জন।
অতি বিদগদ রূপ বানিয়ার নন্দন ॥[৩]
সাধুর দ্বারে বালা হৈল উপস্থিত।
নৃত্য করে নাটুয়া গায়নে গায় গীত ॥
বেদ পঢ়ে ব্রাহ্মণ মঙ্গল পড়ে ভাট।
নানা বাদ্য বাজন[৪]বাজে শব্দে হয় হাট[৪] ॥
লক্ষ লক্ষ ঘোড়া হাতি ফোজ আসোয়ার।
[৫]নানা জাতি তামসা করে হৈয়া চমৎকার[৫] ॥
[৬]সৈন্য করে হাহাকার[৬] সরদার বোলে মার।
বাছোর পাইক আসি ধরিল দুয়ার ॥
যাইতে না পায় পথ বানিয়ার ঠাট।
আজ্ঞা করে চান্দো [৭]দুয়ার সব[৭] কাট ॥
আজ্ঞা পাএগ চলিল সমস্ত[৮] সরদার।
কাটিএগ ফেলায় সাধুর সমস্ত দুয়ার[৯] ॥
বাছোর সরদার[১০] সব যুক্তি ভাল করে।
[১১]চরক্ষিতে আগুন দিল সৈন্যের ভিতরে ॥[১১]
লক্ষ লক্ষ ভুমিচাম্পা [১২]মারে আগুসরি ॥[১২]
সৈন্যমধ্যে হৈয়া গেল দীপ্তময়[১৩]পুরী ॥
[১৪]ছুট ছুট করে শব্দ[১৪] শুনি চারি পাশে।
যতেক চান্দোর সৈন্য পলায় তরাসে ॥
পাগ পুড়ে দাড়ি পুরে কার[১৫] নিমা জোড়া।
[১৬]আসোয়ার সব পালায় ছাড়ি হাতি ঘোড়া ॥[১৬]
[১৭]পাইক পলায় আর ব্রাহ্মণ ভিখারী।
পলায় চান্দোর সৈন্য হৈয়া সারি সারি ॥[১৭]

[১]কাপড় বিছানা পুড়ে পুড়ে গুয়াপান।
তরাতরি করিয়া পলায় মুসলমান ॥[১]
পলায় চান্দোর সৈন্য অগ্নির তরাসে।
চৌদলে চড়িয়া বালা লখিন্দর[২] হাসে ॥
বালা বোলে সৈন্যগণ গাল মারে বড়।
আগুন দেখিঞা সকলে দিলেন লড়[৩] ॥
[৪]পলাঞা সকল লোক হইল ফারাক।[৪]
আইল বানিঞা বাছো বর বরিবাক ॥
জামাতা বরিয়া সাধু অন্তস্পুরে যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

[৫]ও বানিয়ার রূপ জিনি নয়ান নিশঙ্ক ॥ ধু ॥[৫]

জামাতা আদর করে বাছোয়ে বরণ বরে
আকাশে দেবতা দেখে রঙ্গ ॥
বাছোসাধু কুতূহলে পাদ্যঅর্ঘ্য দিল জলে
পাছে দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
[৬]মেনকা পরম রঙ্গে সকল যুবতি সঙ্গে
আইল জামাতা বরিবার ॥[৬]
[৭]কাঙ্কনী কেতকী রতি[৭] কোশল্যা [৮]কমলা সতী[৮]
কেকোই [৯]কনক কলাবতী[৯]।
কামিনী[১০] কুমারী সাজে চরণে নপুর বাজে
কুরঙ্গনয়ানী মহাসতী ॥
চন্দ্রমুখী চিত্রলেখা [১১]কনকা কমলী কঙ্কা[১১]
[১২]পম্পা চলে চঞ্চল-নয়ানী।[১২]
চন্দ্রকলা[১৩] চারুমুখী দেখিঞা দেবতা সুখী
[১৪]যতেক বানিঞা বোলে বাণী ॥
চলে জয়া যশোমতী যশোদা জাহ্নবী যুতি
আর সাজে চন্দ্রকলা সতী।

যমুনা জয়ন্তী সাজে সমস্ত সখীমাঝে
হীরা জিরা মোহন মূরতি ॥
মধুব্রতী আর নীলা মাধুরী মালতী মালা
রতি চলে আর মনোরমা ।
অপর্ণা অম্বিকা চলে চলে কন্যা কুতুহলে
অজয়া অঞ্জনা অনুপমা ॥
রূপসী উর্ব্বশী তারা সাজে কন্যা মনোহরা
রতি সাজে সখিগণ সঙ্গে ।
যতেক যুবতীগণ পহ্নি নানা অভরণ
লখাই বরিতে যায় রঙ্গে ॥
[১]জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[১]

[২]শ্যামের রূপ লাগিল মরমে ।
ভাবিতে রসের তত্ত্ব ঝারা নৈলে ঘুনে ॥ ধু ॥[২]

[৩]সুবর্ণের চালুনবাতি মেনকা লৈএগ রঙ্গে ।
জামাতা বরিতে যায় রাইহোগণ সঙ্গে ॥[৩]
[৪]বালার রূপ দেখিয়া ভুলিল সব নারী ।[৪]
চক্ষে চক্ষে সখিগণ করে ঠারাঠারি ॥
নয়ানে কটাক্ষ করে মন্দ মন্দ হাস ।
কুন কুন সুন্দরী দেখায় আশপাশ ॥
ফিরিয়া [৫]ঝাড়িয়া বান্ধে[৫] মস্তকের চুল ।
দেখিএগ যুবতীগণ মদনে[৬] আকুল ॥
মেনকা সুন্দরী করে বিবিধ বন্ধান[৭] ।
বালার মস্তকে তুলি দিল দূর্ব্বা ধান ॥
বানিয়ার চক্ষতে কাজল দিতে চায় ।
কাজল দেখিয়া বালা তরাসে পলায় ॥

বালা বোলে কাজল দেখিয়া উঠে কম্প।
কাজল দেখিএ আমি যেন কালসর্প॥
কালসর্পতে খাইল মোর ছয় ভাই।
কাজল দেখিঞা আমি বড় ভয় পাই॥
মেনকাএ বোলে বাছা না [৩]পলাহ ডরে[১]।
বিভারাত্রিতে কাজল[২] সর্ব্ব[৩] লোকে পন্থে[৪]॥
ধরিঞা বালার চক্ষে [৫]পন্থায় অঞ্জন[৫]।
মন্দাকিনীর [৬]ধারা যেন বহিল নয়ান[৬]॥
বিধিমতে [৭]হস্ত তার করিল বালার অঙ্গে[৭]।
মেনকা [৮]চলিঞা গেল[৮] সখিগণ সঙ্গে॥
[৯]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥[৯]

[১০]নানা বেশ করে কন্যা ওহো দর্প্পণি লৈয়া হাতে॥ ধু॥[১০]

দর্প্পণ ধরিয়া বালী [১১]করে নানা বেশ[১১]।
বান্ধিল বিচিত্র [১২]খোপা আচুড়িঞা কেশ[১২]॥
চাকি কড়ি কুণ্ডল মকর কর্ণমূলে।
নাসিকায়ে বেশর গজমুক্তা ফুল দোলে॥
কপালে [১৩]সিন্দুর পন্থে[১৩] চন্দনের বিন্দু।
অরুণ বেড়িঞা যেন শত শত ইন্দু॥
হৃদয়ে [১৪]কাচুলি কি উপমা দিবে[১৪] তার।
গলায়ে প্রবালমালা[১৫] গজমুক্তা হার॥
কনক কঙ্কণ শোভে বাহেত কেজুর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পন্থে চরণে নপুর॥
গুর্জ্জরাটি [১৬]অম্বর করিল পরিধান[১৬]।
উপরে [১৭]উড়ানি দিল কুসুম বসন[১৭]॥
[১৮]চৌদলে বসাঞা বাহির করে চারিজন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥[১৮]

[১]জিনিঞা চকোরবর দেখি দুটি পয়োধর
দ্বিতীয়ার চন্দ্রত কপাল ।[১]
কেশরীর মধ্য[২] জিনি [৩]মধ্যাস্থানে অতি খিনি[৩]
বাহুযুগ[৪] জিনিঞা মৃণাল ॥
তিল পুষ্প জিনি নাসা [৫]পীত শ্যাম চক্ষ ভাসা[৫]
চামর [৬]সদৃশ যেন[৬] চুল ।
ভুরুভঙ্গি কামধনু কাঞ্চনবরণ তনু
[৭]সিন্দূর বিন্দু জিনিয়া বিম্ব মুল ॥[৭]
সুন্দর অঙ্গুলি বালী যেন চাম্পার কলি
[৮]নখরাজি জিনি চন্দ্রঘটা ।[৮]
দন্ত জিনি গজমতি হাস্য করে রূপবতী
যেন পড়ে[৯] বিজলির ছটা ॥
উলট কদলি জঙ্গ মনোহর সব অঙ্গ
কমল জিনিয়া পদতল ।
[১০]নয়ানের ঠমকে সৈন্য সব তাকে দেখে[১০]
চম্পালিয়া দেখিঞা বিকল ॥
[১১]শিবনারায়ণ নাম লক্ষ্মীনারায়ণ অনুপাম
তার ভাই প্রাণনারায়ণ ।[১১]
[১২]তার দেশে রূপরায় তাহার নন্দন গায়
দ্বিজ কবি জগতজীবন ॥[১২]

[১৩]ও তোর রূপে আকুল কৈলে হিয়া হে রামা ॥ ধু ॥[১৪]

[১৪]বালী তোর রূপ দেখিঞা ।
ভুলালে উজানি রে য়ে বালী তোর রূপ দেখিঞা ॥ ধু ॥[১৩]

চৌদলে আইল বালী মোহিনী আকার ।
রূপ দেখি সর্ব্ব জন হৈল চমৎকার ॥
কেহো বোলে ভাই আজি নহে পুর্ণমাসী ।
তবে কেনে আকাশে উদয় হৈল শশী ॥

কেহো বোলে ভাই যেন ইন্দ্র-বিদ্যাধরী।
দেখিতে আইল রঙ্গ রথে ভর করি ॥
চান্দো বোলে লেজ্ঞা শুন আমার বচন।
চৌদলতে চড়িয়া আইল কুন জন ॥
লেজ্ঞা বোলে বাক্য শুন চান্দো সদাগর।
এই কন্যা বিবাহ করিবে লখিন্দর ॥
[১]বধূ দেখি আনন্দিত হৈল সদাগর।
জগতজ্জীবন গায় মনসার বর ॥[১]

ত্রিপদী ॥

[২]স্বামী প্রদক্ষিণ করি বাহিরায় সুন্দরী
কুন্দ পুষ্প নি এগচলে করি।[২]
দেখিয়া দুহার মুখ দুহার পরম সুখ
[৩]দুহে দেখিল[৩] নয়ান ভরি ॥
ফিরি ফিরি সপ্তবার করে কন্যা নমস্কার
সমুখে[৪] মুখানি নাই[৪] তুলে।
দেখিঞা নির্ম্মল[৫] ইন্দু [৬]হৃদয়ে আনন্দ [৬]বিন্দু
[৭]হানিয়াছে মৃণালের কোলে ॥[৭]
[৮]সুবর্ণ কলস আনি গঙ্গাসাগরের পানি
মস্তকার ডাল লৈল হাতে।[৮]
[৯]ডুবায়া ঘাটের জলে বাদ্য বাজে সুমঙ্গলে
ছিটাইল দুজনার মাথে ॥[৯]
ধরিয়া পুষ্পের মুঠি দুইজনে ছিটা ছিটি
[১০]মঙ্গল উৎসব করি[১০] মহারঙ্গে।
সেই কালে বিষহরি [১১]দিব্য রথে ভর[১১] করি
আইলেন সর্প লৈঞা সঙ্গে ॥
পদ্মা বোলে অহিরাজ কর কিছু হিত কাজ
বালার মস্তকে ধর ছাতি।

অহিরাজ বোলে আমি যতেক সর্পের স্বামী
কেমতে সেবিব নরপতি[১] ॥
পদ্মা বোলে অহিবর নর নহে লখিন্দর
অনিরুদ্ধ কামের কুমার।
স্বর্গ হৈতে সত্য করি আনিলু মনুষ্যপুরী
চান্দোর বিবাদ সাধিবার ॥
শুনিয়া পদ্মার কথা অহিরাজ তুলে মাথা
ছত্র ধরে বালার উপরে।
পাইয়া বিষের তাপ ফিরিয়া দেখিল সাপ
টলিয়া পড়িল লখিন্দরে ॥
[২]ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি
প্রাণ মহামহিপতির দেশে।
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
কবি দুর্গা চন্দ্রপতির আদেশে ॥[২]

[৩]কি হৈল কপালেরে হায় বিধি কি হৈল কপালে ॥ ধু ॥[৩]

[৪]কি না হৈলরে বাছা দুর্লভ লখিন্দরে।
সর্প নহে লখাই টলিল কিসের তরে ॥[৪]
[৫]চমৎকার হৈল দেখি সমস্ত সমাজ।
খসিয়া পড়িল যেন আকাশের বাজ ॥[৫]
চান্দো বোলে উঠ বাছা দুর্লভ লখাই।
মিথ্যাএ দেখিলে সর্প কুন ঠাই নাই ॥
বাণিজ্যে আসিয়া মোর জীবনে হৈল হানি।
কি বলি পতিয়াব[৬] সনকা বানিয়ানী ॥
[৭]চান্দোর ক্রন্দনে কান্দে যত সৈন্যগণ।
হায় হায় উত্তরোল বোলে সর্ব্ব জন ॥[৭]
কান্দে বাছো সদাগর হায় হায় করে।
মেনকাসুন্দরী কান্দে মন্দির-ভিতরে ॥

মেনকার সঙ্গে কান্দে যত বধূগণ[১] ।
দাসদাসী [২]বেড়িয়া কান্দে[২] সর্ব্ব জন ॥
বালী বোলে [৩]পদ্মা মোর করিল দুর্গতি[৩] ।
বিবাহ-সময়ে মোর মারে প্রাণপতি[৪] ॥
বাসি-রাত্রি [৫]মোর সঙ্গে না রহিল শঙ্ক[৫] ।
ই তিন ভুবনে মোর রহিল কলঙ্ক ॥
কালিদহে যাব আমি সখী সঙ্গে করি ।
একান্ত [৬]ভকতি পূজা করি[৬] বিষহরি ॥
[৭]তবে না জিঞাইয়া দিবে প্রাণের ঈশ্বর ।[৭]
[৮]স্ত্রীহত্যা দিব আজি পদ্মার উপর ॥[৮]
বালী বোলে না কান্দ শ্বশুর সদাগর ।
অপেক্ষা করিহ মোর এ দুই প্রহর ॥
জিইঞা না উঠে যদি তুমার কুমার ।
তবে সে করিহ পাছে দেশ-ব্যবহার ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ তৈল উপহার ।
কালীদহে চলে বালী পদ্মা পূজিবার ।
সখীসঙ্গে বিদ্যাধরী করিল গমন ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

ত্রিপদী ॥[৯]

উত্তম করিল স্থল [১০]স্থাপিলেন ঘট জল[১০]
গন্ধ পুষ্পে পূজে বিষহরি[১১] ॥
দুই স্থানে নৈবেদ্য[১২] করে জিহ্বা কাটি অর্ঘ্য ধরে
কেশ কাটি চামর ঢুলায় ।
দুই চক্ষ পদ্ম ফুলে পূজে সাগরের কূলে
স্তন কাটি প্রদীপ জ্বালায় ॥
জয় জয় শব্দ করি পূজা করে বিষহরি[১৩]
শঙ্করনন্দিনী মনে জানে ।

চড়িঞা উত্তম রথে আসিঞা আকাশপথে
কহিল কালির[১] বিদ্যমানে ॥
পদ্মা বোলে বিষধর কালিদহে তোর ঘর
বালীকে দেখাহ চমৎকার ।
পাইঞা সর্পের ডর ফিরিয়া যাইবে ঘর
খণ্ডিবেক জঞ্জাল আমার ॥
জগতজননীর বোলে কালিয়ে মস্তক তোলে
দেখিঞা বেনমী পায় ডর ।
বিহুলার সখিগণ পলাইল সর্ব্ব জন
সুন্দরী রহিল একেশ্বর ॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

কত মায়া জানলো ও মায়াধারী ।
তুমার [২]কপট মায়া বুঝিতে[২] না পারি ॥ ধু ॥

[৩]মোরে দয়া কর দেবী শঙ্কর-ঝিয়ারী ।
তুমার মহিমা মাতা বলিতে না পারি ॥[৩]
বিবাদে মারিলে মোর প্রাণের ঈশ্বর ।
[৪]প্রাণত্যাগ করিব[৪] আমি সর্পের কি ডর ॥
অবশ্য যাইব আমি স্বামীর দোসর ।
স্ত্রীহত্যা দিব আজি পদ্মার উপর ॥
কাতি ধরিল বালী মহাতীক্ষ্ণ ধার ।
গলায়ে কাটারি দিঞা চাহে মারিবার ॥
স্ত্রীহত্যা[৫] দেখিয়া মনসা পাইল ভয় ।
কালিদহের কূলে পদ্মা [৬]হইল সদয়[৬] ॥

[১]চল ঘরে সুন্দরী বিহুলা আমার বোলে।[১]
স্বামী তোর জিয়াঞা বসিল পিতৃকুলে ॥
মহামন্ত্র পদ্মাবতী করিল হাঙ্কার।
উঠিয়া বসিল বালা বণিককুমার ॥
আনন্দহৃদয়ে নাচে উজানি নগর।
বেননী পদ্মায়ে হইল [২]বাক্যবাণে স্বর[২] ॥
[৩]বিহুলায়ে বোলে আমি গৃহকে না যাঙ।
তোমার বচনে মাগো প্রত্যয় না পাঙ ॥[৩]
স্বর্গ হৈতে সত্য করি আনিলে দেবতী।
[৪]বিভারাত্রে প্রথমে মারিলে প্রাণপতি ॥[৪]
পদ্মা বোলে সত্য সত্য যাহ তুমি ঘর।
জিঞাই দিনু নিশ্চয় বালা লখিন্দর ॥
বালী বোলে শরীর করিনু খান খান।
কেমতে যাইব [৫]ঘরে কর অবধান[৫] ॥
ব্রহ্মমন্ত্রে মনসা মস্তকে দিল নীর।
নৌতন হইল যেন বালীর শরীর ॥
আনন্দে পদ্মার পায়ে নমস্কার করি।
উজানি নগরে গেল পরম সুন্দরী ॥
বেহুলা দেখিয়া লোক ধন্য ধন্য করে।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক উজানী নগরে ॥
বাপ মাএ বিহুলাক লক্ষ চুম্ব খায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

[৬]কাল মানব জনম কর্য্যাছো সাফল রে ॥ ধু ॥[৬]
[৭]ও বালার বামে বালী অলঙ্গ মুঞ্জরীরে।
ও বালার বামে বালী ॥ ধু ॥[৭]

[৮]চান্দো বলে লক্ষপতি কর অবধান।
শুভলগ্নে কন্যাখানি কর দান ॥[৮]

শীঘ্র উঠেন লক্ষপতি সমাধান[১] বোলে।
পশ্চিম মুখে বসিল দুহিতা লৈয়া কোলে ॥
[২]ঘটের উপরে বালা দিল করতল।
বেননীর হস্ত দিঞা তাতে দিল ফল ॥[২]
[৩]পুরোহিতে মন্ত্র পড়ে বিবিধ বিধান।
শুভক্ষণে বানিয়া দুহিতা করে দান ॥[৩]
যত দ্রব্য দিল দান লেখাজোখা নাই।
এক লক্ষ করে দান দুগ্ধবতী গাই ॥
থাল থুরি [৪]দান দিল আর দিব্য[৪] ঝারি।
যত দ্রব্য দিল দান লেখিতে না পারি ॥
দাসদাসী দিল তার কেবা জানে নাম।
ভূমিদান দিল সাধু সহস্রেক[৫] গ্রাম ॥
বানিয়ার কুটুম্ব আর জ্ঞাতি মিত্র ভাই।
সকলে যৌতুক দিল লেখাজোখা নাই ॥
মেনকা যৌতুক দিল হস্তের কঙ্কণ।
[৬]হীরা চুনি মণিময় স্বর্ণ গঠন ॥[৬]
চান্দো বোলে তোমরা কতেক কর দান।
শিবের প্রসাদে আমি বড় ভাগ্যবান ॥
মোর ঘরে হীরা মতি গড়াগড়ি যায়।
ঘুচাহ জঞ্জাল বালা বড় দুঃখ পায় ॥
মেনকা আইল লৈয়া শতেক বনিতা।
বরিয়া লইল রঙ্গে জামাতা দুহিতা ॥
লখাই বিজুলা প্রবেশিল বাসঘরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

ত্রিপদী ॥

[৭]বাছোর সুন্দর নারী রূপে গুণে বিদ্যাধরী
জামাতা আদর বড় করে ।[৭]

[১]করিঞা রন্ধন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
শেষে বালী অন্ন রান্ধে ঘরে ।।[১]
[২]ভোজনে করিতে বেননী সহিতে
বানিয়া বসিল রঙ্গে ।[২]
[৩]পরম উল্লাস করে পরিহাস
বালা নিজ পত্নীসঙ্গে ।।[৩]
খাইতে [৪]দিল আনি বাছোর বানিয়ানী
অন্ন[৫] আর উত্তম ঘৃত ।
করিল ভোজন বণিকনন্দন
পাইল পরম প্রীত ।।
তাহার অন্তর দিলেন সুন্দর[৬]
সুক্তার[৭] বড়ি ভাজা ।
শাশুড়ীর তরে[৮] পরশ[৮] মাত্র করে
[৯]চম্পালিপুরের[৯] রাজা ।।
[১০]মিষ্ট পরমান্ন[১০] দধি মধু আন[১১]
[১২]দ্রব্য যত দিল পাছে ।[১২]
ঔষধের তর করিল অন্তর
[১৩]রাখিল থালের কাছে ।।[১৩]
হাতে লৈয়া ঝারি শঙ্খসাধুর নারী
চলিল পরম রঙ্গে ।
ধারা করি পানি ঢালে বানিয়ানী
দুর্ল্লভ লখাইর অঙ্গে ।।
[১৪]শঙ্খাইর নারী[১৪] বোলে সত্য[১৫] করি
খাঅ বালা পরমান্ন[১৬] পিঠা ।
[১৭]কাঁচা সরিষার তেল হাতে লৈয়া গেল
বালার চক্ষে মারে ছিটা ।[১৭]
[১৮]চক্ষত বালার বহে জলধার
মুক্তার বরণ পানি ।[১৮]
গালে মারে চড় করে বালা ধড়ফড়
লজ্জা পায় সাহের বানিয়ানী ।।

[১]জগতজীবন কবি বিচক্ষণ
প্রণতি মনসার পায়।
অস্তিক জননী নাগের ভগিনী
সেবকে হইবে বর দায়*॥[১]

[২]শুনহে শালজ বধূ নাই তোর লাজ।
আমার সঙ্গে কর তুমি রঙ্গ কাজ॥ ধু॥[২]

[৩]মর মর নিলজ বালায়ে বোলে বাণী।
কুন লাজে আমার গায়ে ঢাল তুমি পানি॥[৩]
দেখা শুনা নাই তুমার মাস ছয় মাস।
কিবা লাজে কাঢ়[৪] রাঅ কর পরিহাস॥
সহজে [৫]অনেক দিন স্বামী নাই ঘরে।
পর পুরুষ দেখি তোর প্রাণ আকুল করে॥
আমাকে লাগিঞা যদি লাগে তোর মন।
বালীর সতীন তোরা হও[৬] ছয় জন॥
আমি কি[৭] সহিব [৮]তোর এত অপমান[৮]।
আগেত কাটিব নাক[৯] পাছে দুই কান॥
পালায় সমস্ত বধূ ছিল বালার পাশে।
[১০]হেট মাথা করি বালী[১০] মনে মনে হাসে॥
ভোজন করিয়া বালা করে আচমন।
বাসরে বসিল গিয়া বণিকনন্দন॥
মুখ শুদ্ধ করে বালা মহারঙ্গ মনে।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবনে॥

[১১]শ্যামরূপ লাগিল মরমে।
ভাবিতে রসের তত্ত্ব ঝারা নৈলে ঘুনে॥ ধু॥[১১]

[১২]বালা বোলে[১২] লেস্ত্যা জানাহ শ্বশুরের পায়।
বোল তুমার জামাতা বিদায় হৈতে চায়॥

---

* পাঠ—দাতা

[১]লেজ্যাএ বোলিল[১] যাঞা বানিয়ার ঠাই।
বিদায় হৈতে চাহে [২]দুর্ল্লভ নথাই[২] ॥
শুনিয়া বাহির হৈল বাছো সদাগর।
আজি রাত্রি থাক [৩]বাছা দুর্ল্লভ লখিন্দর[৩]।
[৪]আজি রাত্রি বহি প্রভাতে যাঅ কালি।
বেননী যাইবে মোর কোল করি খালি ॥[৪]
বালা বোলে শ্বশুর না কর অসন্তোষ।
শ্বশুরঘরে [৫]থাকিলে আছয়ে কুন[৫] দোষ ॥
বিবাদ করিল পদ্মা দৃঢ় অঙ্গীকার।
বিবাহরাত্রিতে মোরে করিবে সংহার ॥
যতনে বান্ধিলে পিতা পাথরের ঘর।
সেই ঘরে থাকিলে সর্পের নাই ডর ॥
শুভে শুভে যায় যদি রাত্রি আজিকার।
পুনশ্চ [৬]আসিব আমি কত[৬] শত বার ॥
শুনিয়া বালার মুখে নিষ্ঠুর বচন।
অঝর নয়ানে সাধু করিছে ক্রন্দন ॥
বুকে ঘাঅ মারি কান্দে মেনকা সুন্দরী।
ছয় বধূ কান্দে আর বানিয়ার পুরী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
[৭]গ্রাম কুচিয়ামোড়ে যাহার নিবাস ॥[৭]

[৮]কান্দে রামা লো কি হৈল কি হৈল ॥ ধু ॥[৮]

মানুষ করিনু আমি পুষিয়া পালিঞা।
[৯]কোছার মানিক মোর কে নিল কাড়িঞা ॥[৯]
মেনকায়ে বোলে বাছা শুন রূপবতী।
স্বামীর করিহ সেবা একান্ত ভকতি ॥
করিহ স্বামীর তুমি মনহিত কর্ম্ম।
শাস্ত্রে কহে স্বামীর সেবা যুবতীর ধর্ম্ম ॥

শ্বশুর শাশুড়ী হয় মহা-গুরুজন।
যতনে করিহ সেবা রাখিহ বচন ॥
রাড়ী ছয় জাঅ সঙ্গে না করিহ দ্বন্দ্ব।
দাসদাসীকে মিছা দোষে না বলিহ মন্দ ॥
চান্দো বোলে পুত্রবধূ করহ বিদায়।
বিলম্ব না করহ আর রাত্রি [১]হৈয়্যা যায়[১] ॥
বাপের বচনে বালা উঠিল সত্বরে।
শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে নমস্কার করে ॥
চতুর্দ্দিগে সৈন্যগণ বোলে হরি হরি।
চৌদলে চড়িল বালা দোসর সুন্দরী ॥
চৌদলে চড়িয়া বাছা চম্পালিকে যায়।
উজানির সর্ব্ব লোকে করে হায় হায় ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[২]ও প্রাণ যায়রে য়ে বালী তোর বদন দেখিঞা ॥ ধু ॥[২]

চৌদলে চড়িয়া [৩]দুহে যায় মহারঙ্গে।[৩]
[৪]চন্দ্রমা চকোর[৪] যেন জলে এক সঙ্গে ॥
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া চলিল যত ঠাট।
প্রথমে পাইল গিয়া উজানির ঘাট ॥
বালী বোলে প্রাণনাথ কুন নদীখানি।
বালা বোলে এই দহ শুনহ উজানি ॥
নৌকায়ে বান্ধিল নদী[৫] উজানির জল।
তিলেক উত্তরিল সব[৬] চান্দের প্রদল ॥
বানিয়ার প্রদল উজানি[৭] হৈল পার।
প্রথমে পাইল যাঞা শঙ্খাই বাজার ॥
বেহুলা বোলেন প্রভু রহ এই ঠাই।
[৮]এ দ্রব্য কি কার্য্যে ঘসে[৮] তোমাকে শুধাই ॥
বালা বোলে[৯] শিশুবুদ্ধি প্রাণপ্রিয়া তোর[৯]।
এ শঙ্খাইর শঙ্খ হাতে দেখ তোর ॥

মণিহাটি যাঞা বালী করে জোড়হাত ॥
কি দ্রব্য বিকায় এই শুন[১] প্রাণনাথ ॥
বালা বোলে বিদ্যাধরী অবোধ অবলা।
তুমি আমি পরিয়াছি এই পুষ্পমালা ॥
গোয়ালহাটি যাঞা বোলে বানিয়ার ঝি।
পসারে পসারে প্রভু এই দ্রব্য কি ॥
বালা বোলে[২] জ্ঞান তোর নাই বিদ্যাধরী[২]।
সকল কর্ম্মতে লাগে এই দুগ্ধ দধি ॥
সিন্দুরিয়া হাটে যাঞা চৌদল রহায়।
চরণ ধরিঞা বালী বালাকে শুধায় ॥
রাঙ্গা রাঙ্গা কি দ্রব্য কহিবে প্রভু মোরে।
বালা বোলে সিন্দুর কপালে দেখ তোরে ॥
বানিয়া কাসারি হাটি বায়ান্ন বাজার।
একে একে সকল নগর হৈল পার ॥
বাড়ির[৩] দুয়ারে যাঞা দিল দরশন।
পদ্মার আদেশে গায় জগতজীবন ॥

বিধি মোরে মিলাইল ওহো ও অমূল্যের নিধি ॥ ধু ॥

বিভা করি আইল বালা বধূ লৈল[৪] ঘরে।
[৫]আনন্দে সুন্দরী সনা সুমঙ্গল করে ॥[৫]
মাথায়ে চালুনবাতি সখিগণ[৬] সঙ্গে।
পুত্রবধূ বরিতে সনকা যায় রঙ্গে ॥
[৭]শাশুড়ীর পায়ে বালী[৭] নমস্কার করে।
[৮]জিয় জিয় সনকা কহিল লক্ষ বারে ॥[৮]
পুত্রবধূর মস্তকে অর্পিল দূর্ব্বা ধান।
আশেপাশে ফেলায় নিছিয়া গুয়াপান ॥
আগে আগে [৯]ঢালিয়া ফেলে[৯] ভৃঙ্গারের পানি।
পুত্রবধূ বরিঞা লইল বানিয়ানী ॥
পিঁড়িতে বসিয়া সনা পরিচয় বধূ।
অঙ্গুলে বধূর[১০] মুখে পরশায় মধু ॥

বাসরে[১] বসিয়া বরকন্যা খেলে জুয়া।
[২]দুহার বদনে দুই জনে দেই গুয়া॥[২]
[৩]বোলে চান্দো অধিকারী কিবা কর রঙ্গ।
বিষম বিবাদ মোর মনসার সঙ্গ॥[৩]
আজি রাত্রি কুশলে পুহায় জাগরণে।
প্রভাতে করিব রঙ্গ যত আছে মনে॥
সাধু বোলে শুনহ ঘুচাহ আলা মেলা।
পুত্র বধূ ঘরে [৪]নেহ শুভক্ষণ বেলা॥
স্বামীর বচনে সনা চলিল সত্বরে।
পুত্র বধূ রাখিলেন কাঞ্চনের[৫] ঘরে॥
ডাকিঞা আনিল সাধু ওঝা ধন্বন্তরি।
ঘরের ভিতরে রাখে[৬] নেউলি ময়ূরী॥
চতুর্দ্দিগে পাইক রাখিল সারি সারি।
আনন্দ করিঞা জাগে চান্দো অধিকারী॥
আনন্দ করিঞা নাচে চান্দো সদাগরে।
[৭]জগতজীবন গায় মনসার বরে॥[৭]

[৮]ও তোর রূপে আকুল কৈলে হিয়া রে রামা॥ ধু॥[৮]
[৯]ও বালী তোর রূপ দেখিয়া।
ভুলালে চম্পলা বালী তোর রূপ দেখিয়া॥ ধু॥[৯]

বালা বোলে শুন[১০] প্রিয়া সুলক্ষণী নারী।
তুমি আমি সুন্দরী[১১] খেলিব পাশা সারি॥
লজ্জা পরিহরিয়া খেলাতে দেহ চিত।
বিভারাত্রিতে খেলা[১২] খেলিতে উচিত॥
বালী বোলে প্রভু আমি না খেলিব খেলা।
হারিলে তুমাকে আমি কি দিব অবলা॥
বালা বোলে [১৩]আমি দিব অষ্ট[১৩] অলঙ্কার।
তুমি [১৪]সে হারিলে[১৪] দেবে সুরতি শৃঙ্গার॥

পাতিঞা পাশার ঘর রচিলেন সারি।
দুইজনে খেলে পাশা [১]বার তিন চারি[১] ॥
[২]তুলিয়া ফেলায় পাশা মাঙ্গে আলিঙ্গন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥[২]

ত্রিপদী ॥[৩]

বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কোলে আসি বৈস সিয়া[৪]
ছাড় পাশা কিসের ধামালী।
দেখিঞা তুমার ঠান মদনে হানিল বাণ
প্রাণ রাখ বানিয়ার বালী ॥
কুন বিধি বিচক্ষণ একান্ত করিঞা মন
তোর রূপ নিরমিল বসি।
আমি কত জন্ম ভরি কঠোর তপস্যা করি
তোমা হেন পাইসু রূপসী ॥
মুখ তোর মনোহর[৫] [৬]শরতের শশধর[৬]
ডালিম্বের বিচি জিনি দন্ত।
তিলফুল নাসাখানি কোকিল জিনিয়া বাণী
দেখিঞা দেবতা মূরছিত ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠান কামের কামান[৭]-খান
[৮]স্তন দুই কমলের কলি।[৮]
কটাক্ষ ঈষৎ[৯]শর হানি কৈলে জর জর
মৃগরূপ বানিয়ার মন ॥
এ দুই সুন্দর চক্ষ যেমন খঞ্জন পক্ষ
অধর জিনিয়া বিম্বফল।
কুটীল কবরী ভার চামর উপমা তার
[১০]বাহু যুগ যেমন মৃণাল ॥[১০]
মধ্যে কেশরীরাজ দিয়াছে আপন মাঝ
কনক কটোর দুই স্তন।

তাতে কিবা নিধি[১] আছে শীতল বহিল কাছে
[২]দূরত দেখিলে পুড়ে মন ॥[২]
ধন্য তোর জন্মদাতা সাফল তোমার মাতা
তুমাকে গর্ভতে দিল স্থান।
তুমি হেন রূপবতী আমি সে তুমার পতি
আমি সে অধিক ভাগ্যবান্ ॥
শুন শুন প্রাণেশ্বরী[৩] এক নিবেদন করি
[৪]মদন জ্বালায়ে দুঃখ পাঅ ॥[৪]
দেহ [৫]আলিঙ্গন দান[৫] রাখহ আমার প্রাণ
ঘঙ্গট ঘুচাহ মুখ চাঅ ॥
জগতজীবন কবি বন্দো মা[৬] মনসা দেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[৭]তোর রূপে আকুল কৈলে হিয়া হে রামা ॥ ধু ॥[৭]

লখাইর বচনে বালী না দিল উত্তর।
ফিরিয়া উত্তর করে বালা লখিন্দর ॥
আকুল হৃদয়ে বোলে দুর্ল্লভ লখাই।
মুখ তুল সুন্দরী বদন খানি[৮] চাই ॥
তুমার যৌবন দেখি প্রাণ নহে স্থির।
জলিল মদন-অগ্নি দহিল শরীর ॥
সে ধন সাফল যে সংসারে বলে ভাল।
[৯]দিন দশ যে করিলা রহে সে[৯] চিরকাল ॥
বনমধ্যে হরিণী না খায় তৃণ ঘাস।
কুসুমের মধ্যে অলি পাড়ে উপবাস ॥
পুরুষ আকুল কামে [১০]যুবতীর পাশ।[১০]
ই সকল সুন্দরী কহিলে উপহাস ॥

[১]তুমার মলিন মুখ দুঃখ লাগে মনে ।[১]
প্রাণ রাখ বিদ্যাধরী মধুর বচনে[২] ।।
স্বামীর বচনে বালী প্রত্যুত্তর করে ।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ।।

ত্রিপদী ।।

[৩]অর্দ্ধেক নয়ানে রসবতী হইয়া বলিছে বিহুলা বানিয়ানী ।। ধু ।।[৩]

[৪]শুনিয়া স্বামীর বাণী মনে কন্যা অভিমানী
বাক্য বোলে গদ্গদ ভাসে ।[৪]
পণ্ডিত হইয়া নাথ বাক্য বোল অযথার্থ
প্রাণ মোর কম্পিত তরাসে ।
[৫]বিভারাত্রে নিজ পতি কিবা জানি রঙ্গরতি[৫]
না হইল বৎসর ছয় মাস ।
শুনিলে সমস্ত লোকে কি বোল বলিবে মোকে[৬]
সংসারে করিবে উপহাস ।।
পণ্ডিত জানিয়া তোকে বাপ মায় দিল মোকে
[৬]মূর্খের নিন্দিত[৭] কর কর্ম্ম ।
কে তোকে সজ্জন কহে সজ্জনের বুদ্ধি নহে
কর হাড়ি চণ্ডালের কর্ম্ম ।।
আমি অতি শিশুমতি কিবা জানি রঙ্গরতি
ভয়ে মোর প্রাণ নহে স্থির ।
যেমত তেমত বালী বৎসর ছয় মাস পালি
তুমি কর শাস্ত্রের বাহির ।।
চৌধুরী রূপরায় সর্ব্ব দেশে[৮] গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের[৯] নন্দন ।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন ।।

ত্রিপদী ॥[১]

না বোল কুবাণী খঞ্জননয়ানী
আমার তুমি প্রাণপ্রিয়া ।
মদনের শর দগধে অন্তর
প্রাণ মোর রাখ রতি দিয়া ॥
সজ্জন দুর্জ্জন মূর্খ পণ্ডিতগণ
পশু পক্ষ আর পতঙ্গ ।
সকলে হরে জ্ঞান টলমল করে প্রাণ
বিষম মদনতরঙ্গ ॥
অসম সমশর অখিলপতি হর
সকলে করে তোরে ধ্যান ।
তপ করি পশুপতি পাইল পার্ব্বতী
মনুষ্যের কত বড় জ্ঞান ॥
[২]অগ্নি পরশিলে কেমন চিত্ত করে
তরল হইয়া যায় ঘিউ ।[২]
যুবতী পরশ কৈল পুরুষ চঞ্চল হৈল
শুনহে বানিয়ার ঝিউ ॥
যখন ফুটে ফুল তখনে অলিকুল
পিইলে মকরন্দ পায় ।
[৩]বাছোর নন্দিনী পরম সুন্দরী
মিনতি বচনে কয় ॥[৩]
রান্ধিয়া বাঢ়ে অন্ন নিদ্রায়ে অচেতন
সে জন মরিবে কুন দোষ ।
জগতজীবন কবি বিচক্ষণ
না কর ধনি অসন্তোষ ॥

[৪]কাতর হইয়া কন্যা ওহো ও স্বামীকে বুঝায় ॥ ধু ॥[৪]

[৫]না বোল প্রাণের নাথ না বোল হেন বাণী ।
অবলা বিকল ডরে হানে প্রাণখানি ॥[৫]

বানিয়ার বচনে বিহুলার কাঁপে হিয়া।
চন্দ্রমা কম্পিত যেন রাহুকে দেখিঞা॥
হরিণী কাতর দেখিয়া বনের বাঘ।
হস্তিনী বিকল যেন সিংহে পাইলে লাগ॥
সঙ্কটে পড়িয়া বালী করে হায় হায়।
জোড় হস্তে বিদ্যাধরী স্বামীকে বুঝায়॥
বিভারাত্রে সুরতি না কর মন্দ কাজ।
[১]ত্রিভুবনে কলঙ্ক পাইবে মহা-লাজ॥[১]
কাঁচা বেল ডালিম্ব খাইতে লাগে কস।
কলিকা কমলে কি ভ্রমরা পায় রস॥
কাঁচা দুগ্ধ খায় যেন পানির সমান।
আউটিয়া খাইলে [২]যেন মধু করে পান॥[২]
পাকা ঘায়ে কাঁটা দিলে [৩]গলিয়া শুখায়।[৩]
[৪]কাঁচা ঘায়ে কাঁটা দিলে বাড়িয়া সে যায়॥[৪]
[৫]শুখাঞা পোড়াঞা[৫]* যাবত দড় নহে।
কাঁচা হাড়ি কিনিয়া আনিলে নাকি রহে॥
কাঁচা খেড় কাটিয়া কেহ না ছাহে চাল।
তরলা[৬] বাঁশের ধনু রহে কত কাল॥
প্রথমে রোপিলে গাছ নিত্য দিয়ে জল।
যতন করিলে পাছে খাই তার ফল॥
[৭]রোপণ করিয়া গাছে[৭] অযতন করি।
কি ফল ফলিবে গাছে ডালে মূলে[৮] মরি॥
তুমি বিদগদ প্রভু আমি শিশু নারী।
তুমার বিক্রম আমি সহিতে না পারি॥
হাতে ধরি প্রাণনাথ পায়ে পড়ি তোর।
আজি নিশি রক্ষা কর প্রাণ রাখ মোর॥
[৯]পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে॥[৯]

---

* পাঠ—পড়াঞা

[১]তোর রূপে আকুল কৈলে হিয়া হে রামা ।। ধু ।।[১]

[২]রাখহ জীবন প্রিয়া সাহের ঝিয়ারি ।
হানিল মদন বাণ সহিতে না পারি ।।[২]
নারীর যৌবন কন্যা ভাদরের তাল ।
[৩]জীবন যৌবন কন্যা না রহে সর্ব্ব কাল ।।[৩]
জীবন যৌবন প্রিয়া স্থির কিছু নহে ।
সাফল জীবন কন্যা স্বামী যার রহে ।।
যতেক কাতর কথা কহে বানিয়ানী ।
সমস্ত উচিত মিথ্যা নহে একখানি ।।
নারী আর নারিকল আর গুয়া তাল ।
কাঁচায় উত্তম নহে পাকিলে হয় ভাল ।।
সাক্ষাতে সুন্দরী তুমি মহাকালের ফল ।
ভিতরে কুৎসিত[৪] কাল বাহিরে উজ্জল ।।
[৫]সিন্দুর কমল[৫] তনু অতি সুশোভিত ।
ফটিক[৬] পাথর দিয়া নির্ম্মাইলে চিত্ত ।।
দেখিঞা তুমার রূপ প্রাণ নহে স্থির ।
কাষ্ঠের শরীর হৈলে হয় চারি চির ।।
আজি যদি সুরতি না দিবে বিদ্যাধরী ।
লাগিবে পুরুষহত্যা [৭]কহি নিষ্ঠ করি[৭] ।।
জোড়হস্তে বিদ্যাধরী প্রত্যুত্তর[৮] করে ।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ।।

[৯]ও কাতর হইয়া কন্যা গুহো ও স্বামীকে বুঝায় ।। ধু ।।[৯]

[১০]তেজ প্রভু নাগর সুরতি-অভিলাষ ।
আজি শুভে শুভে স্বামী বঞ্চি সুখবাস ।।[১০]
পদ্মার বিবাদে প্রভু প্রাণে নাই ডর ।
কালচক্র ফিরে তুমার মস্তক উপর ।।
আজিকার রাত্রি প্রভু শুভে শুভে যায় ।
রজনী প্রভাতে রতি দিব সর্ব্বদায়[১১] ।।

রাত্রের মধ্যে পদ্মা যদি সাধে বাদ।
সত্য নষ্ট হৈলে প্রভু হবে পরমাদ ॥
আমি পত্নী তুমি পতি বিধাতা-লেখিত।
আজিকার রাত্রি প্রভু খেমা কর চিত ॥
হাতে ধরি মিনতি করিয়ে পরিহার।
আজিকার রাত্রি রাখ বচন আমার ॥
শুনিয়া সুন্দরীর মুখে নিষ্ঠুর বচন।
নিশ্বাস ছাড়িল গন্ধবণিকনন্দন ॥
[১]শয্যাতে শুতিল বালা বালী বাম পাশে।
জগতজীবন গায় মনসার দাসে ॥[১]

[২]অমঙ্গল দেখি কন্যা ওহো ও বিকল হইল ॥ ধু ॥[২]

[২]কুসুম-শয্যাতে বালা শয়ন করিল।[৩]
জাগিতে সুন্দরী দেখে নানা অমঙ্গল[৪] ॥
স্বামীকে জানায় কন্যা অন্তরে বিকল।
বিপরীত দেখি প্রভু নানা অমঙ্গল[৫] ॥
[৬]দক্ষিণ নয়ান তনু[৬] কাঁপে সর্ব্বক্ষণ
নিরন্তর [৭]আকুল হইল মোর প্রাণ[৭] ॥
ওষ্ঠ মুখ শুখায় অন্তরে বড় ভয়।
থাকি থাকি তনু মোর চমকিত হয় ॥
বিভীষিকা দেখি পরাণে হয় কম্প।
[৮]মেড়ঘরে সপনে[৮] দেখিয়ে কালসর্প ॥
বিভারাত্রিত আনন্দ জঞ্জাল পাও[৯] মনে।
আপন চখের জল পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
[১০]নৃত্যগীত শুনি বাজন কান্দনের রোল।[১০]
তুমি মরা আমি সতী করি গণ্ডগোল ॥
থাকিয়া থাকিয়া প্রভু দেখি অমঙ্গল[১১]।
দুয়ারে দাঁড়াইঞা আছে যেন দূত কাল ॥
লোহার ডাঙ্গ চামের দড়ি দূতের সাজনি।

তোমাকে ধরিয়া যম করে টানাটানি ॥
চক্ষু বুজি প্রাণনাথ চক্ষে নিদ্রা নাই।
[১]সন্তএ বিধবা দেখি করিবে গোসাঞি ॥[১]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[২]যমভয়ে মন কাহে ডররে।
মনকে ঝিঙ্গির দিয়া দুর্গা ভজরে ॥ ধু ॥[২]

[৩]ভয় না করিহ প্রিয়া সাহের ঝি।
মোর কোলে শুঞা থাক যমকে ভয় কি ॥[৩]
পবন সঞ্চার নাই পাথরের ঘর।
[৪]মনরঙ্গে থাক কন্যা কাকে আছে ডর ॥[৪]
একে পাথরের ঘর আর কাঁচ[৫] চাল।
চারিদিগে বেড়ি আছে লোহার জাল ॥
নেউলি ময়ূরী দুই সহজে অমর।
লাগ পাইলে সর্পকে করিবে আহার ॥
দ্বারতে জাগয়ে মোর ধন্বন্তরি রায়।
ছয় মাসের মরা জিয়ায় যদি লাগ পায় ॥
লক্ষে লক্ষে চতুর্দ্দিগে জাগে সেনাপতি [৬]।
কি করিতে পারে মোকে দেবী পদ্মাবতী[৭] ॥
নিরন্তর জাগিয়া ফিরিছে মাও বাপ।
কোন পথে আসিবে পদ্মার কালসাপ ॥
স্বামীর বচনে বালী আনন্দিত মন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

[৮]ও চারি বেদে বোলো গো মা।
শঙ্কটতারিণী তব নাম ॥ ধু ॥[৮]

[৯]বালা বোলে সুন্দরী খিধাএ দুঃখ পাই।
রান্ধ অন্ন ব্যঞ্জন সন্তোষ করি খাই ॥[৯]

বাসরে ভোজন আমি না করিল ডরে।
লোকে বোলে বিভা-রাত্রিত কি বাটনা করে॥
বোলী বোলে এত রাত্রে কতি পাব সাজ।
কেমতে রন্ধন করি মেড়ম্বর-মাঝ॥
বালা বোলে নারিকেল [১]তিহড়ি করিয়া।[১]
অন্ন রান্ধ সুন্দরী মঙ্গল চাউল দিঞা॥
ভৃঙ্গারের জলে রান্ধ যেমন তেমন।
মহাসুখে[২] বিদ্যাধরী করিব ভোজন॥
[৩]বালী বোলে অভয়া পাইনু বড় ভয়।[৩]
[৪]সঙ্কটসময়ে মতো হইয় সদয়॥[৪]
স্মরণে জানিল পদ্মা শঙ্কর-ঝিয়ারী।
সঙ্কটে স্মরণ করে ঊষা বিদ্যাধরী॥
অন্নপূর্ণারূপে পার্ব্বতী দিল বর।
নানা দ্রব্য হইল বালীর মেড়ের ভিতর॥
দ্রব্য পাইঞা বিদ্যাধরী চড়ায় রন্ধন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন॥

[৫]ও দেবী মনসা গো।
রাখিহ চরণকমলে গো॥ ধু॥[৫]

[৬]রন্ধন করিল বালী হৈয়া মনসুখী।
রান্ধএ স্বামীর বোলে বালী চন্দ্রমুখী॥[৬]
চন্দন চিরিয়া বালী করিলেন খড়ি।
তিন গোটা নারিকলে খিচিল তিহড়ি॥
মঙ্গল চাউল আর ভৃঙ্গারের পানি।
চণ্ডিকা স্মরণ করি রান্ধে বানিয়ানী॥
যে দিগে বাঢ়ায় হাত বাছোর নন্দিনী।
অন্নপূর্ণা নানা দ্রব্য যোগান আপনি॥
প্রথমে রান্ধিল বালী শাগ[৭] বড়ি ভাজা।
হরিদ্রা মাখিঞা ভাজে কদলীর মাজা॥

[১]বাপের ঘরে থাকিয়া রন্ধন ভাল জানে।
চেঙ্গ মৎস্য পুড়িয়া জামির দিয়া সানে।।[১]
[২]ভাজিল পোহান মৎস্য চিতলের কোল।
সউলে শিকড় রান্ধে মরিচের ঝোল।।[২]
খাশিমাংস ঝোল রান্ধে আর তার ভাজা।
রান্ধিল চুচুড়া মৎস্য দিয়া বাঁশ গাজা।।
সুকুতা কুষ্মাণ্ড ভাজে শাক দিয়া সিম।
সড়া মৎস্যে দেয় লাউ বার্ত্তকি দিয়া নিম।।
কই মৎস্য ভাজে আর কৌতরের ছায়।
রুহি মৎস্যের ঝোল রান্ধে আঁড়ের[৩] পাতায়।।
[৪]বাছো বানিয়ার ঝিউ[৪] রন্ধন ভাল জানে।
[৫]ক্ষুদ্র মৎস্য ভাজিয়া[৫] জামির দিয়া সানে।।
নানা[৬] ব্যঞ্জন রান্ধে আর ভাজে বড়া।
তার পাছে রান্ধিল মৎস্যের [৭]বড় মুড়া[৭]।।
আম্র দিয়া রান্ধে বালী পুরাণ কাতল।
কুষ্মাণ্ড তেতলি দিয়া করিল অম্বল।।
[৮]পচিশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।[৮]
কেমতে উঠাবো গন্ধবণিকনন্দন।।
মাস ছয় মাস নহে বিভার বাসর।
কেমতে বোলিব প্রভু উঠ প্রাণেশ্বর।।
রান্ধিয়া বাড়িল আমি[৯] ইহার কি গতি।
কে মোরে জাগায়া দিবে [১০]প্রাণের নিজ পতি[১০]।।
অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধিয়া রাখিল সেই স্থলে।
ভৃঙ্গারের জল দিয়া চরণ পাখালে।।
চন্দন ঘসিয়া বালী কোটরি ভরায়।
চন্দন ছিটাঞা দিল বানিয়ার গায়।।
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল ছিটা আগর চন্দন।
চেতন না পায় গন্ধবণিকনন্দন।।
[১১]নিলাজ হইয়া বালী স্বামীক চিয়াএ।[১১]
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

[১]ও শ্যামের রূপ লাগ্যাছে মরমে।
ভাবিতে রসের তনু ঝাড়্যা নৈলে ঘূনে ॥ ধু ॥[১]

উঠ উঠ প্রাণনাথ বণিকনন্দন।
উঠিয়া ভোজন কর করিল রন্ধন ॥
অন্ন যদি না খাহ তাম্বুল ধর খাঅ।
পুষ্পের [২]পালঙ্ক পাঞা সুখে[২] নিদ্রা যাঅ ॥
এত দুঃখে রান্ধিনু ব্যঞ্জন আর ভাত।
অভাগিনীর কর্ম্মদোষে পড়িলা নিদ্রাত ॥
চেতন না পায় বালা বানিয়ানী ডাকে।
অন্ন ব্যঞ্জন বালী পাতিল ভরি রাখে ॥
হস্ত ধোয় সুন্দরী হস্তের তোলে কালি।
পালঙ্কে চড়িল যাঞা বানিয়ার বালী ॥
পুষ্পের পালঙ্কে আর [৩]স্বামীর নিজ কোলে[৩]।
নিদ্রাত পড়িল বালী হইয়া বিভোলে ॥
পুষ্পের শয্যাতে বালা বালী নিদ্রা যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

[৪]বোল পাত্র নেতা দিদি ওহো ও কি করি উপায় ॥ ধু ॥[৪]

পদ্মা বোলে নেতা দিদি বড় পরমাদ।
কেমতে বধিব বালাক সাধিব বাদ[৫] ॥
ই তিন ভুবনে জানে দৃঢ় অঙ্গীকার।
বিভারাত্রিত বানিয়ার বধিব কুমার ॥
বাক্য ব্যর্থ হইল মোর দর্প হৈল নাশ।
পুত্র বিভা দিয়া চান্দোর বড়ই উল্লাস ॥
মনের মধ্যে নেতা রইল বড় শোক।
দেবতাকে জিনিল অধম নরলোক ॥

নেতা বোলে মনসা আমার বাক্য ধর ।
নিদ্রালিকে ডাকিঞা পঠাহ মেড়ঘর ॥
নিদ্রায়ে সমস্ত পুরী হবে অচেতন ।
ডাকিঞা আনহ পাছে যত নাগগণ ॥
এক সর্প পটাহ যাকে তুমার মন ।
মেড়ঘরে যাঞা দংশুক চান্দোর নন্দন ॥
নেতার বচনে পদ্মা রথে করি ভর ।
আনন্দে চলিয়া গেল নিদ্রালিনগর ॥
[১]নিদ্রালি বসিঞা আছে ঘরের দুয়ারে ।
পদ্মা যাইঞা তাকে নমস্কার করে ॥[১]
[২]পদ্মা বোলে আমি আইল[২] শঙ্কর-ঝিয়ারী ।
চান্দোর বিবাদ আমি সহিতে না পারি ॥
নিদ্রালি বোলে কি কার্য্যে আগমন ।
স্মরণে যাইব আমি যথা প্রয়োজন ॥
পদ্মা বোলে মাও মাসী ভিন্ন নাই জানি ।
কেমতে ডাকিব মাসী আইলু আপনি ॥
চান্দোর সহিতে মোর নিত্য হয় দ্বন্দ্ব ।
পুত্র বিভা দিয়া চান্দোর পরম আনন্দ ॥
দংশিব বানিয়ার বালা আছে মোর মন ।
[৩]তুমি যাঞা পুরীখান কর অচেতন ॥[৩]
পদ্মার বচনে চলিল দুষ্ট বুড়ী ।
ঝাড়িঞা ফেলিল যত নিদ্রার ধোকড়ি ॥
নিদ্রাতে পড়িল চান্দো সনকাসুন্দরী ।
দুয়ারি প্রহরী আর ওঝা ধন্বন্তরি ॥
নেউলি ময়ূরী আর বিহুলাসুন্দরী ।
নিদ্রাত পড়িল যত বানিয়ার পুরী ॥
নিদ্রাতে পড়িল সভে হৈয়া অচেতন ।
নিজ পুরী পদ্মাবতী করিল গমন ॥
নাগ নাগ করি পদ্মা করিল স্মরণ ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

ত্রিপদী ॥

শঙ্করের নন্দিনী ত্রিজগতের বন্দিনী
স্মরণ করিল ফণিগণ।
করিয়া অনুরাগ চলিল যত নাগ
করিতে পদ্মা দরশন ॥
ধরণী না ধরে ভার মনুষ্যের আকার
চলিল বাসুকী তক্ষরাজ।
পদ্মার [১]বিষম বাদে[১] চলিলেন[২] আনন্দে
করিঞা সর্পের সমাজ ॥
পূর্ব্বের মহাভাগ উদয়গিরি নাগ
কুলিশ কর্কট নাগ চলে।
যাহার বিষের তাপে দেবগণ ডরে কাঁপে
সুমেরু মন্দার গিরি টলে ॥
[৩]দক্ষিণের অজগর চলিলেন সত্বর
তক্ষক চলিল মহারঙ্গে।[৩]
[৪]হিঙ্গুলা পিঙ্গুলা চলে পদ্ম কমলা
চারি সর্প চলে এক সঙ্গে ॥[৪]
চলে দুর্ম্মুখ ধূর্ম্রাক্ষ চলিলেন বিরূপাক্ষ
খেড়ুয়া গহমা গোখর।
চলিলেন জলসোই আর চলে যত গুহি
সত্বরে পদ্মার বরাবর ॥
আনন্দে তিন জাতি চলিলেন শীঘ্রগতি
মাছুয়া কাঁকড়িয়া কাল।
যাহারে করে ঘাও চলিতে না পারে এক পাও
টলিয়া মুখে পড়ে লাল ॥
ডাড়াসি এলি চলে ধামনা কুতূহলে
যাহার জলে জন্মে বাস।
চলিল ভেমটিয়া চলিল খলতিয়া
বিষের নাই পরকাশ ॥

চলিল বড়াগণ করিতে দরশন
প্রথমে চক্করিক্রা সাপ।
চলিল তেমূহা আর চলে বিষতিয়া
যাহার ঘন ঘন লাফ॥
[1]চলিল কুণ্ডলিয়া যায় সর্প মুণ্ডলিয়া
শঙ্খু আজল বোড়া যায়।[1]
যাহাকে করে রোষ পিটায়া চারি ক্রোশ
অবশ্য তাহাকে কামড়ায়॥
চলে বড় বিষধর চলিল গিরিবর
আপন মনে ধীরে হাটে।
অঙ্গের ভার যার অরণ্য চূরমার
ধরণী থানে থানে ফাটে॥
যতেক নাগগণ আইলা সর্ব্ব জন
কতেক কহিব তার নাম।
পর্ব্বতে থাকেন যত আইল নাগ সমস্ত
পদ্মাকে করিল প্রণাম॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।

[2]কালা বড় নিদারুণ ওহো ও দয়ার লেশ নাই॥ ধু॥[2]

[3]সাধিবে বাদ বোলে বিষহরি।
প্রভাত হইলে বাদ সাধিতে না পারি॥[3]
অঙ্গীকার আমার বিদিত সর্ব্ব জন।
বিভারাত্রিত বধিব বণিকনন্দন॥
বিবাদে বান্ধিল চান্দো পাথরের ঘর।
পুত্র বধূ রাখিয়াছে তাহার ভিতর॥

পূর্ব্বে করিয়াছি আমি বুদ্ধি পরকার।
বিশ্বকর্ম্মা রাখিল পথ স্থতার সঞ্চার।।
[১]সেইপথে কেমনে যাইব সর্পগণ।
সেই সে বধিবে মোর বণিকনন্দন।।[১]
[২]এতেক পদ্মার মুখে শুনিঞা বচন।
হেট মাথা করি থাকে যত সর্পগণ॥[২]
[৩]বড় বড় সর্প তার লোধা লোধা পেট।
স্থরঙ্গের কথা শুনি মুণ্ড করে হেট।।[৩]
হেট মাথা করি থাকে সর্পের সমাজ।
মাথাতে পড়িল যেন আকাশের বাজ।।
বড় বড় সর্প বোলে শুন পদ্মা মাও।
পর্ব্বত-সমান আমার বড় বড় গাও।।
স্থতার সঞ্চার পথ বড় কলেবর।
কেমতে যাইব মাও মেড়ের ভিতর।।
ছোট ছোট সর্প বোলে শুন পদ্মাবতী।
বালাকে দংশিতে নারি আমার শকতি।।
[৪]বড়াগণ বোলে তবে পদ্মার গোচরে।[৪]
আমরা দংশিলে মরা [৫]ছয় মাসে[৫] মরে।।
[৬]ছয় মাস পক্ষে যদি মৃত্যু হয় যার।[৬]
ভাল রোজা পাইলে করে প্রতিকার॥
[৭]ভাড়াসি ধামনা বোলে আর ভেমটিয়া।
আমাদের বিষ নাই দংশিব কি দিয়া।[৭]
[৮]বড় বড় সর্পগণ যার বড় ফণি।
যশভাগ্যে পায় তারা নরের ফুলপানি।।[৮]
[৯]ঢোড়গণ বোলে কি যাইব মেড়ঘরে।
আমরা দংশিলে মাতা বিষ নাই চড়ে।।[৯]
এই বোলি সর্পগণ হইল বিমুখ।
শুনিয়া পদ্মার মনে হৈল বড় দুঃখ।।
[১০]অঝোর নয়ানে পদ্মা জুড়িল ক্রন্দন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন।।[১০]

[১]কান্দেন মনসা দেবী ওহোও অঝোর নয়ানে ॥ ধু ॥[১]

[২]কিনা হৈল পরমাদ কিমতে সাধিব বাদ
হায় হায় করে পদ্মমণি ।[২]
[৩]অঝোর নয়ানে কান্দে কেশ বক্ষ নাহি বান্ধে
স্মরণ করিল আর ফণি ॥[৩]
এত যত সর্পগণ পুষিল মুঞি অকারণ
কেহো ত না আইল মোর কাজে ।
[৪]খাবার বেলা বড় তুণ্ড বিবাদে হেটমুণ্ড[৪]
ভুবন ভরিল মোর লাজে ॥
পদ্মার ক্রন্দন শুনি বোলে কালনাগিনী
কেন মাতা কান্দ অকারণ ।
কেন তুমার হবে লাজ এই বড় কত কাজ
আমি বধিব চান্দোর নন্দন ॥
শুনিয়া নাগের কথা আনন্দ অস্তিকমাতা
[৫]বাছা বোলি তুলি লৈল[৫] কোলে ।
চুম্বন করিঞা মুখে মনমধ্যে মহাসুখে
[৬]আনন্দিত নাগিনীর বোলে ॥[৬]
[৭]ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ি কুচিয়ামোড়তে বাড়ি
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ ।[৭]
[৮]জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগদ
কবি দুর্গাচন্দ্রপতির আদেশ ॥[৮]

[৯]কত মায়া জানলো ও মায়াধারী ।
কত মায়া জান বিষহরি ॥ ধু ॥[৯]

নাগিনী বোলে পদ্মা কর অবগতি ।
সাধিব তুমার বাদ আপন শকতি ॥
সুতার সঞ্চার পথ বড় কলেবর ।
কেমতে যাইব মাও মেড়ের ভিতর ॥

পদ্মা বোলে নাগিনী তুমাকে দিল বর ।
[১]সুতার অধিক মেহি[১] হউক কলেবর ॥
পদ্মহস্ত মনসা বুলায় সাত বার ।
[২]নাগিনীর তনু হৈল সুতার সঞ্চার ॥[২]
নাগিনীক নিল পদ্মা রথের উপর ।
আনন্দে চলিয়া গেল চম্পালি নগর ॥
হস্তেতে করিয়া পদ্মা নাগিনীকে ধরে ।
প্রবেশ করিঞা দিল মেড়ের ভিতরে ॥
নাগিনী সান্তাইল যদি মেড়ের ভিতর ।
দেবগণ বোলে এখন মৈল লখিন্দর ॥
[৩]তুর্জ্জন নাগিনী[৩] বালা পাড়ে কাল-নিন্দ ।
আন্ধার ঘরতে যেন চোরা দিল সিন্দ ॥
পুষ্পের পালঙ্কে বালা বালী নিদ্রা যায় ।
দেখিঞা নাগিনী তবে[৪] করে হায় হায় ॥
নাগিনী বোলে কর্ম্ম করি নিদারুণ ।
দেখিঞা বালার রূপ জ্বলিছে আগুন ॥
শত চক্ষ হয় বালার দেখি রূপখানি ।
কেমতে দংশিব বালাক আমি দুচারিণী ॥
মুখ যেন চন্দ্রমা খঞ্জন দুই চক্ষ ।
বাহু দুই মৃণাল নাসিকা শুক পক্ষ ॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখি লাগে দয়া ।
কেমতে দংশিব বালাক নিদারুণ হৈয়া ॥
বালা সম্ভাষিঞা বাক্য বোলিছে নাগিনী ।
জগতজীবন গায় মধু রসবাণী ॥

ত্রিপদী ॥

[৫]বিষাদ ভাবিঞা বাণী বোলে কাল নাগিনী[৫]
উঠ বাছা বণিকনন্দন ॥

দেখিঞা তোমার মুখ ধরণ না যায় বুক
দুই চক্ষ ভরিছে ক্রন্দনে।
পিতা তোর সদাগরে বিষম বিবাদ করে
[১]পরাণে না মার তাকে কেনে ।।[১]
দোষ নাই এক রতি বিনি দোষে পদ্মাবতী
তোমার জীবনে হইল কাল।
[২]পদ্মার ক্রন্দন শুনি আমি বড় দুচারিণী
সত্য বন্দী করি দিল শেল ।।[২]
আমি মহা দুচারিণী পদ্মার ক্রন্দন শুনি
সত্যারে ঠেকিনু তার সঙ্গে।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তোর দেখি প্রাণ পুড়ে মোর
ঘাঅ চড়াইবো কুন অঙ্গে ।।
উঠ হে বানিয়ার ঝি নিদ্রাসুখে কর কি
উঠিয়া স্বামীক রক্ষা কর।
পদ্মাবতী সাধে বাদ হইল বড় পরমাদ
মরিবে তুমার পরমেশ্বর ।।
[৩]দেখিঞা লখিন্দর বোলিছে বিষধর
এমত করেন পদ্মাবতী।[৩]
কুন অঙ্গে হীন নহে কেমতে দংশিতে কহে
কাম জিনি বালার মুরতি ।।
যেমত সুন্দর ঠান তেমত পালঙ্কখান
তেমন সুন্দরী আছে কোলে।
বিবাহরজনী রঙ্গে স্বামী পত্নী এক সঙ্গে
অচেতন নিদ্রায়ে বিভোলে ।।
চান্দো না দেয় ফুলপানি ধন পুত্র করে হানি
মস্তক মুড়িল একবার।
যদি মনে ক্রোধ থাকে যে করি সে করি তাকে
কুন রোষে দংশিব কুমার ।।
[৪]উঠ উঠ বিদ্যাধর উঠিঞা চেতন কর[৪]
আমি বাছা পরের অধীন ।।

এতেক শবদ মোর　　চেতন না হৈল তোর
সর্ব্বথায়ে [১]নাগিনী দুর্জ্জন[১] ॥
[২]জগতজীবন কবি　　বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।[২]
[৩]অষ্টনাগ অধিকারী　　জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[৩]

[৪]ও দারুণ বিধাতারে ।
তুমার শরীরে দয়া নাই ॥ ধু ॥[৪]

রথভরে মনসা ডাকিঞা বোলে বাণী ।
কার মুখ চাহ তুমিএ কালনাগিনী ॥
যতেক কহিনু মিথ্যা হৈল সব বোল ।
এতক্ষণে নাই ক্রন্দনের রোল ॥
বালক দংশিতে যদি মনে বাস দুঃখ ।
কেমতে সর্পের মাঝে দেখাইবে মুখ ॥
পদ্মার বচনে নাগিনী কোপে জ্বলে ।
ফিরিয়া বসিল বালার পদতলে ॥
লেঙ্গ দিয়া নাগিনী মারিল তিন বাড়ি ।
[৫]চেতন না পাইল বালা না দিলেক সাড়ি ॥[৫]
[৬]পাশ মোড়া দিল বালা বুদ্ধি হৈল তল ।[৬]
নাগিনীর মস্তকে লাগিল পদতল ॥
বোলে কালনাগিনী বানিয়া নীচ জাতি ।
[৭]হিত বুঝাইতে মোর[৭] মস্তকে মারে লাথি ॥
সাক্ষী হইঅ ধর্ম্ম যতেক দেবগণ ।
মোর দোষ নাই বালা না পায় চেতন ॥
হিত বুঝাইতে লাথি মারে মোর শিরে ।
[৮]এই ক্রোধে করি ঘাঅ বালার শরীরে ॥[৮]
কানি[৯] অঙ্গুলে বালার খাইল কামড় ।
চেতন পাইঞা বালা করে ধড়ফড় ॥

[১]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[১]

ত্রিপদী ॥

নাগিনী করিল ঘাঅ কাঢ়ে বালা কাল রাঅ
রথের পরে নাচেন ব্রহ্মাণী।
পুরিল মনের সাধ সাধিন্তু বিষম বাদ
সংসারে পাইব পুষ্পপানি ॥
মনসা বোলেন বাণী শুন বাছা নাগিনী
বাহির হঅ সত্বর গমনে।
সাধিলে বিষম বাদ নেহ আসি পরসাদ
চল যাই আপন ভুবনে ॥
ধন্য তোর জন্মদাতা সাফল তোমার মাতা
যার গর্ভে হৈল তোর জন্ম।
[২]বানিয়ার অহঙ্কার সব হৈল ছারখার[২]
সাধিলে দারুণ মহাকর্ম্ম ॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।[৩]
[৪]অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[৪]

[৫]ও দারুণ বিধাতারে।
আমারে ভাসাল্যো মায়াজলে ॥ ধু ॥[৫]

[৬]পদ্মা ঘরে যাঅ ছাড় অভাগিনীর আশ।
ভাগ্যে প্রাণ বাঁচে যদি যাব তোর পাশ ॥[৬]
মনুষ্য-পরশে তন্থ হৈঞা গেল ভারি।
সুতার সঞ্চার পথ চলিতে না পারি ॥
বালার শয্যার তলে থাকিব পড়িয়া।
প্রভাতে হাড়িনী শয্যা লইবে তুলিয়া ॥

ভাগ্য থাকে ফিরিয়া দেখিব তুই পাও।
আশ ছাড় দেবী মাও নিজ ঘরে যাও॥
হরিষে বিষাদ হইল মনসার মন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥

ত্রিপদী॥

বিষম সর্পের ঘায়ে বানিয়া চেতন পায়ে
উঠে বালা গণিয়া প্রমাদ।
উঠ উঠ প্রাণেশ্বরী ডাকে বালা নাম ধরি
পদ্মাবতী সাধিলে বিবাদ॥
[১]কাচের দুয়ার[১] করি দুয়ারেত ধন্বন্তরি
মিথ্যায়ে প্রহরী যত জাগে।
দেবতা মনুষ্যে কক্ষা সর্ব্বথায়ে নাই রক্ষা
খাইলে পদ্মার কালনাগে॥
শরীরে আনল দহে প্রাণ মোর পুণ্যে রহে
বিষম বিষের মহাতাপে।
উঠ শশিমুখি হে ঔষধ বাটিঞা[২] দে
জানাহ আমার মাঅ বাপে॥
[৩]শরীরে বন্ধন ছুটে[৩] থাকি থাকি বিষ উঠে
অঙ্গ মোর হইল অবল।
আজি বিভা কৈলু তোকে বিধাতা বঞ্চিল মোকে
না ভুঞ্জিল [৪]রস সকল[৪]॥
জানাঅ ওঝা ধন্বন্তরি আছে কুন কর্ম্ম করি
ওঝা আছে কুন দিন বাদে।
বিষে তনু হৈল কালা সহিতে না পারি জ্বালা
ঔষধ আনিয়া কেনে না দে॥
উঠ উঠ বানিয়ানী দেখি তোর মুখখানি
আজি ভাগ্যে প্রাণ রহে মোর।
চামরে করহ বাঅ শীতল হউক গাঅ
বদন দেখিঞা মরি তোর॥

জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[১]বিষে প্রাণ দহে মোর ওহে রামা উঠ বিদ্যাধরী ॥ ধু ॥[১]

[২]বালা বোলে উঠ প্রিয়া[২] সাহের ঝিয়ারি।
বিষম বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥
তনু মোর দহে বিষে মুখে বহে লাল।
নিশ্চয় জানিনু মোর উপস্থিত কাল ॥
আজি বিভা করিয়া আনিল[৩] তোকে[৪] বাড়ি[৫]।
বিভারাত্রিত বিবাদে হইলে বিষম রাড়ি ॥
এই বড় মরমে রহিল দুঃখ মোর।
না পারিনু পুষিতে ধারুয়া হইল তোর ॥
না ভুঞ্জিল এ নব যৌবন অনুরাগ
কেমতে সুন্দরী [৬]খাইবে বনের[৬] শাগ ॥
আজ্ঞি[৭] বিধবা তুমাক করিলে গোসাঞি।
কপালের লেখন আমার দোষ নাই ॥
তৃষা লাগে সুন্দরী উঠিয়া দেহ পানি।
মৃত্যুকালে দেখি তোমার চান্দ মুখখানি ॥
উচ্চ স্বরে কান্দে গন্ধবণিকনন্দন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

[৮]ও বানিয়ার ঝি।
উঠিয়া বলান না দ কেনে ॥ ধু ॥[৮]

[৯]কান্দে বালা খেদ করি শুনহ প্রাণেশ্বরী
উঠিয়া উত্তর না দেয় কেনে।[৯]
বিষম বিষের তাপে প্রাণ মোর ডরে কাঁপে
কালনিন্দে [১০]পড়িলে কি খনে[১০] ॥

উঠিয়া সুন্দরী যাঅ ডাকি আন বাপ মাঅ
আসিয়া করুক প্রতিকার।
যতেক [১]সঙ্গীয়া সখি[১] ডাক দিয়া আন দেখি
আজি প্রাণ না রহে আমার ।।
[২]মুখে না বাহিরায় বোল দুই চক্ষ হৈল ঘোল
প্রাণ আছে কণ্ঠগত সার।[২]
এত ডাকি প্রাণেশ্বরী না উঠে চেতন করি
তুমি আমি দেখা নাই আর ।।
[৩]জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।[৩]
[৪]অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ।।[৪]

[৫]শ্রীদুর্গা বোলিতে প্রাণ যায়রে।
শ্রীরাম বোলিতে প্রাণ যায়রে ।। ধু ।।[৫]

[৬]জাগ জাগ প্রাণেশ্বরী কর সুচেতন।
প্রাণ রাখ বিদ্যাধরী করিঞা যতন ।।[৬]
যদি কর যতন এখন প্রাণ রহে।
হেন জনা নাই যে মায়ের আগে কহে ।।
কেহো যদি ওঝা ধন্বন্তরিকে জানায়[৭]।
তবে নাকি [৮]অপমৃতে মোর প্রাণ যায় ।।
শরীর অবল [৯]মোর পাঅ[৯] নাহি চলে।
[১০]ডাকিলে না উঠে কেহো কপালের ফলে ।।[১০]
হাটুতে উঠিল বিষ পাইল চেতন।
কোমরে* উঠিল বিষ কহিল বচন ।।
বুকেতে উঠিল বিষ চক্ষ হৈল ঘোল।
মস্তকে উঠিল বিষ না বাহিরায় বোল ।।

---

* পাঠ—কমর

তেজিল পরাণখানি বণিকনন্দন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ।।

[১]যম ভয়ে মন কাহে ডরোরে।
মনকে ঝিঞ্জিরি দিয়া দুর্গা ভজোরে ।। ধু ।।[১]

শরীর ছাড়িল বালা বানিয়ার পুত।
চতুর্দ্দিগে বেড়িঞা আইল[২] যমের দূত ।।
[৩]বানিয়ার জীবন দূতে লঞা যায়।
রথভরে মনসা দেখিল সেই ঠায় ।।[৩]
বিবাদের মরা মোর যমে কি না জানে।
হেন মরা লৈয়া যায় মোর বিদ্যমানে ।।
পদ্মা বোলে শুন দূত বচন আমার।
ইহার উপরে নাকি যমের প্রহার ।।[৪]
দূত বোলে মনসা তোমাকে কিবা ডর।
যমরাজার অধিকার সবার[৫] উপর ।।
সাপে বাঘে সংহারে ডুবিয়া মরে জলে।
দেবদূতে ভূতে মারে পড়ে রণস্থলে ।।
সভাকে ধরিয়া করি যম-বিদ্যমানে।
কর্ম্মরূপ বিচারিঞা যম দেন স্থানে ।।
সংসারেতে যত মৃত্যু যম তার পতি।
মরা কি রাখিতে পার তুমার শকতি ।।
পদ্মা বোলে দুষ্ট দূত গর্ব্ব নাই কর।
তোর যমরাজা মোর ঘরের নফর ।।
হরের নন্দিনী আমি দেবী পদ্মাবতী।
মোর মৃত* লৈয়া যায় যমের শকতি ।।
বোলো গিয়া যমকে যতেক আছে দূত।
সাজিয়া আসুক দেখি মরদের পুত ।।

---

* পাঠ—মৃত্ত

কাড়িয়া লইল পদ্মা বানিয়ার জিউ।
সাপুড়াত ভরি রাখে শঙ্করের ঝিউ ॥
আপন মন্দিরে পদ্মা করিল গমন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

[১]ও রক্তমালার ঘাটে শুনি দামামারে ধুনি ॥ ধু ॥[১]

[২]কান্দিঞা জানাএ দূত কাল দণ্ড ধরে।
সমুখে রহিঞা বাক্য বোলে জোড় করে ॥[২]
দূত বোলে রবিসুত কর অবধান।
মিথ্যায়ে তুমার কার্য্যে পাই অপমান ॥
যাহার উপরে তুমার অধিকার নাই।
কি কারণে আমা সভাক পঠাহ গোসাঞি ॥
মৃত্যু লৈয়া আসিতে বানিয়ার পুতখানি।
[৩]কাড়িয়া লইলে পদ্মা[৩] শঙ্করনন্দনী ॥
তুমাকে অনেক গালি পাড়ে দুরাক্ষর।
বোলে যমরাজা আমার ঘরের নফর ॥
আর বোলে যমকে কহিঅ [৪]যত দূত[৪]।
সাজিঞা আসুক দেখি[৫] মরদের পুত ॥
শুনিয়া ক্রোধিত যমরাজ সাজ করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

ত্রিপদী ॥

শুনিয়া সেবেকের বাণী ক্রোধ হৈল দণ্ডপানি
আজ্ঞা[৬] করে [৭]সাজ যত দূত[৭]।
মনসার অহঙ্কার করি আমি ছারখার
তবে [৮]আমি তপনের সুত[৮] ॥
আজ্ঞা করে যমরাজে যমের কিঙ্কর সাজে
[৯]লড়ি দড়ি[৯] চামের বসন।

মহাদূত[১] ভয়ঙ্কর যেন তালতরুবর
কুৎসিত[২] বদন[৩] দশন ॥
সাজিল বেতাল তাল সাজে কাল মহাকাল
কালিয়া কাজলা দুই ভাই।
[৪]লেঙ্গা পেঙ্গা বেঢ়া ভাঙ্গন[৪] সাজে চেঙ্গামুড়ু পিপিঠেঙ্গা
নিশাচর নিমুণ্ডা নিলাই ॥
সাজে দূত দণ্ডসার হস্তী হেন দন্ত যার
মূলাদাঁতা [৬]তার সহোদর[৬]।
বিজুরিচঞ্চল[৭] লড়ে চলিতে বিজুলি পড়ে
অঙ্গ রাঙ্গা যেন জলধর ॥
শ্মশানে মশানে হুড়া [৮]ভেড়ামুণ্ডা মহাচণ্ডা[৮]
তেমুণ্ডা[৯] ভাঙ্গড়া দুইজন।
[১০]আচাভুয়া আন্ধারমুহা[১০] চরকধক্কা বিজিমুহা
বিড়ালচক্ষা বিকট দশন ॥
[১১]লোহালঙ্গ তালজঙ্ঘা[১১] পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ
[১২]কিকট বিকট দুই চর।[১২]
[১৩]সাজে মহা-হাতিখোজ হাততে লোহার গোজ[১৩]
চারিজন যমের নফর ॥
এই গুটি সরদার[১৪] লেখাজোখা নাই আর[১৫]
অনেক সাজিল ছোট দূত।
একেক জনার সঙ্গে লক্ষে লক্ষে চলে রঙ্গে
ঘোররূপ শরীর অদ্ভূত ॥
মহিষ-উপরে যম সাজে মহাবিক্রম
সাজিঞা চলিল ক্রোধমনে।
শঙ্করনন্দিনী ঘরে[১৬] [১৭]আপন সাজন করে[১৭]
বিরচিল জগতজীবনে ॥

[১৮]ও দেবী সাজেরে যম জিনিবারে পদ্মা সাজেরে ॥ ধু ॥[১৮]

পদ্মা বোলে অষ্টনাগ সাজ মোর পুত।
সাজিয়া আইল যম লৈয়া যমদূত ॥

আশি[১] কোটি নাগ সাজিল প্রতি জনে।
যুঝিতে যাইব আমি যমরাজ সনে ॥
ব্যর্থ নাম ধরি আমি বিবাদি ব্রহ্মাণী।
বুঝিব যমের আজ কত মরদানি ॥
পদ্মার আজ্ঞাতে নাগ সাজে স্থানে স্থানে।
সাজিল তক্ষক নাগ সবার প্রধানে ॥
তিন কোটি নাগ সঙ্গে সাজিল গম্ভীর।
পর্ব্বত জিনিয়া যার প্রকাণ্ড শরীর ॥
তক্ষকের নিশ্বাসে পর্ব্বত হয় ছাই।
সাজিল উদয়গিরি তক্ষকের ভাই ॥
অরুণ বরণ তনু পর্ব্বত আকার।
আশি হাজার হস্তী যার দিবসে আহার ॥
তিন[২] কোটি নাগ সঙ্গে সাজিল অদ্ভুত।
এক নাগে [৩]সমস্ত খাইবে[৩] যমদূত ॥
কুলিশ কর্কট আর[৪] দুই সহোদর।
দশ কোটি সৈন্য সঙ্গে আইল সত্বর ॥
পদ্ম আর মহাপদ্ম সাজে দুই জন।
পাঁচ[৫] কোটি সর্প সঙ্গে করিল সাজন ॥
সাজিল [৬]মৃণাল পদ্ম[৬] দুই সর্পমতি।
পঞ্চাশ কোটি সর্প সঙ্গে সাজে শীঘ্রগতি ॥
তিন কোটি নাগে কালি সাজিল সত্বর।
শ্রীহরিপদ আছে মস্তক উপর ॥
তিমিঙ্গিলা[৭] মৎস্য আছে শতেক যোজন।
তাহাকে [৮]গিলিতে পারে[৮] আছে হেন জন ॥
তাহাকে গিলে মৎস্য রাঘব বুয়ালি।
[৯]রাঘব বুয়ালি গিলে হেন সর্প কালি ॥[৯]
শঙ্খরাজ[১০] সাজিল দক্ষিণ দেশে ঘর।
শত কোটি সর্প সাজে যাহার দোসর ॥
বেয়াল্লিশ কোটি সর্প যদি করিল সাজন।
দেখিঞা পদ্মার মহা-আনন্দিত মন ॥

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

[১]হংসরথে ভর করি সাজিল জগতগৌরী
বিবাদে নামিল নাগের বালা।[১]
সর্পগণ লৈয়া সঙ্গে যুঝিব পরম রঙ্গে
বুঝিব যমের মরদানা ॥
ক্রোধে কাপে কলেবর ওষ্ঠ কাপে থর থর
দুই চক্ষু অরুণ বরণ।
মহাশব্দে[২] চল চল কাঁপে মহী রসাতল
ত্রাসিত হইল দেবগণ ॥
সর্পের ভূষণ বস্ত্র সর্পের যতেক অস্ত্র
সর্পে বেষ্টিত রথখান।
সর্পের অলঙ্কার করি সাজিলেন বিষহরি
যুদ্ধমুখে করিল পয়াণ ॥
মনসার ক্রোধমন জানিল দেবগণ
নারদকে বোলে তুমি যাঅ।
শঙ্করনন্দিনী সনে যুদ্ধ করে কি কারণে
তুমি যায়া যমকে বুঝাঅ ॥
দেবতার আজ্ঞা পায় মুনি শীঘ্রগতি যায়
শীঘ্র গেল যম-বিগুমানে।
জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগদ
আজ্ঞা রূপে মনসাপুরাণে ॥

[৩]ও যম ভয়ে মন কাহে ডরোরে।
মনকে জিঞ্জিরি দিয়া দুর্গা ভজরে ॥ ধু ॥[৩]

মুনি বোলে কতি যাঅ শুন যমরাজ।
কি কারণে সাজিঞাছ দূতের সমাজ ॥

যম বোলে মহামুনি কর অবধান।
শঙ্করনন্দিনী করে মোর অপমান॥
ছাড়িলেন দেহা চান্দো বানিয়ার পুত।
তাহাকে আনিতে গেল মোর [১]যম দূত[১]॥
কাটিঞা লইল জীব আর বোলে মন্দ।
[২]তে কারণে[২] পদ্মা সনে বাঢ়াইমু[৩] দ্বন্দ্ব॥
চান্দোএ পদ্মাএ দ্বন্দ্ব ত্রিভুবনে জানি।
বিবাদে মারিল পদ্মা তার পুত্রখানি॥
ইহার কারণে তুমি না কর জঞ্জাল।
শঙ্কর শুনিলে পাছে না বলিবে ভাল॥
মুনির বচন শুনি ফিরে দণ্ডধর।
এই মতে চলিয়া গেল শিবের গোচর॥
মনসার সাক্ষাতে চলিয়া যায় মুনি।
কি কারণে সাজিয়াছ শঙ্করনন্দিনী॥
তোমার সাজনে পলাইল দণ্ডধর।
আপনে ফিরিয়া যাহ হিঙ্গুল-বাসর॥
মুনির বচনে পদ্মা নিবর্ত্তিয়া যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়॥

[৪]আমি শিব বিনে হর বিনে কার শরণ লব হে।
ও আমার প্রাণ কান্দে ভাই হর বিনে॥ ধু॥[৪]

কান্দিয়া শিবের আগে বোলে যমরাজ।
যম অধিকারে প্রভু আমার নাই কাজ॥
স্থানে স্থানে জীব [৫]দোষ করে[৫] যেবা যার।
কিছু গুটি জীব লৈয়া করি অধিকার॥
বৈষ্ণব সমস্ত লোকে বৈকুণ্ঠকে যায়।
তুমার সেবক যত কৈলাসকে যায়॥
গঙ্গা গঙ্গা[৬] বলি যেবা প্রাণ ত্যাগ করে।
সে জন চলিয়া যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

অন্য অন্য পাপী জীব [১]অধিকার করি।[১]
তাহার কারণে দ্বন্দ্ব করে বিষহরি ॥
অধিকারে কার্য্য নাই করি নিবেদন।
[২]আমার বিষয় তুমি দেহ অন্য জন ॥[২]
[৩]শুনিয়া যমের কথা দেব ত্রিলোচন।[৩]
[৪]পদ্মাবতীকে শিব করিল স্মরণ ॥[৪]
স্মরণ করিল হর জানে পদ্মাবতী।
হংসরথে চড়িয়া চলিলা শীঘ্রগতি ॥
শিব বোলে শুন বাছা বচন আমার।
জীবের উপরে কেন কর অধিকার ॥
পদ্মা বোলে শুন বাপু ত্রিদশ-গোসাঞি।
মিথ্যা কথা কহে যম মোর দোষ নাই ॥
চান্দোর সহিত বাদ ত্রিভুবনে জানে।
কিছুবা[৫] গোচর আছে তোমার চরণে ॥
বিবাদে মারিল আমি তার পুত্রখানি।
মধ্য-পথে যমদূত করে টানাটানি ॥
পাছে আমি চাহিয়া লইল জীবখানি।
ক্রোধ হইয়া তুমাকে জানায় দণ্ডপাণি ॥
শিব বোলে শুন বাছা আমার ঝিয়ারি।
যমরাজ নহে কি তুমার আজ্ঞাকারী ॥
যমরাজার স্থানে জীব কর সমর্পণ।
যখন চাহিবে তুমি দিবে ততক্ষণ ॥
কিসের কারণে কর মন দুখাদুখী।
সেই কর্ম্ম কর যাতে যম হয় সুখী ॥
বাপের বচন রাখে শঙ্করের ঝিউ।
যমের[৬] সাক্ষাতে দিল বানিয়ার জিউ ॥
পদ্মা বোলে যম তুমি জীব লৈয়া যাও।
যখন স্মরণ করি যোগাইতে চাও ॥
যম বোলে জীব সমর্পিলে পদ্মাবতী।
স্মরণে আনিঞা দিব অতি শীঘ্রগতি ॥

জীব লৈয়া যমরাজা যমালয়ে যায়।
আনন্দে মনসাদেবী দুন্দুভি বাজায়॥
বেননী চেতন পায় মেড়ের ভিতরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥

[১]আমি নারী অভাগী নিদ্রার কাতর।
কাল ঘুমে হারাইল শ্যামসুন্দর॥ ধু ॥[১]

[২]প্রাণ তেজিল[২] গন্ধবণিকনন্দন।
নিদ্রাভঙ্গ[৩] বিদ্যাধরী পাইল চেতন॥
স্বামীর শরীর বালী হস্ত দিয়া চায়।
দেখে অচেতন তনু পাষাণের প্রায়॥
প্রদীপ জ্বালিয়া বালী বদন নেহালে।
নিশ্চয় জানিনু বালাক খাইল কালে॥
হায় হায় করিঞা কপালে মারে চড়।
ভূমিত পড়িয়া বালী করে ধড়ফড॥
স্বামীর চরণ ধরি কান্দে বানিয়ানী।
মন্দাকিনী[৪] ধারা যেন চক্ষে পড়ে পানি[৫]॥
কে মোর মারিলে স্বামী মোহন মূরতি।
অন্ধকার হৈল [৬]মোর পুরী চম্পাবতী[৬]॥
কাষ্ঠের সদৃশ হৈল [৭]মুখ সব[৭] অঙ্গ।
কলেবর হইল যেন আঙ্গারের রঙ্গ॥
কার কিছু অন্যায়[৮] না করিনু ই বয়সে।
বিনা দোষে কেন মোর ডুবিল কলিমিসে[৯]॥
কার আমি কাড়িঞা লইনু ঘর বাড়ি।
তার শাপে বিভারাত্রি হৈনু বিষম[১০] রাড়ি॥
কার কাড়িঞা খাইলাম মুখের গরাস।
সে মোরে পাড়িলে গালি করিয়া[১১] নৈরাশ[১২]॥
উচ্চ নহে কপাল বদন নহে ঘোর।
চিরণ দন্ত খড়ম পাঅ এক নহে মোর॥

নহে মোর গজকন্ধ দীর্ঘ নহে কেশ।
বিধবার লক্ষণ মোর নহে কুন লেশ[১] ।।
কে মোর [২]করিলে চুরি আঞ্চলের[২] সোনা।
চাহিয়া[৩] ধরিব কাকে চোর কুন জনা ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

[৪]ওমা নিদানে তরাইতে হবে মোরে গো ।। ধু ।।[৪]

[৫]ওনাথ অনাথ কৈলে[৫] বণিক তুলাল।
সোনার স্থন্দর তম্ব মুখে বহে লাল ।।
করিলে মিনতি প্রভু না দিল স্থরতি।
এই দোষে ছাড়িলে[৬] স্থন্দর নিজ পতি[৭] ।।
ক্ষেমা কর প্রভু করিন্থ যত দোষ।
মারিলে কে রাখে প্রভু কেনে কর রোষ ।।
গায় তুল স্থরতি দেও মনে হউক সুখ।
উঠিয়া স্থরতি লেঅ[৮] হৃদয় ভরুক ।।
নাই আর বলিয়া বিহুলা বালী কান্দে।
[৯]ঘটে প্রাণ থাকিতে উত্তর কেনে না দে ।।[৯]
কুলক্ষণী কুলেতে আছএ নাকি হীন।
কি দোষে ছাড়িলে প্রভু বিবাহের দিন ।।
সংসারে শুনিয়া প্রভু কি বোলিবে লোকে।
আজি বিভা করিঞা ছাড়িঞা যাঅ মোকে ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করি পরকাশ ।।

ত্রিপদী ॥

[১০]চরণ ধরিয়া কান্দে লখাই স্থমতি না দে
কান্দে বালী পাঞা মহাশোক।[১০]
হায় হায় প্রাণপতি কি হবে আমার গতি
[১১]অনাথ করিঞা গেল[১১] মোক ।।

তুমি বিনে প্রাণেশ্বর মাঞ বাপ সহোদর
বন্ধু বান্ধব যত আছে।
সকলে পাড়িবে গালি বলিঞা বিষম রাড়ি
বসিতে না দিবে কেহো কাছে ॥
অনেক জনম ভরি কঠোর তপস্যা করি
পাইনু সুন্দর গুণনিধি।
আজি বিবাহের রাতি প্রাণ দিলে প্রাণপতি
নির্দ্দয়া নিঠুর হইল বিধি ॥
নাই কুন রোগ তাপ নাই কুন অভিশাপ
আছিল[১] কাচের মেড়ঘর।
চুষ্ট থাট বাটোআর নাই কারো পরকার[২]
কে মোর মারিলে প্রাণেশ্বর ॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[৩]ও দারুণ বিধাতারে।
কত দুঃখ লেখ্যাছ কপালে ॥ ধু ॥[৩]

[৪]বালী বোলে কে মোর মারিল প্রাণপতি।
স্বামী অভাবে আমার কিবা হবে গতি ॥[৪]
বায়ুর সঞ্চার নাই মেড়ের ভিতর।
কেমত প্রকারে চোরা প্রবেশিল ঘর ॥
প্রদীপ ধরিঞা বালী চাহে চারি পাশে।
থাটে পাটে না পাইল কাহার তলাসে ॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে বিহুলাসুন্দরী।
কাহাকো না দেখি মাণিক[৫] কে করিল চুরি ॥
ঢালিল ভৃঙ্গারের জল বালিসের তলা[৬]।
নেহালি পানের বাটা দেখিল বেহুলা[৭] ॥

একে একে প্রদক্ষিণ করে সাত বার।
জন্তু জীব কাহার না [১]পায় পরিষ্কার[১] ॥
বালী বোলে মন্দিরে না দেখি কুন জন।
কেমতে মরিল গন্ধবণিকনন্দন ॥
[২]ডাইনী যোগিনী সভে বুলিবেক মোকে।
আমি সে খাইল স্বামী বলিবেক লোকে ॥[২]
মেলিয়া পাটের[৩] মোড়া চাহে বানিয়ানী।
ভূমিতে পড়িল দুষ্ট পদ্মার নাগিনী ॥
নাগিনী দেখিয়া বালী করে হায় হায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

[৪]হায় বিধি কি হৈল কপালেরে বিধাতা ॥ ধু ॥[৪]

[৫]সর্প দেখি কান্দে বালী মাথে দিয়া হাত।
এই সর্পে খাইল আমার প্রাণনাথ ॥[৫]
কি দোষ করিল তোর নাগিনী কুমতি।
[৬]বিভারাত্রে মারিল আমার নিজ পতি ॥[৬]
মোর স্বামী মারিয়া[৭] কুশলে যাবে ঘর।
অবশ্য করিব তোকে স্বামীর দোসর ॥
হায় হায় বিষহরি দিল মনস্তাপ।
[৮]বিভারাত্রে স্বামীকে খাইল কালসাপ ॥[৮]
সত্য করি আনিয়া[৯] করিলে দুর্গতি।
কি জানিয়া জন্ম তোকে দিল পশুপতি ॥[৯]
কান্দে বালী স্বন্দরী কপালে মারে চড়।
[১০]উচ্চ স্বরে কান্দে[১০] বালী করে ধড়ফড় ॥
মরিল যে প্রাণনাথ তাকে নাই ডর।
আমি হইলাঙ[১১] প্রাণনাথের দোসর ॥
সংসার ভরিঞা মোর রহিল খিয়াতি।
স্বামীকে খাইল বালী বিবাহের রাতি ॥
শ্বশুরের বিবাদে মরিল গুণমনি।
ত্রিভুবনে কহিবেক বালী কুলক্ষণী ॥

বালী বোলে আমি তবে বিহুলাস্থন্দরী।
মরা স্বামী লৈয়া যাব শঙ্করের পুরী ॥
সভাতে পদ্মার [১]আগে করিব ক্রন্দন[১]।
জিয়াইব প্রাণনাথ ভাস্থর [২]ছয় জন[২] ॥
ফিরিয়া আসিব আমি পুরী চম্পাবতী।
ত্রিভুবনে জানিবেক বালী মহাসতী ॥
নাগিনী মারিয়া কেনে হইব পাপিনী।
সাপুড়াত বন্দী করি পদ্মার[৩] নাগিনী ॥
আমান করিবে পদ্মা দেবের সমাজে।
সাপিনী দেখিয়া পাইবে মহা-লাজে ॥
গুয়ার সাপুড়া বালী হস্ত দিয়া টানে।
নাগিনীর [৪]মুণ্ড ধরে মহা-অভিমানে[৪] ॥
সাপুড়ার মধ্যে নাগিনী বন্দী করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

[৫]ও দারুণ বিধাতারে।
কত দুঃখ লেখ্যাছ কপালে ॥ ধু ॥[৫]

বিহুলা করুণা করে রজনী পুহায়।
চেতন পাইয়া সনা স্বামীকে চিয়ায় ॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ রাত্রি হৈল শেষ।
সত্বরে করহ পুত্র বধূর উদ্দেশ ॥
কুমঙ্গল দেখি মোর প্রাণ নহে স্থির।
আপনে ক্রন্দন উঠে চক্ষে বহে নীর ॥
মেড়ঘরে শুনি যেন কান্দে বধূখানি।
বিবাদ সাধিলে বুঝি বিষহরি কাণী ॥
চান্দো বোলে সনকা [৬]নিদ্রাতে ছিলা ভোল[৬]।
এমত নিষ্ঠুর বাক্য [৭]কি কারণে বোল[৭] ॥
পাথরের মন্দির দুয়ারে[৮] ধন্বন্তরি।
চতুর্দ্দিগে লক্ষ লক্ষ জাগিছে প্রহরী ॥

[১]জীবের সঞ্চার নাই পবনের গতি।[১]
কুন পথে বিবাদ সাধিবে পদ্মাবতী॥
বুঢ়ি পাগলী তোর কিছু নহে জ্ঞান।
পুত্র বধূ ক্রীড়া করে তাতে দেহ কান॥
স্বামীর বচনে সনার স্থির নহে মন।
[২]ভৃঙ্গার লইঞা হাতে করিল গমন॥[২]
মেড়ের সম্পাসে সনা কর্ণ দিয়া শুনে।
বিহুলাসুন্দরী কান্দে স্বামীর মরণে॥
হস্তের ভৃঙ্গার সনা মারিলেন পাক।
হা হা পুত্র করিয়া ছাড়িল তিন ডাক॥
মেড়ের দুয়ারে সনা চলিল সত্বরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥

[৩]হায় বিধি কি হৈল কপালেরে বিধাতা॥ ধু॥[৩]

দুয়ার ঘুচাহ বধূ দুয়ার ঘুচাঅ।
খাইলে[৪] সুন্দর পুত্র কার মুখ চাঅ॥
অতি কুলক্ষণী[৫] বেটি মটুক[৬] কপালী।
মারিলে সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী॥
[৭]দন্ত তোর দীঘল চিরণ মাথার চুল।[৭]
কুলক্ষণী ডুবাইলে বানিয়ার কুল॥
না হইল পুত্রের বিভা মাস ছয় মাস॥
সত্বরে[৮] সুন্দর পুষ্প[৯] করিলে বিনাশ॥
বালী বোলে শাশুড়ী না দিহ অপযশ।
কাটা ঘাএ কত ঘস জামিরের রস॥
মরিল পুত্র তুমার মোর কুলক্ষণে।
আর ছয় পুত্র তুমার মরিল কেমনে॥
[১০]দেবতা মনুষ্যো[১০] হইব নিরন্তর বাদ।
কুশলে থাকিতে নাকি[১১] মনে কর সাধ॥
আমি নাই মারি বালাক মারিল ব্রহ্মাণী।
সাপুড়ার মধ্যে [১২]দেখ পদ্মার[১২] নাগিনী॥

উঠিয়া সুন্দরী কন্যা দুয়ার ঘুচায় ।
আকুল হইয়া সনা মেড়ঘরে যায় ॥
মরিল সুন্দর বালা হৈয়া গেল কাল ।
দেখিয়া সনকা রামা ধাকুড়ে কপাল ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১]দুঃখিনী মায়ের প্রাণ বধিয়া না যাইও ॥ ধু ॥[১]

পুত্র কোলে করি কান্দে মুখে মুখ দিয়া ।
দুই হাতে ধাকুড়ে বুক চূর্ণ করে হিয়া ॥
বিনি বাএ কেমতে নিভাঞা গেল বাতি ।
অন্ধকার হৈল মোর পুরী চম্পাবতী ॥
ছয় পুত্র বিবাদে মারিল বিষহরি ।
তোমা পুত্র পাইল কঠোর ব্রত[২] করি ॥
কে মোর কাড়িঞা লৈল আঁচলের নিধি ।
পূর্ব্ব জন্মের পাপে বিড়ম্বিল বিধি ॥
বিবাহ করিতে মানা করিনু তুমাক ।
অহঙ্কারে না শুনিলে গুরুজনের ডাক[৩] ॥
হাতে হাতে ফলিল [৪]কালিনী মায়ের[৪] বোল ।
শূন্য [৫]করিলে বাছা অভাগিনীর[৫] কোল ॥
পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা ।
[৬]কে দিবে তুলিয়া বন্ধু আছে কুন জনা ॥[৬]
সনা বোলে প্রাণপুত্র না পাইব[৭] আর ।
অন্ধকার দেখি আমি সকল সংসার ॥
[৮]একতির এক পুত্র[৮] আর কেহো নাই ।
কি দেখিয়া পাশরিব দুর্ল্লভ লখাই ॥
মর মর পদ্মা [৯]তুমি হইঅ নৈরাশ[৯] ।
অন্তকালে তুমার নরকে হউক বাস ।।
কি দোষ করিল তোর কি করিল হানি ।
কি দোষে মারিলে মোর সুন্দর পুত্রখানি ॥

সোনার সুন্দর তনু মদন-আকার।
ইহা দেখিয়া দয়া না হৈল তুমার ॥
চেতন [১]পাইয়া উঠে চান্দো অধিকারী।[১]
হায় হায় [২]শব্দে কান্দে উচ্চ স্বর করি ॥[২]

[৩]হায় বিধি কি হৈল কপালেরে বিধাতা ॥ ধু ॥[৩]

[৪]পুত্রের মরণে চান্দো করে হায় হায়।
কপালে মারিয়া চড় করে উচ্চ রায় ॥[৪]
[৫]কোছার মাণিক মোর কে করিলে চুরি।
অন্ধকার হইল মোর চম্পাবতী পুরী ॥[৫]
প্রদীপ নিভাইলে যেন অন্ধকার ঘর।
চন্দ্রমা অভাবে যেন রাত্রি ভয়ঙ্কর ॥
বিবাহের রাত্রে হইল পুত্রের মরণ।
জানিঞা পুত্রকে বিভা দিনু [৬]কি কারণ[৬] ॥
সনকায়ে দিল বাধা না [৭]করিনু মন[৭]।
হেলায়ে [৮]করিল নষ্ট[৮] অমূল্য রতন ॥
বিবাদে মারিল পুত্র ত্রিভুবনে লাজ।
বৃদ্ধকালে আমার জীবনে কিবা কাজ ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[৯]ও কাল ভ্রমরারে।
শ্যাম চান্দের দরশন কোথা গেলে পাবো ॥ ধু ॥[৯]

চান্দো বোলে ধন্বন্তরি শুন মোর ভাই।
তুমার সাক্ষাতে কেনে মরিল লখাই ॥
ধন্বন্তরি বোলে শুন সাধু চন্দ্রপতি।
দেবতার [১০]বাদে জিনে[১০] নরের শকতি ॥
নিদ্রালি আনিয়া পদ্মা দিল সর্ব্ব জনে।
নিদ্রাতে পড়িল সভে জানিব কেমনে ॥

চান্দো বোলে জিয়াঞা দেহ আমার দুলাল ॥
[১]পুত্রপৌত্রে ধন্বন্তরি[১] করিব নেহাল ॥
ধন্বন্তরি বোলে বাক্য শুন মহাশয় ।
[২]জিয়াইতে পারি[২] মন্ত্রে জিয়াইস্থ হয় ॥
এখন বালার জীব লৈয়া গেল যমে ।
জিয়াইতে না পারিব মন্ত্র পরাক্রমে ॥
সাতালি পর্ব্বতে [৩]হনে ঔষধ যদি[৩] আনি ।
তবে [৪]সে জিয়াতে পারি[৪] তুমার পুত্রখানি[৫] ।
চান্দো বোলে ধন্বন্তরি শীঘ্রগতি যাঅ ।
ঔষধ আনিয়া মোর পুত্রকে জিয়াঅ ॥
চান্দোর বচনে ধন্বন্তরি যায় রঙ্গে ।
[৬]বলদে আসন শত শিষ্য করি সঙ্গে ॥[৬]
ঔষধ আনিতে যায় ওঝা ধন্বন্তরি ।
মধ্যপথে নামিল বিবাদি বিষহরি ॥
পদ্মা বোলে ওঝা তুমি কুন দেশে যাঅ ।
বিবাদের মরা বুঝি জিয়াইতে চাঅ ॥
[৭]যদি জিয়াইয়া দেহ চান্দোর[৭] কুমার ।
সবংশ সহিত তুমার করিব সংহার ॥
ওঝা বোলে মনসা তুমাকে কিবা ডর ।
যত দেবগণ মোর মন্ত্রের নফর ॥
জিয়াইব মৃত্যু আমি রাখিব খিয়াতি ।
কি করিতে পার মোকে তুমার শকতি ॥
এই বুলি ধন্বন্তরি কত দূর যায় ।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

[৮]ও দেবী বিবাদে নাবিল বিষহরি ॥ ধু ॥[৮]

গোয়ালিনীরূপ ধরি চলে দেবী বিষহরি
বিষদধি করিয়া পশার ।

থমকে থমকে নড়ে আকাশে বিজুলি পড়ে
ত্রিভুবন-মোহিনী[১]-আকার ॥
যথা আছে ধন্বন্তরি শিষ্যগণ সঙ্গে করি
গোয়ালিনী চলে সেই দিয়া ।
নয়ানে কটাক্ষ করে তপস্বীর তপ হরে
শিষ্যগণ বিকল দেখিয়া ॥
শিষ্যগণ বোলে বাণী শুন শুন গোয়ালিনী
কোড়ি নেহ দধি দেহ খাই ।
দেখিয়া তুমার ঠান[২] মদনে বিকল প্রাণ[৩]
খানিক রহিঅ[৪] মুখ চাই ॥
গোয়ালিনী বোলে নেঅ [৫]দধি খাঞা কোড়ি দেঅ
আজাড়িয়া দেহ দধির[৬]হাড়ি ।
ঘরে মোর গুরুজন নিজ পতি দুর্জ্জন
সত্বরে যাইতে চাহি বাড়ি ॥
ধন্বন্তরি শিষ্যগণে দধি খায় রঙ্গ মনে
মনসা হইল অন্তর্দ্ধানে ।
মহা-কালকুট বিষ [৭]ধন্দ দেখে চতুর্দ্দিগ[৭]
সমস্ত টলিল স্থানে স্থানে ॥
বোলে ওঝা ধন্বন্তরি মধ্যপথে বিষহরি
বিষম বিবাদে দিল মন ।
মন্ত্র পড়ি দিল জল বিষ গেল রসাতল
জিইঞা[৮] উঠিল শিষ্যগণ ॥
পদ্মা বোলে প্রমাদ কেমনে সাধিব বাদ
ওঝাকে না পারি মারিবার[৯] ।
মন্ত্র পড়ে দুরাশয় কাহাকো না করে ভয়
কুন বুদ্ধে করিব সংহার ॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া[১০] মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[১]দেবী সাজিল রে।
রণমুখে দেবী করিল গমন ॥ ধু ॥[১]

সাজিল মনসা সহায় অষ্টনাগ। -
ধন্বন্তরি জিনিবারে মনে[২] অনুরাগ ॥
সর্পের বসন দেবী সর্পের ভূষণ।
সর্পের উপরে দেবী করিল আসন ॥
সর্পের সাপুড়া দেবী[৩] সর্পের পিকদানি।
মাথাএ ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণি ॥
কুলিশ কর্কট সাজে তক্ষক মূলা[৪]।
ই তিন ভুবন কাঁপে যার বিষজ্বালা ॥
পদ্ম মহাপদ্ম সাজে শঙ্খ[৫] মহা-সাপ।
সাজিলেন অষ্টনাগ অথণ্ড প্রতাপ ॥
সাজিল ছাপান্ন কোটি সর্পের প্রদল।
মহীধরসঙ্গে পৃথ্বী করে টলমল ॥
ওঝার সম্মুখে যাএগ্য হইল উপস্থিত।
দেখিয়া ধন্বন্তরি হইল চমকিত ॥
ধন্বন্তরি বোলে বাক্য শুন পদ্মাবতী।
কি কারণে আইলা তুমি নাগের সংহতি ॥
পদ্মা বোলে ওঝা যদি জিয়াঅ লখাই।
মোর সর্পে তুমাক খাইবে এই ঠাই ॥
যে বিষে টলিল হর সাগরের কূলে।
সে বিষে সবংশে তোর করিব নির্ম্মূলে ॥
ওঝা বোলে বিষ লৈয়া গর্ব্ব না করিস।
তোমার সাক্ষাতে খাও সের দশ বিষ ॥
বিষ খায় ধন্বন্তরি যেন[৬] পিয়ে পানি।
দেখিএগ্য চমৎকার[৭] হৈল জয় ব্রহ্মাণী ॥
ওঝা বোলে সর্প লৈয়া কর অহঙ্কার।
দেখি মোর আগে সর্প রক্ষক তোমার ॥

মহামন্ত্র ধন্বন্তরি করিল চালন।
পলায় সমস্ত সর্প চমৎকার মন ॥
মনসার অগ্রতে[১] আছিল যত সাপ।
সমস্ত পলায়্যা গেল মন্ত্রের প্রতাপ ॥
বিষাদ ভাবিয়্যা পদ্মা চলে নিজ ঘরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

[২]মুনির চরণকমলে ভাবিলে ভাবনা যাবে না ॥ ধু ॥[২]

[৩]প্রমাদ ভাবিয়া মনে দেবী বিষহরি।
কেমতে জিনিব বাদ ওঝা ধন্বন্তরি ॥[৩]
বিবাদের বিষহরি নানা বুদ্ধি করে।
ধন্বন্তরির ভার্য্যার বিহিনিরূপ ধরে ॥
দধি দুগ্ধ সন্দেশ নানা উপহার।
সাজাঞা লইল পদ্মা দুই চারি ভার ॥
বহিনির ঘর বুলি[৪] করিল গমন।
দেখিয়া ওঝার নারী আনন্দিত মন ॥
অনেক দিবসে ঘরে আইল বহিন।
বদন ভরিয়া চুম্ব খায় বার তিন ॥
[৫]ফলাহার করিল পদ্মা না কৈল ভোজন।[৫]
মহাসুখে বসিল[৬] বহিনি দুই জন[৭] ॥
পদ্মা বোলে প্রাণদিদি কহ নিষ্ঠ করি।
কথা গেল স্বামী তোর ওঝা ধন্বন্তরি ॥
ধন্বন্তরি-ভার্য্যা বলে শুন বিবরণ।
বিবাদে মারিল পদ্মা চান্দের নন্দন ॥
চান্দোয়ে ডাকিয়া নিলে মহা-যত্ন করি।
পদ্মায়ে মারিলে[৮] জিয়াইবে ধন্বন্তরি ॥
পদ্মা বোলে শুন দিদি আমার বচন।
বিবাদের স্থানে ওঝা যায় কি কারণ ॥

বিবাদের ব্রহ্মাণী বিষম[১] মায়া জানে।
[২]তিল মাত্র[২] ধন্বন্তরির বধিবে পরাণে ॥
[৩]ওঝার গৃহিণী বোলে ভাল বোল মাঅ।
[৪]কাহার শকতি যে ওঝাকে করে ঘাঅ।
মন্ত্রের প্রতাপে তার নাম ধন্বন্তরি।[৪]
[৫]কি করিতে পারে তাকে দেবী বিষহরি ॥
পদ্মা বোলে শুন দিদি আমার বচন।[৫]
[৬]কেমত প্রকারে হয় ওঝার মরণ ॥[৬]
[৭]ওঝার গৃহিণী বোলে শুন দিদি মাঅ।[৭]
ওঝার মরণ কথা শুনিবারে চাঅ ॥
চক্ষে দেখিবাক পায় যে সকল স্থান।
তাহাতে দংশিলে ওঝার নাই বস্তুজ্ঞান ॥
দেখিতে না পায় ওঝা নাম মূলকন্ধ।
তাহাতে দংশিলে হয় মৃত্যু অনুবন্ধ ॥
পদ্মা বোলে শুন[৮] দিদি যাই নিজ ঘরে।
বহিনি-জামাই [৯]ক্রোধে না জানি কি করে[৯] ॥
বিদায় হইয়া পদ্মা করিল গমন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

[১০]চলিল মনসাদেবী ওঝাকে দংশিতে ॥ ধু ॥[১০]

বিবাদ সাধিতে দেবী চলে বিষহরি।
আনন্দে তক্ষক নাগ চলে[১১] সঙ্গে করি ॥
ঔষধ আনিতে রঙ্গে চলে মহাগুণী।
আগু পথে গেল পদ্মা ভেদ কথা শুনি ॥
মধ্যপথে তক্ষক চড়িয়া রহে গাছে।
আপনে মনসা চলে ধন্বন্তরির পাছে ॥
হেট মুণ্ডে চলে ওঝা পরম আনন্দে।
বৃক্ষডালে তক্ষক দংশিল মূলকন্ধে ॥

ওঝা বোলে শিষ্যগণ শুন মোর বাণী।
এতদিনে বিবাদ সাধিলে ব্রহ্মাণী ॥
কেমতে পাইল পদ্মা [১]এই উপদেশ[১]।
কন্ধতে দংশিল মোর [২]পরমাই শেষ[২] ॥
ওঝা বোলে শুন মোর যত শিষ্যগণ।
এই দুই [৩]প্রহর বহি[৩] আমার মরণ ॥
[৪]শালি বিশালি গাছ[৪] সাতালি পর্ব্বতে।
[৫]ঔষধ আনিয়া বাপু দেহ মোর হাতে ॥[৫]
শিষ্য বোলে গুরু ঔষধ নাহি জানি।
কেমত উপায়ে যাঞা মহা-ঔষধ আনি ॥
ওঝা বোলে কুকুড়াক খুয়াঅ গরল।
পর্ব্বতে [৬]নিয়া ফির[৬] প্রতি গাছের তল ॥
যেই গাছের গন্ধে কুকুড়া পায় প্রাণ।
সেই গাছ আন বাপু মোর বিদ্যমান ॥
ওঝার বচনে চলে এক শত শিষ্য।
কুকুড়া পক্ষক মারে খুআইঞা বিষ ॥
সাতালি পর্ব্বতথান উদ্দেশিয়া[৭] যায়[৮]।
প্রতি গাছে গাছে মরা কুকুড়া ছোয়ায় ॥
কুকুড়া পাইল প্রাণ ঔষধের[৯] গন্ধে।
সেই গাছ তোলে শিষ্য পরম আনন্দে ॥
ঔষধ লইয়া শিষ্য করিল গমন।
পদ্মার আদেশে গায় জগতজীবন ॥

কত মায়া কর তুমি দেবী বিষহরি।
[১০]দেবের দেবতী তুমি অখিল-ঈশ্বরী ॥ ধু ॥[১০]

পদ্মা বোলে এখন কি করিব উপায়।
ঔষধ পাইয়া শিষ্য মহারঙ্গে যায় ॥
[১১]ঔষধ পাইলে ওঝা পাইবে জীবন।[১১]
কোন বুদ্ধে[১২] ছলিব ওঝার শিষ্যগণ ॥

মধ্যপথে মায়া করে শঙ্করনন্দিনী।
সাক্ষাত হইল যেন ওঝার ঘরণী॥
উদাম[১] মাথার কেশ[২] কান্দে উচ্চ স্বরে।
দুই হস্তে ধাঙ্গুড়াঞা বুক প্রভু প্রভু বোলে॥
শিষ্যগণ বোলে যেন দেখি গুরু-মাঅ।
কি কারণে কান্দি মাতা কুন দেশে যাঅ॥
পদ্মা বোলে বাছা কি কহিব আর।
ওঝার জীবন আছে কণ্ঠাগত সার॥
প্রভুর সঙ্কট দেখি ব্যাকুল মোর মন।
তুমার উদ্দেশে বাপু করিল গমন॥
শিষ্যগণ বোলে মাঅ চল যাই ঘর।
আনিল ঔষধ মাঅ[৩] আর কিবা ডর॥
পদ্মা বোলে অভাগিনী প্রত্যয় না যাও।
কেমন ঔষধ বাপু দেখিবারে চাও॥
ঔষধ আনিয়া দিল মনসার হাতে।
লাফ দিয়া মনসা চলিল স্বর্গপথে॥
ঔষধ হারাঞা শিষ্য করে হায় হায়।
পদ্মার চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥
দুই প্রহর বেলা হইল অবসান।
ততক্ষণে ধন্বন্তরি তেজিল পরাণ॥
এক শিষ্য বোলে চল ঔষধকে যাই।
কুন্‌ শিষ্য বোলে চল গুরুকে জানাই॥
গুরুকে দেখিতে চলে যত শিষ্যগণ।
দেখে ওঝা ধন্বন্তরি তেজিল জীবন॥
শিষ্যগণে ওঝার গৃহিণীকে[৪] দিল জান।
অগ্নিকাষ্ঠ করে ওঝার বিবিধ বিধান॥
[৫]জগতজীবন কবি বুদ্ধে বিশারদ।
রচিল পুরাণমধ্যে ধন্বন্তরি বধ॥[৫]

ত্রিপদী ॥

বিষম বিবাদ করি মরে ওঝা ধন্বন্তরি
চন্দ্রপতি হৃদয়ে আকুল।
হায় হায় শব্দ করে কান্দে চান্দো উচ্চ স্বরে
কান্দে সাধু আউলাঞা চুল ॥
উদরধরণী মাঅ ধরণী লোটাঞা গাঅ
মস্তকে তুলিয়া ভাঙ্গে হাড়ি।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণ কান্দে প্রতি জনে জন
আর কান্দে বধূ ছয় রাড়ি ॥
বালার সমস্ত সখি কান্দে বালার মুখ[১] দেখি
আর কান্দে নগরিঞা লোক।
[২]কান্দে যত আশপাশি আর কান্দে দাসদাসী[২]
সভার অন্তরে মহাশোক ॥
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
[৩]সুখ মোক্ষ বরের কারণ।[৩]
[৪]দুঃখ দুষ্ট সর্প ভয় ইসব করিবে ক্ষয়
বন্দু দেবী পদ্মার চরণ ॥[৪]

[৫]ও দারুণ বিধাতারে।
কত দুঃখ লেখ্যাছ কপালে ॥ ধু ॥[৫]

রথভরে[৬] মনসা ডাকিয়া বোলে বাণী।
এখন বিবাদিয়া চান্দো পূজহ ব্রহ্মাণী ॥
ব্রহ্মাণীর নামে তুমি দেহ ফুলজল।
ধনপুত্রে সাধু তুমার হইবে কুশল ॥
হারাঞাছে ধনজন বাহুড়িবে ঘরে।
মরা পুত্র পাইবে দুর্লভ লখিন্দরে ॥
চান্দো বোলে পদ্মা তুমি বড় দুরাচারী।
[৭]দুঃখের উপর দুঃখ দিস[৭] চেমনভাতারী ॥

পুত্রের কি কার্য্য যদি আপনে মরিব।
[১]তথাপি পদ্মার আমি পূজা না করিব ॥[১]
চান্দো বোলে [২]কেনে কান্দ[২] নগরিঞা লোক
মোর পুত্র মরিল তুমার[৩] কিবা শোক ॥
[৪]মরিল মরিল পুত্র[৪] সভার নিছনি।
[৫]কি করিতে পারে আর[৫] বিষহরি কাণী ॥
চান্দো বোলে জ্ঞাতিগণ শুন মোর ভাই।
পুত্র বধু লৈয়া চল গগড়িঞা যাই ॥
সংস্কার কর যায়া দুর্লভ লখাই।
বিষহরির মুখে দেই মাটি আর ছাই ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[৬]কান্দে রামা লো চক্ষ বায়া পড়ে লো।
ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি ॥ ধু ॥[৬]

[৭]না মার শ্বশুর মোকে পোড়াঞা আনলে।
ভাসাইয়া দেহ মোকে সাগরের জলে ॥[৭]
[৮]বিষম সাগরের জলে ভাসিব দুঃখিনী।
ফিরিয়া জিঞাবো আমি স্বামী শিরোমনি ॥[৮]
চান্দো বলে বাছা তুমি একা যাবে কতি।
[৯]কেমতে জিঞাবে তুমি আপনার পতি ॥[৯]
[১০]বেননী বোলেন[১০] যদি বাক্য কর হেলা।
কেমতে পাইলে পুত্র বিবাহের বেলা ॥
চান্দো বোলে শুন[১১] শুন [১২]জ্ঞাতি সর্ব্ব জন[১২]।
সুন্দরী বধুখানি কি বোলে বচন ॥
সহজে মরিল পুত্র দুর্লভ লখাই।
[১৩]পুড়িলে না পাই আর ভাসাইলে পাই ॥[১৩]
ভাসাইঞা দিব পুত্র দুর্লভ লখাই।
আসিবে সুলক্ষণী না [১৪]আসিবে বালাই[১৪] ॥

[১]ভাল যুক্তি সুন্দরী[১] কহিল জ্ঞাতিগণ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন॥

[২]ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৈনে হরে।
যারে তরায় শম্ভু সেই তরায়॥ ধু॥[২]

সত্বরে[৩] [৪]লেঙ্খাকে ডাকি বোলে[৪] চন্দ্রপতি।
কদলী কাটিঞা ত্বরা বান্ধি শীঘ্রগতি॥
[৫]বাগুয়ানে গেল লেঙ্খা সত্বর গমনে।
নানা জাতি কলা লেঙ্খা কাটে আগুয়ানে॥[৫]
[৬]বাছিয়া কাটিল কলা পাই মনোহর।[৬]
[৭]ভরথ তুলসী যেন সাক্ষাৎ শর্কর॥[৭]
মর্ত্তমান [৮]মধুভাস কাটিয়া কুলপাই[৮]।
বাগানে কাটিল কলা লেখাজোখা নাই॥
হাত দশ প্রসার দীঘল দশ হাত।
[৯]মঞ্জুষ পত্তন তবে করিল তাহাত॥[৯]
[১০]বান্ধিল মঞ্জুষখান মধ্যে দিঞা বাঁশ।[১০]
ভিড়িঞা বান্ধিল ভেলা করিয়া চৌরস॥
গোড়া আগল করিঞা কলার গাথে হালি।
হানিয়া বাঁশের [১১]গোজ কোরা আড়া থানি[১১]॥
[১২]চৌদিকে কাটিয়া ভেলা করে বিচক্ষন।[১২]
জলের উপর ভাসে রাজসিংহাসন[১৩]॥
চান্দো বলে লেঙ্খা পাত্র কর অবধান।
সত্বরে ডাকিয়া আন কর্ম্মী[১৪] নবসান[১৫]॥
শাহের বচনে লেঙ্খা পাঠাইল দূত।
ডাকিঞা আনিল মালী চিত্রকরের পুত॥
জোড়হস্তে নবসান করএ প্রণাম।
[১৬]সাধু বোলে কর বাছা মঞ্জুষের কাম॥[১৬]
মঞ্জুষ নির্মাণ করে অতি বিচক্ষণ।
রচিল [১৭]পদ্মার বরে[১৭] জগতজীবন॥

ত্রিপদী ॥

মঞ্জুষ নির্ম্মাণ করে নবসান
ধরি মুনিময় কাতি।
স্মরিঞা রঘুনাথ [১]সোনার কাটে পাত[১]
চিত্র [২]করে নানা জাতি ॥
[৩]কারিয়া তিন[৩] থোর ভিতরে করিল ঘোর
কতেক কাটিলেন জালি।
হিঙ্গুল হরিতাল পুতলি লেখে ভাল
সুকর্ম্মী[৪] নবসান মালি ॥
লেখিল সুরনর[৫] গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
পাতালে অনন্ত অসুর।
লেখিল [৬]চরাচর পৃথিবী সাগর
[৭]অমরাবতী সুরপুর[৭] ॥
লেখিল নদী যত গহিন পর্ব্বত
জলেতে মৎস্য যত আছে।
কালিন্দী যমুনাতীর লেখিলেন যদু বীর
হেল্লেন[৮] কদম্বের গাছে ॥
যতেক গোপিগণ হইয়া বিবসন
বসিয়া কালিন্দীজলে।
দেব হরিহর হৈঞাছে দিগম্বর
শরীর ঢাকিল করতলে ॥
রঘুর নন্দন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
ভরত রাজা শত্রুঘন।
লেখিল লক্ষ্মী সীতা জনক তার পিতা
লেখিল অযোধ্যা ভুবন ॥
লেখিল দশশির রাবণ মহাবীর
লেখিল রাণী মন্দোদরী।
মায়ামৃগী সাথে ধাইল রঘুনাথে
রাবণে সীতা কৈল চুরি ॥

লক্ষ্মন করি সাথে ধাইল রঘুনাথে
বানরসঙ্গে করি মিতা।
সাগর করি বন্ধ ছেদিল দশকন্ধ
উদ্ধার করিলেন সীতা॥
গোবিন্দ অবতার লেখিল দশবার
বধিল অনন্ত অসুর।
[১]লেখিল দুর্যোধন পাণ্ডব পঞ্চজন
আর লেখে হস্তিনাপুর॥[১]
সে সব নবসান করিল নির্ম্মাণ
লেখিল চম্পাবতী পুরী॥
লেখিল মেড়ধর দুর্লভ লখিন্দর
বিবাদে মারিল ব্রহ্মাণী।
[২]বিহুলাসুন্দরী স্বামী কোলে করি[২]
ভাসিল সাগরের পানি॥
মঞ্জুষ হইল ওড় লেখিল হংসজোড়
উড়ে [৩]পড়ে সরোবরে।
মঞ্জুষ করে আগ বানিয়া মহাভাগ
উচিত দক্ষিণা করে[৪]॥
কর্ম্মী নবসান খাইল গুয়াপান
চলিল আপনার ঘরে।
জগতজীবন কবি[৫] বিচক্ষণ
রচিল মনসার বরে॥

[৬]জলে ভাসিল রে ও মোর নয়ানের তারা ভাসিল রে॥ ধু॥[৬]

চান্দো বোলে বসিয়া কি কর এই ঠাই।
পুত্র বধূ লৈয়া চল [৭]সাগরে ভাসাই[৭]॥
যে জন মরিবে[৮] তার কিবা আর দয়া।
বাহির কর পুত্র বধূ নিদারুণ হৈয়া॥

পালঙ্ক উপরে বাহির করে লখিন্দর।
বেননীকে বাহির করে চৌদল-উপর ॥
চড়িঞা চৌদলে বালী মৃত্যুপথে[১] যায়।
[২]চম্পালি নগরখান কান্দে উভরায় ॥[২]
শিশু বৃদ্ধ যুবক সকল যায় ধাইঞা।
মরিবারে যায় বালী চল দেখি গিঞা ॥
বুকে হাত দিয়া কেহো করে হায় হায়।
মৃত্যুর সঙ্গতি কেনে জিয়ন্তেই[৩] যায় ॥
চৌদলে চড়িয়া যায় বিহুলাসুন্দরী।
দেখিতে চলিল সব চম্পাবতী পুরী ॥
গগড়িঞা-ঘাটে বালী হৈল উপস্থিত।
জগতজীবন কবি বিরচিল গীত ॥

[৪]আরে বালী তোর বদন দেখিয়া প্রাণ যায়রে ॥ ধু ॥[৪]

নাম্বিঞা বসিল বালী গগড়িঞার ঘাটে।
নাপিত আনিয়া কন্যা দশ নখ কাটে ॥
[৫]হস্ততে করিল বালী কনক দর্পণ।[৫]
দর্পণ ধরিয়া বালী বলিছে বচন ॥
[৬]বিহুলাএ বোলে বাক্য শুন সর্ব্ব জন।[৬]
অবশ্য পাইব স্বামী [৭]কহিল বচন[৭] ॥
জলে নাম্বি বিদ্যাধরী জলে দিল ডুব।
জলের ভিতরে কন্যা দেখে সর্ব্ব শুভ ॥
বালী বোলে প্রাণে মোর কিছু নাই ভয়[৮]।
অবশ্য পাইব স্বামী কহিল নিশ্চয়[৯] ॥
উত্তম বসন বালী পন্থে আর বার।
জোড়হস্তে সূর্য্যকে করিল নমস্কার ॥
শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে নমস্কার করে।
[১০]সভার সাক্ষাতে বাক্য বোলে ধীরে ধীরে ॥[১০]

[১]অহে শ্বশুর বাপ ফিরিঞা ঘরে যাও।
শাশুড়ী সহিতে ঘর যাহ ছয় জাও ।।[১]
আপনার [২]সাধ্য নহে[২] কপালের লেখা।
[৩]ভাগ্য থাকে ফিরিঞা হইবে আর দেখা ।।[৩]
আর ছয় পুত্রশোক সহিলে যেমতে।
ই পুত্রশোক মাঅ সহিঅ তেমতে।।
জন্মিলে মরণ মাঅ আছে একবার।
আগ পাছে মরিবে এড়ান আছে কার ।।
ছয় জাও তুমরা ফিরিয়া যাও ঘরে।
মন দেহ শাশুড়ী কান্দিয়া যেন না মরে ।।
ঘরে যাঅ তুমরা জ্ঞাতি সর্ব্ব জনে।
বিদায় হইমু বাপু তোমার চরণে ।।
মন দিঞা বুঝাবে শ্বশুর সদাগরে।
অনাথ না হয় যেন চম্পালি নগরে ।।
এই বোলি বেননী ধর্ম্মকে [৪]সাক্ষী করে[৪]।
লাফ দিয়া চড়ে বালী [৫]ভেলার উপরে[৫] ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

[৬]ও দুটি নয়ানের তারা মোর কে নিলে হরিয়া ।। ধু ।।[৬]

[৭]কান্দে বৃদ্ধ বানিয়া দারুণ পাঞা শোক।
চান্দোর ক্রন্দনে কান্দে নগরিয়া লোক ।।[৭]
বেননী বোলেন তোরা কান্দ কি কারণে।
আমাকে ভাসাইঞা দেহ নিদারুণ মনে ।।
তুমা সভার ক্রন্দনে মোর [৮]উপজে মায়া[৮]।
সত্বরে ভাসাঞা দেহ নিদারুণ হৈয়া ।।
চান্দো বোলে জ্ঞাতিগণ শুন মোর [৯]ভাই।
[১০]সত্বর করিয়া আগে[১০] বালাকে ভাসাই ।।

স্নান[১] করাঞা বালাক [২]পন্থায় বসন[২] ।
সর্ব্বাঙ্গে [৩]পন্থায় বালাক কস্তুরি চন্দন[৩] ॥
বিচিত্র বিছানা করে ভেলার উপর ।
তার মধ্যে শোয়াইল বালা লখিন্দর ॥
কাখেত করিল বালী সাপের সাপুড়া ।
শিয়রে বান্ধিল [৪]এক উত্তম[৪] কুকুড়া ॥
সুবর্ণ কাটারী কন্যা হস্তে করি[৫] ধরে ।
চাপিয়া বসিল বালী স্বামীর শিয়রে ॥
উপরে মঞ্জুষ দিয়া ভেলা করে ঘোর[৬] ।
হরি হরি বোলিয়া কাটিয়া দিল ডোর ॥
সমস্ত জ্ঞাতিগণ মারিলেক ঠেলা ।
খর স্রোতে ভাসি যায় সুন্দরীর ভেলা ॥
মস্তক থাকুড়ায় চান্দো[৭] করে হায় হায় ।
ছয় বধূ সহিতে সনা ধরণী লোটায় ॥
[৮]যতেক চম্পালির লোক ঘাটে রয়া চায় ।
ভাসিয়া কন্যার ভুরা কত দূরে যায় ॥[৮]
দেখিতে না পায় ভেলা গেল কত দূর ।
ফিরিঞা সমস্ত লোক গেল নিজ পুর ॥
স্নান করি সর্ব্ব লোক ঘরাঘরি যায় ।
জগতজীবন কবি বিরচিঞা গায় ॥

[৯]কি নগরিয়া বোল হরি বোল ॥ ধু ॥[৯]

ত্রিপদী ॥

ভাসাইঞা[১০] পুত্রখানি অসার সংসার গুনি
শোকে সাধু কান্দে উচ্চ স্বরে ।
[১১]বঞ্চিল দারুণ[১১] বিধি সাগরে ভাসাল নিধি
কেমতে [১২]থাকিব একেশ্বরে[১২] ॥

দিক[১] মোর ধনজন প্রাণ ধরি অকারণ
অকারণে[২] গৃহতে বসতি।
একে একে সাত জন মৈল মোর পুত্রগণ
[৩]অন্তকালে আমার কি গতি ॥[৩]
সাধু যায়[৪] নিজ ঘরে নিরন্তর শোক করে
জ্ঞাতিগণ গেলা ঘরাঘরি।
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
[৫]সেবকে বর দিবে বিষহরি ॥[৫]

[৬]কান্দে রামা লো চক্ষ বায়া পড়ে লো।
ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি ॥ ধু ॥[৬]

কান্দে সনা নদীয়ার ঘাটে ॥ ধু ॥

[৭]করে সনা হায় হায় মরা লৈয়া জিয়ন্তে যায়[৭]
দেখিয়া আমার[৮] প্রাণ ফাটে।
[৯]বিবাদে আমার ঘর মৈল পুত্র লখিন্দর
সহজে ভাসাঞা দিল জলে ॥[৯]
পুত্র বিনে ঘর দ্বার সব দেখি অন্ধকার
বধূ বিনে শূন্য দেখি বাড়ি।
রহিব নদীয়ার জলে[১০] খায় যেন শৃগালে
মৈলে যেন না ফালায় হাড়ি ॥
ধরে রাড়ি ছয় জায় কেহো ধরে হাত পায়
কেহো দিয়া ধরে মাথাত হাত।
অবশ্য মরণ আছে মরিবেন আগে পাছে
আমাকে না কর অনাথ ॥
কাকুতি মিনতি করি লৈয়া গেল নিজ পুরী
মরা যেন শোয়াইল ঘরে।
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
ভাসে বালী জলের উপরে ॥

[১]কান্দে মেনকা লো চক্ষ বাঞা পড়ে লো ॥ ধু ॥[১]

চান্দো বোলে লেঙ্গা পাত্র কর অবধান।
বাছো বানিয়ার বাড়ী শীঘ্র দেহ জান ॥
চান্দোর বচনে[২] লেঙ্গা শীঘ্রগতি যায়।
[৩]বাছো বানিয়াকে যায়্যা বার্ত্তা জোগায় ॥[৩]
শুনিয়া লেঙ্গার মুখে কুমঙ্গল বোল।
[৪]বাছোর মন্দিরে হৈল মহাগণ্ডগোল ॥[৪]
[৫]মেনকা সুন্দরী কান্দে কন্যার বার্ত্তা শুনি।[৫]
ধরিতে না পারে বুক [৬]উদরধরণী ॥
গর্ব্ভেতে ধরিল বাছা পাঞা বড় দুঃখ।
আর না দেখিব বাছা তুমার চান্দ মুখ ॥
স্থল কূল নাই দেখি দুরন্ত সাগর।
কেমতে ভাসিবে বাছা হৈয়া একেশ্বর ॥
সুসু মৎস্য ঘড়িয়াল জলমধ্যে[৭] চরে।
দুগ্ধের দুলালী প্রাণ তেজিবেক[৮] ডরে ॥
[৯]মেনকার ক্রন্দনে কান্দে মরা তরু কাঠ।[৯]
পশু পক্ষ কান্দে আর মহী ধরে ফাট ॥
[১০]মেনকাসুন্দরী কান্দে আপনার ঘরে।[১০]
বেননী [১১]সুন্দরী ভাসে সাগরের জলে[১১] ॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিঞা গায় কবি জগতজীবনে ॥

[১২]কত মায়া জানলেঃ ও মায়াধারী।
কত মায়া জান বিষহরি ॥ ধু।[১২]

[১৩]দুই প্রহর হৈল আকাশতে বেলা।[১৩]
[১৪]খর স্রোতে পড়ি ভাসে[১৪] সুন্দরীর ভেলা ॥
[১৫]অরুণমণ্ডল মঞ্জুষ জলমধ্যে চলে।
হেলিয়া দুলিয়া ভেলা ধারে ধারে চলে।[১৫]

[১]থমকে থমকে ভূরা জলমধ্যে চলে।[১]
গগড়িয়া বাহিয়া পড়ে ভাগীরথীর জলে[২] ॥
সেই ঘাটে মায়া করে শঙ্করনন্দিনী।
[৩]ঘাটের উপরে পদ্মা হইল[৩] পাটনী ॥
[৪]ঘাটের উপরে রঞা পাটনী[৪] পাড়ে ডাক।
[৫]কথাকার ভূরা কন্যা[৫] এইথানে রাখ ॥
গঙ্গার পুত্র আমরা গঙ্গা আমার ধন।
গঙ্গার প্রসাদে থাই নাই উপার্জ্জন ॥
কন্যা বোলে পাটনী কর অবধান।
মৃতকে ফেলিলে তুমি কত পাবে দান ॥
পাটনী বোলে [৬]মোরা দরিদ্র হেন জানি[৬]।
দশ বুড়ি কোড়ি পাই বস্ত্র একখানি ॥
পরম সুন্দরী তুমি মরা লৈয়া যাঅ।
পঞ্চাশ টাকার সাজ[৭] মোকে দিয়া যাঅ ॥
বেননী বোলে যেবা মরিবারে যায়।
তার সঙ্গে ধন কোড়ি হবে কি উপায় ॥
চম্পালি নগরে [৮]মোর শ্বশুর[৮] সদাগর।
[৯]উজানি নগরে বাপ বাছো সদাগর ॥[৯]
[১০]মোর নাম করি যাঞা চাহ[১০] তার স্থান[১১]।
দারিদ্র্য খণ্ডিবে দান পাবে বহু ধন ॥
পাটনী বোলে কন্যা রহ এই ঠাই।
[১২]যাবারে না দিব দান যাবৎ না পাই ॥[১২]
ভাঙ্গিব মঞ্জুষ তোর কদলীর ভুর।
[১৩]বসন কাড়িঞা নিবো[১৩] গর্ব্ব করি চূর ॥
বালী বোলে অহঙ্কার না কর পাটনী।
সঙ্কটে রাখিবে মোরে শঙ্করনন্দিনী ॥
একলা দেখিয়া মোরে না দেখাঅ ডর।
হের দেখ কাটারি আছে[১৪] প্রাণের দোসর ॥
ভাল চাহ পাটনী ফিরিয়া যাহ ঘর।
[১৫]নহে স্ত্রীহত্যা দিব[১৫] তুমার উপর ॥

নিষ্ঠুর বচনে পদ্মা করিল গমন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

[১]মেনকারূপ ধরে পদ্মা মেনকা-দরশন।
ঘাটের উপরে মেনকা ডাকে উচ্চ স্বর ॥ ধু ॥[১]

ভাসিয়া বেননীর ভূরা চলে বাঁকে বাঁকে।
[২]ঘাটে থাকি ব্রহ্মাণী মেনকারূপে ডাকে ॥[২]
[৩]তটতে চাপাঅ ভেলা[৩] দুগ্ধের দুলালী।
ছাড়িঞা না যাঅ বাছা কোল করি খালি ॥
এত দুঃখে পুষিনু নিষ্ঠুর [৪]হৈলে কেনে[৪]।
[৫]মাও করি কেন বাছা দয়া নাই মনে ॥[৫]
[৬]শুনিয়া আইল বালী মনে পাঞা দুঃখ।
ভাগ্যে আসি দেখিল তুমার চান্দ মুখ ॥[৬]
নিদারুণ জানিল বানিয়া ছার[৭] জাতি।
[৮]পুত্রকে ভাসাঞা জলে রাখিলে খিয়াতি ॥[৮]
সুসু ঘড়িয়াল মৎস্য পালে পালে চরে।
তাহাকে দেখিয়া [৯]প্রাণ ছাড়িবেক[৯] ডরে ॥
গয়া গঙ্গা[১০] বানারসী ত্রিবিনীর[১১] জল।
স্বামীকে ভাসায়া বাছা মোর ঘরে চল ॥
বালী বোলে ভাসিয়া আইল নির্ণয়ে না জানি।
এত দূরে মাও তুমি আইলা একাকিনী ॥
বেননী বোলেন যদি[১২] হঅ মোর মাঅ।
ছয় বধূর নাম [১৩]তবে বলিবারে চাঅ[১৩] ॥
[১৪]কহিতে না পারে পদ্মা নামের যত থিত।[১৪]
মনে মনে হাসে বালী হৈয়া[১৫] আনন্দিত ॥
বালী বোলে কত মায়া ধর পদ্মাবতী।
আমাকে ছলিতে পারে কাহার শকতি ॥
সে ঘাট ছাড়িয়া পদ্মা ভাটি ঘাটে যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিঞা গায়।

ভাসিয়া সুন্দরীর ভূরা কত দূর যায়।
[১]সেই স্থানে মনসা বাঘিনীরূপ হয় ॥[১]
চরখি ফিরায় লেঙ্গ মাথার উপরে।
আন্দোল করিঞা ব্যাঘ্র মহাশব্দ করে ॥
[২]চক্ষু উলটিয়া ছাড়ে ঘন ঘন[২] লাফ।
দেখিয়া [৩]সুন্দরীর মনে উপজিল[৩] কাঁপ ॥
বালী বোলে [৪]পদ্মাবতী স্বামী নিলে[৪] বলে।
গলায়ে কাটারি দিঞা ঝাঁপ দিবে জলে ॥
[৫]কাটারি ধরিল বালী অতি তিখ ধার।
গলায়ে কাটারি দিয়া চাহে মরিবার ॥[৫]
[৬]স্ত্রীহত্যা দেখিয়া তবে বাঘিনী ভয় পায়।
ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা কত দূর যায় ॥[৬]
[৭]আর ঘাটে যাঞা কন্যা হইল উপস্থিত।
জগতজীবন গায় মধুর সঙ্গীত ॥[৭]

[৮]পদ্মা গোয়ালিনী রূপ ধরে।
ঠমকে ঠমকে চলে মাথায়ে পসার করে ॥ ধু ॥[৮]

[৯]ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা কত দূর যায়।
সেইখানে পদ্মা গোয়ালিনীরূপ হয় ॥[৯]
[১০]ঘাটে রঞা ডাকে গোয়ালের নারী।
দধি দুগ্ধ খাঅ কন্যা নাহি নিব কড়ি ॥[১০]
দধি দুগ্ধ না খাইবো বোলে বিদ্যাধরী।
বুঝিল তোমার মায়া শুন[১১] বিষহরি ॥
[১২]কথা শুনি পদ্মাবতী মনে লাজ পায়।
ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা কত দূর যায় ॥[১২]
[১৩]ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা গেল অন্য ঘাটে ।[১৩]
রাজকন্যারূপ [১৪]পদ্মা ধরিল কপটে ॥[১৪]
শতেক সুন্দরী সঙ্গে স্নান করে জলে।
[১৫]ভাসিয়া সুন্দরীর[১৫] ভেলা সেই পথে চলে ॥

কন্যা বোলে [১]অহে সতি জলে রাখ[১] ক্ষুর।
কাহার যুবতী তুমি থাক[২] কত দূর ॥
[৩]মৃত্যুসঙ্গে বিদ্যাধরী ভাস কি কারণে।[৩]
আমার গৃহতে চল[৪] যদি আছে মনে[৫] ॥
[৬]স্বামী চাহ স্বামী দিব যদি আছে চিত।[৬]
দিব্য ঘরবাড়ি দিব অমূল্য বিচিত্র ॥
বালী বোলে স্বামী মোর মৈল একজন।
ঢেমন ভাতার দিতে আছে তুমার মন ॥
আমার দুঃখের হিংসা নাহি লাগে কাক।
আপনার স্বামী লৈয়া তুমি সুখে থাক ॥
বালী বোলে কত মায়া পাত বিষহরি।
তুমার মহিমা আর বুঝিতে না পারি ॥
কথা শুনি পদ্মার লজ্জিত হৈল মন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

[৭]ও দেবী মনসা গো।
রাখিহ চরণকমলে গো ॥ ধু ॥[৭]

ভাসিয়া সুন্দরী গেল বাঁক দশ পানি।
সেই ঘাটে সাধে দান মধুসূদন [৮]দানী ॥
[৯]দানী বোলে অহে কন্যা যাহ কুন ঠাই।[৯]
[১০]কাহার সুন্দরী কন্যা তুমি পরিচয় পাই ॥[১০]
কন্যা বোলে অহে দানী শুন দিয়া মন।
তুমার সাক্ষাতে বলি যত বিবরণ ॥
চম্পলা নগরে মোর শ্বশুর চন্দ্রপতি।
সনকা শাশুড়ী আমি লখাইর যুবতী ॥
উজানী নগরে বাপ বাছো সদাগর।
মেনকা জননী আর ছয় সহোদর ॥
রূপে গুণে ভুলিয়া মোকে বিভা দিল বাপে।
[১১]বিভারাত্রে স্বামীকে খাইল কাল সাপে ॥[১১]

[১]মরা স্বামী লৈয়া মুঞি জলমধ্যে যাও ।[১]
[২]শঙ্করনন্দিনী পদ্মার যথা লাগ পাও ॥[২]
দানী বোলে অহে কন্যা তুরা রাখ জলে ।
তুমাকে পাইল আমি [৩]বড় পুণ্য[৩]-ফলে ॥
মোর নারী[৪] গিয়াছিল সরোবরজলে[৪] ।
[৫]পথে লাগ পাঞা বালা হরিয়াছে বলে ॥[৫]
জানিয়া হরিল [৬]বালা সহোদর মামী[৬] ।
[৭]সেই দুঃখে তুমাক হরিব আমি ॥[৭]
[৮]জানিয়া করিব আমি মহা-মহাপাপ ।
যেমতে খণ্ডিবে আমার দারুণ মনস্তাপ ॥[৮]
[৯]নৌকাতে চড়িয়া যায় সুন্দরীর পাশে ।[৯]
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা[১০] কম্পিত তরাসে ॥
[১১]সেইখানে আইল পদ্মা কন্যা-সন্নিধান ।[১১]
নৌকার উপরে দানী চক্ষে হইল কাণ ॥
[১২]মৈলু বলি ডাকে দানী গণিয়া প্রমাদ ।[১২]
চক্ষুদান দেহ সতী[১৩] কর আশীর্ব্বাদ ॥
[১৪]বালী বোলে মহাদানী কর অবধান ।
ঘাটের উপরে উঠ পাবে চক্ষদান ॥[১৪]
[১৫]ঘাটের উপরে[১৫] দানী চক্ষদান পায় ।
ভাসিয়া [১৬]সুন্দরীর ভেলা[১৬] কতদূর যায় ॥
[১৭]সেই ঘাটে মারে মৎস্য গোদা বিনোদিয়া ।
ভাসিয়া সুন্দরীর ভেলা চলে সেই দিয়া ॥[১৭]
[১৮]ভাসিয়া সুন্দরীর ভেলা কত দূর যায় ।
জগতজীবন কবি বিরচিঞা গায় ॥[১৮]

[১৯]মোহন মুরলী বাজে ।
গোদা মৎস্য মারিতে সাজে ॥ ধু ॥[১৯]

আলিস্ত[২০] নগরে গোদার বাড়িঘর ।
ত্রিভুবনে জানে গোদা বিনোদ নাগর ॥

কাহার যোগ্যতা গোদাকে কহে বুড়া।
দুই পায়ে দুই গোদ যেন ধানের পুড়া॥
[১]ছত্রিশ বাউন্ন সের গোদার সিদ্ধ ভক্ষ।
আকাশের তারা যেন গোদার দুই চক্ষ॥[১]
[২]অতি মন্দ মন্দ গোদা ফিরে নিরন্তরে।
আন্ধল হস্তিনী যেন চলে ধীরে ধীরে॥[২]
গোদার ঘরের মধ্যে আছয়ে সর্ব্বস্ব।
সুতুতার পুড়ি আর ভাঙ ডালি দশ॥
গোদার ঘরতে আছে গোদার মাঅ বুড়ি।
বেড়াইতে না পারে তাই পিটে হাম-কুড়ি॥
গোদার ঘরেতে আছে গোদার দুই পুত।
একখানি পোড়ামুহা আর একখানি ভূত॥
গোদার ঘরের মধ্যে গোদার দুই নারী।
একখানি জন্মের কাণী আর একখানি খুঁড়ী॥
গোটা দশ কনচি লৈয়া ফিরে নিরন্তরে।
এ মৎস্য মারে গোদা ত্রিবিনির নীরে॥
দশ মণ লোহা গোদা কান্ধে করি নিল।
কামারের বাড়ি যাঞা দরশন দিল॥
শুন ভাই কর্ম্মকার বোলিয়ে তুমারে।
বনসী বানায়া ভাই দেহত আমারে॥
কর্ম্মকার বোলে গোদা শুনহ আমার বচন।
নাচন দেখিতেরে আমার যায় মন॥
কর্ম্মকারের বচনে গোদা জুড়িল নাচন।
নাচিতে নাচিতে গোদার রঙ্গ হৈল মন॥
ধামুস ধুমুস নাচে গোদা বামে রাখে তাল।
গোদের চাপনেরে মাঝিআ হৈল খাল॥
বনসী লইয়া গোদা করিল গমন।
আলিস্যা নগরে আসি দিল দরশন॥
দশ মণ লোহাতে গোদা বনশি বানায়।
বিশ মণ সুতে গোদা ডোর সে পাকায়॥

ছিপখান দেখি গোদার যেন বৃক্ষ নাড়া।
তাল গাছ কাটিয়া গোদা বানায় টেরণ্ডা॥
গোদার ঘরেতে বস্ত্র ছেঅটা একখানি।
খুঁড়ী পত্নি হাট যায় উদাম রহে কাণী॥
যে দিন খুঁড়ী কাণী নাহি যায় হাট।
ছেঅটা আনিঞা গোদা বান্ধে টেটি পাগ॥
গোদার ঘরদ্বার গোদার বড় ঠাট।
শুইবার আছে গোদার মর-ফেলা খাট॥
যে দিনে মারে মৎস্য অন্ন হয় ঘরে।
যে দিন না মারে মৎস্য নিরাহার করে॥
ডুলি হেন খোলই লঞা ফিরে নিরন্তর।
আনন্দে মৎস্য মারে ত্রিবিনি সাগর॥
মৎস্য মারি গোদার যাবার হৈল বেলা।
হেন কালে ভাসি আইসে স্থন্দরীর ভেলা॥
মঞ্জুষ দেখিয়া গোদা করে হায় হায়।
ইহার ভিতরে না জানি কুন দ্রব্য যায়॥
[১]ভাসিয়া আইল ত্বরা ঘাটের উপরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥[১]

[২]ও গোদা মারে মৎস্যরে ত্রিবিনির ঘাটে॥ ধু॥[২]

ত্রিপদী॥

রহিয়া বোলান্ দে পরমস্থন্দরী হে
ডাকে গোদা ঘাটের উপর।
কথাকার বিদ্যাধরী কেনে[৩] ভাস একেশ্বরী
কি যুব[৪] পরাণে নাই ডর॥
বালী বোলে মৎস্য মার কেনে বাপু ডাক পাড়
আমি নারী বড় অভাগিনী।

পূর্ব্ব জন্মের পাপে স্বামীকে খাইল সাপে
মৃত্যু লৈয়া ভাসি একাকিনী ॥
[১]গোদা বোলে বিদ্যাধরী কেনে ভাস একেশ্বরী
কেনে ভাস হৈঞা অভিমানী।[১]
আমার বচন ধর চলহ আমার ঘর
মোর ঘরে হবে ঠাকুরাণী ॥
আমার গৃহের কথা কি কহিব পতিব্রতা
দক্ষিণ দুয়ারে ঘরখানি।
মাঝিয়াত নাই মাটি চতুর্দ্দিগে নাই টাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি ॥
ঘরে আছে সর্ব্বস্ব ভাঙ্গ আছে দলা দশ
মৎস্যের সুকুটা দলা সাত।
এই ঘাটে মারি মাছ বেচি শ্রীগোলার হাট
দিবা অন্তে এক সন্ধ্যা ভাত ॥
ঘরে আছে দুই নারী রূপে গুণে বিদ্যাধরী
এক জনার নাই এক পাঅ।
একজন জন্মের কাণী নিরন্তর ঝুরে পানি
ঝিনাই দিয়া চুলুকায় গাঅ ॥
বৃদ্ধ মাও আছে ঘরে এখন তখন মরে
আর আছে দুই খানি পুত।
কি কহিব তার ঠান একজন হনুমান
আর জন শ্মশানের ভূত ॥
আমি হই যে বিদ্যাধর এত দুঃখে মোর ঘর
ঘৃণায়ে না কহ তোর ঠাই।
যদি তুমি কর দয়া ছাড়হ সকল মায়া
তুমি আমি দেশান্তরে যাই ॥
শুনিয়া গোদার বাণী মনে কন্যা অভিমানী
ঝুরে কন্যা ভেলার উপরে।
জগতজীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
বিরচিল মনসার বরে ॥

[১]কান্দে রামা লো চক্ষ বাঞ্চা পড়ে লো ॥ ধু ॥[১]

[২]কন্যা বোলে উপায় কিছু না দেখিয়ে আর ।[২]
হেন বুদ্ধি করি যেন হয় প্রতিকার ॥
বালী বোলে অহে গোদা শুন এক মনে ।
ভাসিনু মৃত্যুর সঙ্গে লোকের বচনে ॥
মরা নাকি জিয়ে আর কে করে প্রত্যয় ।
[৩]অবশ্য তোমার ঘরে যাইব নিশ্চয় ॥[৩]
তুমি হেন স্বামী আর পাব কতি ।
তুমি রূপবান যেন আমি রূপবতী ॥
এক কথা [৪]কহি গোদা মনে করি ধর[৪] ।
কেমতে বঞ্চিব দুই সতিনীর ঘর ॥
মারিয়া খেদাঅ অহে তুমার মাঅ ।
[৫]দুই ভার্য্যা পুত্র তোমার[৫] মারিয়া খেদাঅ ॥
ঘরতে আনল দিয়া আইস মোর ঠাই ।
তুমি আমি দুই জনে এক দেশে যাই ॥
গোদা বোলে এইখানে রহ বিদ্যাধরী ।
[৬]যাবত করিয়া আসি তোমার মনোহারী ॥[৬]
[৭]শীঘ্রগতি গেল[৭] গোদা আপনার বাড়ি ।
[৮]লাথি[৮] দিঞা ভাঙ্গিল ভাতের যত হাঁড়ি ॥
দুই ভার্য্যাকে[৯] বোলে তোরা বাহিরাঞা[১০] যাঅ ।
দুই পুত্র লৈয়া তোরা ভিক্ষা মাঙ্গি খাঅ ॥
তরাসে পলায়ে কাণী আর খুঁড়ী ।
[১১]শয্যা হৈতে[১১] পলায় গোদার মাঅ বুড়ি ॥
[১২]ঘরতে আনল দিঞা করে ছারখার ।[১২]
[১৩]ত্রিবিনির ঘাটে গোদা চলে[১৩] আর বার ॥
[১৪]আসিতে যাইতে হইল প্রহরেক বেলা ।
বাঁক দশ ভাসি গেল সুন্দরীর ভেলা ॥[১৪]
[১৫]কন্যা না দেখিয়া গোদার মনে বড় তাপ ।[১৫]
[১৬]কন্যার উদ্দেশে গোদা জলে দিল ঝাঁপ ॥[১৬]

[১]মহা-মনদুখে গোদা স্রোতে গড়ায় গায়।
গোদা পায়ে মারে ঠেলা হাত দশ যায় ।।[১]
[২]ততক্ষণে দেখে[২] গোদা সুন্দরীর ভুর।
গোদা বোলে বিদ্যাধরী যাইবে কতদূর ।।
[৩]গোদাকে দেখিয়া কন্যা পাইল তরাস ।[৩]
জগতজীবন [৪]গায় মনসার দাস[৪] ।।

[৫]ওমা নিদানে গো।
সঙ্কটে তরাইতে হবে।। ধু ।।[৫]

জোড়কর করি কন্যা ডাকে বানিয়ানী
মোরে রক্ষা কর মাঅ শঙ্করনন্দিনী ।।
সত্য করিঞাছ তুমি দেবের বিদিত।
সঙ্কটে করিব রক্ষা যাহ পৃথিবীত ।।
এখন সঙ্কটে রক্ষা না কর ব্রহ্মাণী।
স্ত্রীহত্যা দিব আজি বলি নিষ্ঠুর বাণী ।।
স্বর্গে থাকি দেখে পদ্মা কাতর কন্যাখানি।
সঙ্কট তরাইতে পদ্মা চলিল আপনি ।।
[৬]কন্যার সাক্ষাতে পদ্মা গেল সেইক্ষণে।
কুম্ভিরিণীরূপ পদ্মা ধরে সেইখানে ।।[৬]
মঞ্জুষ ধরিতে গোদা মনে [৭]করে আশ[৭]।
মধ্যখানে[৮] কুম্ভিরিণী করিল[৯] গরাস ।।
বাপ বাপ করে[১০] গোদা জীবন-তরাসে।
ভুরার উপরে কন্যা মনে মনে হাসে ।।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে গোদা ক্ষণে তল যায়।
ঢোকে ঢোকে পানি খাঞা চক্ষু উলুটায় ।।
গোদা বোলে অহে মাঅ তুমি বড় সতী।
[১১]তুমাকে ধরিতে হইল[১১] এতেক দুর্গতি ।।
[১২]বালী বোলে মনসা দেবী মিনতি আমার ।[১২]
দুর্জ্জন গোদাকে তুমি কর প্রতিকার ।।

[১]বালীর স্তবনে পদ্মা[১] ছাড়িল গরাস।
[২]উপরে উঠিয়া[২] গোদা ছাড়ে ঘন শ্বাস॥
[৩]গোদা বোলে অহে সতি তুমি মোর মাঅ।[৩]
[৪]অধম দরিদ্রকে[৪] বর দিয়া যাঅ॥
[৫]কন্যা বোলে অহে গোদা যাহ তুমি ঘর।[৫]
[৬]অমূল্য রত্নে তোর ভরিবে ভাণ্ডার॥[৬]
[৭]আনন্দিত হৈয়া[৭] গোদা [৮]চলে নিজ[৮] ঘরে।
পাইল অমূল্য নিধি সতী কন্যার বরে॥
[৯]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥[৯]

[১০]ও আমার ভ্রমরা নাই মধু খাইবে কিসেহে নাথ বিনে॥ধু॥[১০]

[১১]ও দারুণ বিধাতারে কত দুঃখ লেখ্যাছ কপালে॥ধু॥[১১]

[১২]গোদা গেল মন্দিরে সুন্দরী জলে ভাসে।[১২]
[১৩]সেইখানে সূর্য্য অস্ত হইল[১৩] আকাশে॥
[১৪]নিশিভাগ হৈল রাত্রি[১৪] মহা-অন্ধকার।
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা হৈল[১৫] চমৎকার॥
শুশুক ঘড়িয়াল মৎস্য কুম্ভীর মগর।
[১৬]লাফালাফি দেখিয়া সুন্দরী পাইল ডর॥[১৬]
বালী বোলে অহে প্রভু শুন নিজ পতি।
তুমার অভাবে প্রভু কিবা হবে গতি॥
সড়িল স্বামীর অঙ্গ সুন্দরী অসুখী।
ভূরাতে বসিয়া কান্দে চারুচন্দ্রমুখী॥
উঠ উঠ অহে প্রভু শুন মোর বাণী।
নয়ান ভরিঞা দেখি চন্দ্রমুখখানি॥
স্বামী কোলে করে কন্যা দিয়া মুখে মুখ।
উঠিয়া সম্মতি দেহ বদন ভরুক॥

উঠ উঠ অহে প্রভু বণিক-দুলাল।
তুমাকে লইয়া প্রভু ভাসিমু কত কাল॥
কত কত রক্ত মাংস জলে ভাসি যায়।
কত কত রক্ত মাংস কন্যা অঙ্গেতে বুলায়॥
আকাঙ্ক্ষিত হৈয়া কন্যা করেন ক্রন্দন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥

[১]ও শ্যামের বাঁশুরি বয়ানে বয়ানে।
রূপ লাগ্যাছেরে ভাই॥ ধু॥[১]

[২]আশঙ্কিত ভাসে কন্যা জলের উপর।
হেন কালে আকাশে উঠিল দিবাকর॥[২]
[৩]কপালে মারিয়া চড় করে হায় হায়।
থর হরি কাঁপে তনু মলয়ার বায়॥[৩]
[৪]মন্দ মন্দ বায়ু বহে জলের হিল্লোল।
মন্নুষ কাঁপয়ে ভুরা করে টলমল॥[৪]
[৫]আকাশ উপরে হইল প্রহরেক বেলা।[৫]
সাধু আসে উজাঞা ভাসি যায় ভেলা॥
সদায়ে গাবরগণ বোলে হরি হরি।
ভেলার উপরে বসি কম্পিত সুন্দরী॥
বালী বোলো তুষ্ট কিবা ঘাট-বাটোয়ার।
না দেখি উপায় আজি নাহিক নিস্তার॥
পরস্ত্রীকে পাইলে পুরুষ নাকি এড়ে।
আহার পাইলে তবে ব্যাঘ্র নাকি ছাড়ে॥
ঘৃত পাইলে যেন অগ্নি উঠে জ্বলি।
কমল দেখিঞা নাকি ক্ষেমা মানে অলি॥
মণ্ডুক দেখিয়া যেন আনন্দ ভুজঙ্গ।
স্ত্রীলোক দেখিয়া যেন কামের তরঙ্গ॥
মনুষের কান্তি যেন জলে দিবাকর।
দূর হৈতে দৃষ্টি দিল শঙ্খ সদাগর॥

[১]মেঘে যুক্তি করি যেন করে মহাঘটা।
তার মধ্যে দীপ্ত করে বিজলির ছটা॥[১]
সাধু বোলে মঞ্জুষ অদ্ভুত অনুপাম।
কুন [২]রাজা হেন ভাই[২] করিয়াছে কাম॥
[৩]ধন্য কন্যার জননী সাফল কন্যার বাপ।
যাহাকে দেখিলে চক্ষের পলায় পাপ॥[৩]
[৪]সিকাটেকের রঙ্গ আর আনাটেকের সনা।
ইহার কর্ম্মের মূল্য রতি দশ সোনা॥[৪]
এতদিন আমি বেড়াই দেশে বিদেশে।
এমন মঞ্জুষ নাহি দেখি ই বয়সে॥
[৫]মঞ্জুষের রূপ ভাই পরম[৫] সুন্দর।
কিবা নিধি আছে ভাই ইহার ভিতর॥
দূরতে আছিল ভূরা আইল সত্বর।
[৬]নৌকাতে বসিয়া দেখে শঙ্খ[৬] সদাগর॥
সাধু বোলে দুলাই বচন মোর ধর।
চতুর্দ্দিকে ডিঙ্গা দিয়া ভেলা বন্দী কর॥
[৭]আজ্ঞা পাঞা দুলাই সাধুর[৭] আজ্ঞা ধরে।
চতুর্দ্দিকে ডিঙ্গা দিয়া ভূরা বন্দী করে॥
টলমল করে ভূরা জলের হিল্লোলে।
ভয় পায়া সুন্দরী স্বামী করে কোলে॥
[৮]ভেলা মাঝে করি সাধু বোলেন বচন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥[৮]

[৯]তোর রূপে আকুল কৈল হিয়া হে রামা হে রামা॥ ধু॥[৯]

[১০]বিনয় করিয়া কথা কহে সদাগর।[১০]
[১১]কি কারনে[১১] ভাস কন্যা[১২] জলের উপর॥
[১৩]কিবা তুমি দেবকন্যা[১৩] কিবা নরনারী।
[১৪]পরিচয় দেহ কন্যা চিহ্নিতে না পারি॥[১৪]

[১]ইন্দ্রের নাচনী যেন দুই[১] চক্ষ ভাল।
[২]অতি সুললিত বাহু পঙ্কের মৃণাল ॥[২]
কেবা তোর মাতা কন্যা কেবা তোর পিতা।
কি কারণে ভাস জলে শুন সুললিতা ॥
ধন্য দেশে ঘর তোর সাফল জীবন।
কি কারণে ভাস কন্যা কহ বিবরণ ॥
কন্যা বোলে অহে সাধু শুন বিবরণ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

ত্রিদপী ॥

[৪]ভুরাতে বসিয়া দুখী বোলে কন্যা চন্দ্রমুখী
আমি সাধু পতিব্রতা সতী।[৪]
[৫]নহি আমি নরনারী[৫] নহি আমি বিদ্যাধরী
নরকুলে আমার বসতি [৬] ॥
পূর্ব্ব জনমের পাপে স্বামীকে খাইল সাপে
মৃত্যু লৈয়া[৭] জলমধ্যে ভাসি।
[৮]কথা পাব হেন জন[৮] জিয়াইঞা দেবে স্বামীধন[৯]
তার আমি হব দাসের দাসী ॥
ঘুচাহ নৌকার মেলা টলমল করে ভেলা
স্বামী মোর পড়ে যদি জলে।
স্বামী জলে[১০] পড়ে যদি হইবে আমার বধী
[১১]স্ত্রীহত্যা দিব[১১] এই স্থলে ॥
নৌকা সব দূর কর ভাসুক কলার[১২] ভুর
ভাসো মুঞি জলের উপরে।
[১৩]ঘুচাহ নৌকার মেলা অবসান হৈল বেলা
তুমি সাধু যাহ নিজ ঘরে ॥[১৩]
[১৩]শুনিয়া সাধুর বাণী মনে কন্যা অভিমানী
ঝুরে কন্যা ভেলার উপরে।[১৪]

[১]জগতজ্জীবন কবি বন্দিয়া বাসুকী দেবী
বিরচিল মনসার বরে ॥[১]

[২]অর্দ্ধেক নয়ানে রসবতী হইয়া বলিছে বিহুলা বানিয়ানী ॥ ধু ॥[২]

সাধু বোলে অহে কন্যা কথা শুন মোর।
প্রাণ ব্যাকুল হৈল রূপ দেখি তোর ॥
তোমার যৌবন দেখি স্থির নহে মন।
হাতে ধরি বিদ্যাধরী দেহ আলিঙ্গন ॥
যত ধন জন মোর সকল অধীন।
সুরতি অমূল্য ধন দিয়া মোকে কিন ॥
তোমি বিনে অহে কন্যা কেহো নহে আর।
মদনসাগরে মোর ধরহ কণ্ঢার ॥
বালী বোলে অহে সাধু আমি মহাসতী।
আমার কারণে তুমি ক্ষেমা দেহ মতি ॥
আমাকে হরিতে যদি মনে কর আশ।
মহাপাপে পড়ি পাছে হবে সর্বনাশ ॥
তুমাকে দেখিয়ে যেন জন্মদাতা বাপ।
ক্ষেমা দেহ রতিসুখে না করিহ পাপ ॥
ব্যাঘ্রের শরণ লৈলে না করে আহার।
তুমার শরণ লৈনু কর প্রতিকার ॥
সাধু বোলে কন্যা যদি তুমি মহাসতী।
কি কারণে তুমার মৈল প্রাণপতি ॥
কন্যা বোলে সাধু যদি কহ এত কথা।
মরিবে বিপাকে পড়ি পাবে পাছে ব্যথা ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে বণিকনন্দন।
সক্রোধে বোলেন সাধু কন্যাকে বচন ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

দেখিয়া তুমার রূপ ধরণ না যায় বুক
রতি দিয়া কর প্রতিকার ।
সড়া পচা নাড় চাড় বিনা দোষে গালি পাড়
না বুঝিয়া কর অহঙ্কার ।।
যদি তুমি মহাসতী কেনে মরে প্রাণপতি
কেমনে হইলা পতিব্রতা ।
কি তুমি করিলে পাপ স্বামীকে খাইল সাপ
লাজে ভাস হৈঞা পতিব্রতা ।।
অহল্যা সে মহাসতী শিষ্যপুত্র সুরপতি
কপটে করিল অনাচার ।
নারী হৈয়া সত্যকার শুন্যাছ পুরাণে সার
দ্রৌপদীর এ পঞ্চ ভাতার ।।
মৃগী অন্বেষণে রাম ছাড়া প্রভু নিজ ধাম
সীতা সতী হরিল রাবণে ।
তারা সে বানরী সতী সুগ্রীব হইল পতি
ত্রিভুবনে জানে সর্ব্ব জনে ।।
গঙ্গাদেবী ছিল সতী তার হৈল খিয়াতি
যার হৈল মগর বাহন ।
দুর্গা দেবী সতী ছিল অসুর কলঙ্ক হৈল
ত্রিভুবনে জানে সর্ব্ব জন ।।
আয়ান ঘোষের নারী রাধিকা শ্রীমতী
তাহাকে হরিল যদুপতি ।
কলিকালে তুমি সতী তুমি মোকে দেহ রতি
কামে মোর তনু জরজর ।
আসি মিল রূপবতী তুমি সে সুন্দর অতি
মিনতি করিছি বারে,বার ।।
শুন শুন বানিয়ানী অকাট্য আমার বাণী
যদি তুমি কর অহঙ্কার ।

ধরিয়া হরিবো বলে মৃত্যুক ফেলাবো জলে
মহাসুখে ভুঞ্জিব শৃঙ্গার ।।
শুনিয়া সাধুর বাণী কান্দে কন্যা বানিয়ানী
আজি আমি না দেখি উপায় ।
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
সেবকে হইবে বড় দায় ।।

চৌপদী ।।

না বোল না কর পাপ পাই আমি মনস্তাপ
মোকে রক্ষা কর সাধু তুমি ধর্ম-বাপ ।
সড়া পচা তনু মোর কিবা সুখ হবে তোর
না কর না কর সাধু মহা ঘোর পাপ ।।
আমি হেন কত জন আছে তব দাসীগণ ।
আজিকার মধ্যে সাধু ক্ষেমা দেহ মন ।।
ঘুচাহ নৌকার মেলা টলমল করে ভেলা ।
তুমি ঘরে যাহ সাধু অবসান বেলা ।।
শুনিয়া কন্যার কথা মনে সাধু পায় ব্যথা ।
জগতজীবন বোলে না কর অন্যথা ।।

হরিলে রাধার প্রাণ ওহো ও চিকন কালিয়া ।। ধ্রু ।।

সাধু বোলে অহে কন্যা না করিহ আন ।
সুরতি অমূল্য ধন মোকে দেহ দান ।।
গয়াগঙ্গা বানারসী এই পুণ্য স্থল ।
পতিকে ভাসাঞা জলে মোর ঘরে চল ।।
সাধু বোলে অহে কন্যা কর অবধান ।
সকল কন্যার মধ্যে করিব প্রধান ।।

চেড়ি সব আনিয়া জোগাবে পান পানি ।
ঘরে বসি থাকিবে তুমি হৈয়্যা ঠাকুরাণী ॥
পালঙ্কে গড়াঞা গায় বস্যা থাক সুখে ।
এই কর্ম্ম তুমার হাতে গুয়া খাব মুখে ॥
পালঙ্কে শুইঞা থাক গড়াইয়া গায় ।
চেড়ী সভে তুমার জাতিবে হাত পায় ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

নাবিয়া না নাবে নারে ॥ ধু ॥

ত্রিপদী ॥

বেননীকে সাধু বোলে মোর বাক্য না শুনিলে
তুমাকে বঞ্চিত হৈল বিধি ।
সড়িয়া যাইবে ভূর যাবে কন্যা কত দূর
জলে ভাসি পাবে কত নিধি ॥
তুমি হেন বিদ্যাধরী জলে ভাস একেশ্বরী
কেনে কন্যা মর এত দুঃখে ।
আমার বচন ধর চলহ আমার ঘর
ঘরে বসি থাক মহাসুখে ॥
মোর যত দাসীগণ পরে নানা অভরণ
নিরন্তর বদলায় শাড়ি ।
পালঙ্কে গড়াঞা গাঅ কর্পূর তাম্বুল খাঅ
চল কন্যা আমার বাড়ী ॥
ভাসিয়া যাইবে জলে দৈত্য হরিবে বলে
কথা তোর রহিবে সতীপণা ।
এথা আছে কুন জন ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতিগণ
রক্ষা করিবে কুন জনা ॥

শুনিয়া সাধুর বাণী মনে গণে বানিয়ানী
ফিরিঞা কন্যা প্রত্যুত্তর করে।
জগতজীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
রচিল মনসার বরে ॥

[১] অর্দ্ধেক নয়ানে রসবতী হইয়া বোলিছে বিজলা বানিয়ানী ॥ ধু ॥ [১]

কন্যা বোলে অহে সাধু তুমি মোর বাপ।
আমাকে হরিতে চাহ না করিহ পাপ ॥
সাধু বোলে বিদ্যাধরী কিসের মিনতি।
ধরিঞা হরিব বলে ভুঞ্জিব স্থরতি ॥
কন্যা বোলে ত্রিভুবনে মোর কেহ নাই।
পড়িল তুমার হাতে যে করে গোসাঞি ॥
তুমি মোর মাতা সাধু[২] তুমি মোর পিতা।
তুমার শরণ লৈলাঙ পাপিনী দুখিতা[৩] ॥
[৪]ব্যাঘ্রের শরণ লৈলে[৪] না করে আহার।
[৫]তুমার শরণ লৈলাঙ যা কর প্রতিকার ॥[৫]
[৬]সাধু বোলে কন্যা মোকে না বলিহ পিতা[৬]।
[৭]রতি দিয়া রাখ প্রাণ শুন স্থললিতা ॥[৭]
[৮]কন্যা বোলেন আজি নাহিক নিস্তার।[৮]
[৯]ইথানে আসিয়া পদ্মা কর প্রতিকার ॥[৯]
[১০]যোড় কর করি কন্যা ডাকে বানিয়ানী।[১০]
[১১]মোকে রক্ষা কর মাগো[১১] অস্তিক জননী ॥
[১২]মধুসূদন দানী মোর প্রভুর হয় মামা।
ভাগিনা বধূর তরে চিত্ত দিল ক্ষেমা ॥[১২]
[১৩]আর বার ঠেকিল মাগে গোদার হাতত।
সেবার আসিয়া মাতা রাখিল মহত ॥[১৩]
[১৪]পদ্মাবতী জানিল[১৪] কাতর কন্যাখানি।
অস্তিকে ডাকিঞা মনসা বোলে বাণী ॥

পদ্মা বোলে অগ্নিহে মোর বাক্য ধর।
তুমি যাঞা বেনেনীর সত্য রক্ষা কর ।।
[১]ততক্ষণে চলে অগ্নি পদ্মার আদেশে।[১]
[২]বেড়িঞা রহিল যাঞা ভুরার চৌপাশে।[২]
[৩]মঞ্জুষ ধরিতে সাধু হাত বাঢ়াইল।
দুর্জ্জয়* আনলে তার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িল ।।[৩]
সহিতে না পারে সাধু আনলের তাপ।
নৌকা ছাড়ি সাধু জলে দিল ঝাপ ।।
[৪]হস্তপদ পোড়া গেল[৪] পুড়িল বসন।
হস্ত ধরি তোলে যত গাবরিয়াগণ ।।
[৫]শঙ্খ সাধু বোলে করি জোড় হাত।
এত কথা সতী তোকে কহিল অযথার্থ ।।[৫]
সাধু বোলে সতী মাঅ ক্ষেমা কর দোষ।
[৬]বর দেহ কন্যা মোকে না করিহ রোষ ।।[৬]
[৭]জলের উপরে সাধু পরিচয় করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ।।[৭]

[৮]নারে না নাবে না।
নারে নারে নারে হে ।। ধু ।।[৮]

[৯]বিনয় করিয়া কথা পুছে সদাগর।
কি কারণে ভাস কন্যা জলের উপর ।।[৯]
কি নাম সুন্দরী তোর ঘর-দ্বার কতি।
কার পুত্রবধূ তুমি [১০]কাহার নিজ পত্নী[১০] ।।
[১১]কেবা তোর জন্মদাতা সহোদর ভাই।
কার ঘরে উতপতি বাঢ়িলে কার ঠাই ।।[১১]
[১২]কন্যা বোলে ডিঙ্গা বাঞা তুমি ঘরে যাঅ।[১২]
জনম-দুঃখিনী মোকে কি কথা শুধাঅ ।।

---

* পাঠ—দুর্জ্জন

বাপের পরাণ আমি মায়ের দুলালী ।
[১]বিভা রাত্রে হৈলাঙ রাণ্ডি এ অষ্টকপালী ॥[১]
আর এক দুঃখ মোর রহিল বড় মনে ।
দেখা না হৈল মোর বড় দাদার সনে ॥
শুনিয়া সাধুর চক্ষে ধারে বহে জল ।
ডিঙ্গাতে পড়িয়া সাধু কান্দিয়া বিকল ॥
সাধু বোলে কন্যা তোর কেবা মাতাপিতা ।
মোর আগে কথা কহ শুন সুললিতা ॥
কন্যা বলে অহে সাধু শুন বচন ।
তুমার অগ্রেতে কহি সব বিবরণ ॥
চম্পলা নগরে মোর শ্বশুর চন্দ্রপতি ।
সনকা শাশুড়ী আমি লখাইর যুবতী ॥
উজানি নগরে বণিক বাছো সদাগর ।
সেই মোর জন্মদাতা বড় ধনেশ্বর ॥
মেনকা জননী মোর আর ছয় ভাই ।
যত বিবরণ সাধু কহি তোর ঠাই ॥
[২]চান্দোএ পদ্মাএ[২] বাদ করে নিরন্তর ।
তার পুত্র ছিল এক দুর্লভ লখিন্দর ॥
রূপে গুণে ভুলি মোকে বিভা দিল বাপে ।
[৩]বিভা রাত্রে স্বামীকে খাইল কাল সাপে ॥[৩]
আর শঙ্খাই বঙ্কাই দাদা ভাই বিদ্যাধর ।
সাধু মধু সুদর্শন ছয় সহোদর ॥
মধুবতী কামিনী সুমিত্রা সত্যভামা ।
রতনী যতনী ছয় বধূ অনুপামা ॥
[৪]যেইমাত্র সদাগর পরিচয় পায় ।
কপালে মারিয়া চড় করে হায় হায় ॥[৪]
[৫]হায় হায় করে সাধু কপালে মারে চড় ।
ডিঙ্গাতে পড়িএগা সাধু করে ধড়ফড় ॥[৫]
[৬]হায় হায় করি সাধু করেন ক্রন্দন ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥[৬]

[১]ও দাদা শঙ্খাই লো।
মোর দুঃখ মাকে যাঞা বোলো॥ ধু॥[১]

[২]কান্দে শঙ্খ সদাগর পাঞা মনস্তাপ।
না জানিয়া অধমে করিল এত পাপ॥[২]
[৩]বাপ মোর দুর্জ্জন বড় অতি দয়াহীন।[৩]
যার দোষে ভাসে জলে দয়ার বহিন॥
[৪]কিবা ধন নাই তার কিবা দুঃখে মরে।[৪]
কি জানিয়া ঝিউ দিল সাপথকার ঘরে॥
[৫]যেই জন জন্মে তার মরে সেই জন।
তার ঘরে বাপে কন্যা দিল কি কারণ॥[৫]
[৬]বাপের দুলালী বহিন মায়ের দুলালী।[৬]
[৭]ঘর হৈল শূন্য আর দ্বার হৈল খালি॥
ভাই হৈঞা আমা সভার প্রাণ ফাটি যায়।[৭]
কেমতে ধরিবে-প্রাণ পেটপোড়া মায়॥
[৮]বাহুড় বাহুড় বহিন বাহুড় একবার।
মইল তুমার স্বামী কে জিয়াবে আর॥[৮]
শাড়ী আনিলাঙ আমি পিন্ধিবেক কে।
কে মোরে বলিবে দাদা শাড়ি মোকে দে॥
[৯]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥[৯]

[১০]হায় বিধি কি হৈল কপালে রে॥ ধু॥[১০]

[১১]কান্দে শঙ্খ সদাগর পাঞা মনস্তাপ।
না জানিয়া অধমে করিল এত পাপ॥[১১]
[১২]বাহুড় বাহুড় বহিন বাহুড় একবার।
মৈল তোর প্রাণপতি কে জিয়াবে আর॥[১২]
বাপে শুধাইলে আমি কি বলিব বাণী।
কি:বোলিঞা পতিআব[১৩] উদরধরনী॥

[১]কুম্ভ ঘড়িয়াল মৎস্য পালে পালে চরে।[১]
[২]দুঃখের দুলালী রহিল মরি যাবে ডরে ॥[২]
[৩]ধাউড়াত নীচ লোক ফিরে সর্ব্বক্ষণ।
তা সভার হাতে জাতি রাখিবে কেমন ॥
বেননী বলেন দাদা তাকে নাই ডরি।
আপনে[৪] করিবে রক্ষা দেবী বিষহরি ॥
[৫]কি করিতে পারে দুষ্ট দুর্জ্জনের বাপে।
আপনে না জানো দাদা আনলের তাপে ॥[৫]
[৬]না কর মিনতি দাদা তুমি যাহ ঘর।
মরা লৈয়া ভাসি আমি জলের উপর ॥[৬]
[৭]এক প্রাণপতি বিনে আর কেহ নাই।
ভাসিবো জলেতে আমি যে করে গোসাঞি ॥[৭]
[৮]সুবর্ণ অঙ্গুরি দাদা নেহত নিশান।
কহিঅ মায়ের আগে জীবন প্রমাণ ॥[৮]
যত দিন হারাইবে সুবর্ণ অঙ্গুরি।
[৯]তবে সে জানিহ মৈল বিহুলাসুন্দরী ॥[৯]
এত কথা শুনি সাধু কহে আর বার।
অনুচিত কথা আমি কহিল বিস্তার ॥
যতেক অকথ্য কথা কহিলাঙ চিত্তে ॥
সে সকল পাপ রহিল খণ্ডিবে কেমতে ॥
বালী বোলে না কান্দ দাদা শুন সদাগর।
প্রায়শ্চিত্ত করিহ দাদা উজানি নগর ॥
উচ্চে দিঅ সরোবর নীচে দিঅ আলি।
ব্রাহ্মণকে দিহ ধেনু উত্তম দুধালি ॥
অন্ন দেহ দাদা গ্রীষ্মকালে পানি।
বস্ত্রদান করিহ বিবস্ত্র জন আনি ॥
ব্রাহ্মণকে আনি দাদা করাবে ভোজন।
তবে সে তুমার পাপ হৈবে বিমোচন ॥
নিঠুর শুনিয়া কথা বেননীর মুখে।
হায় হায় করে সাধু চড় মারে বুকে ॥

জগতজ্জীবন কবি মনসার দাস।
পদ্দছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১]ও ডিঙ্গা বাহরে কণ্ডার ভাই।
ও হরি বোল মুখে ॥ ধু ॥[১]

[২]সাধু বোলে বহিনিকে নিঠুর দেখিল।
বিলম্বের কার্য্য নাই ঘর যাই চল ॥[২]
ডিঙ্গা বাহ ডিঙ্গা বাহ গাবরিয়া ভাই।
[৩]ভাসায় বেননীর ভুর চল ঘরে যাই ॥[৩]
ভাসাঅ ভাসাঅ ভেলা বোলে সদাগরে।
অঝোর নয়ানে সাধু কান্দে উচ্চ স্বরে ॥
হরি হরি বলিয়া ঠেলিয়া দিল ভুর।
দেখিতে [৪]না পায় ভেলা[৪] গেল কত দূর ॥
যাবত [৫]দেখিতে ভেলা পায়[৫] সদাগর।
তাবত বহিঞা ছিল ডিঙ্গার উপর ॥
দেখিতে না পায় ভেলা গেল দূরান্তরে।
[৬]ডিঙ্গা বাঞা ঘরে চলে শঙ্খ সদাগরে ॥[৬]
রাত্রি দিনে [৭]বাহে ডিঙ্গা ছ কুড়ি[৭] গাবর।
সাত দিনে পাইল দেশ উজানি নগর ॥
লোকমুখে শুনিয়া মেনকা গেল ধাঞা।
আনিলেক পুত্র মোর বেননীকে পাঞা ॥
মায়ের চরণে সাধু করে নমস্কার।
মেনকা বোলেন কথা বেননী আমার ॥
সাধু বোলে দেখা হৈল জলের উপর।
[৮]ফিরিয়া আসিতে আমি কহিল বিস্তর ॥[৮]
[৯]যদি তাকে[৯] ধরিঞা আনিতে চাহি বলে।
[১০]ঝাঁপ দিতে চাহে মধ্য সাগরের জলে ॥[১০]
ই কথা শুনিয়া মেনকা কান্দে উভরায়।
কপালে মারিয়া চড় করে হায় হায় ॥
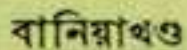
মেনকার ক্রন্দনে কান্দে মরা তরুকাঠ।
পশু পক্ষ কান্দে পবন নাই বহে বাট ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১]কান্দে রামা লো চক্ষ বাএল পড়ে লো ॥ ধু ॥[১]

ত্রিপদী ॥

মনেকা বোলেন বাপ পাইলা মনস্তাপ
বেননীকে আইলেন ছাড়ি।
অমূল্য [২]আমার নিধি[২] [২]ভাসাইএল আল্যা কতি[৩]
কিবা ধন আনিয়াছো বাড়ি ॥
[৪]পানিতে ফেলাহ ধন সমস্ত সে অকারণ
চিড়িয়া ফেলাও তোর নাঅ।[৪]
[৫]অমূল্য নিধি জলে ভাসাএল আইলা বলে
ই ধনতে না জুড়ায় গাঅ ॥[৫]
[৬]গেল মোর নিধি আর না পাইবো পুনর্ব্বার
আমার হইল শেষ কাল।[৬]
[৭]এই মনে আলাপিয়া কান্দে রামা শোক পাএল
ঘনে ঘনে ধাকুড়ে কপাল ॥[৭]
[৮]জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।[৮]
[৯]অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[৯]

[১০]ও দারুণ বিধাতারে।
কত দুঃখ লেখ্যাছ কপালে ॥ ধু ॥[১০]

[১]সাধু গেল মন্দিরে সুন্দরী জলে ভাসে।
নিশি লিপ্ত দিনকর উঠিল আকাশে ॥[১]
[২]বালী বোলে মরা লৈয়া ভাসি কত কাল।
স্বামী স্বামী করি কন্যা ধাকুড়ে কপাল ॥[২]
[৩]টলমল করে ভেলা জলের হিল্লোলে।
গঙ্গা বাহিয়া পড়ে সমুদ্রের জলে ॥[৩]
বালী বোলে [৪]মরা লৈয়া ভাসি[৪] এত দিন।
[৫]না পাইলু প্রাণনাথ জিয়াইবার চিহ্ন ॥[৫]
ঘাটতে উঠিল বালী মহা-অভিমানে।
নদীর ঘাটের কাষ্ঠ কুড়াইঞা আনে ॥
অগ্নি জ্বালিল কন্যা কাষ্ঠ ঘসি আনে[৬]।
স্নান করি উঠে কন্যা মরিবার মনে[৭] ॥
[৮]ব্রাহ্মণীরূপে পদ্মা আইল সেই ক্ষণে।[৮]
কাহার যুবতী তুমি মর কি কারণে ॥
বালী বোলে [৯]মরা লৈয়া জলমধ্যে[৯] যাই।
[১০]শঙ্করনন্দিনী পদ্মার লাগ নাহি পাই ॥[১০]
[১১]মরা লৈয়া ভাসিব কত জলের উপর।
স্ত্রীহত্যা দিব আজি পদ্মার উপর ॥[১১]
ব্রাহ্মণী বোলেন কন্যা মর কি কারণ।
এক দিন গেলে পাবে দেবের ভুবন ॥
[১২]ভাটি ঘাটে কাপড় ধোয় দেবের ধুবিনী।
তার সঙ্গে দেবপুরে যাহ বানিয়ানী ॥[১২]
[১৩]বালী বোলে তিন ধার সাগরের পানি।[১৩]
কুন পথে যাব মাগো নির্ণয়ে না জানি ॥
ব্রাহ্মণী বোলেন তুমি পূর্ব্ব ধারে যাবে।
সেই পথে গেলে নেতেলার[১৪] লাগ পাবে।
ব্রাহ্মণীর পায়ে বালী করে নমস্কার।
ভুরার উপরে কন্যা চড়ে পুনর্ব্বার ॥
ভাসিয়া [১৫]সুন্দরী কন্যা কত দূর যায়[১৫]।
জগতজীবন কবি [১৬]বিরচিয়া গায়[১৬] ॥

[১]ওরে বানিয়া কুলের চান্দ।
অভাগিনী কান্দে প্রভু বোলে রাম রাম ।। ধু ।।[১]

[২]স্বামীকে দেখিয়া কন্যা হইল ফাফর।
উঠ্যা বৈসা করে কন্যা ভেলার উপর ।।[২]
বালী বোলে ভাসি আমি দুর্জ্জয়* জলমাঝে।
দেবপুরে যাই কিবা রাক্ষস-সমাজে ।।
জিয়াইতে নারিনু প্রায় দেখিয়ে অসার।
পতির কারণে প্রাণ বুঝি যাইবে আমার ।।
কলঙ্ক রাখিনু আমি বানিয়ার কুলে।
জিয়াইতে নারিনু পতি মিছা ভাসি জলে ।।
রক্তমাংস গলি প্রভুর অস্থি হৈল সার।
বিকট শরীর ঘ্রাণে মক্ষি ভ্রমেণ আপার ।।
মরা-সঙ্গে ভাসি আমি জীবনে কিবা আশ।
নিশ্চয়ে জানিনু বিধি হৈল নৈরাশ ।।
হায় হায় করি কন্যা স্বামী কৈল কোলে।
বসন ভিজিল কন্যার নয়ানের জলে ।।
মন-মধ্যে কিবা তার হৈল আচম্বিত।
স্বামী কোলে করি কন্যা হইল মূৰ্চ্ছিত ।।
ভুরাতে পড়িয়া কন্যা স্বামী লৈয়া কোলে।
স্বামী গলে বান্ধি ঝাঁপ দিতে চাহে জলে ।।
কি হৈল কি হৈল বোলে বলিয়া ভেলাতে।
স্বামী কোলে করি কন্যা লাগিল কান্দিতে ।।
[৩]ভাসিতে ভাসিতে কন্যা গেল ভাটি ঘাটে।[৩]
[৪]নেতেলা কাপড় ধোয় সুবর্ণের পাটে ।।[৪]
নেতেলা কাপড় ধোয় ছাওয়াল আসে ঘন।
কাপড় ধুইতে না দেয় খাইতে চায় স্তন।।
কোপিত হইল নেতা সাগরের জলে।
ছেল্যাকে মারিয়া থুইল অঁনাগ তলে ।।

* পাঠ—দুর্জ্জন

[১]কাপড় ধুইঞা অন্ত পাইল সুন্দরী।
অষ্টনাগ হৈতে ছেল্যা আনে কোলে করি ॥[১]
[২]ধুইঞা লইল সতী[২] দেবের বসন।
ছেল্যাকে জিয়াইয়া পাছে পিয়াইল স্তন ॥
[৩]দূরতে আছিল ভেলা সম্পাশে আইল।
তাহাকে দেখিয়া কন্যা আনন্দিত হইল ॥[৩]
বালী বোলে মারিয়া জিয়াইলে আর বার।
এহ সতী[৪] জিয়াইয়া দিবে স্বামীকে আমার ॥
[৫]দূর হৈতে ভেলা তবে নেতায়ে দেখিল।[৫]
জোড় কর করি কন্যা বলিতে লাগিল ॥
বালী বোলে আমি মাগো বড় অভাগিনী।
সঙ্কটে তরাহ মোর শুন ঠাকুরাণী ॥
মরা লৈয়া তোর ঠাই আইল-মহাসতী।
কৃপা করি প্রাণদান দেহ মহাসতী ॥
মরা লঞা আসিছি তুমার নগর।
কৃপা করি প্রাণদান দেহ প্রাণেশ্বর ॥
নেতেলাএ বোলে বাছা কর অবধান।
কেমতে আইলা বাছা দেবতার স্থান।
নেতেলার আগে কন্যা কহে বিবরণ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

[৬]ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কোনে হরে।
যারে তরায় শম্ভু সেই তরে ॥ ধু।[৬]

বিবরণ কহে কন্যা করি জোড় কর।
চম্পলা নগরে চান্দো শ্বশুর সদাগর ॥
সনকা শাশুড়ী আমি লখাইর যুবতী।
বিভারাত্রে আমার মারিলে প্রাণপতি ॥
উজানী নগরে বাছো সেই জন্মদাতা।
মধুবতী কামিনী মেনকা মোর মাতা ॥

রূপেগুণে ভুলি মোকে বিভা দিল বাপে।
বিভারাত্রে স্বামীকে খাইল কালসাপে॥
মরা স্বামী লৈয়া আমি জলমধ্যে যাই।
শিবের নন্দিনী পদ্মার যথা লাগ পাই॥
পদ্মা চাহিতে মাগো তুমি বড় সতী।
কৃপা করি প্রাণ দেহ মোর প্রাণপতি॥
পদ্মার সহিতে বাদ ত্রিভুবনে জানে।
কিছু তত্ত্ব আছে মাগো তুমার চরণে॥
অবধান কর বাছা সাধুর ঝিয়ারি।
বিবাদের মরা আমি জিয়াইতে নারি॥
[১]মোর সঙ্গে চল যাই শিবের নগর।[১]
শিবে জিয়াইয়া দিবে তোর প্রাণেশ্বর॥
জোর হস্ত করিয়া বেননী বোলে বাণী।
স্বর্গতে আছিল আমি ইন্দ্রের নাচনী॥
নৃত্য জানি অভাগিনী পরম সুন্দর।
নৃত্তকী বোলিয়া নেহ [২]সভার ভিতর[২]॥
নেতা বোলে তোর বাক্য প্রত্যয় না পাই।
নৃত্য কর বিদ্যাধরী দেখিবারে চাই॥
[৩]বালী বোলে নৃত্য আমি করিব কেমনে।
বেশ সুবেশ নাই অঙ্গে অভরণে॥[৩]
[৪]নেতা বোলে অহে কন্যা তোকে দিলু বর।
অষ্ট অলঙ্কার হউক তোর অঙ্গের উপর॥[৪]
[৫]যথা যেবা সভে কন্যা পহ্রে অভরণ।
নেতার অগ্রেতে কন্যা করেন নাচন॥[৫]
নেতার অগ্রেতে কন্যা নৃত্য করে ভাল।
[৬]মুখে গায় হাতে বাজায় পায়ে ধরে তাল॥[৬]
নেতার অগ্রতে নৃত্য করে বিপরীত।
শূন্যতে সঞ্চরে কন্যা করে নানা নৃত্য॥
কোকিল-গঠন গলা যখন করে ধ্বনি।
হিআ গদগদ হয় চক্ষে পড়ে পানি॥

নেতা বোলে বিদ্যাধরী নৃত্য ক্ষেমা কর।
তোর কথা কহিব আমি শিবের গোচর[১] ॥
[২]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[২]

[৩]দেবী মনসাগো রাখিহ চরণকমলে ॥ ধু ॥[৩]

নেতা বোলে অহে কন্যা রহ এই ঠাই।
যাবত তুমার বার্ত্তা শিবকে জানাই ॥
মাথায়ে [৪]করিয়া নিল[৪] কাপড়ের আটি।
নেতেলা চলিয়া গেল ঘাটে রহে নটী ॥
[৫]শিবের অগ্রেতে নেতা করে জোড় হাত।
সাত বার প্রদক্ষিণ করে প্রণিপাত ॥[৫]
[৬]শিব বোলে নেতা শুনহ বচন।
বিলম্ব হইল আজি কিসের কারণ ॥[৬]
নেতা বোলে [৭]শুন প্রভু দেব ত্রিপুরারি[৭]।
ঘাটে আসি কান্দে[৮] এক পরম সুন্দরী ॥
পরম সুন্দরী নৃত্য করে বিচক্ষণ।
তার নৃত্য দেখিতে আছিল এতক্ষণ ॥
শিব বোলে [৯]অহে নেতা কর অবধান।[৯]
[১০]সত্বরে আনহ যাঞা[১০] মোর বিদ্যমান ॥
[১১]নেতা বোলে যেই চায় তাকে পার দিতে।
তবে সে আনিয়ে আমি তুমার সাক্ষাতে ॥[১১]
[১২]শিব বোলে যে চাহে তায় দিব দান।
সত্বরে আনহ গিয়া মোর বিদ্যমান ॥[১২]
[১৩]শিবের বচনে নেতা করিল গমন।
বালীর সাক্ষাতে যাঞা কহে বিবরণ ॥[১৩]
[১৪]নেতেলায়ে বোলে কথা শুন বানিয়ানী।[১৪]
তুমাকে তলব করে দেব শূলপাণি ॥

[১]শুনিয়া নেতার বাণী আনন্দিত মন ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥[১]

[২]অৰ্দ্ধেক নয়ানে রসবতী হৈয়্যা ।
বলিছে বিহুলা বানিয়ানী ॥ ধু ॥[২]

ত্রিপদী ॥

[৩]সম্পুট করিঞা পানি বাক্য বোলে বানিয়ানী
না যাব না যাব দেবপুর ।
আমি[৪] তুমার সঙ্গে যাইব পরম রঙ্গে
কে মোর রাখিবে কলার[৫] ভুর ॥
[৬]মনে করি মহা-আশ ভাসি আহ্ম ছয় মাস[৬]
ভুরাখানি মোর হাত পাঅ ।
কহিতে সঙ্কোচ লাগে সত্য কর মোর আগে
তবে দেবপুরে লৈয়া যাঅ ॥
[৭]বোলে কন্যা বানিয়ানী শুনগো মা ঠাকুরাণী
মোকে লৈয়া যাবে দেবপুরী ।[৭]
[৮]তুমার দেবতার ভাঅ বুঝিতে না পারি মাঅ
পাছে যেন ভুরা করে চুরি ॥[৮]
নেতেলাএ বোলে বাণী সত্য সত্য বানিয়ানী
যদি চিন্তি তোর [৯]আনো হিত[৯] ।
[১০]বিচিত্র বসন পহ্রি[১০] নেতেলার সঙ্গ ধরি
চলে কন্যা মনে আনন্দিত ॥
[১১]কিনারে চাপায়া ভুর চলে কন্যা দেবপুর
শিবের সাক্ষাত যায়া পায় ।[১১]
পদ্মার পাঞা বর পদ অতি মনোহর
জগতজীবন কবি গায় ॥

[১]ও আমি শিব বিনে।
হর বিনে কার শরণ লব হে
ও ভোলা নাথ বিনে ॥ ধু ॥[১]

[২]নেতেলার সঙ্গে কন্যা করিল গমন।
যাইয়া পাইল কন্যা শিবের ভুবন ॥[২]
ধবল খাটে বসি আছে ত্রিজগত-নাথ।
প্রণাম করিল বালী জোড় করি হাত ॥
কুলের সুন্দরী [৩]হৈয়া তেজে ভয়[৩] লাজ।
একে একে কন্যা প্রণমিল দেবের সমাজ ॥
স্বর্ণ-সমান কান্তি জলে চন্দ্রমুখী।
দেখিয়া বালীর রূপ মহাদেব সুখী ॥
[৪]সর্ব্বত্র বন্দিল কন্যা দেবের চরণ।
সেইকালে বাক্য পুছে দেব ত্রিলোচন ॥[৪]
[৫]শিবের বচনে কন্যা প্রত্যুত্তর করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥[৫]

[৬]অর্দ্ধেক নয়ানে রসবতী হইয়া
বলিছে বিহুলা বানিয়ানী ॥ ধু ॥[৬]

ত্রিপদী ॥

দেখিয়া বালীর রূপ মরমেত মহাসুখ
বার্ত্তা পুছে ত্রিজগতপতি।
আগমন দেবপুর ঘর তোর কত দূর
[৭]কি কার্য্যে[৭] আইলা রূপবতী ॥
শ্বশুর শাশুড়ী মাতা কেবা তোর জন্মদাতা
কেবা তোর প্রাণের ঈশ্বর।

তেজিঞা কুলের লাজ কিবা আছে হিত কাজ
কেনে আল্যা আমার নগর ॥[১]
বালী করে জোড় হাত শুনে ত্রৈলোক্যের নাথ
চম্পলা নগরে মোর বাড়ি।
শ্বশুর চান্দো মহাশয় তুমার সেবক হয়
তার গুণে হইঞাছি রাড়ি ॥
উজানি নগরে ঘর বাপ বাছো সদাগর
স্বামি মোর দুর্ল্লভ লখিন্দর।
শ্বশুর করে প্রমাদ পদ্মার সহিতে বাদ
বিভারাত্রে মারিল প্রাণেশ্বর ॥
ভাসিয়া কলার ভূরে আইল তোমার পুরে
তুমি শিব [২]জগতের পতি[২] ॥
তুমি সংসারের সার কর মোকে প্রতিকার
জিআইঞা দেঅ মোর[৩] পতি।
বোলে দেব ত্রিপুরারি[৪] নৃত্য জান বিদ্যাধরী[৫]
নৃত্য কর দেবের সাক্ষাত।
আমার ঝি পদ্মমণি[৬] ডাকিয়া পুছিব আনি[৭]
কি দোষে মারে তোর প্রাণনাথ ॥
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[৮]তারিণী ভবানী বাণী বদনে বোল ভাই শ্রবণে শুনি ।। ধু ।।[৮]

বালী বোলে [৯]একেশ্বরে নাচিব কেমনে[৯]।
[১০]ডাক্যদিয়া আন যত বিদ্যাধরীগণে ॥[১০]
বিদ্যাধরী বোলি শিব করিলে স্মরণ।
স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরী আইলা ততক্ষণ ॥

[১]রত্নমালা জয়া উষা বিজয়া উর্ব্বশী ।
ডাক দিয়া আনিল হর এ পঞ্চ রূপসী ॥
শিব বোলে [২]বিদ্যাধরী ত্বরা[২] গাঅ গীত ।
বেননী করুক নৃত্য সবার বিদিত ॥
বেননীর কাছে তবে বিদ্যাধরী যায় ।
কথায় কথায় তবে পরিচয় পায় ॥
গলাগলি করি কান্দে যত বিদ্যাধরী ।
বালী বোলে আন সখী নাচের[৩] পেটারি ॥
পেটারি আনিয়া বালী ঘুচাইল ঢাকুনি ।
হস্ততে ধরিল বালী কনক দর্পণি ॥[৪]
দর্পণ ধরিয়া বালী করে নানা বেশ ।
নাচিবে দেবের আগে শিবের আদেশ ॥
চাকি কোড়ি মকর কুণ্ডল কর্ণমূলে ।
নাসিকায়ে বেসরফুল করে ঝলমলে ॥
হিয়ায়ে কাচুলি পরে কি কহিব আর ।
গলায়ে প্রবালমালা ঝিলিমিলি হার ॥
চাকিবোলি মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে ।
নাসিকায়ে বেসর-মুকুতা-ফুল দোলে ॥
কনক কঙ্কন হার বাহুতে কেয়ূর ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে চরণে নপুর ॥
গুজরাটি ঘুঙ্গুর করিল পরিধান ।
উপরে উড়ানি দিল দুর্লভ বসন ॥
[৫]মেঘডম্বুর শাড়ি তবে পরে বানিয়ানী ।
উপর অঙ্গতে দিল কুসুম উড়ানি ॥[৫]
শিবের সাক্ষাতে যাঞা নমস্কার করে ।
গোসাঞির আদেশ হল নৃত্য করিবারে ॥
গীত গায় বিদ্যাধরা মৃদঙ্গ বাজায় ।
বিউলাসুন্দরী নাচে [৬]শিবের সভায়[৬] ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

ত্রিপদী ॥

[১]অঙ্গভঙ্গ করি নাচে বিদ্যাধরী
ধমকে ধমকে চলে ॥
[২]দেবগণের সমাজে চান্দোর বধূ সাজে
বালী নৃত্য করে কুতূহলে ॥
[৩]আকাশের মেঘঘটা যেন বিজলির ছটা
বালী মন্দ মন্দ মুখে হাসে ।[৩]
শূন্যতে ধরে পাক যেন কুম্ভারের চাক
সমুখে সঞ্চরে আকাশে ।।
কোকিল জিনিয়া ধ্বনি নৃত্য করে বানিয়ানী
গজের গমন শীঘ্র অতি ।
নৃত্য করে নির্ম্মল ক্ষেণে চলে চঞ্চল
খঞ্জন জিনিয়া শীঘ্রগতি ।।
চাহে কটাক্ষ নয়ানে যেন মদনের বাণে
হাসিয়া হাসিয়া বাক্য বোলে ।
দেখিয়া দেবতাগণ মূর্চ্ছিত সর্ব্বজন
শঙ্কর পড়িয়া গেল ভোলে ।
বোলে দেব ত্রিপুরারি[৪] [৫]শুন শুন বিদ্যাধরী[৫]
[৬]তুমি কন্যা নহ নরনারী ।[৬]
[৭]বালী নৃত্য ক্ষেমা কর মাঙ্গি তুমি নেহ বর
যেই চাই তাই দিতে পারি ॥[৭]
[৮]জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা ।[৮]
[৯]অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[৯]

[১০]ও তোর রূপে আকুল কৈল হিয়ারে রামা ॥ ধু ।[১০]

[১১]শিব বোলে অহে কন্যা কথা শুন মোর ।[১১]
[১২]প্রাণ ব্যাকুল হৈল[১২] রূপ দেখি তোর ॥

ত্রিভুবনে তোমার সমান রূপ নাই।
[১]সাফল জননী তোর[১] গর্ভে দিল ঠাই ॥
[২]শিব বোলে অহে কন্যা শুনহ বচন।
হাতে ধরি অহে কন্যা দেহ আলিঙ্গন। [২]
দুই স্ত্রী ছাড়িব পার্ব্বতী আর গঙ্গা।
[৩]তুমাকে লইয়া আমি হইব[৩] অর্দ্ধ অঙ্গা ॥
[৪]যদি কন্যা দেহ রতি কহে ত্রিপুরারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ হৈব তোর ত্রৈলোক্য অধিকারী ॥[৪]
বালী বোলে প্রভু তুমি ত্রিজগতবাপ।
আমাকে হরিলে[৫] প্রভু হবে বড় পাপ ॥
[৬]শিব বোলে আমি কন্যা সংসারের সার।
কে করিবে আমার পাপপুণ্যের বিচার ॥[৬]
[৭]যমে করে কন্যা পাপপুণ্যের বিচার।
যমের উপর কন্যা মোর অধিকার ॥[৭]
[৮]বালী বোলে কেমতে জিয়াব প্রাণপতি।
পড়িলাম ভাঙ্গড়ার হাতে নষ্ট হৈল সতী ॥[৮]
বালী বোলে দেবগণ কার মুখ চাঅ।
অভাগিনীর [৯]হিত কথা শিবকে[৯] বুঝাঅ ॥
উচিত কহিতে [১০]কিবা মনে আছে[১০] ভয়।
[১১]উষাকে হরিতে প্রভু যোগ্য নাহি হয় ॥[১১]
[১২]দেবগণ বোলে ডাকি আন মহামুনি।
ডাক দিয়া আন তুমি দেবী ত্রিনয়ানী ॥[১২]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[১৩]মা আজি সমরে উনমত হইয়াছো মা।
হরের ঘরণী মাগো আজি সমরে ॥ ধু ॥[১৩]

আর শুন্যাছ গো মামীলো।
মামা নটিনী আন্যাছে ॥ ধু ॥

[১]সমাজে উঠিল মুনি কেহো নাহি দেখে।[১]
সত্বরে উঠিয়া গেল দুর্গার সমুখে[২] ॥
[৩]যাত্রা করি চলিলা নারদ মুনিরাজ।
ঝুরিতে করিয়া নিল কন্দলের সাজ ॥[৩]
[৪]সত্বরে চলিয়া গেল দুর্গা বিদ্যমানে।
দুর্গা বোলে মুনি আইলা কি কারণে ॥[৪]
[৫]মুনি বোলে মামী তুমি কি কর নিশ্চিন্ত।
আজ নাহি জান তুমি মামার চরিত্র ॥[৫]
[৬]কথা হৈতে আসিয়াছে এক নটিনী।
তার রূপ দেখিয়া মোহিত শূলপানি ॥[৬]
[৭]নটিনীর রূপে[৭] যে আপন মহেশ্বর।
[৮]তুমা সভা ছাড়ি মামা যাবে দেশান্তর ॥[৮]
শুনিয়া ক্রোধিত হৈল জগতের[৯] মাঅ।
[১০]ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ সিংহে দিয়া পাঅ ॥[১০]
কোলেতে কার্ত্তিক নিল[১১] পৃষ্ঠে[১২] গণপতি।
মহাক্রোধে চলে দুর্গা রাক্ষসীর মূরতি ॥
[১৩]দুর্গা আইল তবে জানিল ত্রিলোচন।
বেননীকে সম্বোধিয়া বোলেন বচন ॥[১৩]
খানিক সুন্দরী কন্যা চুপ হৈয়া থাক।
যাবত [১৪]সন্তোষ করি[১৪] ক্রোধিত দুর্গাক ॥
লুকাঞা থাকে কন্যা শিবের খাটতলে।
[১৫]সমাজে আসিয়া[১৫] দেবী অগ্নি হেন জ্বলে ॥
দুর্গা বোলে শিব তোর মুখে নাই লাজ।
[১৬]যেখানে সেখানে তুমি [১৬] কর মন্দ কাজ ॥
কুচিনীর ঘরে যাঞা [১৭]ভাঙ্গ ধুতুর[১৭] খাঅ।
নটিনীকে লৈয়া ঘর করিবারে চাঅ ॥
[১৮]নটিনীকে লৈয়া তুমি[১৮] কর ঘরবাড়ি।
আমার ঘরে গেলে উপড়াইব দাড়ি ॥
[১৯]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[১৯]

[১]দেবলোক মরম দুঃখ এহোও কারে আগে কবো ।। ধু ।।[১]

দেবী বোলে দেবগণ শুন মোর বাণী ।
কতক কহিব আমি দুঃখের কাহিনী ।।
তুমরা বলিবে গৌরী বড়ই প্রচণ্ড ।
[২]কাহার পুরুষে করে এতেক[২] অভণ্ড ।।
[৩]পুরুষ নহে কেবা পুরুষতা নাই কার ।
কাহার পুরুষে করে এত অনাচার ।।[৩]
[৪]কেহো কিছু বলিলে অরণ্যে বাঘা গাজে ।[৪]
আপুনি চ্যাঞা খলা [৫]ভাঙ্গের গুড়া[৫] ভাজে ।।
[৬]ভাঙ্গ ভাজিয়া[৬] করে সের দশ গুড়া ।
তাহা খাঞা [৭]পড়ি থাকে মহাদৈত্য[৭] বুড়া ।।
মাঙ্গিয়া চাহিয়া [৮]যার ঘরে যেবা[৮] পাই ।
শাক কচু সন্ধ্যাকালে রন্ধন চড়াই ।।
[৯]যখন পাতিলে অন্ন উতলায়া ফুটে ।[৯]
অন্ন হৈল বোলি বুড়া পায় ধুঞা উঠে ।।
ভাঙ্গের তিয়াগে[১০] বুড়া সকল অন্ন খায় ।
কাত্তিক গনেশ পুত্র খিদাএ লালায় ।।
গঙ্গা দুর্গা দুই জন মরি অন্ন দুখে ।
আর [১১]বিভা করিতে[১১] চাহে বুড়া[১২] কুন মুখে ।।
শুনিয়া দুর্গার কথা কহে দেবগণ ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ।।[১৩]

ত্রিপদী ।।

দেবগণে বোলে বাণী শুন দেবী ত্রিনয়ানী
না বোল না বোল অনাচার ।
শিব অগতির গতি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি
[১৪]অচেতন সেই[১৪] নৈরাকার ।।

মহাদেব পঞ্চমুখ নাহি তার দুখ সুখ
ভক্তের অধীন ভগবান।
আপনে সে ভিক্ষা করে দরিদ্রের দুখ হরে
[১]দেবতাগণের পূজ্যমান ।।[১]
পরিধানে[২] ব্যাঘ্রছাল গলায়ে হাড়ের মাল
ভোজন ধুতুরা আর সিদ্ধি।
একান্ত করিয়া মন পূজা করে যেবা জন
তাকে দেন [৩]নানা রত্ননিধি [৩] ।।
[৪]দেবী বোলে এই হয় তুমার কথা মিথ্যা নয়
দেবের দেবতা অধিকার।[৪]
দেবের দেবতা হর [৫]নাম যার[৫] বিশ্বম্ভর
তার কেনে কর্ম অনাচার[৬] ।।
[৭]সেইক্ষণে ত্রিপুরারি পার্ব্বতীর হস্ত ধরি[৭]
সিংহাসনে আনিয়া বসায়।
পদ্মার পাইয়া বর পদ অতি মনোহর
জগতজীবন কবি গায় ।।

[৮]শিবনাম বোলরে নর বদনে ।। ধু ।।[৮]

[৯]হেমন্তনন্দিনী দুর্গা হাসিয়া বোলে বাণী।
দেখিবারে চাহি শিব কেমত নটিনী ।।[৯]
শিব বোলে নটী নহে বানিয়ার নারী।
স্বামী তার মারিয়াছে পদমকুমারী ।।
[১০]মরা লৈয়া ভাসি আইল সমুদ্রের জলে।[১০]
বিবাদের মরা মোকে জিয়াইতে বোলে ।।
দুর্গা বোলে নটী কিবা বানিয়ানী হয়।
নির্ভয়ে আসিঞা মোকে দেউক পরিচয় ।।
শিব বোলে দেবী তুমি কহ[১১] সত্য বাণী।
তবে সে [১২]তুমার আগে আইসে বানিয়ানী ।।[১২]

দেবী বোলে সত্য সত্য [১]বোলিল বচন ।[১]
[২]নির্ভয়ে আসিয়া মোকে দেউক দরশন ।।[২]
শুনিয়া আইল বালী দেবের সাক্ষাত ।
যোড় হস্ত করিঞা করিল প্রণিপাত ।।
পার্ব্বতীর আগে নৃত্য করে বানিয়ানী[৩] ।
দেখিয়া [৪]আনন্দ হৈল দেবী ত্রিনয়ানী ।[৪]
[৫]দুর্গা বোলে অহে শিব মোর বাক্য ধর ।
জিইএগ দেহ বানিয়ানীর প্রাণের ঈশ্বর ।।[৫]
[৬]কান্দিয়া জানায় বালী দুর্গাদেবীর আগে ।[৬]
কি কথা কহিব মাঅ কহিতে দুঃখ লাগে ।।
তুমার ঝি পদ্মাবতী নিদারুণ হিয়া ।
বিভারাত্রে স্বামীকে দংশিলে সর্প দিয়া ।।
মরা লৈয়া আসি মাঅ ভাসিয়া সাগরে ।
তোমার ঝি পদ্মাবতী বাঘিনীরূপ ধরে ।।
বিভারাত্রে মোর মারিল প্রাণপতি ।
কি জানিয়া জন্ম তাকে দিল পশুপতি ।।
শিবের অগ্রেতে কন্যা করেন ক্রন্দন ।
বিরচিএগ গায় কবি জগতজীবন ।।

[৭]ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৈনে হরে ।
ষারে তরায় শম্ভু সেই তরে ।। ধু ।।[৭]

শিব বোলে অহে কন্যা ক্রন্দন ক্ষেমা কর ।
যেই বর চাহ কন্যা দিব সেই বর ।।
মোক্ষ চাহ মোক্ষ দিব জ্ঞান চাহ জ্ঞান ।
স্বর্গ চাহ স্বর্গ দিব পরকালে স্থান ।।
ধন চাহ ধন দিব জন চাহ জন ।
রাজ্য চাহ রাজ্য দিব অমূল্য রতন ।।
হাসিয়া কহেন কথা দেব ত্রিপুরারি ।
সুখ মোক্ষ সম্পদ সকল দিতে পারি ।।

শিবের বচনে বালী করে জোড় হাত।
ভাল আজ্ঞা কর প্রভু ত্রিজগতনাথ॥
বালী বোলে জানিয়া আমি লইল শরণ।
মোর মনবাঞ্ছা সিদ্ধি কর নারায়ণ॥
স্বর্গ বর না চাহু স্বর্গেতে মোর বাস।
অবশ্য যাইব আমি ইন্দ্রের সম্পাস।
ধন বর না চাহু ধনের নাই কার্য্য।
চম্পলা নগর মোর শ্বশুরের রাজ্য॥
জনের কার্য্য নাই না চাহু জনবর।
জিএগা দেহ প্রাণনাথ চাহি এই বর।
শিব বোলে অহে কন্যা ক্রন্দন ক্ষেমা কর।
আমি জিএগা দিব তোর প্রাণের ঈশ্বর॥
শিবপুরে নৃত্য করে বিহুলা বানিয়ানী।
ঘরে থাকি শুনে বাদ্য শিবের নন্দিনী।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

ত্রিপদী॥

বাপুর পুরীর মাঝে কিসের বাজন বাজে
[1]নৃত্য করে[1] বাপুর ভুবনে।
শিবের ভুবনে নৃত্য শুনি আজি বিপরীত
আজি হরের আনন্দিত মনে॥
খোল করতাল ধ্বনি ঝমকে ঝমকে শুনি
[2]আজি বাপুর আনন্দিত মনে।[2]
কিবা ইন্দ্রের বিদ্যাধরী আসিয়াছে দেবপুরী
[3]নৃত্য করে শিবের ভুবনে॥[3]
নেতা বোলে নহে নটী চান্দোর বধূ বাছোর বেটি
যার স্বামী মারিলে মেড়ম্বরে।

ভাসিয়া কলার স্থূরে আসিয়াছে দেবপুরে
[১]নৃত্য করে শিবের গোচরে ॥[১]
পদ্মা বোলে নেতা শুন বিবদে করিল খুন
কার শক্তি দেয় জিয়াইঞা ।
যত আছে দেবগণ দেখি জিয়ায়[২] কুন জন
যাবত না পূজে বিবাদিয়া ॥
জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥

[৩]ভাল বোলে ভাল বোলেরে ॥ ধু ॥[৩]

শিব বোলে যাহ[৪] নন্দী বাক্য মোর ধর ।
বিলম্ব না কর যাঅ ময়না নগর ॥
[৫]শিবের বচনে নন্দী চলিল সত্বর ।
যাইঞা পাইল নন্দী ময়না নগর ॥[৫]
[৬]পদ্মা পদ্মা বোলিয়া দুয়ারে পাড়ে ডাক ।
দুয়ারে দেখিয়া নন্দী বোলিল নেতাক ॥[৬]
[৭]নন্দী বোলে নেতা ডাকি আন পদ্মাবতী ।
সভাতে তলব করে দেব পশুপতি ॥[৭]
[৮]নেতাএ যাইয়া তবে কহিল পদ্মাক ।
দ্বারতে আসিয়া নন্দী কহিল আমাক ॥[৮]
পদ্মা বোলে নেতা যাহ নন্দীর গোচরে ।
এই কথা কহ যে মনসা নাই ঘরে ।
সাত দিন পূজে জালো মালো দুই ভাই ।
পূজা খাঞা মনসা আছেন সেই ঠাই ॥
[৯]সত্বর চলিয়া যাহ বিলম্ব না কর ।
নেতা যাঞা কহে কথা নন্দীর গোচর ॥[৯]

[1]নন্দী কহিল যাঞা শিবের বিদ্যমান।
শুনিয়া হইল শিব ক্রোধে কম্পমান ॥[1]
[2]শিব বোলে[2] পদ্মা মোকে দেয় মনস্তাপ।
অবশ্য পদ্মাকে দিব আজি অভিশাপ ॥
অভিশাপের কথায়[3] মনসা পাইল ডর।
সত্বরে চলিয়া গেল শিবের গোচর ॥
শিবের চরণে যাঞা নমস্কার করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

[4]শিব বিনে শিব বিনে।
আমি কাহার শরণ লবহে ॥ ধু ॥[4]

[5]শিব বোলে দেবগণ বুঝাহ পদ্মারে।
হেন অনাচার কর্ম্ম কুন জনে করে ॥[5]
[6]শিব বোলে শুন বাছা ঝিউ পদ্মাবতী।
কি কারণে মারিয়াছ বেননীর পতি ॥[6]
[7]মনুষ্যের সঙ্গে বাদ কুন সুখবাসে।[7]
হেন কর্ম্ম কর যে শুনিয়া লোকে হাসে ॥
পদ্মা বোলে [8]বাপু তুমি ত্রিজগতনাথ[8] ॥
[9]বিনি অপরাধে দোষ দেহ অযথার্থ ॥[9]
আপনে মরিল বালা মামীহরা পাপে ॥
মিথ্যা কথা যে খাইল পদ্মার সাপে।
[10]দেবের সাক্ষাতে[10] পদ্মা করিল আমান[11]।
শুনিয়া হইল[12] বালী অগ্নির সমান ॥
[13]পদ্মা বোলে বালী তুই চুপ হৈয়া থাক।[13]
[14]কে তোর মারিল-স্বামী চোর ধরিস কাক ॥[14]
কাচুলি চিরিয়া [15]সাক্ষী রাখে[15] বানিয়ানী।
[16]প্রত্যুত্তর না দিল তবে বিবাদী[16] ব্রহ্মাণী ॥
দুর্গা বোলে [17]বালী তুই পুছিস আর কি[17]।
তোর স্বামী মরিয়াছে শঙ্করের ঝি ॥

যার তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে ভাতারছাড়ি।
[১]আপনার স্বামী নাই পরকে[১] করে রাড়ি ।।
পদ্মা বোলে সাতাই না বোল আর মন্দ।
আমি বোলিলে পাছে হইবে বড় দ্বন্দ্ব ॥
দুর্গা বোলে কি বোলিলে [২]চেট মুন্দারী[২]।
তোর [৩]মত নই আমি[৩] যেমনভাতারী ।।
পদ্মা বোলে কহিলে উলুটা[৪] যায় যার।
[৫]তোর মত নহি আমি[৫] অসুরভাতার ।।
দুর্গা বোলে অসুর মারিলু বাহু বলে।
[৬]তুই যেন ধরিলে গিয়া[৬] বাপের আঁচলে ॥
পদ্মা [৭]বোলেন আমি কার মত নহি[৭]।
এক ছাড়া দুই নাই সভার মধ্যে কহি ।।
দুর্গা বোলে [৮]ঘটে না জানাস[৮] সতীপনা।
পদ্মার গালতে দুর্গা [৯]মারিল ঠকনা[৯] ।।
উঠিয়া ধরিল শিব পার্ব্বতীর হাতে।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব [১০]কর কেন[১০] দেবের সাক্ষাতে ॥
শিব বোলে পদ্মা আমার মাথা খাঅ।
দুর্গার সঙ্গে যদি কন্দল লাগাঅ ।।
[১১]মারিল অসুর বাহুবলে আপনার।
কি কারণে দ্বন্দ্ব তুমি তার সঙ্গে কর ।।[১১]
[১২]হরষিতে পালঙ্কে বসিল তিন জন।
ঘুচিল কন্দল গায় জগতজীবন ।।[১২]

[১৩]ও দারুণ বিধাতারে কত দুঃখ লেখ্যাছ কপালে ॥ ধু ॥[১৩]

[১৪]দেব বোলে যদি বালাকে নাই মারে।
মিছা দোষে বালী কেন পদ্মাকে চোর ধরে ।।[১৪]
[১৫]পদ্মা বোলে দেবগণ বুঝহ বিচার।
দেবকুলে বালী মোর রাখিলে খাঁথার ।।[১৫]

[১]বালী বোলে যদি মোর স্বামী নাহি মারে।
মিথ্যা অপরাধে তবে কাকে কেবা ধরে ॥[১]
[২]বালী বোলে দেবগণ শুনহ বচন।[২]
মনসা যতেক মোর করিল বিড়ম্বন ॥
[৩]সত্য না কহে পদ্মা মিথ্যার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠকে জন্ম দিল মহেশ্বর ॥
স্বর্গতে আছিল [৪]আমি ইন্দ্রের বিদ্যাধরী[৪]।
পৃথিবীতে [৫]মনসা আনিল সত্য করি[৫] ॥
[৬]মনসার বচনে আইল মহীতলে।
জনম দেলেন মোরে মনুষ্যের কুলে ॥[৬]
বিভারাত্রে স্বামী মোর মারিলেক বলে।
স্বামী সঙ্গে ভাসি আমি[৭] সমুদ্রের জলে ॥
[৮]নানা মতে পদ্মা মোকে ভয় দেখায়।
বাঘিনী মূরতি ধরি খাইবার চায় ॥[৮]
[৯]মেনকা জননী হৈয়া ঘাটে পাড়ে ডাক।
গোয়ালের নারী হৈয়া চাহে ছলিবাক ॥[৯]
বানিয়াটেটনী হৈয়া[১০] না করিল ডর।
ভাসিয়া আইল আমি জলের উপর ॥
সভামধ্যে মিছা কহে করে বড় পাপ।
ভাগ্যে বন্দী আছে উহার কালসাপ ॥
সাপুড়া খসায়া বালী দিল সভার আগে।
[১১]এক দণ্ড পড়িয়া রহে[১১] মনসার নাগে ॥
নাগ দেখি দেবগণ করে হায় হায়।
মিথ্যা কথা কহে পদ্মা দেবের সভায় ॥
[১২]নাগিনীকে পুছে কথা যত দেবগণ।[১২]
কহ কহ অহে নাগিনী শুনি বিবরণ ॥
নাগিনী বোলে কি কহিব বক্ষি যত দুখে।
সকল চরণে জ্ঞাত কি কহিব মুখে ॥
চান্দোএ পদ্মায়ে বাদ ত্রিভুবনে জানে।
কিছু তত্ব আছে দেব তুমার চরণে ॥

সত্য ছাড়িয়া মিথ্যা না বলিব আমি।
নিশ্চয় মার‍্যাছে পদ্মা বেননীর স্বামী ॥
নাগিনী বোলে দেবী শুন পদ্মাবতী।
জীব দেহ বালাকে খণ্ডুক মোর দুর্গতি ॥
বালাকে মারিয়া তুমি জিয়াঞা না দেঅ।
মোর জীব বধিয়া আপন কার্য্য নেঅ ॥
ছয় মাস সাপুড়াতে নাই অন্ন জল।
মুখে রা নাই মোর গায়ে নাই বল ॥
ছয় মাস বন্দী আছি তুমার সাধি কাজ।
কুন মুখে নিদ্রা যাঅ মুখে নাই লাজ ॥
[১]সর্পের বচনে পদ্মা হেট মুণ্ড করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥[১]

[২]আমি শিব বিনে শিব বিনে কার শরণ লবহে ॥ ধু ॥[২]

[৩]শিব বোলে পদ্মাবতী শুন মোর বাণী।
জিয়াইঞা দেহ বাছা-চান্দোর পুত্রখানি ॥[৩]
[৪]কান্দেন পদ্মা বাপের ধরিঞা চরণ।
সহন না যায় বাপু চান্দোর বচন ॥[৪]
একে চান্দো মোকে না দেয় ফুলপানি।
[৫]আর বোলে মোকে বাপু[৫] বেঙ্গখকি কানী ॥
[৬]যেবা নর পূজে মোকে নগর-ভিতরে।[৬]
মস্তক মুড়ায়া [৭]তাকে গ্রামের বাহির করে[৭] ॥
আর বোলে মোকে বাপু চেমনভাতারী।
চান্দোর [৮]অপমান বাপু[৮] সহিতে না পারি ॥
[৯]পদ্মা বোলে চান্দো মোর সনে করে বাদ।
মারিয়াছি পুত্র তার সাধিয়াছি বাদ ॥[৯]
দেবগণ বোলে পদ্মা কর অঙ্গীকার।
বেননীর স্বামী দান দেহ একবার ॥

পদ্মা বোলে [১]মোর দুঃখ কেহ নাহি[১] বুঝে।
না জিয়াব বালাকে যাবত নাহি পূজে ॥
সভার সাক্ষাতে বালী করুক অঙ্গীকার।
শ্বশুরের হস্তে পূজা করাবে আমার ॥
দেবগণ বোলে বালী অঙ্গীকার কর ॥
[২]পদ্মার পূজা করে যেন চান্দো সদাগর ॥[২]
অঙ্গীকার [৩]করি বালী বোলে দেবতারে[৩]।
দেয়াইব[৪] ফুলজল শ্বশুরের করে[৫] ॥
পদ্মা বোলে সাক্ষী হঅ তুমরা দেবলোক।
চান্দো বিবাদিয়া যেন পূজা করে মোক ॥
দেবগণ বোলে পদ্মা না [৬]কর অন্যথা[৬]।
আমরা [৭]পুষ্পের সাক্ষী হৈলাম সর্ব্বথা[৭] ॥
দেবতার বচনে পদ্মার আনন্দিত মন ॥
[৮]বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥[৮]

[৯]চল চল ভাটি যাব ত্রিবিনির ঘাটে।
খণ্ডুক মনের দুঃখ বালাক জিয়াও ঝাটে ॥[৯]
[১০]আমি বড় দয়াশীল জানে সর্ব্ব জন।
অল্প দুখে নাহি মারি বণিকনন্দন ॥[১০]
তোর শ্বশুর বিবাদিয়া নিত্য পাড়ে গালি।
হেমতালের বাড়িতে মোর ভাঙ্গিল কাঁকালি ॥
[১১]বালাকে মারিয়া[১১] মোর মনে বড় দুখ।
[১২]নিত্য নিত্য কান্দি মোর[১২] চিত্তে নাই সুখ ॥
ছয় মাস জলতে ভাসিল রূপবতী।
ছয় মাস নাই যাও পুরী ময়নাবতী ॥
ছয় মাস [১৩]ভাসিলু ভুরার চতুষ্পাশে[১৩]।
চক্ষে নিদ্রা নাহি হয় মরি উপবাসে ॥
সত্বর করিয়া যাহ ত্রিবিনির ঘাটে।
খণ্ডুক মনের দুঃখ[১৪] বালাক জিয়াও ঝাটে ॥

স্বামী-সঙ্গে যাহ তুমি চম্পাবতী পুর।
[১]আমার পূজা করে যেন তোমার[১] শ্বশুর ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

[২]ওরে বানিয়া কুলের চান্দ।
অনাথিনী কান্দে প্রভু বোলি রাম রাম ॥ ধু ॥[২]

ত্রিবিনিকে চল কন্যা ত্রিবিনিকে চল।
ত্রিবিনি গেলে তোর জিয়াব প্রাণেশ্বর ॥
বালী বোলে মাগো কথাও না যাই।
তুমার বচনে আমি প্রত্যয় না পাই ॥
পদ্মা বোলে সত্য সত্য তিন সত্য করি।
যদি জিয়াঞা না দেও পাপী হৈয়া মরি ॥
বেননী বোলেন প্রভু শুন ত্রিলোচন।
সঙ্গে করি দেহ মোকে যত দেবগণ ॥
জিয়াঞা না দেয় আসিব আর বার।
বুঝিয়া করিবে প্রভু তাহার প্রতিকার ॥
শিবের চরণে বালি করে নমস্কার।
দুর্গার চরণে পড়ি করে পরিহার ॥
সাপের সাপুড়া বালী নিল পৃষ্টে করি।
হাড়ের পোটলি শিরে নিলেক সুন্দরী ॥
আগে আগে পদ্মা চলে পাছে বানিয়ানী।
যাইঞা পাইল পদ্মা ত্রিবিনির পানি ॥
ত্রিবিনির ঘাটে যাইঞা হইল উপস্থিত।
জগতজীবন কবি বিরচিল গীত ॥

[৩]ও রে বানিয়া কুলের চান্দ।
অভাগিনী ডাকে প্রভু বোলি রাম রাম ॥ ধু ॥[৩]

পদ্মা বোলে বালী তুমি অস্থি ধুইঞা আন।
জিয়াইব[৪] স্বামী তোর সভা বিদ্যমান ॥

[১]যেই মাত্র এত কথা বোলিল ব্রহ্মাণী।
অস্থি ধুইতে কন্যা চলে বানিয়ানী ॥[১]
[২]পদ্মার বচনে বালী চলে কুতূহলে।
অস্থি ধুইতে গেল ত্রিবিনির জলে ॥[২]
[৩]স্থানে স্থানে ধুইঞা বালী যত্নে তুলিল।
লখাইর হাটুর চাকা রাঘবে গিলিল ॥[৩]
গণিয়া দেখিল অস্থি চাকা গেল চুরি।
[৪]শিরে হাত দিয়া কান্দে বিহুলাসুন্দরী ॥[৪]
[৫]বালী বোলে শুন মাগো শঙ্কর-ঝিয়ারি।
তুমার মহিমা মাঅ বুঝিতে না পারি ॥[৫]
[৬]তুমার বচনে অস্থি ধুইতে গেলাঙ।
তুলিয়া আনিতে অস্থি পথে হারাইলাঙ ॥[৬]
বালী বোলে পদ্মা তুমি বড় নিদারুণ।
বিনি দোষে স্বামী মোর করিয়াছো খুন ॥
[৭]ছয় মাস ভাসি আমি[৭] সমুদ্রের জলে।
[৮]ভাড়না করিলু মোকে নানা বুদ্ধে[৮] ছলে ॥
[৯]এখন দেখিল আমি স্বামী জিয়াবার চিহ্ন।[৯]
[১০]সুন্দর শরীরে প্রভুর[১০] অঙ্গ হৈল হীন ॥
স্ত্রীহত্যা দিব আজি তুমার উপরে।
[১১]দেবলোকে যেমন পৌরুষ নাহি করে ॥[১১]
[১২]কাটারি ধরিল বালী অতি তিখ্‌ ধারে।
গলায়ে কাটারি দিয়া চাহে মরিবারে ॥[১২]
[১৩]চিন্তিত হইল পদ্মা[১৩] ধ্যান করি চায়।
রাঘবে গিলিল অস্থি কি হইবে উপায় ॥
[১৪]মনে মনে যুক্তি করি চিন্তিয়া কারণ।
ব্রহ্মার পুরীতে পদ্মা করিল গমন ॥[১৪]
[১৫]ব্রহ্মার ঠাই হৈতে আনিল ব্রহ্মজাল।[১৫]
বন্দী করি তোলে যত রাঘব বুয়াল ॥
[১৬]মধ্যে মধ্যে চিরিয়া[১৬] পাইল অস্থিখান।
[১৭]বুক সিঞা রাঘবকে দিল প্রাণদান ॥[১৭]

রাঘব চলিয়া গেল সমুদ্রের জলে।
[১]বালাকে জিয়ায় পদ্মা মহাকুতুহলে ॥[১]
বেননীকে বাক্য বোলে শিবের ঝিয়ারি।
জিয়াইব তোর স্বামী 'বিল্লাসুন্দরী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।

[২]চিয়ায় চিয়ায় চান্দোর পুত্র ও ডঙ্ক ॥ ধু ॥[২]

বেননীকে বোলে বাক্য হরের নন্দিনী।
চতুর্দ্দিগে কাপড় টাঙ্গায় বানিয়ানী ॥
ততক্ষণে উঠে বালী পদ্মার বচনে।
চতুর্দ্দিগে আচ্ছাদন করিল বসনে ॥
তার মধ্যে প্রবেশিল দেবী বিষহরি।
হাড়ের বুকুনি আনি দিলেন সুন্দরী ॥
যমরাজা বোলি পদ্মা করিল স্মরণ।
জীব লৈয়া হৈল তবে দূতের গমন ॥
মনে মনে পদ্মাবতী জপেন অদ্ভুত।
জীব লৈয়া আইল তবে যমের যমদূত ॥
অস্থি ধুইঞা বালী রাখে স্থানে স্থানে।
জোড়া লাগায় পদ্মা ব্রহ্ম-গিয়ানে ॥
[৩]মহামন্ত্র জপে পদ্মা হাতে লৈয়া জল।
রক্ত মাংস লোম চর্ম্ম স্থজিল সকল ॥[৩]
অশোক আমড়া জিয়া বংশ-পাত[৪] দিয়া।
[৫]বালার অঙ্গের বিষ নাবায় ঝাড়িয়া ॥[৫]
শিয়রে বসিয়া পদ্মা মারে তিন তাল।
[৬]কত কত বিষ গেল এ সপ্ত[৬] পাতাল ॥
[৭]শিয়রে বসিয়া পদ্মা পরশিল জল।
নাকে মুখে বাহিরায় সর্পের গরল ॥[৭]

[১]শিয়রে বসিয়া পদ্মা মারে হুহুঙ্কার।
কালকূট সমস্ত বিষ করিল ছারখার ॥[১]
পুন পুন ব্রহ্ম মন্ত্র জপে অদ্ভুত।
ঘটমধ্যে জীব থুঞা গেল যমদূত ॥
ধড়ের মধ্যে যদি প্রবেশিল জীবন।
নাক মুখ হৈতে বাহিয়ায় পবন ॥
এক ঝাড়ন দিল পদ্মা দুই ঝাড়ন দিল।
তিন ঝাড়নে লখাই চেতন পাইল ॥
[২]গড়ুর-হুঙ্কারে যদি বিষ গেল ক্ষয়।
চেতন পাইয়া বালা চতুর্দ্দিগে চায় ॥[২]
বালী বোলে শুনহে বণিককু-মার।
শিবের নন্দিনী পদ্মাক কর নমস্কার ॥
চক্ষদান নাহি বালার দেখিতে না পায়।
পদ্মাকে বলিয়া পড়ে বেননীর পায় ॥
দয়া লাগিল চক্ষদান দিলেন তুরিত।
চক্ষদানের বস্ত্র হয় গায়নকে উচিত ॥
উঠিয়া বসিল বালা চক্ষে দিল জল।
জয় জয় শব্দ করে দেবতা সকল ॥
[৩]পদ্মার বরে বালা চক্ষদান পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥[৩]

ত্রিপদী ॥[৪]

[৫]শিবের সভার মাঝে বেননী সুন্দরী নাচে
দেখিয়া বানিয়া পায় লাজ।[৫]
বালা বোলে শুন বালী কুলে লাগাইলে কালি
তোর কেনে [৬]অনুচিত কাজ[৬] ॥
এতেক সমাজ[৭] মাঝে নৃত্য কর কুন লাজে
ত্রিভুবনে রহিল[৮] খাঁখার।

কালি তোকে বিভা করি আনিলু চম্পলা পুরী
আছিলা [১]কাচের মেড়ঘর[১] ॥
[২]কি করিলে[২] মন্ত্রযোগে নিদ্রাতে আনিলে মোকে
[৩]দেখিয়া পরাণ কাঁপে মোর ।[৩]
[৪]আমার বচন শুন এথানে আইলা কেন
স্বামী করি ভয়ংনাই তোর ॥[৪]
এমত ডাকিনী তুমি [৫]এবে সে[৫] জানিল আমি
পাইল বিষম মনস্তাপ ।
আছিলাম চম্পা পুরী [৬]এথা কেনে বিদ্যাধরী[৬]
কান্দিয়া মরিবে মাঅ বাপ ॥
বালী বোলে দেবগণ শুন তোরা সর্ব্ব জন
দুঃখের[৭] উপরে মনস্তাপ ।
[৮]থার সড়া পচা বাসে সগুনি শৃগালে আসে
আসিয়া গর্জ্জয়ে বনের বাঘ ॥[৮]
দেবগণ বোলে লথাই বিহুলার দোষ নাই
[৯]বিবাদ সাধিয়াছে ব্রহ্মাণী ।[৯]
ভাসিয়া কলার ভুরে আসিয়াছে দেবপুরে
তোকে জিয়াইল বানিয়ানী ॥
শুনিয়া দেবের বাণী চম্পালির[১০] শিরোমণি
কান্ধে করি মৃদঙ্গ বাজায় ।
[১১]দেবগণের সমাজে বেননী সুন্দরী নাচে[১১]
জগতজীবন কবি গায় ॥

[১২]মা পড়িয়া পাতরে তব পদকমলে ॥ ধু ॥[১২]

পদ্মা বোলেন শুন বেননীসুন্দরী ।
[১৩]স্বামী লৈয়া যাহ কন্যা আপনার পুরী ॥[১৩]
এত কথা শুনি বাক্য বোলে বানিয়ানী ।
আর এক কথা কহি শিবের নন্দিনী ॥

তুমার কৃপায় মাগো পাইল প্রাণধন।
জিআঞা দেহ মোর ভাসুর ছয় জন॥
আপনার পাইঞা স্বামী পরের চিন্ত হিত।
ই সকল কথা কন্যা না হয় উচিত॥
মস্তকের কেশ কন্যা দুই অৰ্দ্ধ করি।
পদ্মার পায়তে গিয়া পড়িল সুন্দরী॥
দয়া করি মায়াবতী না ঠেলিহ আর।
চরণে ধরিয়া বালী করে পরিহার॥
[১]রাড়ি ছয় জাঅ আছে মনে করি আশ।
মোর স্বামী দেখি তারা ছাড়িবে নিশ্বাস॥[১]
পদ্মা বোলে এমত কথা না বোল সুন্দরী।
তুমার ভাসুর আছে রাক্ষসের পুরী॥
বালী বোলে আজ্ঞা কর যাঙ লঙ্কাপুর[২]।
উদ্ধার করিয়া আনিএ ছয় ভাসুর॥
পদ্মা বোলে কেমতে যাইবে বিদ্যাধরী।
রাক্ষসে খাইবে তোকে পরমসুন্দরী॥
বালী বোলে রাক্ষসকে ভয় নাই করি।
[৩]সেখানে রাখিবে মোকে[৩] দেবী বিষহরি॥
যে জনা রাখিল গোদা দুৰ্জ্জনের হাতে।
ভাইর কুমতি হৈল রাখিল তাহাতে॥
ছয় মাস রক্ষা কৈলে জলের উপরে।
সে জন করিবে রক্ষা রাক্ষসের পুরে॥
[৪]মধু হাস্যে পদ্মাবতী[৪] করে হায় হায়।
বানিয়া টেটনীর হাতে এড়ান না যায়॥
[৫]বেননীর মিনতি পদ্মা সহিতে না পারি।
জিয়াব জিয়াব বাক্য বোলি বিষহরি॥[৫]
জগতজীবন-কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

ত্রিপদী ॥

অগম্য[১] দেবের পুরী একেশ্বরী বিদ্যাধরী
কেমতে যাইবে এতদূর ।
তোমার বচনে আমি জিঞাইল তোর স্বামী
আর দেই[২] এ ছয় ভাস্বর ॥
[৩]করিহ আমার কাজ যেমন না হয় লাজ
পূজা করে তুমার শ্বশুর ।[৩]
[৪]চান্দো না করিবে পূজা যাবে সভে প্রেত রাজা
ধনে জনে সব হবে দূর ॥[৪]
[৫]গর্ব্বার নাম[৫] করি ডাকিলেন[৬] বিষহরি
রাক্ষসী জানিতে পায় মনে ।
চলে বুড়ি শীঘ্রগতি যথা আছে পদ্মাবতী
যোড়হস্তে বন্দিল চরণে ॥
মনসাএ বোলে বাণী শুন বুড়ি রাক্ষসিনী
[৭]আনহ সাহের ছয় ভাই ।[৭]
মনসার আজ্ঞা পায় বুড়ি শীঘ্রগতি যায়
ছয় মৃত্যু [৮]আছে যেই ঠাই[৮] ॥
[৯]রাক্ষসী প্রবেশে ঘরে কাকৈ দিয়া বেশ করে
বিচারিয়া বান্ধিল লোটন ।[৯]
[১০]বুড়ি অতি কুতূহলে মৃত্যুক পাড়িতে চলে
ঢাল হৈতে পারে ছয় জন ॥[১০]
[১১]আনন্দিত করি মন সাজে মৃত্যু ছয় জন
গয়পানি শূলপানি কান্ধে ।[১১]
[১২]চক্রপানি হলধর নীলকণ্ঠ শূর্যাবর
একত্র করিয়া আটি বান্ধে ॥[১২]
[১৩]মৃত্যুক বান্ধিয়া বলে থমকে থমকে চলে
যায় বুড়ি পদ্মা-দরশন ।[১৩]
[১৪]ততক্ষণে গর্ব্বা সতী যথা আছে পদ্মাবতী
মৃত্যু আনি কৈল সমর্পণ ॥[১৪]

পদ্মা বোলে বিদ্যাধরী দেখ মৃত্যু হস্তে করি
অগ্নি দিলে হৈয়া যায় ছাই।
না ধর না শুন বোল মিছা কর গণ্ডগোল
এই[১] মরা কেমতে জিয়াই॥
বেননী বোলেন মাঅ না কর কপট ভাঅ
তুমি দেবী সংসারের সার।
আমার ভাসুরগণ না জিয়াবে ছয়[২]জন
নিজ দেশে না যাইব আর॥
[৩]পদ্মা বোলে পরমাদ পড়ি টেটনের হাত
কুন বুদ্ধে ছলিতে না পারি॥[৩]
[৪]হাসিয়া মনসা বোলে মৃত্যুক নাহাঅ জলে
ভূমিতে রাখ সারি সারি॥[৪]
[৫]মনসার শুনি বাণী আনন্দিত বানিয়ানী
ছর ভাসুর আদি গয়পানি।[৫]
[৬]তুলিয়া লইল কোলে যায় বালী গঙ্গাজলে
স্নান করায় সাহের নন্দিনী॥[৬]
[৭]মৃত্যুক নাহাঞা নীরে আনে বালী ধীরে ধীরে
আনিল পদ্মার বিদ্যমান।[৭]
[৮]বিচিত্র আসন করি শোয়াইল সারি সারি
বোলে মাতা দেহ প্রাণদান॥[৮]
[৯]মহামন্ত্র জপ করি জল দিল বিষহরি[৯]
ঘটমধ্যে পশিল[১০] জীবন।
আইলেন পঞ্চভূত [১১]উঠ্যা বৈসে সাধুসুত[১১]
চক্ষ মেলি চাহে ছয় জন॥
উঠিয়া যে ছয় ভাই বসিলেন ছয় ঠাই
সভার মুখের পানে চায়।
[১২]দেবী দেবার বরে বেননী নৃত্য করে[১২]
লখাই মৃদঙ্গ বাজায়॥
ছয় ভাই করে মনে আনিলেন কুন জনে
রাক্ষসের পুরী এত দূর।

জননী পিতা কতি সুন্দরী রূপবতী
না দেখি চম্পাবতী পুর ॥
বিস্ময় ছয় জনে পদ্মা জানিল মনে
দিল দেবী পরিচয় করি ।
তোমার সহোদর দুর্লভ লখিন্দর
ভাইবধূ[১] বেননীসুন্দরী ॥
তোমার পিতার দোষে আমার অসন্তোষে
মরিলে তোমরা ছয় ভাই ।
[২]চান্দোর সনকা নারী[২] কঠোর তপস্যা করি
পাইলেন দুর্লভ লখাই ॥
বিভারাত্রে নিশাভাগে খাইলেক কালনাগে
মারিলেন বানিয়ার পুত্র ।
বেননী সে রূপবতী সেইজন মহাসতী
করিলেন কর্ম্ম অদ্ভুত ॥
বিহুলাসুন্দরী ভূরে আসিয়াছে দেবপুরে
জিয়াইল আপনার স্বামী ।
[৩]করিলে উৎপাত এড়াইতে না পারি হাত
তুমা সভাকে জিয়াই আমি ॥[৩]
[৪]পদ্মাবতী মায়া করি ব্রাহ্মণীর রূপ ধরি
আসিয়া কহিল সপনে ।[৪]
[৫]ভারত পুরাণ গীত শুনিতে সুললিত
রচিল জগতজীবনে ॥[৫]

মহারঙ্গে নাচে বালী উভা করি হাত ।
জিয়াইল ভাসুর ছয় আর প্রাণনাথ ॥
[৬]পদ্মার বচনে সভে পরিচয় পায় ।
কপালে মারিয়া চড় করে হায় হায় ॥[৬]
ছএ ভাইর চরণে বালা নমস্কার করে ।
কোলাকোলি গলাগলি ছয় সহোদরে ॥

বেননী বন্দিল ছয় ভাসুর-চরণে।
আশীর্বাদ করে ছয় বণিকনন্দনে॥
[১]জিয় জিয় বেননী পতিব্রতা সতী।
পৃথিবীতে যুগে যুগে রহিল খিয়াতি॥[১]
[২]মহারঙ্গে নাচে তবে বণিকনন্দন।
প্রাণ পায়া দেশে যাবে আনন্দিত মন॥[২]
[৩]পদ্মাবতী বোলে শুন বিহুলাসুন্দরী।
পূরিব মনের সাধ যাহ নিজ পুরী।[৩]
[৪]জিয়াঞা দিল তোমার এ ছয় ভাসুর।
আমার পুজা করে যেন তুমার শ্বশুর॥[৪]
[৫]ফিরিয়া কহেন বাক্য সাহের ঝিয়ারি।
এক কথা মাগো শুন বিষহরি॥[৫]
[৬]বালী বোলে নিজ দেশে যাইমু কেমতে।[৬]
কোন পথে আইলু যাইব কোন পথে॥
ভাসিয়া আইল আমি কদলীর ভুরে।
[৭]কিসতে চড়িয়া যাবো চম্পাবতী পুরে॥[৭]
শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা আছে তুমার ঠাই।
আজ্ঞা কর জননী চড়িয়া দেশে যাই॥
পদ্মা বোলে বেননী করিলে আজ্ঞাকারী।
এমন অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে না পারি॥
সমুদ্রে ডুবিল ডিঙ্গা [৮]কাঁকড়ার জলে।[৮]
[৯]কেমতে জানিলে ডিঙ্গা আছে মোর স্থলে॥[৯]
বালী বোলে পদ্মাবতী করি-পরিহার।
সদয় হইয়া মায়া[১০] না করিহ আর॥
পদ্মা বোলে সাগর বচন-শুন ভাই।
সাহের বহিত বাছা আছে তোর ঠাই
[১১]বহিত দেখাঞা দেহ আর ধন জন।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি যত গাবরিয়াগণ॥[১১]
জোড় হস্ত করিয়া সাগর বাক্য বোলে।
দৈত্য আদেশ কর ডিঙ্গা যাঞা তোলে॥

[১]দৈত্যগণ বোলি পদ্মা করিল স্মরণ।
কাঁকড়ার জলে হৈল দৈত্যর গমন ॥[১]
[২]প্রথমে আইল দৈত্য রাজা কুহুলিয়া।
শ্মশান মশান আইল রাজা খাটুরিয়া ॥[২]
[৩]দৈত্যগণ আইল তবে পদ্মার স্মরণে।
প্রণাম করিল আসি পদ্মার চরণে ॥[৩]
[৪]পদ্মা বোলে দৈত্যগণ তাম্বুল ধর খাঅ।
সত্বরে তুলিয়া দেহ চান্দোর চৌদ্দ নাঅ ॥[৪]
[৫]পদ্মার আদেশ পাঞা দৈত্যগণ যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥[৫]

ত্রিপদী ॥

দৈত্য[৬] প্রথমে ডুবিল জলে ডিঙ্গা তোলে বাহু বলে[৭]
মধুকর সবার প্রধান।
যাহাতে চৌতরা[৮] ঘর [৯]সৈন্য বৈসে নিরন্তর[৯]
নানা রত্ন[১০] বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
জাহাজ তুলিল পাছে যাহাতে সর্ব্বস্ব আছে
লঙ্কার আনিল যত ধন।
তুলিল মোহনগিরি [১১]যাতে শোভে[১১] বিদ্যাধরী
লক্ষে লক্ষে দাসদাসীগণ ॥
তুলে ডিঙ্গা উভমুখী দেখিয়া দেবতা সুখী
গিরি জিনি যাহার চৌরাট।
ঢাল তরোয়াল হাতে সৈন্যগণ বৈসে তাতে
নিরন্তর বোলে মার কাট।
পানিসোই[১২] ডিঙ্গাখানি যাতে চলে মিঠাপানি
[১৩]শোবার অনেক[১৩] শীতল পাটি।
যাহাত[১৪] ঘোড়ার থানা কুন ডিঙ্গা ফিলখানা[১৫]
যাহার উপরে নাচে নটী ॥

ব্যাঘ্রমুহা ডিঙ্গাখান যাতে থাকে চাউল ধান
ভেড়ামুহা রন্ধনের ঠাই।
তার পাছে তোলে কোষা যাতে আছে রাজপোষা[?]
রাজবাসা লেখাজোখা নাই ॥
ভ্রমরা তুলিল আর যাতে থাকে হাতিয়ার
কোঠবন্ধ[২] তুলি বান্ধে ঘাটে।
ধাউড়া তুলিল তীরে যাতে চড়ি চলে ফিরে
বিকি কিনি করে হাটে ঘাটে[৩] ॥
[৪]ভাণ্ডারিয়া যত ধন চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন জন
পদ্মার সাক্ষাতে যাঞা পায়।[৪]
জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগদ
শঙ্করনন্দিনী পদ্মার কৃপায় ॥

[৫]আমি শিব বিনে হর বিনে কার ॥ ধু ॥[৫]

পদ্মা বোলে [৬]বিলম্ব না কর রূপবতী[৬]।
ডিঙ্গাতে চড়িয়া চল যাই শীঘ্রগতি ॥
যে চাহিল [৭]সেই দিল[৭] বাকী নাই আর।
[৮]মোর পূজা করাইলে সত্যে হবে[৮] পার ॥
[৯]শুনিয়া সুন্দরী কন্যা[৯] আনন্দিত মন।
সগোষ্ঠী সহিতে বন্দে পদ্মার[১০] চরণ ॥
[১১]শিবের চরণে বালী নমস্কার[১১] করে।
আজ্ঞা কর [১২]গোসাঞি যাইতে চাহি[১২] ঘরে ॥
[১৩]শিব বোলে বেননী যাইবে নিজপুর।
পদ্মার পূজা করে যেন তুমার শ্বশুর ॥[১৩]
[১৪]একে একে বন্দে বালী যত দেবগণ।
নৌকায়ে চড়িল যাঞা আনন্দিত মন ॥[১৪]
[১৫]ছয় নায়ে চড়ে ছয় বানিয়ার বালা।
মধুকরে চড়ে গিয়া লখাই বিহুলা ॥[১৫]

[১]পদ্মা বোলে নায়ে চড় বিহুলাসুন্দরী।
হইব তোমার নায়ে আপনে কাণ্ডারি ॥[১]
[২]নৌকায়ে আসন করে শঙ্করনন্দিনী।
মস্তকে ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণী ॥[২]
ডিঙ্গা বাহ [৩]বাহ বোলে সাত ভাই[৩]।
সত্বর করিয়া [৪]পুরী চম্পাবতী[৪] যাই ॥
মনাই কাণ্ডারি ডিঙ্গা মেলে শুভক্ষণে।
[৫]চৌদ্দ ডিঙ্গা মেলে যত গাবরিয়াগণে ॥[৫]
গাবরিয়াগণ বৈঠা বাহে সারি সারি।
কাণ্ডার ধরিল যত নায়ের কাণ্ডারি ॥
আনন্দে কাণ্ডারি ডিঙ্গা বাহে নানা সুখে।
উজানীতে চলে ডিঙ্গা যেন ভাটিমুখে ॥
ধনাই মনাই উঠি ধরিল কাণ্ডার।
বাহিয়া পাইল গিয়া ত্রিবিনীর ধার ॥
ত্রিবিনীর উত্তম জল দেখি লখিন্দর।
স্নান করিল সাত চান্দোর কুঙর ॥
দেবার্চ্চনা আনন্দিতে করে সপ্ত সাধু।
জলপান দধি ঘৃত আর খায় মধু ॥
স্নান করেন কন্যা সাহের দুলালী।
দেবার্চ্চনা করিল জলে কয়েক অঞ্জলি ॥
নায়ের চৌরাটে পদ্মা বসিয়া আসনে।
কাণ্ডারি হইয়া বৈঠা ধরিল আপনে ॥
কোলাহল শব্দ শুনিতে সুললিত।
নির্ঘাত শব্দ যেন হৈল আচম্বিত ॥
দুই কুলে উথলি গঙ্গাসাগরের পানি।
দেখি চমৎকার হৈল মধুসূদন দানী ॥
[৬]ঘাটের উপরে রয়্যা দানী পাড়ে ডাক।
দান দেহ তবে যাও ঘাটে নাও রাখ ॥[৬]
দানী বোলে কে তোরা যাইস কুন ঠাই।
[৭]কুন দেশে ঘর তুমার পরিচয় চাই ॥[৭]

[১]বালা বোলে দানী তোকে দেঙ পরিচয়।
দুর্লভ লখাই চন্দ্রপতির তনয়॥[১]
[২]দানী বোলে আমি সর্ব্ব কালে সাধি দান।
কোন পথে গেলে সাধু নাইকে এড়ান॥[২]
[৩]দান দিয়া যাহ সাধু রহ এই ঠাই।
ঘাট ছাড়ি যাহ যদি রাজার দোহাই॥[৩]
কন্যাকে দেখিল দানী অতি বিচক্ষণ।
দেখিয়া দানীর হৈল আনন্দিত মন॥
দানী বোলে মহাজন রহ এই ঠাই।
[৪]যাবত তুমার বার্ত্তা রাজাকে জানাই॥[৪]
[৫]এতেক বলিয়া দানী করিল গমন।
যাইয়া পাইল দানীরাজ-দরশন॥[৫]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
বিবরণ কহে দানী করিয়া প্রকাশ॥

ত্রিপদী॥[৬]

ক্রোধ হৈয়া মহাদানী ডাকিয়া[৭] বোলেন বাণী
বন্দী কর সাধুর নন্দন।
সাধু নহে দুষ্ট বাট প্রতিবারে মারে ঘাট
রাত্রে যায় দক্ষিণ-পাটন॥
[৮]সাধু নহে[৮] অনাচারী হরিয়া পরের নারী
লৈয়া যায় [৯]আপন ভুবন[৯]।
যেজন সজ্জন হয় সঙ্গে নাকি নারী লয়
[১০]সুন্দরী পরের এই জন॥[১০]
[১১]মাঝি দাড়ি যত জন সাধু ধর সর্ব্ব জন[১১]
ঢাল খাড়া হই সাবধান।
সবে রহ ঠাই ঠাই যতনে রাখিহ ভাই
যাবত রাজাকে দেঙ জান॥

[১]চলে দানী শীঘ্রগতি যথা আছে নরপতি
যাঞা পায় রাজার ভুবন ।[১]
[২]বোলে জোড় হস্ত করি শুন রাজা অধিকারী
অবধান করহ বচন ॥[২]
[৩]দানী বোলে মহাশয় কহিতে বাসিয়ে ভয়
ঘাটে আইল এক সাধুজন ।[৩]
[৪]সাধু নহে অনাচারী হরিয়া পরের নারী
লৈয়া যায় আপন ভুবন ॥[৪]
[৫]জগতজীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥[৫]

ও দেবী মনসাগো রাখিহ চরণকমলে ॥ ধু ॥[৬]

দানী বোলে মহারাজ কর অবগতি ।
[৭]ঘাটমধ্যে আসিয়াছে এক নরপতি ॥[৭]
এক বিদ্যাধরী আছে [৮]বানিয়ার ঠাই[৮] ।
[৯]এমত সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে নাই ॥[৯]
ধনে[১০] গুণে ভুলাইঞা পরের সুন্দরী ।
চুরি করি লৈয়া যায় আপনার পুরী ॥
[১১]তুমি আজ্ঞা করি যদি শুন নরপতি ।[১১]
কাড়িয়া লইলে রাখে কাহার শকতি ॥
[১২]এতেক শুনিয়া রাজা দানীর বচন ।[১২]
সাজ সাজ [১৩]বোলিতে সাজিল সৈন্যগণ[১৩] ॥
রাজার আজ্ঞাতে সৈন্য সাজে ঝাকে ঝাকে ।
[১৪]সত্বর গমনে যায় কন্যা ধরিবাকে ॥[১৪]
মৃদঙ্গ মাদল কাড়া বাজে জয়ঢাক ।
সাজ সাজ বলিয়া কোতালে পারে ডাক ॥

মুদ্গর মুষল লৈয়া ধায় জনে জনে।
রণমুখে ধায় সৈন্য কোপ হৈয়া মনে ॥
ভয়ঙ্কর হৈল কন্যা সাহের নন্দিনী।
জোড় হস্ত করিয়া পদ্মাকে বোলে বাণী ॥
বালী বোলে প্রণমহু দেব মহেশ্বর।
তুমা পদে প্রণমহু কুমারী-শঙ্কর ॥
এক কথা কহি মাগো ভয় লাগে চিত্তে।
হের দেখ সৈন্য আইসে আমাক ধরিতে ॥
পদ্মা বোলে কন্যা তুমি কেনে বাস ভয়।
রিপু অরি তুমার সকল হবে ক্ষয় ॥
নাগগণ বোলি পদ্মা করিল স্মরণ।
চলিল তক্ষকরাজ লৈয়া নাগগণ ॥
বিষধর নাগ আইল শঙ্খ মহাসাপ।
এ তিন ভুবন যার বিষের প্রতাপ ॥
পদ্মা বোলে নাগগণ শুনহ বচন।
আইল রাজার সৈন্য দংশ প্রতি জন ॥
পদ্মার আজ্ঞায়ে সর্প আনন্দিত মন।
চলিল তক্ষকরাজ লৈয়া নাগগণ ॥
প্রথমে দংশিল গিয়া মধুসূদন দানী।
তার পাছে দংশিল রাজার দুই রাণী ॥
তার পাছে দংশে রাজার পুত্র দুই জন।
তার পাছে দংশিল রাজার সৈন্যগণ ॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া দংশে হাতিশালে হাতি।
স্থানে স্থানে দংশে যত রাজসেনাপতি ॥
প্রমাদ ভাবিয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

ত্রিপদী ॥

রাজা বোলে দুষ্ট বাণী শুনিয়া হারাইল রাণী
আমি বড় পাপী দুষ্টমতি।

কিবা গঙ্গা সুরধনী কিবা দেবী ত্রিনয়ানী
কিবা দেবী ইন্দ্রের যুবতী ॥
রাজা করি জোড়পাণি বেননীকে বোলে বাণী
শুন মাগো তুমি কুন জন।
চিহ্নিতে না পারি তোকে পরিচয় দেহ মোকে
কহ মাগো শুনি বিবরণ ॥
বালী বোলে শুন কহি চম্পলা নগরে রহি
শ্বশুর মোর সাধু চন্দ্রপতি।
সাধুয়ে পদ্মায়ে বাদ পূজা লইতে তার সাধ
বিভারাত্রে মারে প্রাণপতি ॥
ভাসিয়া কলার ভূরে গেল আমি দেবপুরে
তথা যাঞা পাইল প্রাণধন।
শুন রাজা নৃপবর পদ্মার যাঞা পূজা কর
এথনে জিইবে সৈন্যগণ ॥
বালীর বচন শুনি চলে রাজা নৃপমণি
যাঞা পায় আপন ভুবন।
মনসার পাঞা বর গীত অতি মনোহর
বিরচিল জগতজীবন ॥

আমি পদ্মা পূজিব গো মাও।
শতদলে মনসা পূজিব ॥ ধু ॥

উত্তম মন্দিরে যাঞা ঘট আরোপিল।
চুয়া চন্দন ছিটা চতুর্দ্দিগে দিল ॥
শ্বেত নেত চামরে মণ্ডপ কৈল ঘোর।
ঘৃতে তৈলে প্রদীপ যুড়িল মনোহর ॥
পূজা করিবার রাজা আনন্দিত মন।
জলপুষ্পে পদ্মার রাজা করিল পূজন ॥
পূজা পাঞা পদ্মাবতী আনন্দিত হয়।
অন্তরীক্ষে মহামন্ত্রে বিষ কৈল ক্ষয় ॥

প্রথমে উঠিল জিঞা মধুসূদন দানী।
তার পাছে জিঞাইল রাজার দুই রাণী ॥
তার পাছে রাজপুত্র উঠে দুই জন।
তার পাছে জিঞাইল রাজার সৈন্যগণ ॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠে হাতিশালে হাতি।
দানীগণ উঠে আর সৈন্য সেনাপতি ॥
এতেক প্রত্যয় দেখি রাজা অধিকারী।
যত্ন করিয়া রাজা পূজে বিষহরি ॥
ঢাক কাঢ়া বাজে ঢোল আর শঙ্খধ্বনি।
উলুলু মঙ্গলে পূজে যতেক মুনি ॥
নৃত্য করে নটুয়া গায়নে গায় গীত।
পূজা খাঞা পদ্মাবতী হৈল আনন্দিত ॥
পূজা সাঙ্গ হৈল ঘট বিসর্জ্জন করি।
বানিয়াকে মিলিতে চলিল অধিকারী ॥
রাজা বোলে আমি যত করিলাম দোষ।
বর দিয়া যাহ কন্যা না করহ অসন্তোষ ॥
বেননী বোলেন রাজা তোকে দিল বর।
আনন্দে রহিবে ধন অজয় অমর ॥
কন্যা বোলে রাজা তুমি যাহ নিজ ঘরে।
করিহ পদ্মার পূজা রাজ্যের ভিতরে ॥
রাজাকে তোষণ করি দিল পুষ্পপানি।
সেখান ছাড়িয়া সবে করিল মেলানি ॥
ত্রিবিনি বাহিয়া ডিঙ্গা ভাগীরথী পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

ভজ পদ গঙ্গানারায়ণী ॥ ধু ॥

কাণ্ডারিয়া বোলে সাধু শুন মোর বাণী।
এই গঙ্গা ভাগীরথী জহ্নুর নন্দিনী ॥

এই গঙ্গা স্নান করিলে পুণ্য পাই।
কাণ্ডারের বোলে স্নান কৈল সাত ভাই ॥
দেবার্চ্চনা করি জল করিল অঞ্জলি।
গঙ্গাজল খায় সভে বিষ্ণু বিষ্ণু বলি ॥
বালা বোলে কাণ্ডার বচন শুন ভাই।
এই কুন রাজ্য দেখি তুমাকে শুধাই ॥
কাণ্ডারিয়া বোলে সাধু কর অবধান।
ভাগীরথীর নিকট উত্তম এই স্থান ॥
বড়ই উত্তম স্থান শুন অধিকারী।
এই রাজ্যের রাজার নাম বিক্রমকেশরী ॥
বালা বোলে কাণ্ডার মোর বাক্য ধর।
মৃদঙ্গ মাদল পড়া বাজাঅ সত্বর ॥
বালার বচনে বাজায় ঢাক ঢোল।
বড় শব্দে বাদ্য বাজে করি গণ্ডগোল ॥
বোলে কেশরী রাজা কোতালের তরে।
কুন জন আইল দেখ আমার নগরে ॥
রাজার বচনে তবে নিশাচর ধায়।
বাদ্যের শব্দ শুনি পরাণ ডরায় ॥
ফিরিয়া রাজাকে জানাইলা নিশাচরে।
কে যুঝিতে আইসে বুঝি আমার নগরে ॥
ই বোল শুনিয়া রাজা লইয়া সৈন্যগণ।
বালাকে ধরিতে তবে করিল গমন ॥
বেননী বোলেন পদ্মার ধরিয়া চরণ।
দুর্জ্জয় সঙ্কট বুঝি ফিরিল এখন ॥
বালী বোলে পদ্মাবতী ত্রিজগত-মাঅ।
আপনে করিয়া কৃপা সঙ্কটে তরাঅ ॥
যেই মাত্র শুনে পদ্মা বালীর বচন।
সর্পবেষ্টিত অঙ্গে পহ্নিল অভরণ ॥
কুমুদ পঙ্কজ জিনি অঙ্গ সুললিত।
পদ্মায়ে সাপের মনি ফনিয়ে বেষ্টিত ॥

মধ্যপথে আসন করিল বিষহরি।
যেই পথে মহারাজা আসেন কেশরী॥
অরুণ বরুণ আখি দেখিতে মহাতেজা।
দেখি চমৎকার হৈল কেশরী মহারাজা॥
আচম্বিত দেখি রাজা পুছেন বচন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥

ত্রিপদী॥

বোলে রাজা নরপতি শুন মাগো গুণবতী
তুমি দেবী কাহার নন্দিনী।
কেবা সে তুমার পিতা কুন জন তব মাতা
বোল দেখি সত্য সত্য বাণী॥
কিবা তুমি সুরনর অসুর কিবা অমর
কিবা তুমি গঙ্গা সুরেশ্বরী।
মাগো দেহ পরিচয় দূর করি কষ্টভয়
চর্ম্মচক্ষে চিহ্নিতে না পারি॥
পদ্মা বোলে রাজা কহি সুর নর আমি নহি
আমি হই শিবের দুহিতা।
শুন অহে বর্ব্বর তুমি মূর্খ নৃপবর
শুন আমি কহি যত কথা॥
চম্পক নগরে ঘর চন্দ্রপতি সদাগর
তার পূজা মোকে হৈল সাধ।
মোর নাম বিষহরি শিবের আমি ঝিয়ারি
মোর সঙ্গে চান্দো করে বাদ।
পুত্র তার ছয় জন দংশি আমি প্রতি জন
তথাপি না পূজে দুরাচার।
আর এক পুত্র হৈল তাকে আমি দংশিল
বিভারাত্রে করিল সংহার॥

বান্ধিলেক মেড়ঘর চন্দ্রপতি সদাগর
পুত্রেক রাখিয়াছিল তাতে।
যাইয়া মেড়ঘরে দংশি আমি লখিন্দরে
গেল নাগ স্থতার সঞ্চারে ॥
ভয় নাই কর মোকে জানে ত্রিজগত-লোকে
আমি পদ্মা শিবের নন্দিনী।
যদি তুমি ভাল চাহ ফিরিয়া ঘরকে যাহ
নহে তব পুত্র হবে হানি ॥
রাজা বোলে মাগো শুন নগরের সর্ব্ব জন
দুষ্ট জনে বড় ভয় করি।
সেই সে কারণে আজি ইথানে আইল সাজি
মোর দোষ ক্ষেম বিষহরি ॥
না জানিয়া দেবী এত করি আমি অপরাধ
মোর ক্ষেমা কর মহেশ্বরী।
শুন মাগো মহামায়া দেহ মোকে পদছায়া
আমি মূঢ় নিবেদন করি ॥
গলে বস্ত্র পদে ধরি জোড়হস্তে নতি করি
বোলে কেশরী নৃপবর।
আমার আশ্রমে চল সঙ্গে নেহ সর্ব কাল
মোকে মাতা দিয়া যাহ বর ॥
যত নরনারীগণ শুদ্ধ করিয়া মন
বরিয়া লইল বিষহরি।
উত্তম মন্দির করি তার মধ্যে বিষহরি
পূজে রাজা জয় শব্দ করি ॥
সভে অতি কুতুহলে পূজে গন্ধপুষ্প জলে
সন্তুষ্ট হইল পদ্মাবতী ॥
যত নরনারীগণ জোড় হস্ত এক মন
প্রণাম করয়ে দেবীর পায়।
বর দিয়া পদ্মাবতী চলে আনন্দিত মতি
জগতজীবন কবি গায়।

ভজ মন গঙ্গা নারায়ণী ।। ধু ।।

বর দিয়া চলে পদ্মা শিবের নন্দিনী ।
যেখানে আছে বালী শাহের নন্দিনী ।।
পদ্মা বোলে ডিঙ্গা বাহ গাবরিয়া ভাই ।
সত্বর করিয়া পুরী চম্পাবতী যাই ।।
ডিঙ্গা বাহে গাবরিয়া গায়ে দিয়া বল ।
বাহিয়া পাইল ভ্রমরাদহর জল ।।
বাহিয়া পাইল ডিঙ্গা ভ্রমরার ধার ।
দূর হৈতে দেখে রাজ্য চম্পক রাজার ।।
বালা বোলে কাণ্ডারি বচন শুন ভাই ।
এ কুন দেশ দেখি তুমাকে শুধাই ।।
কাণ্ডারিয়া বোলে বালা কর অবধান ।
মেঘবর্ণ স্থধাথান দেশের নিশান ।।
তাল নারিকেল গুয়া দেখ ঘরে ঘর ।
এইখান দেখ তুমি চম্পালি নগর ।।
গাবরিয়া বোলে শুন সাধুর নন্দন ।
এই জন্মস্থান তুমার চম্পক ভুবন ।।
গয়পাণি চক্রপাণি শূলপাণি ভাই ।
নীলকণ্ঠ হলধর দাদা স্বর্ধ্যাই ।।
বালা বোলে গ্রাম দেখি কতদূর ।
এইখান দেখি দাদা চম্পাবতীপুর ।।
কেহো বোলে হয় নিষ্ঠ বোলিতে না পারি ।
চম্পক নগর কথা উজানি নগরী ।।
কাণ্ডারিয়া বোলে বাক্য সত্যি করি মান ।
প্রত্যয় না যায় যদি দেখাই প্রমাণ ।।
পর্ব্বত-সমান দেখ উজানীর ঘাট ।
পাথরে বান্ধ্যাছে উত্তম চৌরাট ।।
ভ্রমরাদহ বাহিয়া গগড়িয়া পায় ।
হেনকালে লখিন্দর ডাকিয়া শুধায় ।।

বালা বোলে কাণ্ডার বচন শুন ভাই।
এই কুন নদী দেখি তুমাকে শুধাই ॥
বেননী বোলেন প্রভু শুন প্রাণনাথ।
কাণ্ডারকে যত কথা পুছ অযথার্থ ॥
মন দিয়া শুন প্রভু যত বিবরণ।
একে একে কহি যত পূর্ব্ব বিবরণ ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

জোড়হাতে বোলে বাক্য বিহুলা বান্যানী।
তুমা আমা ভাসাইলে এই ঘাটে আনি ॥
এইখানে পরবাস কর নিজ পতি।
আজি না যাইব প্রভু বোলে রূপবতী।
বেননীর বচন শুনি বোলেন লখাই।
ঘাটেতে চাপাঅ ডিঙ্গা গাবরিয়া ভাই ॥
বালার বচনে ডিঙ্গা চাপাইল ঘাটে।
বাহিরে বসিল বালা নৌকার চৌরাটে ॥
প্রহরেক ছিল বেলা আকাশ-উপর।
স্নান করিল বালা সাত সহোদর ॥
তুই প্রহর গেল দিন বেলা অবসান।
সিদ্ধান্ন করেন কেহো দধি জলপান ॥
শয্যা করি শুইলেন মধুকরের উপর।
বেননী শুইল আর বালা লখিন্দর ॥
কেহো বা বসি আছে নায়ের চৌরাটে।
শয়ন করিল কেহ নৌকার চৌরাটে ॥
হাসি কৌতুক রঙ্গ কেহো গীত গায়।
কেহ শঙ্খ পুরে কেহো মৃদঙ্গ বাজায় ॥
শয়ন করিয়া সভে আছে মহাসুখে।
চম্পলা নগরে পদ্মা চলে অন্তরীক্ষে ॥

শয়ন করিয়া আছে সনা বানিয়ানী।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন দেখান ব্রহ্মাণী ॥
উঠ উঠ অহে সনা হও সচেতন।
জিইআ আইল তোর এ সাত নন্দন ॥
সপন দেখায়া পদ্মা করিল গমন।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল সনা পাইল চেতন ॥
পুত্রের সপন দেখি সনা চমকিত।
উঠিয়া বসিল সনা চাহে চারি দিগ ॥
হাহা পুত্র করি সনা কান্দে উচ্চ স্বরে।
কি হৈল কি হৈল বলি চড় মারে শিরে ॥
স্বপ্ন দেখি কান্দে সনা হইয়া মূর্চ্ছিত।
উত্তম মাথার চুল লোটায় ভূমিত ॥
সনা বোলে আছে কেনে দারুণ পরাণ।
কোথা গেল প্রাণপুত্র মা দিয়া বোলান ॥
এখনে আইল পুত্র এখনে হৈল কি।
দারুণ মায়ের ডরে বাছা হৈল লুকি ॥
হায় হায় প্রাণপুত্র কোথা গেলে পাবো।
কে দিবে বাছাকে দান কার সঙ্গে যাবো ॥
ধুলায়ে লোটাএগ কান্দে সনা বানিয়ানী।
কান্দিতে কান্দিতে সনা পুহায় রজনী ॥
হাহাকার করি সনা করেন ক্রন্দন।
গলাগলি করি কান্দে বধূ ছয়জন ॥
দাসদাসী কান্দে যত করি উচ্চ স্বর।
ক্রন্দন শুনিয়া কান্দে চান্দো সদাগর ॥
চান্দো বোলে প্রাণেশ্বরী থাক ক্ষেমা দিয়া।
আগে পাছে মরণ সভারে আছে প্রিয়া।
সংসার অসার প্রিয়া সবই মিথ্যা ধন্দা।
ঘটে প্রাণ এক নহে মায়া জড়ি বান্ধা ॥
পুত্র পরিজন প্রিয়া আর ভাই বন্ধু।
কার কেহ নহে প্রিয়া পিরিতের সিন্ধু ॥

সত্য থাকিলে প্রিয়া সম্পদে নাহি কমি।
পূর্ব্ব জন্মের পাপে মৈল কেনে কান্দ তুমি ।।
চান্দোর বচনে সনা ক্রন্দন সম্বরে।
এক কথা কহি প্রভু শুন প্রাণেশ্বরে ।।
সনা বোলে সাধু মোর ফান্দে বাম আখি।
এমন মঙ্গল কভু আমি নাহি দেখি ।।
[২]আপন আপনি তনু[২] হয় পুলকিত।
বাড়ির বাহিরে যেন হয়[২] নৃত্য গীত ।।
প্রভাতে উঠিয়া আগে দেখি সুমঙ্গল[৩]।
কলসী ভরিয়া আজি [৪]দেখি যায়[৪] জল ।।
না জানি [৫]কপালে কিবা লেখ্যাছেন[৫] বিধি।
আজিকার [৬]দিনে মোকে কি মিলায়[৬] নিধি ।।
[৭]লখাই বেননী পাছে কুন কর্ম্ম করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ।।[৭]

[৮]জানকীনাথ আমার আসরে আসন তুমার ।।[।।[৮]

প্রভাত হৈল নিশি [৯]কোকিল ছাড়ে বোল[৯]।
[১০]মুখ চাহি সুন্দরী বোলয়ে এক বোল ।।[১০]
[১১]হাসিয়া কহেন কথা করিয়া প্রণাম।
এক কথা কহি প্রভু কর অবধান।।[১১]
[১২]গঠন করিয়া দেহ বিচিত্র বিচনি।
চম্পক নগরে যাবো হইয়া ডুমনী ।।[১২]
[১৩]দেখিতে যাইবো আমি চম্পক নগর।
কেমতে আছেন মোর শ্বশুর সদাগর ।।[১৩]
[১৪]চম্পক নগরের লোক করে কুন ভাষ।
কেমতে শাশুড়ী আছে রাড়ি ছয় জাষ ।।[১৪]
[১৫]নাকে হাত দিয়া বোলে দুর্ল্লভ[১৫] লখাই।
এত বুদ্ধি সুন্দরী পাইলে কার ঠাই ।।

[১]বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কহিলে উত্তম।
উত্তম হইয়া তুমি হইবে অধম।।[১]
[২]বালী বোলে উত্তম অধম নাকি হয়।
কার্য্য অর্থে মায়া করি শুন মহাশয়।।[২]
বেননীর বাক্য বালা না করিল আন।
খাগড়া কাটিয়া বালা নিল মধ্যখান।।
সুবর্ণ কাতিয়ে চিরে খাগড়ার পাতা।
তাহাতে উত্তম করি দিল রক্ত চিতা।।
চতুর্দ্দিগে বেড় দিয়া করিল সমান।
প্রথমে করিল এক কমল নির্ম্মাণ।।
বৃষের উপরে লেখে দেব উমাপতি।
সিংহবাহিনী দেবী লেখিল পার্ব্বতী।।
সূর্য্যপুত্র যম লেখে মহিষ-উপর।
ঐরাবতে লেখে দেব শচী-পুরন্দর।।
লেখিল অমরাবতী যত দেবগণ।
নাগলোক লেখিল পাতাল ভুবন।।
হেমতাল হাতে লেখে চান্দো সদাগর।
সনা বানিয়ানী লেখে চম্পক নগর।।
ভুরার উপর লেখে লখাই বিহুলা।
একত্রে লেখিল ছয় বানিয়ার বালা।
সরোবরে লেখে কত কমলের কলি।
উড়িয়া উড়িয়া তাতে পড়ে কত অলি।।
স্থাবর জঙ্গম লেখে পর্ব্বত কানন।
সারি শুক বিহঙ্গম লেখে পক্ষগণ।।
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ লেখিল যদুকুল।
লেখিল পঞ্চ ভাই সহদেব নকুল।।
রাজা যুধিষ্ঠির আর ভীম মহাবীর।
লেখিল অর্জ্জুন আর অভিমন্যু বীর।।
দ্বারকাতে লেখিল কৃষ্ণ বলরাম সহিত।
অযোধ্যাতে লেখিল রাম লক্ষ্মণ সহিত।।

লঙ্কাতে লেখিল রাবণ মন্দদরি ।
পঞ্চবটী বনে রাবণ সীতা নৈল হরি ॥
[১]বিচনি লেখিয়া[১] দিল সুন্দরীর হাতে ।
[২]বিচনি লইয়া কন্যা প্রণমিল মাথে ॥[২]
বালী বোলে প্রভু তুমার সাফল জীবন ।
[৩]কথাতে শিখিলে তুমি অমূল্য গঠন ॥[৩]
বিচনি পাইয়া বালী আনন্দিত মন ।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

ত্রিপদী ॥

খসাএল মাথার কেশ করে বালী নানা বেশ
বসন পরিল অঙ্গে কালা ।
অধর করিয়া ফিকা কপালে সিন্দুর টীকা
গলায়ে পড়িল বনমালা ॥
ডাইনে বান্ধিল খোপা তাহে পিতলের ঝোপা
কর্ণে চাকা পিতলের কড়ি ।
উরে তুলি পহ্রে কাপা ভাঙ্গা বস্ত্র বুকে ঝাপা
বিচিত্র বিচনি হাতে করি ॥
[৫]জিনি কুচ কুম্ভ করী মধ্যা খিনি করি অরি
দেখিয়া হাসিল লখিন্দর ।[৫]
[৬]যেন কমলের কলি দেখিয়া ধাইল অলি
কামশরে বালা জরজর ॥[৬]
সম্পুট করিয়া পানি বাক্য বোলে বানিয়ানী
আজ্ঞা কর শুন প্রাণেশ্বর ।
বালা বোলে রূপবতী যাহ তুমি শীঘ্রগতি
অবিলম্বে আসিঅ সত্বর ॥
[৭]ছয় ভাসুরের পায় বিদায় হইল তায়
চলে কন্যা চম্পাবতী পুর ।[৭]

[১]চঞ্চল নয়ানে চায় পথে রঞ্গ গীত গায়
যাঞা কন্যা পায় কত দূর ।।[১]
[২]বাক বাধা পরিধান পিতলের অভরণ
মাথায়ে বিচনি ডোম-ডালি ।[২]
[৩]থমকে থমকে চলে মধুহাস্যে বাক্য বোলে
যাঞা পায় নগর চম্পালি ।।[৩]
[৪]বেননীসুন্দরী চলে চলিতে বিজুলি পড়ে
মূর্চ্ছিত হইল ত্রিভুবন ।[৪]
মনসার পাঞা বর পদ্দ অতি মনোহর
বিরচিল জগতজীবন ।।

[৫]রসের ডুমনীলো দান দিয়া যা মোরে ।
মাথায়ে ডোমের ডালি অতি মন্দাকিনী রয় ।। ধু ।।[৫]

হাততে বিচনি কাখতে ডোম-ডালি ।
[৬]থমকে থমকে চলে সাহের দুলালী ।।[৬]
হাসিয়া হাসিয়া চলে মাথে ডোম-ডালি ।
মুখে গীত গায় কন্যা হাতে মারে তালি ।।
উদিত অরুণ জিনি অধরবিম্বছটা ।
তিমির বিজলি জিনি সিন্দুরের ফোঁটা ।।
বিচনি লইয়া চলে দিয়া বাহু নাড়া ।
বাম ভাগে এড়াইল ব্রাহ্মণের পাড়া ।।
দেখিয়া যুবকগণ বিকল সকল ।
পথে দাঁড়াইয়া কথা পুছিতে লাগিল ।।
[৭]এক যুবক বোলে কন্যা হের নেহ ফুল ।[৭]
যদি দয়া কর কন্যা দেই জাতি কুল ।।
আর যুবকে বোলে কন্যা কিছু নহে সার ।
তোমার তুল্য ধন নাহি পৃথিবী-মাঝার ।।

প্রাণ চাহ প্রাণ দেই অন্যের কিবা কাজ।
প্রত্যুত্তর দেহ মোকে ছাড়ি কুল লাজ ॥
আর যুবকে বোলে কন্যা শুন সুললিতা।
যদি দয়া কর কন্যা ছাড়ি মাতাপিতা ॥
আর যুবকে বোলে কন্যা তুমি বড় জাতি।
কাহার নগরে কন্যা তুমার বসতি ॥
বেহুনীয়ে বোলে [১]আমরা ডোম জাতি[১]।
চম্পলা নগরে বাপু আমার বসতি ॥
[২]এক যুবকে বোলে কন্যা রহ[২] এই ঠাঁই।
চম্পক নগরে তোকে কভু দেখি নাই ॥
বালি বোলে ঘরে বসি রান্ধি বাড়ি খাই।
ডোমনার প্রসাদে আমি কথাও[৩] না যাই ॥
সাত[৪] দিন আমার ডোমনা পরবাস।
তিন দিন [৫]হৈল বাপু[৫] মোর উপবাস ॥
বিচনি লইয়া আইনু চম্পাবতীপুর।
[৬]বিচনি লইবে হেন না দেখি গাভুর ।[৬]
[৭]ক্রোধ হইয়া যুবকগণ বোলেন উত্তর।
তোর মূল্য কন্যা বিচনির মূল্য ধর ।[৭]
বাণী বোলে কহিলে তুমরা পাবে ডর।
বিচনির মূল্য হয়[৮] সোনার মোহর ॥
[৯]এক যুবক বোলে শুন যত যুবক ভাই।
সোনার মোহর আমরা কভু দেখি নাই ॥[৯]
[১০]যদি বা থাকিত বালা দুর্লভ লখাই।
তুমার বিচনি লইত এই ঠাঁই ॥[১০]
সুন্দরী বোলে মরদ ছিল লখিন্দর।
তুমরা সমস্তগুলা তাহার নফর ॥
[১১]লখাই মরদ ছিল তুমরা সভে ভেড়া ।[১১]
[১২]মররে যুবক সব[১২] গলায়ে বান্ধি ঘড়া ॥
[১৩]যুবকের ঠাঁই হৈতে হৈল বিদায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ।[১৩]

[১] ও মুনির চরণকমলে ভাবিলে ভাবনা ॥ ধু ॥[১]

নমগো নমগো পদ্মা তুমি গুণধাম।
তুমি যারে নিদারুণ বিধি তারে বাম ॥
তুমি নিতে তুমি দিতে তুমি সুখদাতা।
মাও যদি দিবে দুঃখ নিবেদিব কোথা ॥
ব্রাহ্মণ কায়েস্ত পাড়া বাউর্য্য বাজার।
একে একে সমস্ত হইয়া গেল পার ॥
বণিকের পাড়া যায়া দিল দরশন।
তাহাকে এড়িয়া পাইল চান্দোর ভুবন ॥
[২]দুয়ার ঘুচাহ বাপু[২] সাহের দুয়ারি।
বিচনি লইয়া যাই সাহের অন্তস্পুরী ॥
দুয়ারিআ বোলে তবে ঘুচাই দুয়ার।
সুরতি শৃঙ্গার যদি[৩] কর অঙ্গীকার ॥
[৪]বালী বোলে দ্বারী তুক্রি অধম দুর্জ্জন।
নীচ জন দেখি তোর স্থির নহে মন ।[৪]
নিরন্তর সাধু যোগাই পানপানি।
বিচার না কর তুমি হাড়ি চণ্ডালিনী ॥
দুয়ার ঘুচাঞা দিল সাহের দুয়ারি।
[৫]বিচনি ধরিয়া কন্যা গেল অন্তস্পুরী ।।[৫]
ঘরের দুয়ারে বসি আছে বানিয়ানী।
বিচনি লইয়া তথা গেলেন ডুমনী ॥
সনকার আগে যাঞা হৈল উপস্থিত।
ডোমনীর রূপ দেখি সনা চমকিত ॥
সনা বোলে কন্যা তুমি হও কুন জাতি।
কাহার নগরে কন্যা তুমার বসতি ॥
বালী বোলে নিশ্চয় আমরা ডোম জাতি।
চম্পলা নগরে মাগো আমার বসতি ॥
সনা বোলে কন্যা যদি রহ এই ঠাই।
চম্পলা নগরে তোক কভু দেখি নাই ॥

বালী বোলে আমার ডোমনার প্রসাদে।
কোথাও না যাই মাগো বস্যা থাকি ঘরে ॥
সাত দিন আমার ডোমনা পরবাস।
তিন দিন হৈল মাগো মোর উপবাস ॥
উপবাসে জরজর শুন সাধুয়ানী।
আইল তুমার ঠাই লইয়া বিচনি ॥
উপবাস রক্ষা কর যদি কিছু পাও।
আম্বল পনতা খাঞা শরীর জুড়াও ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সনা করয়ে ক্রন্দন।
আর বার সনকায়ে পুছেন বচন ॥
ব্যাকুল হইয়া সনা পুছে আর কথা।
পরিচয় দেহ কন্যা দূর কর ব্যথা ॥
বেননীর ঠান দেখি বেননীর বেশ।
কহ সর্ব্বস্ব ছাড়িলে কুন দেশ ॥
কপট ছাড়িয়া কথা কহ নিষ্ঠ বাণী।
পুত্র বোলি উচ্চ স্বরে কান্দে বানিয়ানী ॥
ডোমনী বোলেন মাগো আমরা নীচ জন।
বিকায়া বেড়াই মাগো অমূল্য বিচন ॥
সনা বোলে ডুমনি বিচনি নিবে কে।
মোর বাক্যে বিচনি সাগরে ভাসাই দে ॥
নাহি পুত্র লখাই রঙ্গিয়া মোর ধন!
কে নিবে সুন্দরী তোর অমূল্য বিচন ॥
বিবাদে মারিল পদ্মা বিবাহ-বাসরে।
ভাসাইল পুত্রবধূ বিষম সাগরে ॥
আজি কালি করিয়া হইল ছয় মাস।
ভালমন্দ না পাই তার কিছু তল্লাস ॥
[১]তুমার আকৃতি বধূ তুমার আকার।
পুত্রশোকে অভাগিনী না পারি চিহ্নিবার ॥[১]
[২]ভাসাইল পুত্রবধূ নিদারুণ হৈয়া।
পুত্রখানি চাহিত বধূর বড় দয়া ॥[২]

[১]পুত্রবধূ ভাসাইল সাগরের পানি।
ফিরিয়া পাইবে পুত্র শুন ঠাকুরাণী ॥[১]
[২]ক্রন্দন সম্বরি সনা পুছেন বচন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥[২]

ত্রিপদী ॥[৩]

[৪]সনা বোলে রূপবতী এত মায়া পাইলে কতি
মায়াতে প্রত্যয় না যাই।[৪]
[৫]নিষ্ঠুর করহ মায়া থানিকে নাহিক দয়া
কোথা মোর দুর্লভ লখাই ॥[৫]
হৃদে বিষ মুখে মধু সনকায়ে বোলে বধূ
বড় দেখি বিপরীত বেশ ॥
কুলে লাগাইলে কালি কাখে ধর ডোমডালি
কুন লোকে শুনি ভাল কয়।
অঙ্গের বসন কালা গলায়ে লোহার মালা
জাতি কুল থানিক নাহি ভয় ॥
অকপট করি মন কহ দেখি বিবরণ
বিশেষ শুনিতে চাহি আমি।
সর্ব্বস্ব ধন মোর সঙ্গে করি দিনু তোর
কুন থানে ভাসাইলা তুমি ॥
পিতল সব কর দূর পন্থ স্বর্ণ কর্ণফুল
আমার সুস্থির হোক মন।
কপট ছাড়িয়া মনে কহ দেখি বিবরণে
কথা ছিলে কেমন কারণ ॥
বেনণী বোলেন কি আমি ত ডোমের ঝি
মিথ্যা শোকে কেনে ভাব ব্যথা।
বৃদ্ধ শোকজ্বালা নাহি চিহ্ন মন্দভালা
জাতি যে অজাতি কহ কথা ॥

ডোমনীর গলা ধরি কান্দে সনা সুন্দরী
ডোমনী করেন হায় হায় ।
ছয় বধূ কান্দে আর দাসদাসী জরজর
কান্দে সনা ডোমনী দেখিয়া ।।
দুই হাতে থাকুড়ে বুক না দেখি পুত্রের মুখ
[১]পুত্র মোর না আইল[১] ফিরিয়া ।
[২]বধূগণে বোলে মাও চিত্তে ক্ষেমা দিয়া রও
থাকে ভাগে আসিবে ফিরিয়া ।।[২]
বিষম সাগরের পানি ভাসাইলা পুত্রখানি
[৩]সেই পুত্র বধূ নাকি আইসে ।।[৩]
পুত্র মোর অনুপাম যেন মদনের কাম
খাইবেক এ মৎস্য মগরে ।
দুর্জ্জন ধরিয়া[৪] জলে বধূকে হরিলে বলে
[৫]পুত্র মোর না আসিবে ঘরে ।।[৫]
ডোমনী বোলেন মাঅ কান্দি কেনে দুঃখ পাঅ
মিথ্যা শোক কর অকারণ ।
[৬]ব্রাহ্মণীর পাঞা বর পদ্মমুখী-প্রাণেশ্বর
বিরচিল জগতজীবন ।।[৬]

[৭]ও ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৌনে হরে ।
যারে তরায় শম্ভু সেই তরে ।। ধু ।।[৭]

সোনা বোলে ছয় বধূ কর অবধান ।
ডোমনী বিদায় কর দিয়া গুয়াপান ।।
ডোমনীয়ে বোলে মাও[৮] গুয়া নাই খাই ।
খিদায়ে অন্তর পুড়ে অন্নগুটি চাই ।।
সনকা বোলেন বাক্য শুন রূপবতী ।
কে খায় অন্ন আমার অন্ন পাই কতি ।।
মরিল* যেদিন হৈতে আমার নন্দন ।
দশে পাঁচে এক দিন করি যে রন্ধন ।।

---

*পাঠ—মোরিল

ডোমনী বোলেন বাক্য জোড় করি হাত।
মেড়ঘরে আছে উত্তম[১] ব্যঞ্জন[২] ভাত॥
[৩]শুনিয়া ডোমনীর কথা চমৎকার মনে।[৩]
[৪]মেড়ে অন্ন আছে কন্যা[৪] জানিলে কেমনে॥
[৫]ভাসাইলে পুত্র[৫] মোর দুর্লভ লখাই।
জাতি দিলে [৬]ডোমনী কেমন ডোম[৬]-ঠাই॥
ডোমনীয়ে বোলে আমি তোমার বধূ নাই।
মেড়ের অন্নের কথা [৭]তোমারে বুঝাই[৭]॥
বালার [৮]বিবাহ দিনে[৮] আইল দেখিতে।
ডোমডালা লইয়া আইনু [৯]ডোমনা সহিতে[৯]॥
কৌতুক দেখিতে রাত্রি হৈয়া গেল পাছে।
শুইয়া রহিল বালার মেড়ঘর-কাছে॥
বালার কারণে বালী করিল রন্ধন।
নিদ্রাতে [১০]পড়িল গন্ধবণিকনন্দন[১০]॥
অন্নব্যঞ্জন [১১]পাতিলতে ঢাকিল সুন্দরী[১১]।
[১২]এই বৃত্তান্ত মাও কহিবারে পারি॥[১২]
[১৩]ডুমনী কহিল যদি এতেক বচন।
শীঘ্রগতি চলি গেল বালার ভুবন॥[১৩]
মেড়ের দুয়ারে [১৪]যায়া কপাট ঘুচায়[১৪]।
[১৫]কপাট না ঘুচে[১৫] সনা করে হায় হায়॥
ডুমনী বোলেন [১৬]মাগো এক পাশে যাঅ[১৬]।
[১৭]তুমি* যায়া থাক আমি কপাট ঘুচাঅ॥[১৭]
[১৮]শুনিয়া সুন্দরী[১৮] সনা হৈল এক পাশে।
[১৯]দুয়ারে হাত দিয়া[১৯] বালী মনে মনে হাসে॥
[২০]কপাট ঘসিল মাত্র সতীর পরশে।
মেড়ঘরে সনা তবে করিল প্রবেশে॥[২০]
বাটাতে তাম্বুল আছে ভৃঙ্গারেত পানি।
একমাত্র [২১]না দেখিল পুত্র বধূখানি[২১]॥

---

* পাঠ—তোমি

[১]যেই মাত্র[১] সনকা হাঁড়িতে দিল হাত।
হাঁড়িতে পাইল উত্তম[২] ব্যঞ্জন ভাত[৩] ॥
সুবর্ণ থালেতে অন্ন বাড়ে বানিয়ানী।
[৪]সেই অন্ন সনকা ডোমনীকে[৪] দিল আনি ॥
ডোমনী বোলেন মাঅ আমরা নীচ জাত্যে।
[৫]তোমার সাক্ষাতে অন্ন ভুঞ্জিব কেমতে[৫] ॥
অন্ন লৈয়া চলে গন্ধবানিয়ার বালী।
কুকুর দেখিয়া কন্যা অন্ন দিল ঢালি ॥
ফিরিয়া প্রবেশ করে পুরীর ভিতরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

[৬]বাছাধনকে হারাইলাঙরে নিশিভাগে ॥ ধু ॥[৬]

আকুল হইয়া কান্দে সনা বানিয়ানী।
সনার ক্রন্দনে কান্দে বেননী ডুমনী ॥
বুকে হাত দিয়া সনা করে হায় হায়।
কপালে মারিয়া চড় কান্দে উভরায় ॥
পুরীর ভিতরে হৈল ক্রন্দনের রোল।
দাসদাসী যত কান্দে করি গণ্ডগোল ॥
ক্রন্দনের রোল হৈল পুরীর ভিতরে।
দূর হৈতে শুনিলেন চান্দো সদাগরে ॥
চান্দো বোলে কি কারণে কান্দে যত লোক।
কে আসি তুলিয়া দিল মরা পুত্রশোক ॥
ক্রোধে কম্পমান চান্দো মচড়ায় দাড়ি।
কোমর* ভাঙ্গিব তার হেমতালের বাড়ি ॥
হেমতাল লৈয়া চান্দ চলে দড়বড়।
বিচনি ছাড়িয়া ডুমনী দিল লড় ॥
বিচনিতে খায়া মারে হেমতালের বাড়ি।
পায়ে ভাঙ্গি বিচনি করি গুড়াগুড়ি ॥

---

* পাঠ—কমর

কোথা গেল কোথা গেল সেই না ডুমনী।
গর্জ্জন করিয়া চান্দো করে গালাগালি ॥
পলাইয়া ডুমনী তবে গেল কত দূর।
একে একে এড়াইল চম্পাবতী পুর ॥
গগড়িয়ার ঘাটে যায়া দিল দরশন।
দেখিয়া বালার তবে আনন্দিত মন ॥
বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া ঐখানে রহ।
চম্পক নগরের কথা একে একে কহ ॥
কেমতে আছেন মোর পিতা সদাগর।
কেমতে আছেন পুরী চম্পক নগর ॥
বালার বচনে বালী কহে বিবরণ।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

ত্রিপদী ॥[১]

[২]একলা বিদ্যাধরী কেমতে সাহস করি
গেলা তুমি* চম্পলা নগর।[২]
চম্পলার দুষ্টলোক [৩]একা না দেখিয়া তোক[৩]
[৪]কেহো কিছু বলিল উত্তর ॥[৪]
কুলের সুন্দরী নারী পথে চলে একেশ্বরী
[৫]কেমনে মহত রহে তারে।[৫]
[৬]সীতা হেন মহাসতী তার হৈল কুখ্যাতি
দৈবে ছিল রাবণমন্দিরে ॥[৬]
প্রভাতে [৭]গেলেন সতী[৭] সন্ধ্যা হৈল[৮] রূপবতী
আজি তোর মতি [৯]হৈল ভিন্ন[৯]।
শুনিয়া চম্পসা লোকে কি বোলিবে তোকে মোকে
[১০]বালা হৈল স্ত্রীর[১০] অধীন ॥
বালী করে জোড় হাত শুন প্রভু প্রাণনাথ
জলমধ্যে ভাসিল যখন।

---

* পাঠ—তোমি

[১]পদ্মার কতেক নাট[১] জলমধ্যে[২] দুষ্ট ঘাট
তথুন রাখিল বুন জন ।।
শুনিয়া বালির কথা[৩] [৪]বালা করে হেট মাথা[৪]
লজ্জাতে রহেন হেট মুখে ।।
[৫]লখিন্দর বোলে বাণী শুন প্রিয়া বানিয়ানী
চম্পলার কথা শুনি মুখে ।[৫]
[৬]গেলাঙ চম্পলা দেশ দেখিলাঙ সবিশেষ
কাকো আমি না দেখিল ভাল ।[৬]
তোমা বিনে পুরীখান [৭]চন্দ্রহীন যেন রাত্রিখান[৭]
[৮]কার মুখ না দেখিলু ভাল ।[৮]
দেখিল শাশুড়ী মাও আর রাড়ি[৯] ছয় জাও
[১০]অস্থি চর্ম মাত্র হৈয়া সার ।[১০]
তোমার আমার শোক নাহি তার তৃষ্ণা ভোক
ভাগ্যে সে পাইল দেখিবার ।।
শ্বশুর বড়[১১] বিবাদিয়া [১২]বড়ই দারুণ[১২] হিয়া
নাহি ছাড়ে কুৎসিত কুমতি ।
দেখিয়া আমার ভাঅ কান্দিলা শাশুড়ী মাঅ
মারিতে আইল শীঘ্রগতি ।।
[১৩]বেননীর শুনি কথা লখিন্দর পায় ব্যথা
ছয় ভাই হেট মাথা করে ।[১৩]
[১৪]জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগদ
মনসা দেবীর পাঞা বরে ।।[১৪]

[১৫]শিবনাম বোলরে নর বদনে ।। ধু ।।[১৫]

বেননীয়ে বোলে প্রভু শুন প্রাণনাথ ।
অবধান কর প্রভু আমার কথাত ।।
একে একে নগর করিনু প্রদক্ষিণ ।
চিহ্নিতে না পারে লোক কিবা হীন খিন ।।

চম্পলার লোক করে অহি ভয়।
দেখিল শাশুড়ী আর ছয় জায় ॥
শোকে শোকে ছয় জনা হৈঞাছে জর্জ্জর।
নিরবধি কান্দে তারা বোলি প্রাণেশ্বর ॥
শাশুড়ী সনকা সে কান্দিতে থাকে নিতি।
একই না জানে তারা দিবা আর রাতি ॥
শ্বশুরের কথা কহি কর অবধান।
এখন না ছাড়ে প্রভু চণ্ডালের জ্ঞান ॥
বেননীর মুখে বালা শুনিয়া বচন।
প্রত্যুত্তর করে বালা বণিকনন্দন ॥
বালা বোলে প্রিয়া তুমি কৈসে অনুচিত।
কিছু প্রায়শ্চিত্ত লাগে দেশের উচিত ॥
বালার বচনে বালী হৈল সাবধান।
গঙ্গাজল দিয়া বালী করিলেক স্নান ॥
দেবার্চ্চনা করিয়া জল করিল অঞ্জলি।
প্রায়শ্চিত্ত দিলেন কন্যা কনক তিলাঞ্জলি ॥
বসন তেজিয়া বস্ত্র কৈল পরিধান।
মস্তকে উড়ানি দিল উত্তম বসন ॥
স্বামীকে প্রদক্ষিণ কন্যা করিল সাত বার।
ছয় ভাসুরের পায়ে করে নমস্কার ॥
আরোহণ করে মধুকরের উপরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

কাল মানবজীবন কর্যাছে সাফল রে ॥ ধু ॥

এখনি বেননী আইল ভালে ভালে জানি।
দাসীকে ডাকিয়া বাক্য বোলে বানিয়ানী ॥
সনকায়ে বোলে দাসী শুনহ বচন।
গগড়িয়ার ঘাটে সভে করহ গমন ॥

সনকার বচনে চলিল যত দাসী।
কাঁখেতে করিয়া নিল জলের কলসী ॥
বণিক গুআলহাটি বাউর্ন্ন বাজার।
একে একে সমস্ত হৈয়া গেল পার ॥
কতক্ষণে দেখে যাঞা গগড়িয়ার জল।
ডিঙ্গার উপরে উড়ে বসন ধবল ॥
দাসীগণ গেল তবে গগড়িয়ার ঘাটে।
লখাই বসিয়া আছে নৌকার চৌরাটে ॥
এক দাসী বোলে [১]হের দেখ রাই[১]।
সাক্ষাতে দেখিয়ে যেন দুর্লভ লখাই ॥
আর দাসী বোলে মাগো এমন নাকি হয়।
মরা জিয়াইঞা আসে কে যায় প্রত্যয় ॥
আর দাসী বোলে বেননী হয় সতী।
কি জানি জিয়াইঞা আনে আপনার পতি ॥
[২]আর দাসী বোলে মাগো শুনহ উত্তর।
সাক্ষাতে দেখিয়ে যেন বালা লখিন্দর ॥[২]
[৩]আর দাসী আছিল তার নাম সুবলা।
পরিচয় পায় কন্যা দেখিয়া বিহুলা ॥[৩]
পরিচয় পাঞা দাসীর প্রাণ নহে স্থির।
খালি কলসী লইয়া গেল না ভরিল নীর ॥
পড়িতে উঠিতে নারে দাসী পারে লড়।
যাইয়া পাইল দাসী চম্পক নগর ॥
একে একে সমস্ত নগর হৈল পার।
তার পাছে যাঞা পায় চান্দোর দুয়ার ॥
পথে থাকিয়া দাসী করে কানাকানি।
আগবাড়ি পুছে কথা সনকা বানিয়ানী ॥
দাসী বোলে সত্য সত্য যদি হয় আন।
ফিরিয়া আসিয়া আমার কাটিবে নাক কান ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালী করিল পরকাশ ॥

ওরে বাছা কাহ্নাইরে ।
ও প্রাণের ধনরে বাছা ধন আইল মোর গোধন লইয়া ॥ ধু ॥

বাহির হইঞা নগরিয়া লোক দেখ গিয়া ।
যাদু চান্দ আইল মোর গোধন লইয়া ॥
হায় হায় করি সনা প্রবেশিল ঘরে ।
বধূ বোলি ডাক পাড়ে-রহি দুয়ারে ॥
সনা বোলে কথা গেলা বৃদ্ধ সদাগর ।
ঘাটে আসিয়াছে পুত্র সাত সহোদর ॥
উরুতে চাপড় মারি লড় দিল বানিয়া ।
কে দেখিল কোথা কে আইল শুনিয়া ॥
শুনিয়া আইল আর বধূ ছয় জন ।
গগড়িয়ার ঘাট লাগি করিল গমন ॥
পুত্র পুত্র বোলি সনা উভমুখে ধায় ।
সনার পশ্চাতে ধায় রাড়ি ছয় জায় ॥
পুত্র পুত্র বোলি সাধু উভমুখে কান্দে ।
হায় হায় করি ধায় হেমতাল কান্ধে ॥
তার পাছে ধায় যত দাসদাসীগণ ।
লড়ালড়ি করিয়া লড়িল সর্ব্ব জন ॥
লোকমুখে শুনিয়া নগরে হৈল রোল ।
চলিল নগরের লোক করি গণ্ডগোল ॥
কেহো বোলে ভাগ্যবান চান্দো সদাগর ॥
ইহার তুল্য ভাগ্য নাই পৃথিবী-ভিতর ॥
সভার আগে সনা বানিয়ানী ধায় ।
নয়ানের জলে পথ দেখিতে না পায় ॥
পড়িয়া উঠিতে নারে বুকে মারে ঘাঅ ।
পুত্র পুত্র বোলি সনা ঘনে পাড়ে রাঅ ॥
না দেখি রসাল কাষ্ট উভমুখে ধায় ।
খসিয়া পড়িল শাড়ি তাহা না উঠায় ॥

এক দিগে খসে বস্ত্র আর দিগে টানে।
মন্দাকিনীর ধারা যেন বহে দু নয়ানে।।
নগর হইল পার লোকের যত ঠাট।
দূর হৈতে দেখে নদী গগড়িয়ার ঘাট।।
সনকা যে দেখিল নদী গগড়িয়ার জল।
ডিঙ্গার উপর দেখে বসন ধবল।।
দূর হইতে জননীকে দেখিল লখায়।
ডিঙ্গা হৈতে ভূমিতে নাম্বিল সাত ভায়।।
দূরতে ছাড়িয়া সনা গেলেন নিকটে।
পরিচয় পাঞা ব্যথা ঘুচিল কপটে।।
নিকটে যাইয়া পুত্রের পায় দরশন।
বিরচিয়া গায় কাব জগতজীবন।।

আস্তরে অভাগীর বাছা কোলে করি কাক।
কোলে আস্ত প্রাণ রাখ মা বোল্যা ডাক।।
সনা বোলে কোলে করি আস্ত সর্ব্ব ধন।
বাপের দুলাল বাছা মায়ের জীবন।।
মাওকে দেখিয়া তবে ভাই সাত জনে।
প্রণাম করিল সভে মায়ের চরণে।।
মায়ের চরণে সভে কৈল নমস্কার।
জিয় জিয় বাক্য সনা বোলে লক্ষ বার।।
তার পাছে আল্যা তবে বালী রূপবতী।
শাশুড়ীর পায়ে পড়ি করেন প্রণতি।।
বধূর মুখেতে সনা লক্ষ চুম্ব খায়।
শ্বশুরকে দেখিতে বেননী কন্যা যায়।।
যেখানে দাঁড়াইয়া আছে চান্দো সদাগর।
সেখানে গেলেন পুত্র সাত সহোদর।।
পিতার চরণে যায়া দণ্ডবৎ করে।
জিয় জিয় বাক্য চান্দো বোলে উচ্চ স্বরে।।

তার পাছে প্রণাম করে বিহুলাসুন্দরী।
জিয় জিয় উচ্চ স্বরে বোলে অধিকারী॥
চান্দো বোলে ধন্য ধন্য তোমার জীবন।
তোমার প্রসাদে পাইল পুত্র সাত জন॥
সনকাকে বোলে বাক্য রাড়ি ছয় জনে।
কথা আছে বেননী মাগো যাব সেই খানে॥
তার পাছে দেখে বালী রাড়ি ছয় জন।
শিরতে বন্দিল বালী সবার চরণ॥
রাড়ি ছয় জাও আর সাহের দুলালী।
বিস্তর কান্দিল সভে করি গলাগলি॥
নগরিয়া যত বালার সখিগণ।
সকলে দেখি সভে কৈল আলিঙ্গন॥
[১]চান্দো বোলে ধনাই মনাই শুন ভাই।
বহিত বান্ধিয়া শীঘ্র চল গৃহে যাই॥[১]
চান্দো বোলে বেননী সাফল তোর প্রাণ।
ত্রিভুবনে সতী নাই তোমার সমান॥
চল চল পুত্র বধূ চল যাই[২] বাড়ি।
দেখুক স্বামীর মুখ বধূ ছয় রাড়ি॥
বালা বোলে যদি [৩]তুমি* পূজহ ব্রাহ্মণী[৩]।
[৪]তবেত বাড়িতে যাবো শুন নিষ্ঠুর বাণী॥[৪]
চান্দো বোলে [৫]আগে বাছা চল যাই ঘরে।[৫]
মিথ্যা মায়া না [৬]কর পণ্ডিত লখিন্দরে[৬]॥
[৭]পুত্রকে দেখিয়া সনার আনন্দিত মন।
বহিত বরিতে চলে লৈঞা বধূগণ॥[৭]
[৮]জোড়া কাসি বাজে মৃদঙ্গ আর ঢাক।
আনন্দে চলিল সনা ডিঙ্গা বরিবাক॥[৮]
[৯]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥[৯]

---

* পাঠ—তোমি

[১]আজ্ শুভ ক্ষণে গোপাল আল্য ঘরে।
জয় জয় শব্দ হৈল গোকুল নগরে।। ধু।।[১]

গৃহের মধ্যতে সনা রাখে পুত্রগণ।
বরিতে চলিল সনা চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন।।
গোয়াল ব্রাহ্মণপাড়া বাউন্ন বাজার।
একে একে সমস্ত হইয়া গেল পার।।
একে একে এড়াইল সমস্ত নগর।
গগড়িয়ার ঘাট যাঞা পাইল সত্বর।।
আগে আগে জল ঝারা ভৃঙ্গারের পানি।
বহিত সব বরিয়া লইল বানিয়ানী।।
বরিয়া লইল সনা চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন।
সত্বরে পাইল গিয়া চম্পলাভুবন।।
আনন্দিত মনে রামা প্রবেশিল ঘরে।
সেইকালে চান্দো আসি প্রত্যুত্তর করে।।
সত্বরে যাইয়া সনা করহ রন্ধন।
সাত পুত্র সহিতে আসি করিব ভোজন।।
চান্দোর বচনে সনা চলিল সত্বরে।
রন্ধন করিল গিয়া উত্তম মন্দিরে।।
এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করিল রন্ধন।
স্বামীর সাক্ষাতে যায়া বোলিছে বচন।।
ভোজন করিতে শীঘ্র চল সদাগর।
সাত পুত্র লৈয়া চান্দো চলিল সত্বর।।
বামে দক্ষিণে বৈসে যত পুত্রগণ।
আনন্দে বসিয়া চান্দো করিল ভোজন।।
প্রথমে আনিয়া দিল আদা আর লোন।
ইহাকে খাইয়া বাছা তুষ্ট কর মন।।
তার পাছে আনি দিল অন্ন আর ঘৃত।
ইহাকে খাইয়া বাছা মনে কর প্রীত।।

তার পাছে আনি দিল পুরাণ সুকুতা।
পিত্ত সব নাশ হবে শুন মোর সুতা ॥
তার পাছে দিল আনি বেসারি ব্যঞ্জন।
অবশেষে দধি দুগ্ধ করিল ভোজন ॥
ভোজন করিয়া সাধু তুষ্ট হৈল মন।
ভৃঙ্গারের জল দিয়া করে আচমন ॥
[১]মুখ শুদ্ধ করে সাধু মুখে দিয়া পান।
সাত পুত্র লৈয়া সাধু বসিল দেয়ান ॥[১]
[২]সেইকালে বানিয়া চান্দ প্রত্যুত্তর করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥[২]

[৩]আমি ভবানী পূজিবো গো ও শতদলে।
তারিণী পূজিবো কত কালে ॥ ধু ॥[৩]

[৪]বালী বোলে শুনহ শ্বশুর অধিকারী।
আপনার হস্তে তুমি পূজহ বিষহরি ॥[৪]
[৫]ক্রোধ হৈয়া চান্দো তবে বোলিলেন বাণী।
না পূজিব না পূজিব বেঙ্গখকি কাণী ॥[৫]
[৬]চান্দো বোলে আছে মোকে মহাদেবের বর।
ফিরিয়া পাইল পুত্র সাত সহোদর ॥[৬]
বেননীয়ে বোলে বাপু শুন মোর বাণী।
[৭]এখনো বিবাদিয়া শ্বশুর[৭] পূজহ ব্রহ্মাণী ॥
তোমার পূজার [৮]সাক্ষী হৈল দেবগণ[৮]।
তবে সে জিয়ালু বাপ[৯] তোমার নন্দন ॥
এখন যদি[১০] বাপু না দেয় ফুলজল।
[১১]ফিরিয়া তুমার বাপু না হবে কুশল ॥[১১]
স্বর্গে থাকি শুনে পদ্মা এতেক বচন।
ফিরিয়া শিবের পুরে করিল গমন ॥
পদ্মা বোলে অহে বাপু দেব ত্রিলোচন।
পুষ্প লাগাইঞাছে সকল দেবগণ ॥

তুম্মার বচনে তার জিয়াইল কুঙর ।
তথাপি না পূজে মোকে চান্দো সদাগর ॥
হাসিয়া কহেন কথা দেব ত্রিলোচন ।
পদ্মাসঙ্গে যাঅ ভাই যত দেবগণ ॥
শিবের বচনে চলে যত দেবগণ ।
আপন বাহনে সভে করে আরোহণ ॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ চান্দোকে বোলে বাণী ।
এথন বিবাদিয়া চান্দো দেহ ফুলপানি ॥
[১]যেই মাত্র এত কথা বোলে দেবগণ ।
পূজিবো পূজিবো চান্দ বলিল বচন ॥[১]
চান্দো বোলে বেননী না বোলহ বাণী ।
শঙ্কর পূজিয়া পাছে পূজিব ব্রহ্মাণী ॥
[২]জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥[২]

[৩]মানাই মানাই মানাই এথা নিদান কালে ॥ ধু ॥[৩]

চান্দো বোলে লেঙ্গা মন্ত্রী কর অবধান ।
পূজিব মনসার মণ্ডপ করহ নির্ম্মাণ ॥
বেননীর বাক্যে আমি পূজিব ব্রহ্মাণী ।
লঙ্ঘন করিতে নারি দেবতার বাণী ॥
চান্দোর বচনে লেঙ্গা চলিল সত্বর ।
মধ্যথানে বান্ধে পদ্মা-পূজিবার ঘর ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ ঘর করে [৪]কাচ চাল[৪] ।
চামরে [৫]ছাওনি দিল হিঙ্গুল হরিতাল ॥[৫]
[৬]ফটিকের স্তম্ভ লাগে এ চারি দেওয়াল ।[৬]
[৭]চামরে বিচিত্র চান্দুয়া দিল ভাল ॥[৭]
[৮]মণ্ডপ নির্ম্মান কৈল অতি মনোহর ।[৮]
[৯]প্রভাতে পূজিবে চান্দো সদাগর ॥[৯]

প্রভাত হইল নিশি শুভক্ষণ বেলি[১] ।
নানা উপহার আনে [২]শতে শতে ছেলি[২] ॥
নানা পুষ্প ধূপ দীপ সুগন্ধি চন্দন ।
ব্রাহ্মণ [৩]আনিয়া ঘট করিল স্থাপন[৩] ॥
[৪]আচমন করিয়া বসিল সিংহাসনে ।
পূজিব কি না পূজিব করে দুই মনে ।।[৪]
সভে বোলে পূজ পূজ পুত্রগণ-তরে ।
মর্ত্ত্যে পূজা হয় যদি পূজে সদাগরে ॥
হেট মুণ্ডে রহে চান্দো দুঃখিত অন্তরে ।
এত দিনে পদ্মা বাদ সাধিলো আমারে ॥
চান্দো বোলে বেননী শুনহ চন্দ্রমুখী ।
আমি পূজিব যদি মনসা হয় সুখী ॥
ক্রোধ মনে করিয়া আকাশ পানে চায় ।
আকাশের দেবতাগণ চান্দোকে বুঝায় ।।
অষ্ট-দিগ লোকপাল চান্দোকে বোলে বাণী ।
এখন বিবাদিয়া চান্দো পূজহ ব্রহ্মাণী ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ।।

আমি মনসা পূজিব গো মা ॥ ধু ॥

পদ্মা পূজিবারে চান্দো হইল সাবধান ।
ভৃঙ্গারের জল দিয়া করাইল স্নান ॥
শ্বেত নেত চামরে মণ্ডপ কৈল ঘোর ।
ঘৃত তৈল প্রদীপ জ্বড়িল থোরে থোর ॥
আপনার নামে চান্দো সিয়াই চান্দুয়া ।
পদ্মার উপরে চান্দো দিলেন টাঙ্গিয়া ॥
পুষ্প লৈয়া চান্দো করি জোড় কর ।
প্রথমে পূজিল চান্দো অনাদি ঈশ্বর ॥

[১]তার পাছে পূজেন দেবতা উমাপতি।[১]
সিংহ বাহনে দেবী পূজিল পার্ব্বতী ॥
ঢেকী বাহনে পূজে নারদ মুনিবর।
মুশক বাহনে পূজে গৌরীর কুঙর ॥
পুষ্প অঞ্জলি লৈয়া চান্দো স্বর্গপানে চায়।
স্বর্গের দেবতাগণ চান্দোকে বুঝায় ॥
ডাহিন হস্ত করি আপনে চান্দো বাম হস্ত করি।
সেই বাম হস্তে চান্দো পূজে বিষহরি ॥
নানা পুষ্প লঞা চান্দো দিল বাম হস্তে।
হাতে হাতে পদ্মাবতী বন্দিলেন মাথে ॥
উঠিল সমস্ত লোক জয় জয় করি।
মর্ত্ত্যে পূজা করে সাধু জয় বিষহরি ॥
নৃত্য করে নাটুয়া গায়নে গায় গীত।
পূজা পাঞা পদ্মাবতী হৈল আনন্দিত ॥
[২]পূজা করি বানিয়া দিলেন বলিদান।
এত দিনে হৈলো বিবাদ সাবধান ॥[২]
[৩]পদ্মা বোলে শুন ওহে বিহুলা বান্যানী।
ছাড়িয়া সে দেহ মোর এ কালনাগিনী ॥[৩]
[৪]থই দুগ্ধ আনি তাকে করাইল ভোজন।
পদ্মার সাক্ষাতে নাগ কৈল সমর্পণ ॥[৪]
[৫]পদ্মা বোলে অহে দাদা শুন সদাগর।
তোর পুত্র নহে দাদা বালা লখিন্দর ॥[৫]
[৬]উষা অনিরুদ্ধ ছিল ইন্দ্রের নাচনী।
বিবাদ সাধিতে দাদা আনিলু মর্ত্ত্যপুরী ॥[৬]
[৭]এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করু।
বণিকের কুলে যদি আর ডক্ক পাড়ু ॥[৭]
পদ্মা বোলেন দাদা ক্ষেম মোর দোষ।
বিবাদে করিনু দ্বন্দ্ব না করিহ রোষ ॥
[৮]পূজায় সন্তুষ্ট হৈনু মাঙ্গি নেহ বর।[৮]
বণিকের কুলে দাদা সর্পের নাহি ডর ॥

[১]এই বোলি পদ্মাবতী রথে কৈল ভর।[১]
বেননীয়ে বোলে বাক্য [২]জোড় করি কর[২] ॥
বেননীয়ে বোলে মাগো তুমি যাহ ভাল।
মর্ত্ত্যপুরে আমরা থাকিব কত কাল ॥
পদ্মা বোলে বেননী না বোল আমাক।
আসিবে ইন্দ্রের রথ লঞিতে তুমাক ॥
[৩]এত বোলি রথে পদ্মা কৈল আরোহণ।
রথে চড়ি কৈল পদ্মা স্বর্গকে গমন।[৩]
[৪]পদ্মার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
জগতজীবন গায় মধুর সঙ্গীত ॥[৪]

শ্যাম কালাচান্দ চল দেখি গিয়া।
আকুল করিল প্রাণ মুরলী বাজাইয়া ॥ ধু ॥

[৫]হাসিয়া স্বামীকে বাক্য[৫] বোলে চন্দ্রমুখী।
চল প্রাণনাথ মেড়ঘর যাঞা দেখি ॥
বালীর বচনে বালা [৬]চলিল সত্বরে[৬]।
[৭]প্রবেশ করিল গিঞা মেড়ের ভিতরে।[৭]
অন্ন ব্যঞ্জন আছে নাই হয় বাসি।
দেখিঞা সুন্দরী বালী মনে মনে হাসি ॥
[৮]বেননীয়ে বোলে আমি নহি সতী হীন।[৮]
মোর সতীপণা প্রভু এই সব চিহ্ন ॥
আনন্দ করিয়া ঘরে চলে দুই জনে।
[৯]সেই কালে ইন্দ্রের পড়িয়া গেল মনে ॥[৯]
রথে চড়ি পদ্মা স্বর্গে করিল গমন।
সত্বরে গেলেন যথা সহস্রলোচন ॥
পদ্মা বোলে ইন্দ্র মোকে পুরাইলে সাধ।
উষা অনিরুদ্ধ মোকে সাধিয়া দিল বাদ ॥
ইন্দ্র বোলে মাতলি চালাহ রথ খান।
[১০]অনিরুদ্ধ উষাকে সত্বর করি আন ॥[১০]

চলিল ইন্দ্রের রথ পবন গমন।
[১]উষা অনিরুদ্ধ[১] আগে দিল দরশন ॥
[২]পুনর্ব্বার রথ লৈয়া করিল গমন।
যাইঞা পাইল পদ্মা চম্পকভুবন ॥[২]
বালা বোলে তুমি রহ এই ঠাই[৩]।
যাবত মেলানি করি বাপ মায়ের ঠাই[৪] ॥
[৫]পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে ॥[৫]

ত্রিপদী ॥

[৬]জোড়হস্তে বিদ্যাধরী আনন্দিত মন করি
বাক্য বোলে সাধু পানে চাঞা।[৬]
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী যাইবো ইন্দ্রের পুরী
[৭]মাতুলি আইল রথ লৈয়া ॥[৭]
[৮]শুনিয়া সতীর বাণী[৮] কান্দে সাধু সাধুয়ানী
দাসদাসী কান্দে সর্ব্ব জন।
[৯]ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কান্দে তারা ঠাই ঠাই
আর কান্দে যত দাসীগণ ॥[৯]
বালা বোলে বাপ মাও কান্দি কেনে দুঃখ পাও
[১০]পুত্র তুমার আছে ছয় জন।[১০]
[১১]সভাকার গোচরে কুমার মিনতি করে
তোমরা কেনে কান্দ অকারণ ॥[১১]
[১২]সেইকালে স্বর্গপথে দেখি ইন্দ্রের রথে
সাজে বালা বেননীসুন্দরী।[১২]
মাতাপিতা সহোদরে সবারে প্রণতি করে
চড়ে যাঞা রথের উপরি ॥
[১৩]তেজিল মহী-অভিলাষ মনে হৈল উল্লাস
যাইব ইন্দ্রের সন্নিধানে।[১৩]
[১৪]মনসার পাঞা বর পদ অতি মনোহর
জগতজীবন কবি ভণে ॥[১৪]

[১]নমগো নমগো পদ্মা নমো নারায়ণী।
তুমার চরণ বন্দো জোড় করি পানি ॥[১]
[২]তব পদে শ্যামাপদে অভয়াপদ লাগি।
ও পদে থাকুক মন এই বর মাঙ্গি ॥[২]
[৩]এক প্রহর রাত্রি দুই প্রহর গেল।
রথ লঞা পদ্মাবতী পুনর্ব্বার আইল ॥[৩]
[৪]লখিন্দর বেনলী কৈল রথ আরোহণ।
রথে চড়ি চলিল কন্যা স্বর্গভুবন ॥[৪]
মাতুলি বোলেন বালা কর অবধান।
নরতনু [৫]কেমতে যাইবে[৫] দেবস্থান ॥
[৬]ছাড়িঞা মনুষ্যতনু দেবতনু ধর।
তবে সে যাইতে পার ইন্দ্রের নগর ॥[৬]
মাতুলির বাক্যে বালা কুন কর্ম্ম করে।
[৭]কাষ্ঠ জড়াইঞা অগ্নি করিলা সত্বরে ॥[৭]
[৮]অগ্নি প্রবেশিঞা তনু ছাড়িলা সত্বরে।[৮]
কুমার কুমারী [৯]তবে নিজ মূর্ত্তি ধরে ॥[৯]
সত্বরে চলিয়া গেল ইন্দ্রের বরাবরে[১০]।
ইন্দ্রের চরণে [১১]গিঞা নমস্কার করে ॥[১১]
ইন্দ্র বোলে [১২]কহ বালা সকল মঙ্গল।[১২]
বালা বোলে [১৩]পালন করিলা আজ্ঞা সকল ॥[১৩]
নিজ পুরী ফিরিয়া আইনু পুনর্ব্বার।
মনসার পূজা হৈল জগত প্রচার ॥
এই মতে [১৪]দুই জনে স্বর্গপুরে রহে।[১৪]
[১৫]সমাপ্ত হৈলো গীত দ্বিজ কবি কহে ॥[১৫]

পাঠান্তর

পাঠান্তর

পৃঃ—৩ ॥ ১। কেহ গ পুঃ ; ২। দিবাকর গ পুঃ ; ২। ইষ্ট ক পুঃ।

পৃঃ—৪ ॥ ১। করিতে গ পুঃ ; ২। আনিয়া গ পুঃ ; ৩-৩। ধর্ম্মকে ডাকিঞা সোধায়—গ পুঃ ; ৪-৪। এই অংশ গ পুথিতে নাই ; হুই গ পুঃ।

পৃঃ—৫ ॥ ১। রূপ গ পুঃ ; ২। অনলে গ পুঃ ; ৩। গ পুথিতে নাই। ৪। মৃত্যুক গ পুঃ।

পৃঃ—৬ ॥ ১। গর্ব্বিতের গ পুঃ ; ২। যুবতী গ পুঃ।

পৃঃ—৭ ॥ ১। রূপে—গ পুঃ ; ২-২। ভবভয় লোকে তরি—গ পুঃ ; ৩। সে গ পুঃ ; ৪। তপস্যাকে গ পুঃ ; ৫। তেজিল গ পুঃ।

পৃঃ—৮ ॥ ১। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৯ ॥ ১। খাইলে গ পুঃ ; ২-২। আজি গ পুঃ ; ৩-৩। বাপের সাক্ষ্যেকে ভর করি তিন জন—ক পুঃ ; ৪। দ্রব্য গ পুঃ ; ৫। ভাই গ পুঃ।

পৃঃ—১০ ॥ ১। উদাস্য গ পুঃ ; ২-২। গোলাগোল গ পুঃ ; ৩-৩। মুখে গোসাইর না বাহিরায়—গ পুঃ ; ৪। সুরভির পূর্বে গ পুথিতে বালা শব্দটি আছে।

পৃঃ—১১ ॥ ১। হিন্দোলে গ পুঃ ; ২-২। না পারিলা চিনিবার তরে গ পুঃ ; ৩। কেমনে গ পুঃ ; ৪। অকারণ গ পুঃ।

পৃঃ—১২ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই। লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া মনে হয়। ২-২। অনল গ পুঃ ; ৩-৩। চরণে গ পুঃ।

পৃঃ—১৩ ॥ ১-১। আর আগরাদি কাষ্ঠ—গ পুঃ ; ২। পুড়ায় গ পুঃ ; ৩। চালি গ পুঃ ; ৪। ঘাট—গ পুঃ।

পৃঃ—১৪ ॥ ১। ছাড়িলেক গ পুঃ।

পৃঃ—১৫ ॥ ১-১। আছে—গ পুঃ ; ২। পুছিলে তবে গ পুঃ ; ৩। শূলপানি গ পুঃ ; ৪। কামিনী গ পুঃ ; ৫। কোন গ পুঃ ; ৬। শীঘ্র গ পুঃ।

পৃঃ—১৬ ॥ ১। রাও গ পুঃ ; ২। ছাও গ পুঃ ; ৩। নাগপুরে গ পুঃ।

পৃঃ—১৭। ১। মজুস গ পুঃ ; ২-২ এবং ৩-৩। গ পুথিতে নাই ; ৪। চাপি—গ পুঃ ; ৫। ডালিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—১৮ ॥ ১-১। মেনকা সরম গ পুঃ ; ২। কাজ গ পুঃ ; ৩-৩। প্রবেশয়ে গ পুঃ ; ৪। হাটুয়াগণ গ পুঃ ; ৫। মনুষ্যগণ গ পুঃ ; ৬। গ পুথিতে নাই।

৭। পোড়া গ পুঃ; ৮। গ্রাসে গ্রাসে গ পুঃ; ৯। গ পুথিতে নাই; ১০-১০। ভূমি লুটি প্রণাম করয়ে গৌরীর পায়—গ পুঃ।

পৃঃ—১৯॥ ১-১। থুইল দুর্গার আগে—গ পুঃ; ২। লাগে গ পুঃ; ৩-৩। বন্দো দেবী বিষহরি—গ পুঃ।

পৃঃ—২০॥ ১। প্রণতি করি গ পুঃ; ২। চরণপদ্মে গ পুঃ;

পৃঃ—২১॥ ১। দিল গ পুঃ; ২-২। ক পুথিতে নাই; ৩। বৃষভে গ পুঃ; ৪। ভিতর—গ পুঃ; ৫। বুনাইতে—গ পুথি; ৬। দিন্থ—গ পুঃ।

পৃঃ—২২॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২। অকুমারী গ পুঃ; ৩। জল পল্লব গ পুঃ; ৪-৪। মঙ্গল উৎসব গ পুঃ; ৫। জটি গ পুঃ; ৬। ভূমি গোটার গ পুঃ।

পৃঃ—২৩॥ ১-১। হর গ পুঃ; ২। ঠাকুড়া গ পুঃ; ৩-৩। প্রসন্ন হইল গ পুঃ; ৪। বার গ পুঃ; ৫-৫। এই পঙ্ক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা ও পরবর্তী ধুয়া অতিরিক্ত—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিবা প্রকাশ॥;
ফুল বুনে মহাদেব ফুলের হইল চাষ॥ ধু॥

৬। বিচি গ পুঃ; ৭। আর গ পুঃ; ৮-৮। স্থলপদ্ম হরিদ্রা গ পুঃ; ৯। জল—গ পুঃ; ১০-১০। পূর্ব্ব পদে গায়া দিল পদ বিচক্ষণ—ক পুঃ।

পৃঃ—২৪॥ ১। কর্ণ গ পুঃ; ২। দুর্গা দেবী গ পুঃ; ৩। ছায় গ পুঃ; ৪। পাইল—গ পুঃ; এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত ভণিতা—

ত্রিলোচনে জানাইল সকল দেবতায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়॥

এবং— কোথা গেলে পাব আমি দেবী ত্রিনয়নী॥ ধু॥

পৃঃ—২৫॥ ১। করিবে অনুমান—গ পুঃ; ২। অনুমান—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬॥ ১। উগ্রচণ্ডা—প পুঃ; ২-২। ব্যাঘ্রকে—ক পুঃ।

পৃঃ—২৭॥ ১। বাণী—গ পুঃ; ২। কিসের প্রমাদ শুনি—গ পুঃ।

পৃঃ—২৮॥ ১। হৃদয়ে গ পুঃ; ২-২। গ পুথিতে নাই; ৩। কিসের গ পুঃ।

পৃঃ—২৯॥ ১। করিল গিয়া ক পুঃ; ২। বাহির হইল মঙ্গলচণ্ডী—গ পুঃ; ৩। মালঞ্চ বনেতে দেবী দিল দরশন, গ পুঃ; ৪-৪। পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩০॥ ১-১। দেবী তৃতীয় নয়ন—গ পুঃ।

পৃঃ—৩১॥ ১। কিবা কর নিচিন্তে বসিয়া শূলপাণি—গ পুঃ; ২-২। ভণিতা পংক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই; ৩-৩। গ পুথিতে নাই; ৪-৪। ফুলে হার ফুলে তাড়—গ পুঃ; ৫। জবা—গ পুঃ।

পৃঃ—৩২॥ ১। খুঁজিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৩॥ বেড়াইল গ পুঃ; ২-২। গ পুথিতে নাই; ৩। ক্ষীরোদ গ পুঃ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই; ৫। কৌলড়—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৪॥ ১। এইখানে গ পুঃ; ২। নাগাল গ পুঃ; ৩। শিব বোলে পবন তাম্বুল ধর খাও—গ পুঃ; ৪। বায়ু—গ পুঃ; ৫। শিব গ পুঃ; ৬। ধরিহে গ পুঃ; ৭-৭। মনসার বচন গ পুঃ; ৮-৮। ধরিলে গ পুঃ; ৯। এ গ পুঃ; ১০। না দিয় বাঁ হাত তাড় ভাঙ্গি যাবে—গ পুঃ; ১১-১১। না ধরিহ চরণে মোর—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৫॥ ১। ডুবাইলাম গ পুঃ; ২। আছিল ক পুঃ; ৩। খেদাড়িয়া গ পুঃ; ৪। আমু গ পুঃ; ৫-৫। জরা নাহি জুবা নাহি—গ পুঃ; ৬-৬। চন্দ্রের দেখ চিহ্ন—গ পুঃ; ৭-৭। নহি প্রভু জুবা আমি—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৬॥ ১-১। ধুয়া ও পূর্ব্ববর্তী ভণিতা ক পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩৭॥ ১-১। অপ্সরসী—গ পুঃ; ২-২। এই পঙ্‌ক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা অতিরিক্ত—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

৩-৩ গ। পুথিতে ধুয়ারূপে উল্লেখ আছে এবং অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি—'হরগৌরী শয়ন করে মালঞ্চের বনে'—পরবর্তী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে ছন্দোমিল রহিয়াছে। ৪-৪। এই পঙ্‌ক্তির পঃ গ পুথিতে অতিরিক্ত চারি পঙ্‌ক্তি—

রসক্রীড়া করিতে দুর্গার হইল মন।
চঞ্চলনয়ানী দুর্গা দেখে ঘনে ঘন॥
আলিঙ্গন করে দেবী পসারিয়া বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেন রাহু॥

৫। নিবাসি—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৮॥ ১। ইহার পর 'তবে' গ পুথিতে অতিরিক্ত; ২। নির্ব্বাস গ পুঃ; ৩-৩। এই কয় পঙ্‌ক্তি গ পুথিতে এই স্থলে নাই, কুড়ি পঙ্‌ক্তি আগে

সন্নিবেশিত হইয়াছে। লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া মনে হয়। ৪। করিল স্নান দান—গ পুঃ; ৫। মনস্তাপ গ পুঃ; ৬। রহি গ পুঃ; ৭। কহ গ পুঃ; ৮। ভাবি—গ পুঃ। ৯। পথ—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৯॥ ১-১। মা মনসা দেবী—গ পুঃ; ২। জাত—গ পুঃ; ৩। ডাকিব গ পুঃ; ৪। বাহির বাড়ি—গ পুঃ।

পৃঃ—৪০॥ ১। কুড়াই—গ পুঃ; ২-২। চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে এ ঘামে আগুন—গ পুঃ; ৩-৩। এতেক প্রতিত না জায় রিসিবর—গ পুঃ; ৪। ক পুথিতে নাই। ৪-৪। গ পুথিতে ভিন্নরূপ—

এত বোলি অন্তর্ধান হইল মহেশ।
... ...
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

৫। নিশ্চিত ক পুঃ; ৬। নন্দিনী ক পুঃ; ৭। পাইল গ পুঃ; ৮। হসু গ পুঃ।

পৃঃ—৪১॥ ১। কাণ্ডারি গ পুঃ; ২। জল গ পুঃ; ৩-৩। গভীর প্রবল গ পুঃ; ৪। পাড়াইব—ক পুঃ; ৫। ক পুথিতে নাই; ৬। ধুয়া পঙ্‌ক্তিটি ক পুথিতে নাই; ৭। হইল—গ পুঃ; ৮। বচনে···গ পুঃ।

পৃঃ—৪২॥ ১। ভুজনা গ পুঃ; ২-২। গ পুথিতে নাই; ৩। শিবের গ পুঃ।

পৃঃ—৪৩॥ ১। ভাগ্যফলে—গ পুঃ; ২-২। ভণিতা পদটি ক পুথিতে নাই; ৩-৩। লাল বেশ—গ পুঃ; ৪। বেশ—ক পুঃ;

৫-৫। অষ্ট আভরণ তুমি কেনে নষ্ট কৈলু।
দিবস লাগিয়া গেলু বাসি রাত্রি কৈলু॥—ক পুঃ।

পৃঃ···৪৪॥ ১-১। মুছিল কজ্জল তোর শিরের সিন্দুর—গ পুঃ; ২-২। কেমতে ভাঙ্গিল নত ঝাপা আউলাইল চুল—গ পুঃ।

৩। পাতল সে ক পুঃ।

পৃঃ—৪৫॥ ১-১। সিথের গেল মুছ্যা সিন্দুর আগর চন্দন মুছ্যা গেল ক পুঃ; ২-২। যদি চাও—গ পুঃ; ৩-৩। ঋষিরাজ—গ পুঃ; ৪। জুটাগ্র্য গ পুঃ; ৫-৫। ডাকিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—৪৬॥ ১-১। প্রত্যয় নাহি জাও—গ পুঃ; ২-২। পরীক্ষার—গ পুঃ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই; ৪-৪। করিল তাতে—গ পুঃ।

পৃঃ—৪৭ ॥ ১। অধমাল গ পুঃ; ২। দণ্ডি—ক পুঃ; ৩। প্রমাণ গ পুঃ; ৪। পুরি—গ পুঃ।

পৃঃ—৪৮ ॥ ১-১। সাজাইল মহাদেব মনোহর বাঁশী—গ পুঃ; ২। স্থান গ পুঃ।

পৃঃ—৪৯ ॥ ১। ফিরিয়া গ পুঃ; ২। দেই—গ পুঃ; ৩। প্রসাধনী গ পুঃ; ৪। বিচারিল—ক পুঃ।

পৃঃ—৫০ ॥ ১-১। একে চাহে দুর্গা মায়ের আজ্ঞা পায়—ক পুঃ; ২। কান্দ গ পুঃ; ৩। পাড়াপড়োশী গ পুঃ; ৪। কাচরিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—৫২ ॥ ১। শিব বোলে শুন ধনি—গ পুঃ।

পৃঃ—৫৩ ॥ ১। শিব—গ পুঃ।

পৃঃ—৫৪ ॥ ১-১। ভার উপরে দৃষ্টি দিয়া চলে মুনিবর।
লালচে জিভার পানি করে সরসর ॥—ক পুঃ;
২-২। চালিকা লইয়া—গ পুঃ; ৩-৩। ভরিয়া দিল—গ পুঃ।

পৃঃ—৫৫ ॥ ১। বোলে—গ পুঃ; ২-২। সাপড়া ভিতরে—গ পুঃ; ৩-৩। যতেক চেবা দিয়া গ পুঃ।

পৃঃ—৫৬ ॥ ১। ছোকাএ—গ পুঃ; ২। দেখি—গ পুঃ।

পৃঃ—৫৭ ॥ ১-১। যত সব নরনারী পহ্নি নানা মত শাড়ি
হরষিত সকলে অন্তরে।—গ পুঃ;
২-২। গন্ধ আর মহী শিলা ধান্য দুর্ব্বা ফল দিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—৫৮ ॥ ১-১। সরিষা দর্পণ রাশি—গ পুঃ;
২-২। প্রশস্ত পাত্র লইয়া করে গৌরীর পরশ করে
মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি করে।—গ পুঃ;
৩-৩। ব্রাহ্মণ কুটুম্ব সভে করে গৌরীর আশীর্বাদে—গ পুঃ;
৪-৪। জানাইল শঙ্করের পায়—গ পুঃ, ৫-৫। অধিবাসে মন্ত্র করি ঘটা—গ পুঃ।

পৃঃ—৫৯ ॥ ১। রাজসই—গ পুঃ; ২-২। সাজিল—ক পুঃ; ৩-৩। শুনিয়া আনন্দ বাজে—গ পুঃ।

পৃঃ—৬০ ॥ ১। চিকুর—গ পুঃ।

পৃঃ—৬১ ॥ ১। গ পুথিতে নাই; ২। রাহিয়গণ গ পুঃ; ৩। বর গ পুঃ; ৪। গুণ—গ পুঃ; ৫-৫। বড় জানে টোনা—গ পুঃ; ৬। ততক্ষণা—গ পুঃ;

৭-৭। পলায়ন করিয়া গ পুঃ; ৮-৮। অঝোর নয়ানে কান্দেন মেনকা মন্দিরে বসিয়া—ক পুঃ।

পৃঃ—৬২॥ ১। ফুলা গ পুঃ; ২। বাউলা—গ পুঃ; ৩-৩। ভণিতা পঙ্‌ক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই; ৪-৪। ধুয়া ক পুথিতে নাই; ৫। ক্রন্দন গ পুঃ; ৬-৬। কুন্তল হৈল শেষ—গ পুঃ; গ পুথিতে ইহার পর—'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন জামাতার বদন' হইতে "আপন জামাতাকে নিয়া চুমাহ আপনি।"—এই চব্বিশ পঙ্‌ক্তি এবং পরবর্তী ভণিতা 'জগতজীবন কবি মনসার দাস। পদ ছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥'—পর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিগুলি লিপিকর-প্রমাদের ফলে বিচ্ছিন্নাংশে শিবের সুবেশ ধারণ প্রসঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে, এবং শিবের রূপ দেখিয়া মেনকার চোখ জুড়াইবার পর জামাতা-বরণের জন্য উদ্যোগের পূর্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাব্যাংশ পাঠে লিপিকরের এই অনবধানতা সহজে ধরা পড়ে।

পৃঃ—৬৩॥ ১। জিনি—গ পুঃ; ২। অলি ক পুঃ; ৩। আখি গ পুঃ; ৪-৪। পদ দুই কমল জিনিয়া—ক পুঃ; ৫। হুলকী—গ পুঃ।

পৃঃ—৬৪॥ ১-১। ক পুথিতে নাই; ২। দেবতায়—গ পুঃ; ৩। নিছনিয়া গ পুঃ; ৪। উলু উলু—গ পুঃ; ৫-৫। স্ত্রী জতেক পড়ে—গ পুঃ।

পৃঃ—৬৬। ১-১। প্রসাধনী দিয়া—গ পুঃ; ২-২। কত মূল্য সোনার ঝাপা পৃষ্ঠের পাছে দোলে—ক পুঃ; ৩-৩। যেন গজমোতি—ক পুঃ; ৪-৪। মণিমুক্তা হার পত্থে দীপ্ত করে জ্যোতি—ক পুঃ; ৫-৫। হইল গ পুঃ; ৬-৬। আম্র পল্লবে তাহা করিল ছায়ানি—গ পুঃ।

পৃঃ—৬৭॥ ১। জাঠি—গ পুঃ; ২। দিলো—গ পুঃ; ৩-৩। তাহে ঘৃত ঢালিয়া দিলেন হর—গ পুঃ; ৪-৪। এই চার পঙক্তি গ পুথিতে নাই; ৫-৫। যতেক বেদের মন্ত্র হর ঘৃত করে দান—গ পুঃ; ৬। সমস্ত—ক পুঃ।

পৃঃ—৬৮॥ ১। কত দূর গিরির বাড়ি হর গেল কত দূরে—ক পুঃ।

পৃঃ—৬৯ ১। নাচয়ে—গ পুঃ; ২। প্রথম প্রহর রাত্রি গেল দুই প্রহর হৈল—গ পুঃ; ৩-৩। সহিতে হর বঞ্চেন রজনী—গ পুঃ; ৪-৪। সুখ দুঃখের কথা কহে গঙ্গাঠাকুরাণী—গ পুঃ; ৫-৫। তার রজনী বঞ্চায়—গ পুঃ; ৬-৬। করজোড় করি—গ পুঃ।

পৃঃ—৭০॥ ১। বুঝে গ পুঃ; ২। আছে—ক পুঃ; ৩। হেমন্তনন্দিনী দুর্গা—গ পুঃ; ৪-৪। কেনে গ পুঃ; ৫-৫। পদযুগ ধরি দুর্গা শিবকে ফিরায়—গ পুঃ।

পৃঃ—৭১ ॥ ১-১। মালঞ্চের বনে—গ পুঃ।

পৃঃ—৭২ ॥ ১। ঢেউরি—গ পুঃ।

পৃঃ—৭৩ ॥ ১-১। জত সব পক্ষিগণ হইয়া একত্র মন—গ পুঃ; ২। পাশ—গ পুঃ; ৩। বাতাস—গ পুঃ।

পৃঃ—৭৪ ॥ ১। কর্ণে তালি ত্রিভুবন—গ পুঃ; ২। পত্র দোলে গ পুঃ; ৩-৩। আর করি—গ পুঃ; ৪-৪। কবিতা বিচক্ষণ—গ পুঃ।

পৃঃ—৭৫ ॥ ১। কাতিত নিসান—গ পুঃ; ২। দেবী তব আজ্ঞা পাই—গ পুঃ।

পৃঃ—৭৭ ॥ ১। সাগরে—গ পুঃ; ২। ডরে—গ পুঃ; ৩। বাপ—গ পুঃ; ৪-৪। কৈলে স্নানদান—গ পুঃ।

পৃঃ—৭৮ ॥ ১-১। গ পুথিতে ধুয়া—

ভোলানাথ বিনে দুঃখ কোন জন হরে।
যাহারে তরায় ভোলা সেইজন তরে॥

২। বাছটি—ক পুঃ; ৪। ডাণ্ডাসিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—৭৯ ॥ ১। বুঝাইব গ পুঃ; ২। শিবের বচনে পদ্মা পাতল হইয়া গেল—গ পুঃ; ৩। বসিল—গ পুঃ।

পৃঃ—৮০ ॥ ১-১। গ পুথিতে ভিন্নরূপ—আনন্দে বসিলা শিব পুত্র নিয়া কোলে ॥ ধু ॥

পৃঃ—৮১ ॥ ১। বোলেন—গ পুঃ।

পৃঃ—৮২ ॥ ১-১। ক পুথিতে অতিরিক্ত ধুয়া—নম চণ্ডি দুর্গা মা বুঝিমু ভাঙ্গড়ার চরিত্র নারে ॥ ধু ॥; ২ ২। পাড়িল আনিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—৮৩ ॥ ১। বটে দেবী—গ পু; ২-২। ভণিতা এবং ৩-৩। ধুয়া গ পুথি হইতে গৃহীত; ৪-৪। মুষ্ট্যাঘাত—গ পুঃ।

পৃঃ—৮৪ ॥ ১। কর—গ পুঃ।

পৃঃ—৮৫ ॥ ১। বুকেতে মুষ্টিকাঘাত হানে—গ পুঃ; ২। কি মতে—গ পুঃ; ৩-৩। দুর্গার প্রাণেশ্বর—গ পুঃ; ৫-৫। গ পুথিতে নাই; ৬। দেখি—ক পুঃ।

পৃঃ—৮৬ ॥ ১। জরাভার—গ পুঃ; ২। পদ্মাবতী—গ পুঃ।

পৃঃ—৮৮ ॥ ১-১। পাড়ি নিল তবে ভাঙ্গের ঝুলি—গ পুঃ।

পৃঃ—৮৯ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২। তথা—গ পুঃ; ৩। বিত্ত ক পুঃ।

পৃঃ—৯০ ॥ ১-১। বিরচিয়া গায়—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে ধুয়া ভিন্ন রূপ—

আমাকে ছাড়া যায় না মা।
আমার নিরবধি আকুল পরাণ ॥ ধু ॥

৩-৩। বনবাস—গ পুঃ ; ৪। বাড়িতে—গ পুঃ।

পৃঃ—৯১ ॥ ১। পুরিয়া—গ পুঃ ; ২। দেব—গ পুঃ।

পৃঃ—৯২ ॥ ১। বাজে—গ পুঃ।

পৃঃ—৯৩ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই। যদি সাক্ষাৎ না কর—গ পুঃ ; ২-২। তোমার সত্য বন্দী করিও মোক—গ পুঃ ; ৩। মনোরথ—গ পুঃ ; ৪। ৫ এবং ৬। মনোরথ—গ পুঃ।

পৃঃ—৯৪ ॥ ১-১। বহে সাগরের নীর—গ পুঃ ; ২-২। দুই বৌ সে—গ পুঃ ; ৩। মারুয়া গ পুঃ ; ৪। কপাল—গ পুঃ ; ৫। মন গ পুঃ ; ৬। অনে নীর—গ পুঃ ; ৭-৭। তব নিজ দাস—গ পুঃ।

পৃঃ—৯৫ ॥ ১-১। যায় মার গ পুঃ ; ২-২। কচি মোছা গ পুঃ ; ৩-৩। সমস্তেক—গ পুঃ ; ৪-৪। শোচন করিলা—গ পুঃ।

পৃঃ—৯৬ ॥ ১। এই পঙ্‌ক্তির পরবর্তী চারি পঙ্‌ক্তি গ পুথিতে নাই। ২। মনোরথ—গ পুঃ ; ৩-৩। পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ—গ পুঃ ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। করিয়া—ক পুঃ ; ৬। ধরি—গ পুঃ।

পৃঃ—৯৭ ॥ ১। দাবিতে—গ পুঃ ; ২। ওহে গ পুঃ ; ৩-৩। খাও তুমি কেনে—গ পুঃ।

পৃঃ—৯৮ ॥ ১। উপায়—গ পুঃ ; ২। করিয়া—গ পুঃ ; ৩। দু—গ পুঃ ; ৪-৪। ভণিতাংশটি ক পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতা বলিয়া মনে হয়। ৫-৫। ক পুথিতে ধুয়া নাই।

পৃঃ—৯৯ ॥ ১। ঘরে—গ পুঃ ; ২। কুমার—গ পুঃ ; ৩। জাবো—গ পুঃ ; ৪। চিহ্নিস্থ গ পুঃ ; ৫-৫। ৬-৬। ধুয়া পদ দুইটি গ পুথিতে নাই ; ৭-৭। ৮-৮। পঙ্‌ক্তিদ্বয় গ পুথিতে ধুয়া হিসাবে গৃহীত। লিপিকরপ্রমাদের ফলে এরূপ হইয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—১০০ ॥ ১-১। ত্রিদশ ঈশ্বর—ক পুঃ ; ২। বিনাশয়—গ পুঃ ; ৩-৩। এই পঙ্‌ক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকালে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। পরবর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব্ব—'চারিপানে চায়' গ পুথিতে লিপিকরপ্রমাদের পরিচয়

বহন করিতেছে। ৪-৪। নানা মত করি নাচে শঙ্করঝিয়ারি—গ পুঃ; ৫। জানেন—গ পুঃ।

পৃঃ—১০১॥ ১-১। নাচএ ত্রিভুবন—গ পুঃ; ২। গ পুথিতে নাই; ৩-৩। যে তুমার লয় মনে—গ পুঃ; ৪। কুণ্ড—গ পুঃ; ৫। ও—গ পুঃ।

পৃঃ—১০২॥ ১। বহু—গ পুঃ; ২-২। গ পুথিতে ধুয়া অন্য রূপ—বিভা করিল মহামুনি করল গমন॥ ধু॥; ৩-৩। উত্তম সে সরোবর তরুছায়া ঘন—গ পুঃ; ৪। পবন—গ পুঃ।

পৃঃ—১০৩॥ ১-১। করে খল খল—গ পুঃ; ২। কলকল—গ পুঃ; ৩। করি—গ পুঃ।

পৃঃ—১০৪॥ ১-১। কান্দিতে কান্দিতে—গ পুঃ; ২। সন্ধ্যায়—গ পুঃ; ৩। পদ্মা—গ পুঃ; ৪। নিবাচ কচতে—গ পুঃ।

পৃঃ—১০৫॥ ১। গাড়ী—গ পুঃ; ২। উত্তর দিব—গ পুঃ; ৩। গোটা গ পুঃ; ৪। তুমি—ক পুঃ; ৫-৫। ভণিতা পংক্তিদ্বয় গ পুথি হইতে গৃহীত।

পৃঃ—১০৬॥ ১। গণ—গ পুঃ; ২। কৃপায়—গ পুঃ; ৩। পরকাশ—গ পুঃ; ৪। শুন—গ পুঃ; ৫। পদ্মা নাম করিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—১১১॥ ১-১। শ্রীগণেশায় নমঃ অথো পদ্মার পুরাণ লিখ্যতে। বানিয়াখণ্ড পুথি লিখ্যতে—খ পুঃ। ২। বন্দ দেব—খ পুঃ; ৩-৩। পদে পদে সমস্ত কৃত—খ পুঃ; ৪-৪। পিতা মাতা বন্দ তার পাঝে—খ পুঃ; ৫। ধনিক —খ পুঃ; ৬-৬। তার দুঃখ শোক খ পুঃ; ৭। কোটিশ্বর খ পুঃ; ৮-৮। অপুত্রি নহে দুঃখিত অন্তর—খ পুঃ; ৯-৯। পূজা করে—খ পুঃ; ১০। জন্মিয়া—খ পুঃ; ১১। সন্তাইল—খ পুঃ; ১২। দশ দিন—খ পুঃ; ১৩। পঞ্চ—খ পুঃ; ১৪। নাহি ভক্ত সুখী হেন—খ পুঃ।

পৃঃ—১১২॥ ১-১। জগতজীবন কবি বন্দ হর মনসা দেবী—খ পুঃ; ২-২। দেবমুনি—খ পুঃ; ৩-৩। খ পুথিতে ধুয়া—মহন মরলি বাজে গো শুনহে মধুর ধুনি॥ গ পুথিতে—উঠরে দুলয়া বাছা নন্দদুলাল॥ ধু॥; ৪-৪। সনার শরীর —খ পুঃ; ৫-৫। অন্য দেব দেবতা পূজএ যেবা জন। তার সনে সাধু সাক্ষাত না করে দরশন॥—খ পুঃ; ৬-৬। যুবক হইল বালা পাইয়া দুঃখভোগ—খ পুঃ; ৭-৭। কোটীশ্বর করে তার বিভার উদযোগ।—খ পুঃ; ৮-৮। কহিঞা বুলিঞা পুত্রের করিল জটনা—খ পুঃ; ৯-৯। বিভা দিল পুত্রের আনন্দ মহামনে—খ পুঃ; ১০-১০। ধনপুত্রে বাড়ে সাধু চম্পলা ভুবনে—খ পুঃ; ১১। কত—খ পুঃ;

১২-১২। তেজিল পরাণ—খ পুথি ; ১৩-১৩। কর্ম্মকাজ্য খ ও গ পুঃ ; ১৪। সাধু—খ পুঃ ; খ পুথিতে এই পংক্তির পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

কোটিশ্বরের মরণে কলাবতী গেল সতী।
চম্পলার রাজা হৈল সাধু চন্দ্রপতি ॥

১৫-১৫। দান ধিয়ান বৃষউচ্ছগ বিধিমতে করে।
আনন্দে রহিল সাধু চম্পলা নগরে ॥—খ পুঃ ;

১৬-১৬। নানা ধনে মহাজ্ঞান—খ পুঃ।

পৃঃ ১১৩ ॥ ১। এক—খ পুঃ ; ২। পুত্রে খ পুঃ ; ৩।

সরস্বতী পরশনে জগতজীবন ভণে
মনসা দেবীর পাই বর ॥—খ পুঃ ;

৪-৪। খ পুথিতে নাই ; ৫-৫। ক পুথিতে পঙ্‌ক্তি দুইটি নাই, লিপিকরের অনবধানতায় এইরূপ ঘটিয়াছে মনে হয়। ৬-৬। এই নিবেদন খ পুঃ ; খ পুথিতে এই পঙ্‌ক্তি পূর্ব্ব পংক্তির পূর্ব্বে রহিয়াছে। ৭। অন্তরে—খ পুঃ ; ৮-৮। পূজার কারণ খ পুঃ ; ৯-৯। পদ্মা বোলে চন্দ্রপতি সেহো তোর দাস—ক পুঃ ; ১০-১০। চান্দ কেনে চাহিলে জানিঞা—খ পুঃ ;

১১-১১। পদ্মা বোলে অহে বাপ ডাক দেখি তাক।
তুমার আজ্ঞায় বাপু পূজে আমাক ॥—খ পুঃ ;

১২-১২। পদ্মার আদেশে গীত পাইঞা সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে ॥—খ পুঃ

ভণিতার পর খ পুথিতে ধুয়া :—কুন বিন দিয়া সাজে।
চরণে নেপুর বাজে ॥

পৃঃ—১১৪ ॥ ১-১। ডাকিয়া আনহ খ পুঃ ; ২-২। যায় খ পুঃ ; ৩-৩। সত্বরে ডাকিয়া আনিল খ পুঃ ; ৪-৪। পৃথ্বীতে হউক তার পূজার প্রচার—খ পুঃ ; ৫। ক্রোন্ধ—খ পুঃ ; ৬-৬। গঙ্গাজল ছাড়ি নাকি অন্য জল খাএ।—খ পুঃ ; ৭-৭। বটবৃক্ষ থাকিতে নাকি সহরার তলে জিরাএ ॥—খ পুঃ ; ৮। দেব—খ পুঃ ; ৯-৯। খ পুথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে এই পঙ্‌ক্তিগুলি রহিয়াছে—

সর্ব্বদেব পূজিব আমি না পূজিব কানি।
কানির নামে আমি না দি কড়াকে ফুলপানি ॥

পূজার কি কাজ যদি আপনে মরিব।
তথাপি পদ্মার আমি পূজা না করিব॥
না পূজিত হৈল পদ্মা চান্দর বচনে।
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে॥

১০-১০। বানিঞার বচন শুনি দুঃখিত হইল ব্রহ্মাণী
ভাল বলে শিব বচনে॥—খ পুঃ

১১। সভা—খ পুঃ ; ১২। অবাক্য—খ পুথি ;

পৃঃ—১১৫॥ ১-১। বাঞিঞা দুরাচার বলিস অহঙ্কার
কহাইস শঙ্করের দাস।—খ পুঃ ;

২-২। ধনে বংশে করিঞা বিনাশ খ পুঃ ; ৩-৩। চান্দ বলে ব্রহ্মাণী খ পুঃ ; ৪। অহঙ্কার খ পুঃ ; ৫-৫। পৃথ্বী মাঝারে তোর খ পুঃ ; ৬। আপুন খ পুঃ ; ৭-৭। খ পুথিতে নাই ; ৮-৮। নেতাকে যাইয়া—খ পুঃ ; ৯-৯। নেতাকে পাইয়া খ পুঃ ; ১০-১০। ৭-৭ ধুয়া অংশ হইতে পরবর্তী আট পংক্তি খ-পুথিতে নাই। পরিবর্তে নিম্নলেখ দুই পংক্তি আছে—

কি বুদ্ধি নেতাএ কান্দে পদ্মা মন্দিরের মাঝে।
মনুষ্য বলিবে মন্দ মরি মহালাজে॥—খ পুঃ ;

১১-১১। নেতা বোলে শুন পদ্মা—খ পুঃ ; নেতা বলে পদ্মাবতি—গ পুঃ ; ১২-১২। চড়িয়া হিঙ্গুলিয়া রথে—খ পুঃ ; ১৩-১৩। প্রীতিতে হইলে পূজা দ্বন্দ্বের কিবা কাজ—খ পুঃ ;

পৃঃ—১১৬॥ ১-১। পদ্মা বোলে দাদা কেনে বাড়াইস দ্বন্দ—খ পুঃ ; ২-২। সভা বিদ্যমানে বলিস—খ পুঃ ; ৩-৩। এখন পূজহ দাদা দিয়া ফুলজল—খ পুঃ ; ৪-৪। দ্বন্দ্ব দাদা না হএ কুশল—খ পুঃ ; ৫-৫। পরবর্তী ছয় পঙ্‌ক্তি খ পুথিতে ভিন্ন রূপ :—

হেমতাল মারে চান্দ ক্রোধ করি মনে।
রথেতে লাগিল পদ্মা হইল অন্তধিঅনে॥
যদি কুন কালে লাগ তোর পাই মহীতলে।
ভাল মতে পূজা তোর করু ফুলজলে॥
পদ্মা বোলে চান্দ তোর দুরন্ত হৃদয়।
অবশ্য বিনাশিব তুমার পুত্র ছয়॥

৬। পদ্মাত—খ পুঃ ; ৭। পদ্মা—খ পুঃ ; ৮-৮। পদ্মা যায়—খ পুঃ ; ৯। দ্বারে

রাথে—খ পুঃ ; ১০-১০। আলগ রথে—খ পুঃ ; ১১-১১ এই পঙক্তিসহ ত্রিপদী পাঁচ পঙক্তি গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—১১৭॥ ১-১ মন্দির ভিতরে ঠেকিল—খ পুঃ ; ২-২। কালনাগ কামড়াইল বুকে খ পুঃ ; ৩-৩। চলে শূলপাণি খ পুঃ ; ৪-৪। চক্রপাণি বাড়াএ পাএ খ পুঃ ; ৫-৫। দেখিবারে জাএ খ পুঃ ; ৬-৬। আর খ পুঃ ; এই ত্রিপদী পদটি গ পুথিতে লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৭। তাক—খ পুঃ ; ৮। আনিবাক—খ পুঃ ; ৯-৯। পদ অতি মন্থহর—খ পুঃ ; রচে পদ মনোহর—গ পুঃ ; ১০-১০। ইহার পর খ পুথিতে অতিরিক্ত ধুয়াপদ—

কি তুঃখ শিথিল বিধি হারাইল পুত্র নিধি

আরে হাএ হাএ।

১২। জাগন্ত—খ পুঃ ; ১৩। কি কাজে—খ পুঃ ; ১৪। কক্ষ্য—খ পুঃ ; ১৫-১৫। মুষ্টি মারি—খ পুঃ ; ১৬-১৬। শোকে আছে মন—খ পুঃ ; ১৭-১৭। যুরে গেল পুত্রগণ খ পুঃ ; ১৮-১৮। ধাকুড়ে—খ পুঃ।

পৃঃ—১১৮॥ ১। খ পুথিতে নাই ; ২-২। মস্তকে কেশ খ পুঃ ; ৩-৩। ধরি ধরি স্বামীর চরণ—খ পুঃ ;

৪-৪। জতেক চম্পলা পুরী কান্দে সভে উচ্চ স্বরি

দাস দাসী কান্দে সর্ব্বজন॥—খ পুঃ ;

৫। হিঙ্গুলিয়া খ পুঃ ; ৬। জিয়াইঞা দেও—খ পুঃ ; ৭। ফিরি—খ পুঃ ; ৯। পাও খ পুঃ ; ৯। দেও—খ পুঃ ; ১০। পূজে—খ পুঃ ; ১১-১১। কি করিবে মায়া ধরি গ পুঃ ; ১২। করহ—খ পুঃ ; এই পংক্তির পর খ পুথিতে ভণিতা নিম্নরূপ :—

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ি কুচিয়ামোড়াতে বাড়ি

প্রাণ মহিন্দ্র নৃপতির দেশ।

চোধুরি রূপরাএ সর্ব্বলোকে গুণ গাএ

পদ্মার পুরাণ চন্দ্রবনির শেষ॥

তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম

জয়ানন্দ রেবতীনন্দন।

পদ্মার পাইয়া বর পদ্মমুখী-প্রাণেশ্বর

রচিল জগতজীবন॥

১৩। খ ও গ পুথিতে ধুয়া ভিন্ন রূপ—হরি হরি হরি নাম। ধুয়া॥—খ পুঃ ;

১৪-১৪। লৈয়া অগ্নি কাষ্ঠ—খ পুঃ ; ১৫-১৫। ছয় মৃত্যু লইঞা গেল গগড়িআর ঘাট—খ পুঃ ; ১৬-১৬। ছএ বধূ চিতা নির্ম্মাইঞা আনল ভেজাএ।

ছএ বধূ অনুমৃতা ছএ ঠাই জাএ॥—খ পুঃ ;

১৭। খ পুথিতে এই পঙ্‌ক্তি—নেতা বলে পদ্মা কথাএ দেহ মন॥ ১৮-১৮। অনুমৃতা যাএ ছএ বানিয়ার বধূগণ—খ পুঃ।

পৃঃ—১১৯॥ ১-১। যদি বানিঞার ছয় পুত্র পুড়িয়া হএ ছাই।

তবে সে কি বানিঞার হাতে ফুল জল পাই॥—খ পুঃ ;

২-২। যদি ছএ মৃত্যুকে করিতে পার চুরি—খ পুঃ ; ৩-৩। রথে করি ভর খ পুঃ ; ৪-৪। তাড়কা রাক্ষসী করিল ডাকিল সত্বরে—খ পুঃ ; ৫-৫ ; পদ্মা বোলে রাক্ষসী মায়া কর স্থির খ পুঃ ; ৬-৬। চুরি করি আন আর ছএ মৃত্যুর শরীর—খ পুঃ ; ৭-৭। ততক্ষণে রাক্ষসিনী নানা মায়া করে—খ পুঃ ; ৮-৮। চুরি করি খ পুঃ ; ৯-৯। পদ্মা বলে মৃত্যু সব রোহুক তুমার ঠাই—খ পুঃ ; ১০-১০। জোগাইঞা রাখি যখন আমি চাই—খ পুঃ ; ১১-১১।

মৃত্যু সব না দেখিয়া বানিয়া সকল।

ফিরিয়া চলিল ঘর হইএল বিকল॥—খ পুঃ ;

১২-১২। জগতজীবন কবি মনসার দাস।

পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥—খ পুঃ ;

১৩-১৩। নিভাইল ছয় চিতা—খ পুঃ ; ১৪-১৪। ঘুচে গেল খ পুঃ ; ১৫। কথা খ পুঃ ; ১৬-১৬। রহিল সেই ছয় পুত—খ পুঃ ; ১৭-১৭। এই পংক্তির পর খ পুথিতে অতিরিক্ত—

এমন নিরন্তবধি সন [কা] কান্দোএ যদি

আমি আর না রহিব ঘরে।

পৃঃ—১২০॥ ১-১। খ পুথিতে নাই ;

২-২। শোকে সুন্দরী রহিল চুপ করি

বিবাদিয়া বানিয়ার ডরে।—খ পুঃ ;

৩-৩। জগতজীবন কবিত্ত বিচক্ষণ

রচিল মনসার বরে॥—খ পুঃ ;

৪-৪। ছয় পুত্র মরণে চান্দর স্থির নহে মন—খ পুঃ ; ৫-৫। থাক থাক সুন্দরী ঘরে আমি যাব দক্ষিণ পাটন—খ পুঃ ; ইহার পর খ পুথিতে তিন পংক্তি অতিরিক্ত—

থাকিল সুন্দরী ছএ সনা তুমি থাক ঘরে।
ছএ বধু সহিত সনা তুমি থাক ঘরে।
অবশ্য যাইবো আমি দক্ষিণ সহরে॥—খ পুঃ ;

৬-৬। একান্ত করিল বিধি পুত্রশোক দিয়া।
দুর্গমে দগধে প্রাণ বিবাদ দেখিয়া॥—খ পুঃ ;

৭-৭। বিদেশে রহিব গিয়া ঘরে কিবা কাজ—খ পুঃ ; ৮-৮। এই পংক্তি এবং পরবর্তী পংক্তি খ পুথিতে নাই। মনে হয় লিপিকরপ্রমাদে পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। ৯-৯। এ ধন সম্পদ দেখি তুমার নিছনি—খ পুঃ ; ১০-১০। কি কারণে যাইবে —খ পুঃ ; ১১-১১। না জাইহ প্রাণনাথ বিবাদী পদ্মাবতী—খ পুঃ ; ১২। মরিলে খ পুঃ ; ১৩। মোক খ পুঃ ; মোর গ পুঃ ; ১৪। সহিত গ পুঃ ; ১৫-১৫। ভণিতা খ ও গ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতা বলিয়া মনে হয়।

পৃঃ ১২১॥ ১-১। খ ও গ পুথিতে ধুয়া বাদ পড়িয়াছে। ২-২। লেজ্যাপাত্র শুন মোর ভাই—খ পুঃ ; ৩-৩। খ পুথিতে নাই।

৪-৪। আইল সুতারগন শিষ্যগণ সাথ।
বানিয়াক প্রদক্ষিণ করে জোড় করি হাত।।—খ পুঃ ;

৫-৫। চান্দ বলে কুন্দাই তাম্বুল ধর খাও।
যাইব পাটনে চোদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া দেএ।।—খ পুঃ ;

৬-৬। চলিল সুতারগণ শিষ্যগণ সাথে।
নানা জাতি বৃক্ষ কাটে প্রবেশিয়া বনে।।—খ পুঃ ;

৭-৭। শাল শিমল কাটে তরাল তেতুলি।
আম জাম কাটে নবরঙ্গ খেলি।।
নিম নারিকেল কাটে জল পাই তাল।
চম্পলা নগরে বিসির কাটে বকুল কাঠাল।।—খ পুঃ ;

৮-৮। বৃক্ষ সব কাটিয়া রাখিল সারি সারি।
চিরিয়া করিল ফালা লক্ষ তিন চারি।।—খ পুঃ ;

৯-৯। বাছিয়া বসায় ফালা কর্ম করে ভাল।
সারি সারি হানে তাত লোহার গাঙ্কাল।।—খ পুঃ ;

১০-১০। আসন প্রথমে বান্ধিল জলপাট।
তুলিল ডিঙ্গাখানি মাঝে মালবন্ধ কাট।।—খ পুঃ ;

১১-১১ বাগমুহা ভেড়ামুহা ধাস্তরা ভমর—খ পুঃ ; ১২-১২। খ পুথিতে কোসার স্থলে কোসা ; ১৩। পরম—খ পুঃ ;

১৪-১৪। অলঙ্গ জাহাদ বান্ধে গোউর পানিসাল।
চোদ্দ ডিঙ্গা বান্ধি কহে বানিয়ার আগে ॥—খ পুঃ ;

পৃঃ—১২২ ॥ ১-১। বুহিত দেখিয়া সাধু মহা সুখ পায়—খ পুঃ ; ২-২। কম্মিকি সন্তোষ করি করিল বিদায়—খ পুঃ ; এই পঙ্‌ক্তির পর খ পুথিতে ভণিতা রহিয়াছে—

পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে ॥—খ পুঃ ;

৩। তুরিত্যে—খ পুঃ ; ৪-৪। আসিয়া দৈবগ্য বলে শুভ শুভ তুই চার—খ পুঃ ; ৫-৫। পাজি পুথি দেখিঞা বলে নক্ষত্র তিথিবার।—খ পুঃ ; ৬। লগৎ (?)—খ পুঃ ; ৭। খ পুথিতে নাই ; ৮-৮। চুড়ামনি বলে—খ পুঃ ;

৯-৯। সকল কুশল দেখি তুমার গৃহদোষ নাঞি—খ পুঃ ;

১০-১০। এক কুমঙ্গল দেখি মনসার সঙ্গে দ্বন্দ্ব।
পদ্মায়ে করিতে তুমার নামেতে মন্দ ॥

—খ পুঃ ; এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের পর খ পুথিতে অতিরিক্ত—
সাগরে ডুবিবে তুমার চৌদ্দ ডিঙ্গার ধন।
তার পাছে করিবে তুমাক মস্তক মুণ্ডন ॥
চোর চোর বলি ধরিবেক ছয় বধু রাত্তি।
টানিয়া তুলিবে গোপ উফড়াবে দাড়ি ॥
তুলিঞা মারিবে কেহো বাড়নার বাড়ি।
বুড়ি সনকাএ তুমাক মারিবে লাথি গুড়ি ॥
মনসা দেবিকে তুমি দেহ ফুল জল।
দক্ষিণ পাটন গেলে তুমার না হইবে কুশল ॥

১১-১১। ক্রোদ্ধ হৈঞা বোলে চান্দ দৈবজ্ঞ বন্দী কর।
জাবত ফিরিঞা আসি এ চম্পলা নগর ॥—খ পুঃ ;

১২-১২। যদি সত্য কথা হইবে দিব পঞ্চগ্রাম।
মিথ্যা হইলে মাথা মুণ্ডি ফিরাইব গ্রাম ॥—খ পুঃ ;

১৩-১৩। দৈবজ্ঞ করি সাধু বন্দিশালা ঘরে।—খ পুঃ ;

১৪। খ পুথিতে পরিবর্ত্তে—

এ প্রভু প্রাণনাথ না জাহ দেশান্তরে রে নারে হয় ॥ ধু ॥

১৫। কান্দে—খ পুঃ; ১৬। খ পুথিতে নাই; লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—১২৩। ১। দেবতার—খ পুঃ; ২-২। বাহড়িতে কিবা সাদ—খ পুঃ; ৩-৩। মনসাকে দেহ ফুল জল—খ পুঃ;

৪-৪। ব্রাহ্মণ ঘোষাল রাঢ়ি কুচিগ্রামড়াতে বাড়ি

প্রাণমহিন্দু নৃপতির দেশে।

চোধরি রূপরাএ সর্ব্বলোকে গুণ গায়

পদ্মার পুরাণ চন্দ্রবনির শেষে ॥

তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম

জয়ানন্দ রেবতীনন্দন।

পদ্মার পাঞা বর পদমুখি-প্রাণেশ্বর

বিরচিল জগতজীবন ॥—খ পুঃ;

৫। খ পুথিতে নাই; ৬। লেখ্যাপাত্র—খ পুঃ; ডিঙ্গাতে চাপাঅ ভার যত দ্রব্য আনি—খ পুঃ;

৮-৮। ঘরে পরে কিনিতে জত কিছু পাএ।

জড়ে পাতে মূলে আনি ডিঙ্গা চাপাএ ॥—খ পুঃ;

৯-৯। চান্দর বচনে নেখা শীঘ্রগতি জাএ।

জত কিছু ধন পাএ ডিঙ্গাতে চঢ়াএ ॥—খ পুঃ;

১০-১০। প্রথমে তুলিল ডিঙ্গাতে চাউল তোল্য লবণ।

খাইবার কারণে নিল লক্ষ চারি মোন ॥—খ পুঃ;

১১-১১। ছয় মাস খাইবে সাধু গাভুরিয়া সকল।—খ পুঃ;

পৃঃ—১২৪ ॥ ১-১। এই দুই পংক্তি খ পুথিতে পাঠ-ভিন্নতায় পরবর্তী দুই পংক্তির পরে—

কাচা হরিদ্রা স্বকনা স্বকুতা।

পাটনে বদলিব ইহার সোবর্ণ্য মুকুতা ॥

২। লেহ—খ পুঃ; ৩-৩। মরিচের বদল দিয়া বদলিব হিরা—খ পুঃ; ইহার পরবর্তী ১৮ পংক্তির স্থলে খ পুথিতে পংক্তি-সংখ্যান্যূনতায় নিম্নরূপ পাঠান্তর :—

পাটের মেখলা লেহ ধকরার শাড়ী ।
জতন করিঞা লেহ কাপড়ে মুড়ি ॥
নানা রঙ্গে শাড়ী লেহ করিঞা জতন ।
ইহার বদ্দলি লইব সোবর্ণ্য বসন ॥
জতন করিঞা লেহ সেউটার থার ।
ইহার বদলে লইবো লবণ দশ ভার ॥
গুয়ার বদলি লইবো স্বকপক্ষের ছায় ॥
সোবর্ণ্য পিঞ্জারা লইবো তাহার লইবো ফায় ॥
জামের বদলে লোইব অমৃতের ফল ।
৪-৪ । শ্বেত চামর লইব পাটের বদল ।
ভাঙিয়া আনিব রাজ্য দখিন পাটন ॥—খ পুঃ ;

৫ । কৈল—গ পুঃ ; ৬ । চান্দো সদাগর—খ পুঃ ।

পৃঃ—১২৫ ॥ ১-১ । এই তিনটি ত্রিপদী পংক্তির স্থলে খ পুথিতে নিম্নে বর্ণিত পাঠান্তর রহিয়াছে :—

এই মতে ডিঙ্গা ভরি চম্পলার অধিকারি
বানিজ্যকে শুভখনে··· ।
করিঞা দেবের পূজা শিব আর দশভুজা
অজাপুত্র করে বলিদান ॥
সিদ্ধ হইতে মনস্কাম দুর্গা দুর্গা করে নাম
বলি দিতে খগ্‌র্গ তুলে হাত ।
কাটা নাহি গেল শির খগ্‌র্গ হইল দুই চির
বিষাদিত সাধুদের নাথ ॥
বানিঞার স্থনি কাট ভাঙ্গি পড়ে পুণ্য ঘাট
উপরে কাগা পাখা সাটে ।
অন্ধকার হৈল দিবা সমুখে দণ্ডাইল শিবা
নিঘাত শবদে প্রাণ ফাটে ॥
বরিসে রুধির ধারা দিবসে দেখিল তারা
অমঙ্গল দেখি সরবর ।
অমঙ্গলের নাহি ডর জাত্রা করে সদাগর
বাহির হৈঞা ছাড়িল নিজপুর ॥

হুতিয়া শ্রবণা দিনে বৃহস্পতিবার গণে
যাত্রা করে সাধু চন্দ্রধর।
চলিতে চলিল আধা গাছে পরে ছিক বাধা
নারী এক দেখিয়া দিগম্বর॥
কৃষ্ণবীজ পরিহরি সমুখে আসিস করি
বানিঞা উছটে বাম পায়ে।
এত বাধা পরিহরি চম্পালি অধিকারী
তবুহ সাধু বাণিজ্যকে জায়॥— খ পুঃ

২-২। নাসিকা পরশ করি ইত্যাদি পংক্তির ক পুথিতে মিল পূর্ববর্তী পংক্তির সঙ্গে কিন্তু খ পুথিতে পরবর্তী পংক্তির সঙ্গে। ৩-৩। পূর্ণ—খ পুঃ।

৪-৪। চরণে উছট লাগে জোগিনি দণ্ডা আগে
শিবা যাছে দখিনে চলিঞা।—খ পুঃ

৫-৫। জাত্রা মুই না দেখু ভাল—খ পুঃ

৬-৬। ধনে জনে হইবে হানি প্রাণ লইঞা টানাটানি
অপমান মিলিবে জঞ্জাল।—খ পুঃ;

ইহার পর খ পুথিতে এক পংক্তি অতিরিক্ত—

দেবতার সনে বাদ পুহাবে কত কাল
মনসাকে দেহ ফুলজল।
—খ পুঃ;

৭-৭। শুনিয়া সনকার উত্তর ক্রোদ্ধে জলে সদাগর
কি বলিল পাপিষ্ঠ দুচারিনী।
—খ পুঃ;

৮-৮। জে হস্তে পূজিব হর অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর
সে হস্তে কানিক দিব পানি।
—খ পুঃ;

জেই হস্তে পূজিব হর অসন্ধানের ঈশ্বর
হেন হস্তে পাপিনী দিব পানি।
—খ পুঃ;

৯-৯। বানিয়ার তর্জ্জন শুনি ত্রাসিত হইল বানিআনি
ডিঙ্গাত চড়িতে সাধু জাএ। —খ পুঃ;

১০-১০। পদ্মার পাঞা বর পদ্মমুখি-প্রাণেশ্বর
জগতজীবন কবি গায়।

—খ পুঃ ;

গ পুথি ভণিতাংশ ক পুথির ন্যায়, কেবল যায়া স্থানে তবে। ভণিতার পরবর্তী চান্দ সদাগর কর্ত্তৃক কাতি আনিতে ধনাইকে গৃহে প্রেরণ ও কাতি লইয়া প্রত্যাগত ধনাইর নিকট সপুত্রবধূ সনকার মনসাপূজার বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রুদ্ধ চান্দ সদাগরের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনোত্তর স্ত্রী ও পুত্রবধূদের হেমতাল তাড়না ; প্রাণভয়ে তাহাদের প্রতিবেশী গৃহে পলায়ন, চান্দের অতি ক্রোধে মনসার ঘটভঙ্গ ও সনকাকে তিরস্কারের বীভৎসরস-সঞ্চারিত কাহিনী ক ও গ পুথিতে নাই। ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। আঞ্চলিক পতি-প্রতাপ সম্পর্কিত লোকরুচিপরিচর্যার ইচ্ছায় লিপিকরের কিম্বা গায়কের হাতে এই কাহিনীরূপ মনে হয়। পূর্ববর্ণিত কাহিনী অংশ খ পুথিতে নিম্নরূপ :—

মনেতে ক্রোদ্ধ করি চলে চান্দ অধিকারি
প্রণাম করিঞা নায় চঢ়ে।
মনাই কাণ্ডারি আছে কাণ্ডারিঞা নিল কাছে
লোকাএ তুলিল শীঘ্রগতি।
পুরোহিত দ্বিজবর সঙ্গে লইঞা সদাগর
সাধু সঙ্গে চলে পাঞ্জি পোথি॥
পরিহরি নিজ পুর চলে সাধু কত দূর
নৌকা পথে করিঞা পয়ান।
বানিঞার পরিল মনে নৌকাএ আরোহনে
ঘরে রইল কাতি অবসান॥
চান্দো বলে ধনাই শুন ঘরে জাঞা চাহ পুন
কাতি লইঞা আইস শীঘ্রগতি।
সাধুর আদেশ পাইঞা ধনাই চলিল ধাঞা
জাঞা পাএ পুরি চম্পাবতী।
দোড় পাড়ি গেল ধনা লড়িছে কানের সনা
গেল জথা সাধুর ঘরনি।
সনকা পরম রঙ্গে ছয় বধূ লঞা সঙ্গে
পূজা করে শঙ্কর নন্দিনী॥

পূজা করে সাত জনা সমুখে দেখিলা ধনা
কাতি লইঞা করিল গমন।
প্রণমিঞা সাধুর আগে কাতি দিল মহাভাগে
বিরচিল জগতজীবন ॥

ওরে ঘাটে রঞা বলে ধনারে
ও মামা শুন আমার বানি
ঘরে রঞা পূজে মামী শঙ্কর নন্দিনী
আমার কথা বল নাহি ॥ ধু ॥

বানিজ্যে আইলে মামী খালি হইল ঘর।
ব্রহ্মাণী পূজিছে মামী কি বা মাঙ্গি বর ॥
ধূপ দীপ নৈবাগু আর ঘৃত মধু।
ব্রহ্মাণী পূজিছে মামী লইঞা ছয় বধূ ॥
আপন বলিয়া কথা কহিয়া দেছে আমি।
আমার নাম লইও ক্রোন্ধ হৈবে মামী ॥
এ কথা সুনিঞা চান্দো উঠিল সকাল।
ওরে হস্তে করি নিল দুর্জ্জন হেমতাল ॥
ছয় বধূ লঞা সনা করে অনুগীত।
তথা জাইঞা চান্দ বানিঞা হৈল উপস্থিত ॥
মার মার করিঞা মারে হেমতালের বাড়ি।
ছয় বধূ সহিতে সনা পলাএ গেল পরশির বাড়ী ॥
চূর্ণ্য করি ঘট বাঁড়ি ভাঙ্গে সদাগর।
সনকাকে গালাগালি করিল বিস্তর ॥
আর জদি মনসাকে পূজ কুন কালে।
মোর দোষ নাই প্রাণ লইব হেমতালে ॥
পূজা ভঙ্গ করি সাধু ক্রোন্ধ হৈঞা জাএ।
শঙ্কর স্মরিয়া সাধু চড়িল নৌকাএ ॥
কতখনে আইল সনা পূজার নিকট।
মাথে করি নিল পদ্মার বাড়ি ঘট ॥

নিবেদন করু পদ্মা তুমার চরণে।
পাগলের অপরাধ না লইঅ কিছু মনে ।।
পদ্মা বলে প্রাণে তাক না করিব নষ্ট।
অপরাধ কৈলে বেটা পাবে বড় কষ্ট ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল প্রকাশ ।।

১১-১১। মধুকরে বসিঞা আদেশ করে বানিঞা
ডিঙ্গা মেল গাভরিয়া ভাই।—খ পুঃ;

পৃঃ—১২৬।। ১। চন্দ্রপতির—খ পুঃ; সদাগরের—গ পুঃ; ২। বাহে—খ পুঃ; ৩-৩। খ পুথিতে নাই;

৪-৪। গোগরিঞা বাহিঞা জায় ভ্রমরাদহ তার লাগ পায়
পাছে পাইল ভাগীরথীর ধার।—খ পুঃ;

৫-৫। চান্দো বলে কাণ্ডার বচন শুন আমার
ধবল বরণ কিহেতু পানি।—খ পুঃ;

৬-৬। কাণ্ডারিঞা বলে সদাগর বাক্য অবধান কর
এই গঙ্গা পতিতপাবনী ।।—খ পুঃ;

৭-৭। সাধু বলে জম্মিজে ইথানে আনিল কে
স্নানে কতেক পুণ্য পাএ।—খ পুঃ;

৮-৮। বিরচিঞা কহ কথা মনেতে লাগিল বেথা
জগতজীবন কবি গাএ।—খ পুঃ;

৯-৯। নম নম শিব জটাধর নম নম ।। ধু ।।—খ পুঃ; ১০-১০। ধনা বলে—খ পুঃ; ১১-১১। মাহাত্ম্য শুন জন্ম—খ পুঃ; ১২-১২। গঙ্গার স্মরণে যমপুরী জিত—খ পুঃ; ১৩-১৩। দ্বারে হরিহর পতিত পালিত—খ পুঃ; ১৪-১৪। এক কালে হরিহর আছিল এক স্থান—খ পুঃ; ১৫-১৫। বিনা বাদ্যে নারদ করি আলাপন—খ পুঃ; ১৬-১৬। বিলাপ করিয়া হর (?) গাইলেন গীত—খ পুঃ; ১৭-১৭। দর্ব্ব হৈল নারায়ণ মগ্ন হৈ চিত—খ পুঃ;

পৃঃ—১২৭ ।। ১-১। কমণ্ডে করিঞা ব্রহ্মা রাখে সেই নির।
পশ্চাতে হইলা প্রভু বামন শরীর ।।—খ পুঃ;

২-২। বলিএ ত্রিপদ ভূমি করিলেন দান।
তিন পাএ জিনিল প্রভু পুরুষ প্রধান ।।—খ পুঃ;

৩-৩। এই দুই পংক্তি থ পুথিতে নাই।

৪-৪। শিব সেবা করিয়া পাইল স্থরধুনি।

হিমালএ ঠেকিলেন জাইতে পতিতপাবনী ॥—থ পুঃ ;

৫-৫। দণ্ডে—থ পুঃ ; ৬। ভার—থ পুঃ ; ৭-৭। বাহির হইল গঙ্গা হৈয়া তিন ধার—থ পুঃ ; ৮-৮। ভগীরথের সঙ্গে চলে গঙ্গা পতিতপাবনী।—থ পুঃ ; পরবর্তী ২৮ পংক্তির স্থলে থ পুথিতে পাঠান্তরে ১২ পংক্তি নিম্নরূপ—

করিল মুনির সেবা দ্বাদশ বৎসর।
জান্থ চিরিঞা জান্ববি দিলেন মুনিবর ॥
গুণ্ডী মারিবাক কথা কহে ভগীরথ।
সেথানে হইল গঙ্গা সহস্রক পথ ॥
ভগীরথে লইঞা গেল অজুধার নিকটে।
উদ্ধারিল পিতৃলোক য়েড়াইল সঙ্কটে ॥
সেহি হইতে গঙ্গা রহে মর্ত্ত্য ভুবনে।
স্নানে অনেক পুণ্য বৈকুণ্ঠ গমনে ॥
শুনিঞা বানিঞা স্নান করে গঙ্গা বোলি।
পিতৃলোকের তর্পণ করে-শিবের জলাঞ্জলি ॥
জন্ম কথা কহিলো মহিমা শুন তার।
জগতজীবন কবি গায়ে অমৃতের ধার ॥

পুঃ—১২৮॥ ১-১। ভাবরে পামর মন রামচন্দ্র জপ ॥ ধু ॥—থ পুঃ ;
২-২। কাণ্ডারিয়ার বাক্য শুনি সাহের নন্দিনী
গঙ্গাস্নান করে পিতৃলোকের তর্পণ।—থ পুঃ ;

৩-৩। নানা উপহারে গঙ্গা পূজিলো নানা সুখে।

ডিঙ্গা চড়িঞা জাএ পাটনের মুখে ॥—থ পুঃ ;

পৃঃ—১২৯। ১। জেথানে থ পুঃ ; সেথানে সাধুর ইত্যাদি পংক্তির পূর্ব্ববর্তী চারি পংক্তি থ পুথিতে নাই। এই পংক্তিটি থ পুথিতে পাঠান্তরে রহিয়াছে—

সাহের চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হৈব জেইথানে।

২-২। নানা বাদ্য বাজন বাএ শঙ্খ সিংহা।
শঙ্খদহে উত্তরিল সাহের চৌদ্দ ডিঙ্গা ॥—থ পুঃ ;

৩-৩। সাধু বলে মনাই দহের বার্তা কহ।
মনাই কহিল সাধু এই শঙ্খদহ ॥—থ পুঃ ;

৪-৪। খ পুথিতে নাই ; ৫-৫। বহিতে উপর—খ পুঃ ; ৬-৬। জাল দিয়া শঙ্খ বাদী করে সদাগর—গ পুঃ ; ৭-৭। বালুচরে রাখে শঙ্খ জিয়ন্ত জানিঞা —খ পুঃ ; ৮-৮। জাবার বেলা এই শঙ্খ লইঞা জাব তুলিয়া—খ পুঃ ; ৯-৯। তাহার পাছে বাহিয়া পাইল কড়িদহ—খ পুঃ ; ১০-১০। সাধু বলে ঘনাই দহের বার্তা কহ—গ পুঃ ; ইহার পর খ পুথিতে ভণিতা—

বিরচিঞা কহ ঘনাই কোড়ির বিবরণ।
পদ্মার আদেশে গায় জগতজীবন॥

পরবর্তী ছয় পংক্তি খ পুথিতে নাই।

১১-১১। কোড়ি আগু কোড়ি মন কোড়ি দেন জাতিকুল
শঙ্কটে করাএ পরিত্রাণ।
রাজা ঘরে প্রজা ঘরে সবাই আদর করে
কোড়ি হৈলে হএ মহাজ্ঞান॥
এহি কোড়ি রহে জার সংসারে বান্ধব তার
এহি কোড়ি সবার ধন।—খ পুঃ ;

১২। জগতমোহন—খ পুঃ ;

পৃঃ—১৩০॥ ১-১। জার কাছত কোড়ি সাজি যায় হাট বাড়ি
ফল মধ্যে খায় গুয়া পান।—গ পুঃ ;

২-২। নিকোড়িঞা নিস্ফল জীবন খ পুঃ ; ৩-৩। কোড়ির কথা শুনিঞা হাসে চান্দো বানিয়া—খ পুঃ ; ৪। কৈল্য—খ পুঃ ; ৫-৫। জত কোড়ি করে খ পুঃ ; ৬। অঙ্গখান খ পুঃ ; ৭। বালুচরে—খ পুঃ ; ৮-৮। তাতে কোড়ি রাখে—খ পুঃ ; ৯। গোর (?) খ পুথি ; গোবর লিপিকরপ্রমাদে এইরূপ হইয়াছে। ১০। সড়িয়া পচিয়া জাবে—খ পুঃ ; ১১। বাহিয়া বানিঞা খির—গ পুঃ ;

১২। পদ্মার পাইয়া বর পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর
গাএ কবি মনসার দাস।—খ পুঃ ;

১৩-১৩। খ পুথিতে নাই ; ভণিতার পরবর্তী নদীর উপর পদ্মার মণ্ডপ নির্মাণ প্রাসঙ্গিক ৪০ পংক্তি ক ও গ পুথিতে নাই। খ পুথিতে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। পংক্তিনিচয় নিয়রূপ—

বানিয়া গমনে সাধু করিয়া পয়ান।
প্রথমে পাইল নদী খরসান॥

খরসান এড়াইয়া নৌকা গেল ভাটি।
গুজরাট ফেড়াইয়া কর্ম্মকার হাটি ॥
করল্লা পিছলা নদী এড়াইয়া বামে।
যত নদী ছারিয়া নের্বক (?) বামে ॥
নেতায়ে পদ্মায়ে দুই বহিনি অনুমান করি।
নদীর তীরে চলি জায়ে নেতায়ে বিষহরি ॥
নেতা বলে পদ্মা দিদি শুনহ জুকতি।
নদী আর উপর এক গৃহ কর শীঘ্রগতি ॥
চুয়া চালে ঘরের কর সাজ।
ভোজন প্রমাণ সেই মণ্ডপের মাঝ ॥
নানা জাতি পুষ্প রাখ গৃহের ভিতর।
দেখিয়া কিমন কথা বলে সদাগর ॥
ই সকল জানিঞা যদি পূজিবে বানিঞা।
তবে শাস্তি না করিব নিশ্চয় জানিঞা ॥
নেতার বচনে পদ্মা হইল হরসিত।
নদীর তীরে এক ঘর করে আচম্বিত ॥
চৌআ চান্দোলে করে গৃহের সাজ।
ঘট আরোপন কৈলো মণ্ডপের মাঝ ॥
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গি আরপণ ঘট।
লুকী হইঞা থাকীলী পদ্মা ঘটের নিকট ॥
ডিঙ্গা বাহিঞা সাধু আইসে সত্বর।
দূর হইতে দিবা ঘর দেখিল সদাগর।
সাধু বলে এই ঘর সফরের স্থান।
অবশ্য করিল ঘর কুন ভাগ্যবান্ ॥
বাহিতে বাহিতে নৌকা আইল নিকটে।
নৌকা ছাড়ি সদাগর তথা গিঞা উঠে ॥
এই থানে থাক আজি দিবা হইল শেষ।
মণ্ডপ দেখিতে সাধু করিল প্রবেশ ॥
দেখিঞা পদ্মার ঘট সেবা নাই লয়।
হৃদয় কম্পিত জানি মনসা অমনি পলায় ॥

বিষহরির প্রহারে ভাঙ্গিল ঘটবারি।
অগ্নি দিয়া ঘর পরাএ চান্দো অধিকারি ॥
চান্দো বলে কথা আছো ছত্র পুত্র মারি।
কাছে আসি পূজা লেহ দেবী বিসহরি ॥
চান্দোক দেখিয়া পদ্মা তরাসে পলাএ।
জগতজীবন কবি বিরঞ্চিয়া গাএ ॥

১৪। সজান—খ পুঃ।

পৃঃ ১৩১ ॥ ১-১। সাধু বলে বাজন—খ পুঃ; হউক সোর—খ পুঃ; ৩। সাহের—খ পুঃ; ৪, ৫। দামা বাজে—খ পুঃ; ৬। খোল খ পুঃ; ৭। খ পুথিতে নাই; ৮। ইহার পূর্ববর্তী খ পুথিতে দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

নানা বাদ্য বাজন বাজে দগড়ে পরে।
কাটি উথলে সাগরের জল কাম্পে বসুমতী ॥;

খ পুথিতে এই পংক্তি দুইটি অগ্রপশ্চাৎক্রম পাঠান্তরে নিম্নরূপ—

বাজন শুনিয়া নগরে হৈল সোর।
পলাএ নগরিয়া লোক আইল হারামখোর ॥

৯। নৃপতি—খ পুঃ; ১০। চমৎকার নন—খ পুঃ; ১১-১১। কটালকে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ—খ পুঃ; ১২। তত্ত্ব—খ পুঃ; ১৩। পরবর্তী ছয় পংক্তি পাঠ-বিভিন্নতায় খ পুথিতে নিম্নরূপ:—

নগরে আসিয়াছে কেহো সাহু সদাগর।
জানিয়া আসিতে জাহ নগর ভিতর ॥
যদি কেহ আসিয়াছে হারামখোর।
মারিআ খেদাঅ তাকে নগরের আর ॥
বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য নিশাচর।
জগতজীবন গায় মনসার বর ॥

১৪-১৪। ডিঙ্গা রাখ ডিঙ্গা রাখ—খ পুঃ; ১৫-১৫। ঘাটত উঠিয়া সাধু বিছানা করে ভাল—খ পুঃ; ঘাটে উঠি বসিল সাধু বিছানা করি ভাল—গ পুঃ; ১৬-১৬। তোমরা—খ পুঃ।

পৃঃ—১৩২ ॥ ১-১। খরিদকে আসিছি তোমার নগর।
কোটিশ্বর পিতা মোর মহিমা অপার ॥
—খ পুঃ

২-২। কি কথা সুধাএ তুমি শুন নিশাচার।—খ পুঃ; ৩-৩। যদি না বুঝি মন —খ পুঃ; ৪-৪। রাজাকে জানাইতে চলে নিশাচর।

জগতজীবন গায় মনসার বর॥

এই ভণিতা পংক্তিদ্বয় এবং ধুয়াপদটিসহ আট পংক্তি খ পুথিতে অতিরিক্ত—

আহে রাজা কটাল কহে গিঞা রাজা চন্দ্রধর॥ ধু॥

কহে কোটীশ্বর বেটা আসিআছে নগর।

নহে কহে হারামখোর সাহু মহাজন।

আসিয়া করিতে চাহে রাজা দরশন॥

শুনিয়া সাধু কথা কটালকে দয়া লাগে।

সত্বরে কহিল গিয়া নৃপতির আগে॥

৫-৫। নিশাচর বলে নাম খ পুঃ; ৬-৬। আমার বচন কর অবগতি।—খ পুঃ;

৭-৭। নহে কুল হারামখোর সাধু মহাজন।

আসিয়া করিতে চাহে তোমার দরশন॥—খ পুঃ;

৮-৮। রাজা বোলে সাধুক ডাক দিয়া আন।

কিসের অভাব আছে আসুক বিদ্যমান॥—খ পুঃ;

ইহার পর খ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

রাজা বলে সত্বরে জাহ নিশাচর।

সাধুকে ডাকিয়া আন আমার গোচর।

৯-৯। নিশাচর বলে কর অবগতি।

দরশন করিতে চাহে সাধু চন্দ্রপতি॥—খ পুঃ;

পরবর্তী ছয় পংক্তির পরিবর্ত্তে খ পুথিতে—

খাএ দাএ বানিয়া আনন্দ মহামনে।

বিরচিঞা গাএ কবি জগতজীবনে॥

পৃঃ—১৩৩॥ ১-১। ধুয়া পদটি খ পুথিতে নাই;

২-২। হের দেখ রায় রায়।

কালিন্দী যমুনার কূলে নাগর কানাই॥—খ পুঃ;

৩-৩। নৃপতির দ্বারে জ্যায়া সাধু দিল জান—গ পুঃ;

৪-৪। রাজা বলে নাম তুমার কহ মহাজন।

কুন দেশে ঘর তুমার কাহার নন্দন॥—খ পুঃ;

৫-৫—৮৮। এবং

পৃঃ ১৩৪ ॥ ১-১, ২-২।

রাজা বলে নাম তুমার কহ মহাজন।
কুন দেশে ঘর তুমার কাহার নন্দন ॥
সাধু বোলে মধ্য দেশে সাধু কোটিশ্বর।
তাহার নন্দন আমি চান্দো সদাগর ॥
তুমার মহিমাগুন তার মুখে শুনি।
খরিদে আসিআছি শুন নৃপমনি ॥—খ পুঃ ;
৩-৩। তুমি মিতা হইলাম সদাগর—খ পুঃ ;

পরবর্তী ছয় পংক্তি গ পুথিতে ভিন্ন পাঠ—

আম জাম তাল বেল মিষ্টা যত ফল।
রাজার সাক্ষাৎ সাধু দিলেন্ত সকল ॥
রাজা বোলে মিতা বড়গোটা কুন ফল।
সাধু বলে রাজা এই ফল নারিকল ॥
মহা প্রীতি হএ রাজা খাইলে ইহার শাস।
ইহার জল খাইলে মিতা বাই করে নাশ ॥

৪-৪। খ পুথিতে ধুয়া পদটি নাই। ৫-৫। মায়াএ নাস্তিল মাতা জয় বিষহরি। —খ পুঃ ; ৬-৬। পাস্তি পুথি লঞা খ পুঃ ; ৭-৭। রাজার সাক্ষাত জাঞা—খ পুঃ ; ৮-৮। খ পুথিতে ইহার পূর্ব্ববর্তী অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

রাজার কুশল কহে বলে শুভ শুভা।
প্রজার কুশল হোক বলে সুখ শুভা ॥

এবং পাঠান্তর—রাজা বলে দৈবজ্ঞ কহ তুমার নাম।
কুন খানে বাসা তুমার এখানে কুন কাম ॥ খ পুঃ

৯-৯। খ পুথিতে পরবর্তী ছয় পংক্তি অতিরিক্ত—

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পৃথিবী ভিতর।
তিন কালের কথা আমার গোচর ॥
দৈবগ্য বলে আমি নহি অন্যজন।
ত্রিভুবনে জানে মোক দৈবগ্য (নন্দন) ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জতেক কথা করে।
গণিয়া কহিতে পারি গুরুজনার বরে ॥

পৃঃ—১৩৫ ॥ ১-১। তুমার গনণা—খ পুঃ ; ২-২। এই পংক্তির পর খ পুথিতে

অতিরিক্ত— বসিল দৈবজ্ঞ বুড়া হাতে করে নড়ি।
শোঙ্করের আড্ডায় আমি মহাদেখি খড়ি॥—গ পুঃ ;

৩-৩। খনে লিখে খনে মোছে খনে মাথা নাড়ে।—গ পুঃ ; গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

বুঝিঞা দৈবগ্য চুপ হইঞা রহে।
রাজার সকাতে কথা ধীরে কহে॥

৪-৪। দৈবগ্য বলেন রাজা শুন চন্দ্রধর।
উত্তর দিগে এক আসিয়াছে সদাগর॥—গ পুঃ ;

পরবর্তী দুই পংক্তির পর গ পুথি অতিরিক্ত পংক্তি চতুষ্টয়—

বড় বড় ফল গোটা তার মধ্যে পানি।
নারিকেল বলিঞা বিষফল দিঞাছে আনি॥
সে ফল খাইঞা তুমি তেজহ জীবন।
সাধুএ লইবে তুমার রাজ্য আর ধন॥

৫-৫। শুনিঞা প্রতীত গেল লঙ্কেশ্বর॥—গ পুঃ ;

৬-৬। না জানি দৈবগ্য এমন কহে কথা।
এই কথা মিথ্যা নহে কাট সাধুর মাথা॥
সাধু বন্দি করিতে কটাল রাজ আজ্ঞা পাএ।
অন্তর্ধান হৈল পদ্মাবতী সে ঠাএ॥
সাধুকে বন্দী করে বন্দীশালা ঘরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥—গ পুঃ ;

৭। গ পুথিতে নাই ; পরিবর্তে ধুয়া পংক্তিদ্বয় এবং তৎপরবর্তী পয়ার পংক্তিসমূহ নিম্নরূপ :—

আজি মনের মধ্যে বড় দুখ পাইল ওরে ভাই
আজি চিত্তের মধ্যে বড় দুখ রইল॥ ধুয়া

তুমি মোকে অহে ভাই লইঞা চল লগে।
তেন মতে কহে গিঞা নৃপতির আগে॥
নিশাচর বলে তুমি শুন নরপতি।
দরশন করিতে চাহে সাধু চন্দ্রপতি॥

সাধুএ বলিছে মোকে দেশ হেন ছাড় ।
রাজা হইঞা কেনে না করে বিচার ॥
কোটালের বাক্য শুনিঞা নরপতি ।
না কাটিহ সাধুকে আনহ শীঘ্রগতি ॥
রাজা বলে ওরে কটাল বাক্য মোর ধর ।
সত্বরে আনহ সাধুক মোর বরাবর ॥
আজ্ঞা পাই সত্বরে চলি নিশাচর ।
সত্বরে জানাএ বার্তা সাধুর গোচর ॥
নিশাচর বলে তুমি শুন সদাগর ।
তুমাক তলব করে রাজা চন্দ্রধর ॥
এই কথা শুনিঞা সাধু চলিল সত্বর ।
প্রণাম্ব করিল গিয়া সভার ভিতর ॥
প্রণাম করিয়া বলে সাধু দেশ হেন ছাড় ।
রাজা হইঞা না করে ধর্ম্ম অধর্ম্মের বিচার ॥
বিচার করিলে তবে জার দোষ পাই ।
তবে সে তাহার মাথা কাট এই ঠাঞি ॥
রাজা বলে বানিঞা শুনরে টেটন ।
ভাণ্ডিতে আসিয়াছ রাজ্য দখিন পাটন ॥
চান্দো বলে বাক্য মোর শুন নরপতি ।
আমার সনে বিবাদ আছে পদ্মাবতী ॥
সাধু বলে ত্রিভুবনে জানে নারিকল ।
তাহাকে কুন পাপিষ্ঠ বলে বিষ ফল ॥
যে জন কহিল আসি তুমার বিদ্যমান ।
মিথ্যা হৈলে তাহার কাটিএ নাক কান ॥
খাইলে মৃত্যু হএ যদি এই বিষফল ।
ধনে জনে রাজা তুমি পাইবে সকল ॥
যদি ফল খাঞা রহিবেত পরান ।
তবে সে দৈবগ্যের কাটিএ নাক কান ॥
আন দেখি দৈবগ্য আমার বিদ্যমান ।
তলাস করিতে পদ্মা হৈল অন্তর্ধ্যান ॥

সাধু বলে মহারাজ দেশ হেন ছাড় ।
তুমার দেশে মহারাজ কে আসিবে আর ॥
রাজা বলে মিত্র অহে শুন সদাগর ।
এই ফল খাইঞা তুমি ইহা লিঅ জানি ।
তবে সে তুমাক আমি মিত্র হেন জানি ॥
প্রভাতে করিব আমি দ্রব্যের তলাস ।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ॥

পৃঃ—১৩৬ ॥ ১-১ । খ পুথিতে নাই ; ২-২ । সিনান করিঞা সাধু—গ পুঃ ; ৩-৩ । সভার ভিতরে—গ পুঃ ; ৪-৪ । আগে শাস খাইঞা পাছে করে জল পান—খ পুঃ ; ৫-৫ । ইহার পরবর্তী—

তথাপি না মরে সাধু রাজা পাএ লাজ ।
ধন্য ধন্য করে বলে নৃপতি সমাজ ॥—গ পুঃ ;

৬-৬ । রাজা বলে প্রাণমিত্র ক্ষেম অপরাধ ।
পদ্মায় করিঞা গেল এতেক বিবাদ ॥—গ পুঃ ;

৭-৭ । প্রাণমিতা শুন সব—খ পুঃ ;

৮-৮ । গণ্ডা দশ বিশ চান্দো ভাঙ্গে নারিকেল ।
এক ঠাই শাস রাখে আর ঠাই জল ॥—গ পুঃ ।

পৃঃ—১৩৭ ॥ ১ । পাত্রমিত্রগণে—গ পুঃ ; ২ । মহাসুখ—গ পুঃ ;

৩-৩ । পদ্মার আদেশে গীত পাইঞা স্বপনে ।
বিরক্তি পঞ্চালি গায় জগতজীবনে ॥—খ পুঃ ;

৪-৪ । গ পুথিতে নাই ; গ পুথিতে এই কয় পংক্তি অতিরিক্ত :—

ধন্য ধন্য নগ…ঘর জতে আছে নারিকেল
আর আছে মিষ্টা কত ফল ।
… … … …
তুমার দেশের সার্থক জীবন ধর … … … …
নানা জাতি ভোগ পায় ।
আম জাম মিষ্টা ফল তাল বেল নারিকেল
বারমাসি বরা ফল খায় ॥
আমার দেশে এথা হিরামনি মুকুতা
সোনা রুপা আজ জত নিধি ।

খাই না পেটে ভরে যত্ন করি রাখে ঘরে
হেন সবকে দিয়াছেন বিধি ॥

৫-৫। নারিকেলের পোলি—গ পুঃ ;

৬-৬। যদি ইহার গাছ পাই আর জিঞা ফল খাই
তুমাক দিব রত্ন বহু অন্য ॥—গ পুঃ ;

৭-৭। সাধু বলে মহাশয় কহিলে উত্তম হয়—গ পুঃ ; ৮-৮। কি……স পর্ব্বতের পর আছে মহেশের ঘর—গ পুঃ ;

৯-৯। বৎসরে ছয় মাসের তার যাই শিব ভেটিবার
তাতে পাই পঞ্চদশ ফল।—গ পুঃ

১০-১০। ১১-১১। বেচিঞা খাইবার তরে যত্ন করি রাখে ঘরে
বহুমূল্য এই নারিকল।—গ পুঃ

১২-১২। জগতজীবন কবি বন্দ মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারি জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা ॥—গ পুঃ

১৩-১৩। ওরে বানিয়া বর সুজান ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

১৪-১৪। রাজা বলে প্রাণমিত্র কর অবধান।
দ্রব্য লেনি দেনি করিঞা বিদ্যমান ॥
দোলি চাপারিঞা বৈসে চান্দো সদাগর।
দ্রব্য উভাইঞা আনে নায় গাভর।
নিকত্তি ধরিঞা বৈসে চান্দো অধিকারি।
রাজা বলে সাখ্যাত দ্রব্য রাখ সারি সারি ॥—গ পুঃ।

পৃঃ—১৩৮ ॥ ১-১। রাজা বলে কীসের বদলি নিব কি ॥—গ পুঃ ; ২-২। পরবর্তী চার পংক্তি গ পুথিতে নাই ; ৩-৩। তার পাছে দেখাইল—খ ও গ পুঃ ; ৪। সুবর্ণ—গ পুঃ ;

৫-৫—৭-৭। আমার দেশের মুকুতা বড় করে হিত।
বিঞ্জন খাইতে ভাল নষ্ট করে পিত।
তুলে নাও তুলিব মিতা নেব রাশিরাশি।
ইবার আইলে যেনে আর বার আসি ॥

অমৃতের বদলি নিব ফল জাএ ফল।
তৃগুন করিঞা দিবে লইব বদল ॥
আর যদি খাইবে মিতা না করিহ যতন।
এক মনের বদলে দেহ লগং (?) দশ মন ।।—গ: পুঃ ;

৮-৮। হিরায় জিরায় মিতা নিস্কাতি নাহি ধরি।
সমান করি দেহ যদি তবে দিতে পারি ॥

গ পুথিতে অতিরিক্ত এবং পরবর্তী দুই পংক্তির পর—
সনকি করুত্তা লেহ লক্ষ তিন চারি।
ইহার বদলে নেব সুবর্ণ থাল ঝারি ॥—খ পুঃ ;

৯-৯। গ পুথিতে নাই। পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত—
ই বলিয়া বানিঞা তোলিঞা × × তলে।
না জানি ইহাতে কিছু × × × মূলে ॥
মরিচ যবে খাইবে মিতা করিয়া যতন।
ইহার বদলি নেব মানিক রতন ॥
আর এক দ্রব্য মিতা আনিঞায়াছি পাট।
এমন বদলে মিতা × × × × ॥
আমার দেশে মিতা হে পাটে বড় কোড়ি।
সমান-চান্দোআটানে তাতে লাগে দোড়ি ॥
আর কিছু যত্ন করি আনিআছি ফুল বড়ি।
পন প্রতি নেব মিতা দশপণ কোড়ি।
আর এক দ্রব্য মিতা আনিআছি সাড়ি।
আমার দেশের সাড়ি পৈরে বড়াবড়ি ॥
আমার দেশের সাড়ি মিতা অন্য নাহি পাএ।
যেই জন মহারাজা সেহি সাড়ি পাএ ॥
তুমার দেশের সাড়ি পানি পাঞা সড়ে।
আমার দেশের সাড়ি খেওনাহি লড়ে ॥
আমার দেশে আছে রঙ্গিয়া জতন।
সেই সব লোক করে সাড়ি পরিধান ॥
দ্রব্য উভাইঞা সাধু চোদ্দ ডিঙ্গা ভরে।
অবোধ রাজার আগে সাধু মাথা করে ॥

সন্তায় সমস্ত সাজ দিল তুমার ডরে।
সাধুআনি শুনিলে ঘরে কিবা যুধ্য করে ॥
যত দ্রব্য দিলে মিতা আমার কিত (?) নয়।
সাহর মূল্য উহুরিলে ? তবে ভাল হয় ॥
এক দ্রব্য চাহি মিতা যদি দিতে পার।
দখিনা শঙ্খএ দেহ গুটি দশ বার ॥
আমার দেশেতে আছে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
গোসাইর মস্তকে দিব তুলসি গঙ্গাজল।
তুমার মিতিনি মিতা আছে জনা দশ।
যত কিছু দিতে পার আপুন পরস ॥
বালক আছেএ মিতা গুটি দশ বার।
তাহার কারনে মিতা যত দিতে পার ॥
রাজা বলে মিতা হে অভাব আছে কি।
যত ইচ্ছা করে মিতা তত আমি দি ॥
ছলে ছলে যত কিছু চাহিল সদাগর।
সমস্ত আনিঞা দিল লঙ্কার ঈশ্বর ॥
অবোধ পাটনপতি কিছু নাহি গ্যান।
কপটে ভাণ্ডিব রাজা বানিঞা সুজন ॥
দ্রব্য জাত লঞা সাধু কথা কহে ছলে।
অবোধ পাটনপতি করিল বদল ॥
ধন কড়ি উভাইঞা সাধু চোদ্দ ডিঙ্গা ভরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

পৃঃ—১৩১ ॥ ১-১। কি ধন আনিঞা দিল মকে হে মিতা।
কি ধন আনিঞা দিল মরে ॥ ধু ॥ খ পুঃ

ইহার পরবর্তী ২২ পংক্তির স্থলে খ পুথিতে পাঠ-বিভিন্নতায় এই পংক্তি কতিপয়—

সাড়ি পাঞা রাজা হইল আনন্দিত মন।
সর্ব্ব অঙ্গে পএরে রাজা সাড়ির বসন ॥
সাড়ির জামা ইজার পাগড়ি বান্ধে শিরে।
সাড়িময় কৈল রাজার সকল শরীর ॥

দলিচা কমল বিছায় আর পাটের সাড়ি।
যত্ন করিঞা বিছায় ধকড়ার সাড়ি॥
শুনিঞা রাজার অন্তস্‌পুরের নারীগন।
সাড়ির কারনে তার আকুলে মন॥
সকল সাড়ি রাজা করিঞা একস্থান।
সভাকে বাটিঞা দিল দুই চারি থান॥*
চান্দ বলে নয়া সাড়ি কত যায় আস।
বহুত না চুলকাইব চুলকাইবে ছয় মাস॥
আঠিয়া কলা বচ্চা করিহ পোড়ান।
তাক দিঞা ধুইহ মিতা সাড়ি বসন॥
ওখল মুসল মিতা করি এক স্থান।
তনে উপরে সাড়ি দিঞা কুটেহ জতন॥
সাগরের ঝিনাই মিতা আনিহ গণ্ডাচারি।
চুলকাইঞা চুলকাইঞা মিতা পাছে দেহ খার॥
সাড়ি পেরিআ রাজা রাজ্য দেবানে বসে।
চান্দোর ঘরের লেখাপাত্র মনে মনে হাসে॥
চান্দো বলে লেখাপাত্র হাস কেনে তোরা।
সাড়ি পৈরি বসি আছে সাক্ষ্যাত থাকরা॥
পদ্মার আদেশে গীত পাইঞা স্বপনে।
রনচিল পাঞ্চালি কবি জগতজীবনে॥

পৃঃ—১৪০॥ ১-১। হইতে পৃষ্ঠা ১৪৯॥ ১-১। পর্যন্ত গ পুথিতে পাঠ ভিন্নতায়ঃ—

অহে আথিত দিয়া কান্দে সাধু বানিঞা
বিপাকে আইনু তোমার পুরি।
ও মিতা বিপাকে আইনু তোমার পুরি ও মিতা হে॥ ধু॥

---

* এখানে তিনটি পদ বাদ দেওয়া হইল। কুরুচিসম্পন্ন লিপিকরের হস্তাবলেপনেই এই প্রক্ষিপ্ততা-পুষ্ট অশ্লীলতা প্রশ্রয় পাইয়াছে মনে হয়। ক ও গ পুথিদ্বয় কিন্তু অনুরূপ প্রক্ষিপ্ততা হইতে মুক্ত।

মধুর বচন দিয়া সব ধন ভাণ্ডিঞা
মধুকর ডিঙ্গা রহিল খালি।
আরে আরে গোবিন্দ বলে রাম রাম ॥ ধুয়া।

পূর্ব্ব রাজ্যতে গেনু উদয়গিরি রাজা পাইনু
উদয়গিরি রাজা তাতে আছে।
সেই রাজ্যতে গেনু ভরমিআ আইনু
ঘরে ঘরে চন্দনের বাতি ॥ (গাছ ?) ॥
পছিম রাজ্যতে গেনু এক ঠেঙ্গি রাজা পাইনু
এক ঠেঙ্গি রাজা আছে তাত।
সেনা রাজ্যতে গেনু তিন রাত্রি বঞ্চিনু
খাসি মারি খোআইল ভাত ॥
তুমার রাজ্য গেনু কলঙ্ক স্বজিনু
রাখিলে বন্দিশালা ঘরে।
আনিনু নারিকল বলিলে বিষফল
সমুখে না দিলে উত্তর।
না কান্দহ মিতা তুমি দআর মিত্র হে
না কান্দ না কান্দ ক্রন্দন ক্ষেমা কর।
আছেন মানিকের ধাপ কোদালে কাটহ চাপ
খিচিয়া ভড়াহ মধুকর ॥
পাইঞা রতন বানিয়ার রঙ্গমন
ভোজন করে মহাসুখে।
বাজন নৃত্য গীত বানিঞা আনন্দিত
রজনী বঞ্চয় কৌতুকে ॥

আরে আরে হুএ। ধুয়া।

বিছাইল পালঙ্ক খাট শয়ন করিল তাত
নিশিতে দেখিল স্বপন।
সনকা সুন্দরী বিবিধ বেশ করি
স্বপনে [দিল] আলিঙ্গন।

স্বপনে দেখিয়া আকুল বানিঞা
রাজার দরশনে জাএ।
রাজা আগে লতএ মাথা ধীরে ধীরে কহে [কথা]
জগতজীবন গাএ ॥

দেহ বিদায় মিতা হে শুন প্রাণ মিতা হে
স্বপনে সুন্দরী দেখি স্থির নহে চিত। ধুয়া।
স্বপনে সুন্দরী মোকে দিলে আলিঙ্গন।
অবশ্য যাইব আমি চম্পলা ভুবন ॥
এখনি আছিল মিতা হাসিঞা খেলিঞা।
ছাড়িঞা যাইবে প্রাণমিত্র নিদারুন হইঞা ॥
রাজা বলে মিতা তুমি জাহ নিজ দেশ।
আমাকে পাঠাইঞা দেহ দেশের সন্দেশ ॥
দেহ বা না দেহ মিতা আর সব সাজ।
যত্ন করি পাঠাইঞা দেহ নারিকলের গাছ ॥
সাধু বলে যাইয়া আমি করিব তলাস।
অবশ্য পাঠাইঞা দিব শুন মহাশয় ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

ধনাই মনাই ভাই মনাই কাণ্ডারি হে
সাজ যত গাভরিআ ভাই।
ভাণ্ডিল পাটনপতি ডিঙ্গা মেলি শীঘ্রগতি
চল আজি কতদূর যাই ॥
[আদেশ] করে চন্দ্রপতি সাজে লেখা শীঘ্রগতি
জাত্রাক শুভক্ষণ বেলা।
কাণ্ডারিআ কাণ্ডার ধরে লক্ষে লক্ষে দণ্ড পড়ে
সাহের চোদ্দ ডিঙ্গা দিল মেলা ॥
সাজে গাভরিআগন সভার আনন্দিত মন
জয় জয় বলি সর্ব্বথন।

কাণ্ডারিআ কাণ্ডার ধরে লক্ষে লক্ষে দণ্ড পরে
শঙ্খ শিঙ্গা বাজাএ বাজন ॥
মোহরিয়া দিল সান বাসিএগা শীতল নাম
কাল যন্ত্র জার নাম।
জার বাদ্য অনুপাম জার বাদ্যে সুখী নারায়ণ
.. .. ॥
বাদ্য বাজে গোণ্ডগোল দামা মৌক (?) ঢাক ঢোল
জোড়াপড়া বাজে শঙ্খ শিঙ্গা।
ঘর মুখে সর্ব্বজন চলে আনন্দিত মন
কড়িদহে উতরিল ডিঙ্গা ॥
সেই কোড়িয়ার দহে বানিঞার ডিঙ্গা রহে
পচা কড়ি ডিঙ্গাতে চড়াএ।
গাভরিয়া যায় ঘরমুখে.................।
শঙ্খদহে তার লাগ পায় ॥
শঙ্খদহে শঙ্খ নিল জয় জয় বলি।
যাইয়া পায় কঙ্কড়ার জলে ॥

পৃঃ—১৪১ ॥ ২-২। শুভে শুভে—খ পুঃ ; ৩-৩। জায় ঘর—গ পুঃ ; ৪-৪। না হইল আমার পূজা পৃথিবী ভিতর—গ পুঃ ; ৫। করহ—গ পুঃ ; ৬-৬। বীর হনুমান আর যুধ্যাগণ—গ পুঃ।

পৃঃ—১৪২ ॥ ১-১। কুন কর্ম্ম করে—খ পুঃ ; ২-২। যত নদনদী ডাকিল সত্বরে—খ পুঃ ; যত নদনদী চলিল সত্বরে—গ পুঃ ; ৩-৩। জোর হস্তে নদীগণ করেন স্তুতি—খ পুঃ ; ৪-৪। তলব করে পদ্মাবতী—খ পুঃ ; ৫-৫। আজ্ঞা পাইয়া—খ পুঃ ; ৬-৬। কবি জগতজীবন—খ পুঃ ; ৭-৭। খ পুথিতে ধুয়া-পরিচয় নাই, লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৮-৮। আদেশে চলে যত নদীগণ—খ পুঃ ; ৯-৯। ঢেকীধারে বরিষে জল ঢোল হেন পাথর—খ পুঃ ; গ পুথিতে ঢোল স্থলে গোতন ;

১০-১০। বরিষে পাণ্ডুর মেঘ ঝাকে ঝাকে পানি।
কতেক বরিষে তার নির্ণয় না জানি ॥—গ পুঃ ;
১১-১১। উনপঞ্চাশ পবন লাগিল চতুষ্পাশে।
প্রলয়ের কালে যেন এ ঝড় বাতাসে ॥—গ পুঃ ;

গ পুথিতে ইহার পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি ;

দধি দুগ্ধ ক্ষীর আর ঘৃত জল।
কঙ্কড়ার জলে আইল সমুদ্র সকল ।।

১২। শিবস্তুমতি—গ পুঃ ; ১৩। পরবর্তী ফাল্গু গ পুথিতে অতিরিক্ত ;
১৪। ডেপা—খ পুঃ ; ১৫-১৫। ১৬-১৬। এবং পৃঃ—১৪৩ ।। ১-১, ২-২।

চলে নদী চন্দনা কুলিক ছোট নই।
কাচা দুগধ উথথলে নোনা লোতোই।।
চলে খলখর পুব তেলা ধরলাই।
জাবত ধরলা তোরসা গরম রসাই ।।
আত্রাই ঘাঘরাএ আর সাজে পাঙ্গা।
তিস্রা ভাসাল কিছু আনন্দে ডিঙ্গা ।।—গ পুঃ

পৃঃ—১৪৩ ।। ৩-৩। চলিল সকল নদী—খ পুঃ ; ৪-৪। খ পুথিতে নাই ;

৫-৫। ভয় পাইএগ বানিএগ করিছে ক্রন্দন
রচিল পাঞ্চালি কবি জগতজীবন ।।—খ পুঃ ;

৬-৬। দেবী জাহ্নবি গঙ্গা নম নম মায়।
নম নারায়ণী মায় ।। ধু ।।—গ পুঃ ;

৭-৭। রাখ দেবী সুরধনি গঙ্গা করে স্তুতি।
এ ভয় সঙ্কটে রথ্যা কর ভগবতি ।।
ভয় পাইএগ কান্দে সাধু নাএর উপর।
রক্ষ্যা কর সুরধনি বলি সদাগর ।।—গ পুঃ ;

৮-৮। সনকায়ে দিলে বাধা করিনু আনা আনি।
মত্ত গর্বে না শুনিনু দৈবগ্য বাণী ।।
সে সব বচন মুই না শুনিনু কানে।
পড়িনু পদ্মার হাতে-এ ধন পরানে ।।
সে সব ফলিল আপন কর্ম্মদোষে।
বিধির ঘটনে দুখ কি করি সোন্তোনে ।। গ পুঃ ;

পরবর্তী দ্বিচত্বারিংশৎ পঙ্‌ক্তি ও ভণিতান্তিক ধুয়াপদ গ পুথিতে নাই ; গ পুথিতে ছিল কি ছিল না তাহা মূলপুথি অভাবে নিশ্চিত কিছু বলা গেল না। তবে অংশটি কৌতুকোদ্দীপক। অপরাপর সমর্থ মঙ্গলকবিদের ন্যায় জগতজীবনেরও হাস্তরস পরিবেষণ-প্রবণ মনন ছিল তাহা সুচিত হয়।

পৃঃ—১৪৫ ॥ ১-১। পরবর্ত্তী ছয় পংক্তি খ পুথিতে নাই ; ২-২। তুমি জাঞা বানিঞার বহিত ডুবাও—গ পুঃ ; খ পুথিতে পরবর্ত্তী দুই পংক্তি—

পদ্মার আদেশ পাইয়া বীর হনুমান।
উত্তরিল গিয়া বীর ডিঙ্গার সন্নিধান ॥

৩-৩। ডিঙ্গা ধরি হনুমান—গ পুঃ ; ৪-৪। বানিয়ার বহিত সমস্ত হৈল তল—গ পুঃ ; ৫-৫। খ পুথিতে নাই ; ৬-৬। লিপিকরের অনবধানতায় গ পুথিতে লিপিকালে বাদ পড়া অস্বাভাবিক নহে।

পৃঃ—১৪৬ ॥ ১-১। কি বাদ সাধিব যাইয়া মানুষের ঘরে—গ পুঃ ; ২-২। সাগর বচন মোর রাখ—গ পুঃ ; পরবর্ত্তী পংক্তির পর গ পুথিতে চারি পংক্তি অতিরিক্ত—

ভাসিতে ভাসিতে চান্দ জায় কতদূর।
কাগরূপে ঠোকাএ পদ্মা বড়ই নিষ্ঠুর।
মুখ মেলি ভাসে চান্দো মহাতুষ্ট মতি।
কাগরূপে মুখেতে বজ্জিল পদ্মাবতী ॥

৩-৩। শিব শিব বলি চান্দো কত দূর জাএ।
আসিয়া সাগরের ঢেহু কাছারে চাপাএ ॥—গ পুঃ ;

৪-৪। উপরে উঠিল—গ পুঃ ; ৫-৫। করি—গ পুঃ ; ৬-৬। গ পুথিতে এই পংক্তির পূর্ব্বে অতিরিক্ত—

সাত দিন উপবাসি সাধু চন্দ্রপতি।
চলিতে না পারে সাধু হইল অশকতি ॥

এবং এই পংক্তিটি গ পুথিতে—বৃদ্ধারূপে গেল পদ্মা বানিয়ার ঠাই। ৭-৭। বিষাদ ভাব—গ পুঃ ; ৮-৮। গ পুথিতে নাই ; ৯-৯। গ পুথিতে চারি পংক্তির পরিবর্ত্তে দুই পংক্তি—

সাধু বলে চান্দ মুই ত্রিভুবনে জানি।
বহিত ডুবালে মোর সাগরের পানি ॥

১০-১০। কুড়াইঞা ঢেকিআ সাগ কচু কর জর।—গ পুঃ ;

১১-১১। কুড়াইঞা ঘাটের হাণ্ডি তাতে আন জল।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘসিয়া তুমি জালাহ আনল ॥—গ পুঃ ;

১২-১২। সিদ্ধ করি যাএ প্রাণ রাখ সদাগর।
প্রাছিত করিহ গিয়া চম্পলা নগর ॥

বৃদ্ধার বচনে সাধু সাগ তুলি আনে।
কুড়াইয়া ঘাটের হাণ্ডি সিদ্ধা সেই থানে ॥ — গ পুঃ ;
১৩-১৩। রান্ধিঞা বাড়িঞা সাধু ঢালেন পাতে। — গ পুঃ ; ১৪। এক পাশ — গ পুঃ ; পরবর্তী এক পংক্তি এবং ভণিতা পংক্তিদ্বয়ের পরিবর্ত্তে গ পুথিতে কেবল — জগতজীবন গায় মনসার দাস ॥

পৃঃ — ১৪৭ ॥

১-১। দুখ রহিলরে
সুখ না হইল আর
বিধি তাহা লিখিল দুঃখ
আমি দোষ দিবে কারে ॥ ধু ॥ — গ পুঃ ;
২-২। সেই পথে দিঞা জাএ — গ পুঃ ; ৩-৩। আরে যদি ভারী পাই — গ পুঃ ; ৪-৪। দিঞা হাণ্ডি লৈঞা যাই। — গ পুঃ ; ৫-৫। আমি এখন কড়ি পাই — গ পুঃ ; ৬-৬। হাটত কিনিয়া কিছু খাই — গ পুঃ ; ৭-৭। কোড়ি পাইয়া চান্দ ধুতিতে গাঠি বান্ধে। — গ পুঃ ; ৮-৮, ৯-৯, ১০-১০।
সেই কালে পদ্মা বাঘিনীরূপ ধরে।
গর্জিতে গর্জিতে গেল সাধুর বরাবরে ॥
বাঘ দেখি সাধু হইল চমৎকার।
পরিল হাড়ির ভার হৈল চুরচার ॥
কুম্ভার না দেখে বাঘ চুর হৈল হাড়ি।
চান্দোর মস্তকে মারে পএজারের বাড়ি ॥ — গ পুঃ ;
১১-১১। কাড়িঞা লইল কোড়ি কুম্ভার কুমতি।
হাণ্ডির বদলে নৈল পরিধান ধুতি ॥ — গ পুঃ ;
১২-১২। লাঙ্গট হইঞা সাধু রহে সেইখানে।
কুড়াইঞা গাছের ছাল বন হৈতে আনে ॥ — গ পুঃ ;
১৩-১৩। এই পংক্তির পর গ পুথিতে প্রসঙ্গসমাপ্তি-সূচক ভণিতা —
পদ্মার আদেশে গীত পাইঞা স্বপনে।
রনচিল পঞ্চালি কবি জগতজীবনে ॥ ; পরবর্তী দুই পংক্তি হইতে
পৃঃ ১৪৯ শেষাংশ পর্য্যন্ত গ পুথিতে নিম্নবর্ণিত পাঠভেদ :
মায়াএ নাস্তিল মাগো জয় বিষহরি।
আরে মায়াএ নাস্তিল পদ্মাবতী ॥ ধুয়া ॥

হাতে পাঞ্জিত পোথি লইঞা দৈবগ্যরূপ ধরি।
কটালে সম্ভাতে গেল দেবী বিষহরি॥
কটাল বলেন দৈবগ্য কহ তুমার নাম।
কুন দেশে ঘর তুমার এথানে কুন কাম॥
দৈবগ্য বলেন মোর নাম শিরোমনি।
ভূত ভবিষ্যত আমি ভাল জানি॥
গনিঞা কহিতে পারি এ তিন ভুবন।
আসিহু তুমার কাছে ভিক্ষার কারন॥
কটাল বলেন দৈবগ্য মোর নাম ধর।
গনিতে জানহ যদি গনা পড়া কর॥
বসিল দৈবগ্য বুড়া হাতে রাথে লোড়ি।
ষোল ঘর লিথিয়া মিছা পাতে খড়ি॥
গনিল উত্তম তুমার শুনহ কটাল।
তুমার নগরে এক মিলিল জঞ্জাল॥
এক চোর নগরে করিছে প্রবেশ।
কঙ্গাল করিএ নৃপতির দেশ॥
জাবত নগরে আসি প্রবেশ না করে।
এইকালে ধর তাকে শুন নিশাচরে॥
কটাল বলেন চোর আছে কুন ঠাই।
গনিঞা কহিতে পার তুমার বড়াই॥
মিছা মিছা দৈবগ্য ভূমিতে অঙ্ক পাড়ে।
খনে লিখে খনে মুছে খনে মাথা নাড়ে॥
লিথিয়া পড়িঞা দৈবগ্য চুপ হইঞা রহে।
রাজার সাথ্যাতে কথা ধীরে ধীরে কহে।
দৈবগ্য বলেন চোর আসিয়াছে।
পুর্ব্বদিগে হাটের সমুথ গাছের তলাত আছে॥
দিন হৈলে ফিরে বেচল পিন্দিয়া গাছের ছাল।
মাঙ্গিয়া চাহিঞা থাএ দালিদ্র কাঙ্গাল॥
শুনিঞা কটাল চলে ঝাকে ঝাকে।
ধরিঞা আনিল তবে গন্ধবানিঞাকে॥

এই চোর কাটা গেলে রক্ত পড়ে ধারে।
মহারোল হএ তবে নরপতির নগরে ॥
মস্তক মুণ্ডিঞা তারে ঘোল ঢাল মুণ্ডে।
ভাণ্ডারি ভারিয়া কর গ্রামের বাহির ॥
কান্দিতে কান্দিতে চলিল চান্দ সদাগর ॥
জগতজীবন কবি মনসার বর ॥
কান্দে চান্দো বানিঞা মস্তকে দিয়া হাত।
কি কথা কহিব আমি সনকা সাক্ষাত ॥
কি বিধি লিখিল মর কপালে ॥ ধুয়া ॥
জোড় হাতে কহিলে সনকা ঋর পোয়াতি।
পাটনে না জাহ প্রভু হইবে দুর্গতি ॥
সনকার বচন মুই না শুনিনু কানে।
মত্তগর্ব্বে না শুনিনু দৈবগ্য বচনে ॥
কেমতে জাইব আমি চম্পলার পুরি।
চিম্বে কি না চিম্বে মোক সনকা সুন্দরী ॥
মস্তকে চুল নাই নাহি পরিধান।
কেমতে জাইব আমি চম্পলা ভুবন ॥
সে সকল ফলিল আপুন কর্ম্ম দোষে।
জগতজীবন গাএ মনসা আদেশে ॥
হইল রঙ (?) কাল দিন অবশেষ।
হেন কালে করে সাধু পুরি পরবেশ ॥
দুই দণ্ড রাত্রি গেল পুরি প্রবেশিল।
ছএ রাত্রি গত করে নিজ পুরি পাইল ॥
নিজ পুরে বসি সাধু ভাবে মনে মনে।
প্রদীপ জলিছে মুই জাই কেমনে ॥
আর অষ্ট দণ্ড রাত্রি বসিয়া গোমাইল।
খাইঞা দাইঞা লোক সব ঘরাঘরি গেল ॥
শয়ন করিঞা সনা প্রদীপ নিভায়।
হেনকালে বুড়া চোর ঘরেতে সাম্ভাএ ॥

শয়নে থাকিঞা সনা দূর দূর করে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

সনা বলে হের বহু অগ্নি জালাও।
চোর সন্ধাইল মন্দিরের ঘরে ॥ ধুয়া ॥

খাইদাইআ সনকা স্থতি আছে ঘরে।
হেনকালে বুড়ো চোর সান্তাইল ঘরে ॥
ছএ বধূ বলি সনা ডাকে উচ স্বরে।
হের দেখ বুড়া চোর সান্তাইল ঘরে ॥
শুনিঞা ছএ বধূ তার আইল সত্বরে।
হস্তাইয়া পাইল চোর ঘরের ভিতরে ॥
এ চড় চাপর মারে বাঢ়নার বারি।
গোপ ধরি টানে কেহো উথরাএ দাড়ি ॥
কেহো ধরে হাত পাও কেহ ধরে ঠেঙ্গ।
ঘর হৈতে বাহির করে জেন ভাতুরিয়া বেঙ্গ ॥
ঘর হৈতে চান্দোক টানিয়া বাহির করে।
বুড়ি সনকা আসি মুখত লাথি মারে ॥
চান্দো বলে এত বিরম্বনা করিল বিষহরি।
তুমি আর কত কর সনকা সুন্দরী ॥
শুনিঞা সুন্দরী সনা ধাকুড়াএ হিআ।
প্রাণ লঞা ফিরিঞা আইল বিবাদিআ ॥
সনা বলে বধূ তোমরা হএ দূর।
চোর নহে চোর নহে তোমার শ্বশুর ॥
শুনিঞা ছয় বধূ হইল একপাশ।
জগতজীবন কবি মনসার দাস ॥

কি হে হোল গতি তুমার হে শুন প্রভু হে ॥ ধুয়া ॥

স্বামির চরন ধরি কান্দে সনা সুন্দরী
দুই চখে পড়ে জলধারা।

মত্তগর্ব্বে অভিমানে বচন না শুন কানে
অবে কহাই গতি তুমার ॥
তপ্ত করি তেলখানি শিরে ঢালে বানিআনি
তপ্ত জলে করাইল স্নান।
পরাইল উত্তম বাস বসিল শঙ্করদাস
আদা নুন করে জলপান ॥
জাইআ রন্ধন ঘরে সনকা রন্ধন করে
ভোজন করিল সদাগর।
দুখের কহে কথা শুনে সনা মনে বেথা
মহাসুখে বঞ্চিল বাসহর ॥

পৃঃ ১৪৯ ॥ ১ এবং পরবর্ত্তী তিন পয়ার পংক্তির পরিবর্ত্তে—

এই মতে কত কাল গেল সাধুর ভালে ভাল
পদ্মার পরিয়া গেল মনে।
মনসার পাইআ বর পদ্দ অতি মনোহর
গায় কবি জগতজীবনে ॥
ইতি চান্দর বহিতাদি পাটন খণ্ডর সমাপন হৈল।
পাটন খণ্ড সমাপ্ত।—খ পুঃ;

২-২। ভুবন মঙ্গল হরি করে দেখি বনমালা ভরি ॥ ধু॥ গ পুঃ;

পৃঃ—১৫০ ॥ ১-১। না দেয় ফুল পানি—খ ও গ পুঃ; ২-২। কি করি মন্ত্রণা—খ পুঃ; কি করে মন্ত্রণা—গ পুঃ; ৩। পুত্রবর—খ পুঃ; ৪-৪। যাই ইন্দ্রের—গ পুঃ; ৫। জন্ম—খ পুঃ; ৬। জন্ম—খ পুঃ; ৭-৭। সেবিয়া পায় কোন—খ পুঃ; ৮-৮। ই দেবের—খ পুঃ; ৯। অপুত্রীর গ পুঃ; ১০। ফুল জল—গ পুঃ; ১১। সাহের (?)—গ পুঃ; ১২। যতনে—গ পুঃ; ১৩-১৩। প্রতিজ্ঞার নাহি ভয়—গ পুঃ; ১৪-১৪। হিঙ্গুলি আর বলে—খ পুঃ।

পৃঃ—১৫১ ॥ ১-১। পাট বস্ত্র—গ পুঃ; ২-২। নানা সর্প—গ পুঃ; ৩-৩। শঙ্খ নিবন্ধ হাতে বঙ্ক নিবন্ধন তাতে—গ পুঃ; ৪। পদ্মে—খ পুঃ; ৫। করে—গ পুঃ; ৬-৬। বঙ্ক রাজের পুর শঙ্খ—গ পুঃ; ৭। ডঙ্ক—খ পুঃ; ৮-৮। অঞ্জনি নয়ানে কাজল—গ পুঃ; ৯। গলার—গ পুঃ; ১০। পীড়ি—খ পুঃ; ১১। সর্পের—গ পুঃ; ১২-১২। গোপা লাগাইল—গ পুঃ; ১৩-১৩। ইসারা

হানে হাতে—গ পুঃ ; ১৪-১৪। সমাজে—গ পুঃ ; ১৫-১৫। সম্মুখে দণ্ডাইল বিষহরি—গ পুঃ ; গ পুথিতে প্রসঙ্গান্তিক ধুয়া—

জগতজীবন কবি বন্দ হর মনসা দেবী
দেবমুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরতকার মুনির নারী
সেবক হইল বরদাতা ॥

১৬। দেখিয়া—খ পুঃ ; করিয়া সম্পূট কর ইত্যাদির পূর্বে গ পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

সাধিতে সাহের বাদ জুরাইল মনের সাধ
গেল পদ্মা ইন্দ্রের ভুবনে ॥

১৭-১৭। আজি বড়—গ পুঃ ; ১৮। মতি—গ পুঃ ; ১৯। উপস্থিতি—গ পুঃ ; ২০-২০। কহ যত কিছু—গ পুঃ ; ২১। মর্থ—গ পুঃ ; ২২-২২। তার পূজা মোকে হইল সাদ—গ পুঃ।

পৃঃ—১৫২ ॥ ১-১। কর জুড়ি বলে বৃষা অনুরুদ্ধ আর উষা—গ পুঃ ; ২-২। দেবের সাক্ষাতে—গ পুঃ ; ৩। করি—গ পুঃ ; ৪। দিব—গ পুঃ ;

৫। মনসার পাইয়া বর পদ্দ অতি মনোহর
বিরচিল জগতজীবন।—গ পুঃ ;

৬। ছলে—গ পুঃ ; ধরে—খ পুঃ ; ৭। খ পুথিতে নাই ;

৮-৮। স্বামীর বচনে উষা চলে বিদ্যাধরী।
বাহির করিল জায়া লাসের পেটারি ॥—গ পুঃ ;

খ পুথিতে আরও দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

আসন করি কুমারী বৈসে সেই ঘরে।
নাসিকার স্বরে শুভক্ষনে যাত্রা করে ॥—গ পুঃ ;

৯-৯। স্বর না হৈলে—গ পুঃ ;

পৃঃ—১৫৩ ॥ ১। পাড়ে—খ পুঃ ; ২। সব—খ পুঃ ; ৩-৩। সুন্দরী দেখিল কুমঙ্গল—গ পুঃ ; ৪-৪। কবি শুধিয়া—গ পুঃ ; ৫। চন্দ্রমুখী—গ পুঃ ; ৬-৬। ধরিয়া কান্দে—গ পুঃ ; ৭-৭। বাম তনু কাম্পে—গ পুঃ ; ৮। তনু—খ পুঃ ; ৯। বাদে লুরি—গ পুঃ ; ১০। সাধিতে—গ পুঃ ; ১১। পদ্মা—গ পুঃ ; ১২। কুমঙ্গল—গ পুঃ ; ১৩-১৩॥ ললাটে লিখন যত কেবা খণ্ডাইবে কত—গ পুঃ ; কপালের লেখন যাহা খণ্ডাইতে পারে কেবা—গ পুঃ ; ১৪। অবস্থিতি—খ, গ পুঃ

পৃঃ—১৫৪ ॥ ১-১। গ পুথিতে অতিরিক্ত—

ভবানিগো মায়

মোরে দয়া কর নারায়ণী গো ॥ ধু ॥

২-২। ঘরে প্রবেশিল বানিয়ার—গ পুঃ; ৩-৩। সুবর্ণ ঘট ঝারি—গ পুঃ; ৪-৪। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

স্মরণে জানিল দেবী ঋষির ঝিয়ারি।

সঙ্কটে স্মরণ করে উষা বিদ্যাধরি ॥

৫-৫। সতাই মাও—গ পুঃ; ৬। কলসে—গ পুঃ; ৭-৭। সেইকালে উষা স্বামীক বলে বাণী—গ পুঃ; ৮-৮। না হইল সদয় প্রভু দেবী ত্রিনয়ানী—গ পুঃ;

৯-৯। চলিলা সুন্দরী চথে হইয়া দম্ভত।

দম্ভতে চলিয়া গেল ইন্দ্রের সাক্ষাত ॥—গ পুঃ;

১০-১০। লাস করে সুন্দরি বালি ওকি আরে হএ

ও বালি সাজে ওরে।

ইন্দ্রের বিদ্যাধরি ভুবন ভুলাইতে পারি

নানা সুমঙ্গল বাদ্য বাজে ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

১১-১১। লাস্য করে—খ পুঃ; ১২। সুন্দরী—গ পুঃ; ১৩-১৩। নাচিব সভাতে আছে ইন্দ্রের আদেশ—গ পুঃ; নাচিব ইন্দ্রের স্থানে দেবতা আদেশ—খ পুঃ; ১৪-১৪। খ পুঃ; শোভে বাহুতে কেউর—খ পুঃ; পরে বাহাতে কেয়ুরি—গ পুঃ।

পৃঃ—১৫৫ ॥ ১-১। অঙ্গুলে অঙ্গরি পাএ সুবর্ণ নেপুর—খ ও গ পুঃ; গ পুথিতে সংযোজিত অতিরিক্ত চার পংক্তি—

নয়ানে কাজল শিরে সিন্দুর সুন্দর।

গলাএ প্রবন্ধমালা খিরোদ অম্বর ॥

হিআএ কাচলি পরে সাত সরে হার।

সুমের ভেদিয়া যেন সুরসুরি ধার ॥

২-২। উপরে তুলিয়া দিল কুসুম আরনি—গ পুঃ; ৩-৩। নেপিত কৈল—গ পুঃ; ৪। মুনেময়—গ পুঃ; ৫-৫। কর্ণফুল দেহে—গ পুঃ; ৬-৬। গলায় গাঁথিয়া—খ, গ পুঃ; ৭-৭। গ পুথিতে অতিরিক্ত ভণিতা দুই পংক্তি—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।

পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ ॥

এবং পরবর্ত্তী ধুয়া এক পংক্তি—

আগে ভাল নৃত্য করে উষা
বানিয়ার দুহিতা ॥ ধু ॥

৮-৮। পাষণ্ডি হইল—গ পুঃ ; ৯-৯। ভয় পাইয়া—খ, গ পুঃ ; ১০-১০। ভাঙ্গে বাম তাড়—গ পুঃ ; ১১-১১। দিল সন্ধান—খ পুঃ ; ধরিল তখনে—গ পুঃ ; ১২-১২। মদনের তরঙ্গ—খ পুঃ ; ১৩। রূপ—গ পুঃ ; ১৪। বানিঞার ঘরে—খ, গ পুঃ ; ১৫-১৫। জন্মহ সুন্দর বালা সনকা উদরে—গ পুঃ ; ১৬-১৬। খ পুথিতে অতিরিক্ত—

বাপ বাছ সদাগর মেনকা উপরে।
জন্মিবে সুন্দরী উষা উজানি নগরে ॥

১৭-১৭। এই পংক্তির পর গ পুথিতে প্রসঙ্গ-সমাপ্তি-সূচক ভণিতা—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

এবং প্রারম্ভিক ধুয়া—

ওমা অপাএ বোল কেমতে তরিব শমনে কর দয়া ॥ ধু ॥

পৃঃ—১৫৬ ॥ ১-১। শুন—গ পুঃ ; ২-২। গর্ভের যাতনা প্রভু—গ পুঃ ; ৩-৩। হেন শাপ দেহ যেন—গ পুঃ ; ৪-৪। থাক গিয়া মনুষ্যের ঘর—গ পুঃ ; ৫-৫। কি সব কারণে মোকে—খ পুঃ ; ৬-৬। গ পুথিতে পরিবর্ত্তে তিন পংক্তি—

বার বচ্ছর থাক গিয়া মনুষ্যের ঘর।
বিবাদ সাধিয়া তুমি না থাকিহ আর।
রথ দিও তুমাক আনিব পুনবার ॥

৭-৭। সদয় হইয়া দিব দরিশন—গ পুঃ ;

৮-৮। তিন সত্য করি পদ্মা বলিল বচন।
রচিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন ॥—গ

৯-৯। ওরে কান্দে বিদ্যাধরি আরে হয় হয় ॥ ধু ॥—গ পুঃ।

পৃঃ—১৫৭ ॥ ১। যন্ত্রণা—গ পুঃ ; ২-২। নিবেদন করি প্রভু এই বড় দুখ—খ পুঃ ; ৩-৩। ছাড়িলেন প্রাণনাথ স্বর্গপুরের বাসা—গ পুঃ ; ৪। হৈল—গ পুঃ ; বালা বোলে শুন প্রিয়া পরম সুন্দরী—গ পুঃ ;

৬-৬। চল চল চন্দ্রমুখী বিলম্ব না কর।
বিলম্ব হইলে ক্রোধ করে পুরন্দর—গ পুঃ ;

৭-৭। পরম সুন্দরী—খ পুঃ ; ৮-৮। অবশ্য যাইতে হইল মানুষের পুরী—গ পুঃ ; ৯। করিবে ইন্দ্র—খ পুঃ ; ১০। শাপ ইন্দ্র—গ পুঃ ; ১১। মহীতলে

—গ পুঃ ; ১২-১২। তিলেক রহিবে প্রাণপতি—গ পুঃ ; ১৩। খ পুথিতে নাই ; ১৪-১৪। বিধিমতে আস্থাপিল স্বর্ণ ঘট ঝারি—গ পুঃ ; ১৫-১৫। দুই চক্ষু মেলে—গ পুঃ॥ ১৬-১৬। মুখ ক্রপলক কুলি (?)—গ পুঃ ; ১৭-১৭। সথ পথ গুনি—গ পুঃ।

পৃঃ—১৫৮॥ ১-১। কনক গিরিসি (?)—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে পরবর্ত্তী দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

তুষ্ট হইঞা অভয়া-পার্বতী দেন বর।
দণ্ডতে হইবে তোর পরম সুন্দর॥

৩-৩। গ পুথিতে ইহার পূর্বে প্রারম্ভিক ধুয়া—

চলনা লো সই এ বৃন্দাবনে।
যমুনার কুলে যাইগো গোকুল পচাইগো॥ ধু॥

এবং পংক্তিটির পাঠভেদ—উষা বোলে কুমার না কর বিলম্ব। ৪-৪। সত্য করি হবে প্রভু মনুস্কেত জন্ম—গ পুঃ ; ৫। আসনে—খ পুঃ ; ৬। যোগবলে—গ পুঃ ; ৭-৭। পতঙ্গ হইয়া চলে চম্পলানগরে—গ পুঃ ; ৮-৮। এই পংক্তি ও পরবর্ত্তী প্রসঙ্গান্তিক ভণিতার সাত পংক্তি নাই ; পর প্রসঙ্গারম্ভিক ধুয়া সহ নিম্নলেখ পংক্তিনিচয়—

ওরে বন্ধু আরে হে তুমি মোর ধন।
কত দিনে চন্দ্রমুখ পাব দরশন॥ ধু॥
স্বামীক ধরিয়া বালি পরম সুন্দরী।
কপালে মারিয়া বড় স্বরে হরি হরি॥
বালি বলে মনসা তুমার হই বনে বাস।
কি দোষ পাইঞা ছাড়িলে স্বর্গবাস॥
কেনে মোকে এত দুঃখ দিলে শচীপতি।
প্রভুর অভাবে মোর কিবা হইবে গতি॥
স্বামী কোলে করিয়া বালি বসিল সেই স্থানে।
যোগ চিন্তা করি বালি চলিল যোগবলে॥

৯-৯। বানিয়ার বালা বাড়ে সাহের বানিঞা ঘরে হয়॥ ধু॥—গ পুঃ

পৃঃ—১৫৯॥ ১-১। গ পুথিতে পরিবর্ত্তে

ভূমিত পড়িল বালা বানিঞার ছাও।
উহা চুহা করিয়া ছাড়িল পঞ্চ রাও॥

যত কর্ম্ম করে সাধু বিচারিআ দেবে।
স্থত গৃহে জালা অগ্নি করে নাড়ী ছেদ ॥
গন্থ উপাড়ীয়া রাখে আরসি জড়ালি।
প্রস্থতি করিয়া স্নান দ্বারে অগ্নি জালি ॥
নব দিনে নবগ্রহ পূজা চক্রবাসী।
পুত্র মুখ দেখি চান্দ পরম উল্লাসী ॥

২-২। মহাস্থখে—গ পুঃ; ৩-৩। বিচারে পণ্ডিত নাম হইল লথাএ—গ পুঃ; গ পুথিতে পরবর্তী পাঁচ পংক্তি পাঠান্তরে নিম্নরূপ—

এমতে জন্মিল বালি মেনকার ঘরে।
বেলনি স্থন্দরী বালি তার নাম ধরে ॥
আনন্দে রহিল দোহে বানিঞার ঘরে।
জগতজীবন কবি মনসার বরে ॥

এবং প্রসঙ্গ-প্রারম্ভিক ধুয়াপদ—

আমরা আর কি নায় নাগর কান্দয়
বিনে আর জীবন নায় ॥

৪-৪। ক খ গ পঢ়ে বালা গুরুর মন্দিরে।—গ পুঃ; পরবর্তী তিন পংক্তি গ পুথিতে নাই; ৫-৫। ছেড়ির রূপ ধরিল—খ পুঃ; ৬। ছেড়ির—গ পুঃ; ৭। লখিন্দর—গ পুঃ; ৮। কুডর—গ পুঃ; এই পংক্তিটির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

বালা বোলে প্রাণ বন্ধু চাহ মোর দিগে।
দেখিব তোমার রূপ দণ্ডাইহ আগে ॥
দাসী বোলে করি আমি আপনার কাজ।
আমাকে দেখিয়া হাস্য মুখে নাহি লাজ ॥

৯-৯। বানিয়ার নন্দন তুমি দুলভ লথাই—গ পুঃ; ১০-১০। হাস্য না হবে ভালাই—গ পুঃ; ১১-১১। তুমার বাপের কুলে বান্ধিতে পারে—গ পুঃ; ১২-১২। অবলা খুকড়া—গ পুঃ; ১৩-১৩। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত চারি পংক্তি—

রাণ্ডি ছয় তুমার স্থন্দরী অনেক তুমার ঘরে।
যাহার তাহার সঙ্গে ভুজহ শৃঙ্গারে ॥
তোর ছয় ভাই বালা খাইলেক কাল সর্পে।
এই পাপে যাইবে তুমি কহ গিয়া বাপে ॥

১৪-১৪। আপুন মন্দিরে বালা—গ পুঃ; ১৫-১৫। বালা লখিন্দর—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬০ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; পরিবর্ত্তে প্রসঙ্গ-সমাপ্তি-সূচক ভূমিকা—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

এবং প্রারম্ভিক ধুয়া সহ অতিরিক্ত পংক্তি—

ওরে রাম ও রাম কাহার রে হে
যসোদার জীবন ধন :
রাখালের পরাণ ধন :
কাহ্নে ঘরে হেরে হে :
যাহুয়া না গেল কুন পথে ॥ ধু॥

২-২। কেশ নাহি বান্ধে সনা নাহি পিন্ধে শাড়ি।
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ি—গ পুঃ;

গ পুথিতে পরবর্ত্তী অতিরিক্ত পংক্তি—সনা বলে শুন গুরু আমার বচন। ৩-৩। কোথা গেল গুরু আজি আমার নন্দন—গ পুঃ; ৪-৪। এই পংক্তি এবং পরবর্ত্তী ভণিতা গ পুথিতে নাই; ৫-৫, ৬-৬, ৭-৭। গ পুথিতে নাই; ৮-৮। গ পুথিতে নাই; ৯। বানিয়ার—গ পুঃ; ১০-১০। আজি কি দেখিয়াছ অবলার আখি—গ পুঃ; আসিয়াছে পুত্র মোর অন্ধজনের আখি—গ পুঃ; ১১। বারয়ানী—গ পুঃ; ১২-১২। ইহার পরবর্ত্তী চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই। ১৩-১৩। চাহিল গিয়া শয়নের মন্দিরে—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬১ ॥ ১-১। সনা বলে শুন—গ পুঃ; ২-২। বাহিরাও বাছা তুমার—গ পুঃ; ৩। গুরু—গ পুঃ; ৪-৪। তাকে বাড়ির বাহির কব্ব রাখে কুন জন—গ পুঃ; পরবর্ত্তী ছয় পংক্তি খ, গ পুথিতে নাই। ৪-৪। তবে স্নান করিব—গ পুঃ; ৫। তুমাকে—গ পুঃ; ৬-৬। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরের প্রমাদজনিত শৈথিল্য বলিয়া মনে হয়। ৭-৭। বিবাহ করাইব পুত্র কুন পরম বাদ—গ পুঃ; ৮-৮। দুয়ার ঘুচায়—গ পুঃ; ৯-৯। সিনান করিয়া বালা উপহার খায়—গ পুঃ; স্নান করিয়া তবে খাইল উপহার—গ পুঃ; ১০-১০। খ, গ পুথিতে নাই; ১১-১১। দিদি কি করি উপায়—গ পুঃ; ১২-১২। কেমতে বানিয়ার হাতে ফুলজল পাই—গ পুঃ; ১৩-১৩। বালা কি সাধিব বাদ—গ পুঃ। ১৪! নেতলায়—গ পুঃ; ১৫। কাম সন্ধ্যা—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬২ ॥ ১-১। নাম্বিল ততক্ষণ—গ পুঃ; ২-২। কোশল্যা মূরতি

ধরি—গ পুঃ ; ২। খ পুথিতে নাই। ৩। কামসন্ধ্যা—গ পুঃ ; ৪-৪। কালো বরণা—গ পুঃ ; ৫-৫! স্মরণ করি—গ পুঃ ; ৬-৬। কোশিল্যা মুরতি—গ পুঃ ; ৭-৭। তুহার চন্দ্রমা মুখ—গ পুঃ ; ৮-৮। নখঘাত—গ পুঃ ; ৯-৯। স্মরতি স্নাতে—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬৩ ॥ ১-১। পড়িল বালার মনে—গ পুঃ ;

২-২। ডাকিতে বালা না দেরে ও সনা বন্ধু হে
ডাকিতে কেনে না দেয়হ ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

৩-৩। ওঠ ওঠ বিদ্যাধরি সত্বরে যাই—গ পুঃ ; ৪-৪। ভাগে হইবে তুমি পুত্রবান—গ পুঃ ;

৫-৫, ৬-৬। ই কথা (বলিয়া) পদ্মা হইল অন্তর্ধান।
নিদ্রা ভাঙ্গি বিদ্যাধরী পাইল চেতন ॥
প্রভাতে উঠিয়া শাশুড়ীক নমস্কার করে।
আজ্ঞা কর জাউ যাও দিঘি সরোবরে ॥—গ পুঃ ;

৭-৭। কন্যা মোর বাক্য শুন—গ পুঃ ; ৮-৮। কর যাও দিঘি—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬৪ ॥ ১-১। এই পংক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা—
শয়ন থাকিঞা গীত পাইঞা স্বপন।
রচিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন ॥ ;

২-২। গ পুথিতে ইহার পরবর্তী ধুয়া পংক্তিদ্বয়—
চলনা সে সরণ নাগরে দেখিয়া।
আকুল করিল প্রাণ মোর নিরাজায়া (?) ॥

৩। গুলেল—গ পুঃ ; ৪-৪। ইহার পূর্ব্ববর্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে অতিরিক্ত—
বস্ত্র ত্যজে স্নান করে জলেতে নাম্ভিয়া।
বটতলে যাইয়া সভে দেখেন্ত হাসিয়া ॥ ধু ॥

৫। সুবর্ণ—গ পুঃ ; ৬-৬। দিঘি হইতে—গ পুঃ ;

৭-৭। কন্যাক দেখিয়া বালার আনন্দিত মন।
রচিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন ॥—গ পুঃ ;

৮-৮। এত দিন বন্ধু আমি ইথানে না জানি।
প্রাণ বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥— গ পুঃ ;

৯-৯। ভাণ্ডিয়া মোক—গ পুঃ ; ১০-১০। পড়াইবে প্রাণ—গ পুঃ ; ১১-১১। ভাণ্ডিয়া ভাল—খ পুঃ ; ১২-১২। মধুর কন্যা—গ পুঃ।

পুঃ—১৬৫ ॥ ১-১। হইল গন্ধ বানিঞারনন্দন—গ পুঃ ; ২-২। বিরচিঞা গায় কবি জগতজীবন—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে ধুয়াপদরূপে গণ্য হইয়াছে ; ৪-৪। গ পুথিতে এই দুই পংক্তি লিপিকরপ্রমাদে ত্রিপদী পংক্তিরূপ পাইয়াছে—

চম্পালির মহাদানি সে হয় আমার স্বামী
সেই তোমার মামা হয়।

৫-৫। মোকে দিল—গ পুঃ ; ৬-৬। বলি কর বিড়ম্বন—গ পুঃ ; ৭। কন্যা—গ পুঃ ; ৮-৮। শ্রীকৃষ্ণ কি হয় রাধার শাস্ত্র দেখ যাই—গ পুঃ ; ৯। পৃতিতে—গ পুঃ ; ১০। মধুপান—গ পুঃ ; ১১-১১। একে মামী হএ আর পরদার—গ পুঃ ; ১২-১২। গ পুথিতে নাই এবং পরবর্তী ভণিতা পংক্তিদ্বয়—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল প্রকাশ ॥

অন্তে প্রসঙ্গ-সমাপ্তি ঘটিয়াছে। পরবর্তী বার পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠ-বিভিন্নতায় নিম্নলেখ ত্রিপদী পদসমষ্টি রহিয়াছে—

চম্পালির মহাদানী বানিয়ার শিরমণি
তার পুত্র তুমি অপণ্ডিত।
ভিন্ন কেহো নহে আমি সুহৃদর হই মামী
না বুঝিয়া বল অনুচিত ॥
নহে জাতি কুল হীন ধনে জনে হইল ক্ষীণ
কেনে তুমি কর পরদারী।
কেনে ডুবাব মহাপাপে কহ গিয়া মাক্ষ বাপে
বিভা দিক এত শত নারী ॥
পরধন পরদার যদি কর অনাচার
তবে তুমার হইল কুমতি।
কাম তোর হয়া মন যদি হর গুরুজন
অল্প দিনে সংসার বসতি ॥
জগতজীবন কবি বন্দ হর মনসাদেবী
মহামুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জটক (?) মুনির নারী
সেবক হইল বরদাতা ॥

পৃঃ—১৬৬॥ ১-১। গ পুঁথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি—

কালিনী কদমতলে কদম্ব হিলাইয়া॥

২। সুখে—গ পুঃ; ৩। কুচভার—গ পুঃ; ৪। গজমতি—গ পুঃ; ৫-৫। গ পুঁথিতে লিপিকরপ্রমাদ পরবর্ত্তী ভণিতা—জগতজীবন কবি ইত্যাদি ও প্রসঙ্গান্তর-প্রারম্ভিক ধুয়া এক পংক্তি সংযোজিত। ৬-৬। মন্দ মুই—গ পুঃ; ৭-৭। আজ প্রাণ রাখ পাছে যাইও মাও বাপে—গ পুঃ; ইহার পর গ পুঁথিতে অতিরিক্ত—

কৌশল্যাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলে লখিন্দরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥

৮-৮। গ পুঁথিতে ধুয়ারূপে গণ্য হইয়াছে। লিপিকরের হস্তাবলেপনে এইরূপ হওয়া সম্ভব। ৯। চুড় (?) (চোর শব্দের বানান বিকৃতি মনে হয়)—গ পুঃ; ১০-১০। করিবে বল—গ পুঃ, ১১-১১। তার কুলে কেহ নাই থাকিবে কুশল—গ পুঃ; ১২। বন্দন—খ পুঃ; ১৩-১৩। গ পুঁথিতে দুই পংক্তি পূর্ব্বে সন্নিবেশিত। ১৪। গ পুঁথিতে নাই। ১৫-১৫। পরবর্ত্তী চার পংক্তির স্থলে গ পুঁথিতে ভিন্নরূপ তিন পংক্তি ও খ পুঁথিতে ছয় পংক্তি। পংক্তিসমূহ লিপিকরের হস্তাবলেপনে কুরুচি-নন্দিত অশ্লীলতায় অপাঠ্য বলিয়া উল্লেখ করা গেল না।

পৃঃ—১৬৭॥ ১-১ ঘুচিল—গ পুঃ; ২-২। বানিয়া চলিল নিজ ঘর—গ পুঃ; ৩-৩। আউলাইয়া চুল—গ পুঃ; ৪-৪। ও সনা দিদি শুন শুন তোর পুত্রের ব্যবহার॥ধু।।—গ পুঃ; ৫-৫। গ পুঁথিতে নাই; ৬-৬। লণ্ড ভণ্ড—গ পুঃ; ৭-৭ প্রথমে মোকে—গ পুঃ; ৮। আউলায়—গ পুঃ; ৯। গায়ের (?)—গ পুঃ; ১০। ঠেঁট—খ ও গ পুঃ;

১১-১১। ঠেঁঠ নহে আলাভোলা দুগ্ধ গন্ধ মুখে মোর বালা
আজি মুখে দুগ্ধের আছে গন্ধ॥—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬৮॥ ১-১। ভাঙিয়া বেরাস ভার (?) মন—গ পুঃ; ২-২। দুগুণে পড়িয়া—গ পুঃ; ৩-৩। অনেক—গ পুঃ; ৪-৪। আমি রামচরণ বিনে না ভজিব আর॥ধু॥—গ পুঃ; ৫-৫। বিভা দিতে পুত্রর করিনু—গ পুঃ; ৬। যত—গ পুঃ; ৭-৭। কি করিবে কানী—গ পুঃ; ৮-৮। কন্যার যতনে—গ পুঃ; ৯-৯। সাজিয়া লেহ—গ পুঃ।

পৃঃ—১৬৯॥ ১-১। সাধু—গ পুঃ; দুলালি—গ পুঃ; ২-২। ইহার পর গ পুঁথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি—তার পাছে চলে সাধু পূরব নগরে॥ ক

পুথিতে পংক্তির ভিন্ন পাঠ—চরণে নপুর বাজে চলিল উত্তরে ॥ ৩-৩। বিভা অবিবাহিতা কন্যা দুই আছে তার—গ পুঃ; গ পুথিতে অতিরিক্ত—

প্রথম কন্যা তার রাজার কোটালের সনে।
শিশু সঙ্গে খেলে কন্যা ধরিলেক বলে ॥
দুতিয়ক কন্যা তার নৃপতির সনে।
শুনিয়া শঙ্খপতি দুখভাবে মনে ॥
তৃতীয়া কন্যা তার ভাইয় বহিনে।
দূর হৈতে ফিরে সাধু এই কথা শুনে ॥
তার পাছে গেল সাধু পশ্চিম নগরে।
উত্তরিল যাইয়া সাধু বানিয়ার ঘরে ॥
তাহার কন্যার রূপ কহানো না যায়।
কবধ সমান গোধ আছে বাম পায় ॥
তার পাছে গেল সাধু দক্ষিণ নগরে।
উত্তরিল যায়া সাধু বিনোদিনীর ঘরে ॥
তাহার কন্যার রূপ শুনিতে বিপরিত।
পরশ না করে তাকে শাস্ত্রের বিহিত ॥
সতী কুমারী নহে সততায় হীন।
পর পুরুষ লইয়া কন্যা বঞ্চে রাত্রি দিন ॥
লেখা বলে সদাগর শাস্ত্রে কিবা কয়।
শাস্ত্রের বিহিত কন্যা উচিত হয় ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

চান্দো বলে লেখা বচন শুন ভাই।
যেই কন্যা বিভা দিব দুহলব লখাই ॥
প্রথমে পদ্মিনী হয় পদ্মের বরণ।
দ্বিতীয় চিত্রিণী নারী অতি সুলক্ষণ ॥
পদ্মিনীর পদ্ম গন্ধ পদ্ম হস্তে পাত্তাল।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গায় সুশীতল ॥
সুললিত কুসুম গন্ধ কেশ মনোহর।

চিত্রিণীর রূপ কথা শুন পাত্র বর।
যাকে পাইয়া বিভা দিব দুর্লভ লখিন্দর॥
মনের সদৃশ গন্ধ কুটিল তার কেশ।
গরুড় সমান নাসা সুললিত বেশ॥
মৃণাল সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ কলেবর।
গিরিকুম্ভ দুই কুচ শিখর উপর॥
বিলোল নয়ন তার স্বর্বর্ণ নিভ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বদনে লিখিত॥
গৌর হয় কিবা শ্যাম আরক্তিমা তার।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন অধরে আছে তার॥
পদ্মিনী বেশ ধরে যেবা চিত্রিণী।
মনে নাহি করিব বিভা হস্তিনী শঙ্খিনী॥
হস্তিনীর রূপ গুণ শুন পাত্র বর।
দুই............
সর্পের সদৃশ কেশ মস্তকেতে ধরে।
দুই কুচ পড়িয়া আর ঝুলা ঝুলি করে॥
আর যত রূপ তার কি কহিব কথা।
সদায় নিন্দিতা নারী ঘন নারে মাথা॥
শঙ্খিনীর কথা শুন পাত্র ভাই।
যার স্বামী হৈল বা রাত্রি নাহি যাই॥
যদি বা জিয় পুরুষ আপনার ভাগে।
দিনে দিনে আউখিনি শঙ্খিনীর আগে॥
কার জাঘ থরঙ্গ পায় সর্পলেজ চুল।
ক্ষীন পক্ষ আমি ডুবাইব কুল॥

৪-৪, ৫-৫। পরিবর্ত্তে গ পুথিতে রহিয়াছে—

তরুতলে বসি কহে সরোবর তীরে।
না পাইনু কন্যা লেখা চল যাই ঘর॥

৬-৬। নেতা দিদি না দেখি ভাল—গ পুঃ, ৭-৭। ফিরিয়া চলিল সাধু বড়ই জঞ্জাল॥—গ পুঃ; গ পুথিতে আরও এক পংক্তি অতিরিক্ত—শিশু সঙ্গে করি বলি সেইখানে যায়। ৮-৮। রূপ ধরি পদ্মা সেইখানে যায়—গ পুঃ; ৯-৯। গ পুথিতে

নাই। এই পংক্তিটিই লিপিকর-প্রমাদে গ পুথিতে—'ফিরিয়া চলিল সাধু বড়ই জঞ্জাল' এর অতিরিক্ত পংক্তিরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১০-১০। চুকি মালই লয়া খেলায়—গ পুঃ; ১১-১১। এই পংক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা—

দ্বিজ বাণীকান্ত কহে পদ্মার চরণ।
সম্মুখে থাকিয়া ব্রাহ্মণী কি বলে বচন ॥

এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ভণিতার পর প্রসঙ্গ-প্রারম্ভিক ধুয়াপদ এবং ইহার পরবর্ত্তী পংক্তি গ পুথিতে অতিরিক্ত—

চল সখা লইয়া সব কুঞ্জবনে যাই।
কুঞ্জবনে কাহার লাগ পাই ॥ ধু ॥
সম্মুখে থাকিয়া বলে বিধবা ব্রাহ্মণী।

১২-১২। গ পুথিতে নাই; —পাঠান্তরে পূর্ব্ববর্ণিত,অতিরিক্ত পংক্তিটি খ পুথিতে আছে।

পৃঃ—১৭০ ॥ ১-১। কিহো—গ পুঃ; ২। ছোয়াতি—গ পুঃ; ৩। পাইলে—গ পুঃ; ৪। তুমি—গ পুঃ; ৫-৫। বৃদ্ধার পাও ধরিল সুন্দরী বেননী—গ পুঃ; ৬-৬। ব্রাহ্মণি কর অবগতি—গ পুঃ; ৭। ঘাটে—গ পুঃ; ৮। ছয় ঘাটে—গ পুঃ; ৯। গোচর—গ পুঃ;

১০-১০। চলনা ল অ সরোবর যাই জলে।
দেখিব নাগর শ্যাম কদমতলে ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

১১। গ পুথিতে লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে। ১২-১২। ঠেঠা চোরটা মনুষ্যের—গ পুঃ; ১৩। লইবে—গ পুঃ; ১৪-১৪। মাও তাকে নাহি ডর—গ পুঃ; ১৫। সঙ্গে—গ পুঃ।

পৃঃ—১৭১ ॥ ১-১। যাইব—খ পুঃ; ২। জলে—গ পুঃ; ৩। দীঘি—গ পুঃ; ৪। যতেক—গ পুঃ;

৫-৫। আজ্ঞা পাইয়া চলে বালি দীঘি সরোবর।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥—খ পুঃ;

এবং তৎপরবর্ত্তী ধুয়া···

রাধে যমুনা জলে যায়।
বাজন নূপুর দিয়া পায় ॥—গ পুঃ;

৬-৬। দেখিয়া সুন্দরী বালি পড়িল সঙ্কটে—গ পুঃ; ৭-৭। ঘাটে জপকরে

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী—গ পুঃ ; ৮। নীরে—গ পুঃ ; ৯। সর্ব্ব – গ পুঃ ; ১০-১০। বালি ছাড় কি—গ পুঃ ; ১১। বৃদ্ধা—গ পুঃ।

পৃঃ—১৭২ ॥ ১-১। দিয়া নাবিলেক—গ পুঃ ; ২-২। বৃদ্ধের অঙ্গেতে—গ পুঃ ; ৩-৩। বিধবায়ে বোলে ওঠে টেট মুরদারি—খ পুঃ ; বৃদ্ধা বলে বেটি টেট—গ পুঃ ; ৪-৪। তুমার পায়ের পানি পড়িল—গ পুঃ ; ৫-৫। খাইবে ভুজঙ্গে—গ পুঃ ; ৬। পায়—গ পুঃ ; ৭-৭। বিধবা বচন শুনি ক্রোধিত বানিয়ানি—খ পুঃ ; ৮। খ পুথিতে লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে। ৯গ তুমার কপট মায়া—গ পুঃ ; ১০। মনে নাই তোর দয়া—গ পুঃ ; তোমার কঠিন হিয়া—খ পুঃ ; ১১-১১। ডুবি এই—খ, গ পুঃ ; ১২-১২। কর—খ ও। পুঃ ; ১৩-১৩। বল—খ ও গ পুঃ ; ১৪। হোড়—গ পুঃ ; ১৫। হাত জোর—গ পুঃ ; ১৬-১৬। ডুবে—গ পুঃ ; ১৭-১৭। সামুক গুগুর—গ পুঃ ; সামুক ঝিনাই—খ পুঃ।

পৃঃ—১৭৩ ॥ ১। যতি সতী—গ পুঃ ; যতি জাতি—খ পুঃ ; ২। তুমার কপট মতি—খ ও গ পুঃ ; ৩। নরকে পচিবে মহাপাপে—খ ও গ পুঃ ; পরবর্ত্তী পদ দুইটি খ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৪। মনরঙ্গে—গ পুঃ ; ৫-৫। নানা কথা পরসঙ্গে—গ পুঃ ; ৬-৬। বেনেনি চলিয়া যায় ঘরে—গ পুঃ ; ৭-৭। মনসা দেবীর পাইয়া বর—গ পুঃ ;

৮-৮। চল ঘরে যাই সই চল ঘরে যাই।
বিলম্ব হইলে পাছে না হই রেহাই ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

৯-৯। বেলনি বিধবায় দোহে বাক্য বলে সুরে।
ঘাটে থাকিয়া শুনে চান্দ সদাগরে ॥—গ পুঃ ;

১০-১০। গ পুথিতে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

অন্য জাতির কন্যা হইলে লইব কিনিয়া।
বানিয়ার কন্যা হইলে লখাই দিব বিয়া ॥

এবং এই পংক্তিটির ভিন্ন পাঠ—রূপে গুণে কন্যা সমান কেহ নাই। ১১-১১। স্বামী হইলে—গ পুঃ ; ১২-১২। সর্ব্বসখী সঙ্গে ঘর যায় বানিয়ানী—গ পুঃ ; ১৩-১৩। পুছি দেখি চাও—গ পুঃ ; ১৪-১৪। কাহার সুন্দরী কন্যা পথ বহি যায়—গ পুঃ ; পরবর্ত্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরপ্রমাদে এইরূপ হইয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—১৭৪ ॥ ১। সাহের—গ পুঃ ; ২-২। এই পংক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা—

সখী সঙ্গে সুন্দরী মন্দির যাইয়া পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥ এবং

অন্য প্রসঙ্গসূচক ধুয়া—গুপ্ত কালার ভাবে প্রাণ নিলরে ॥—অতিরিক্ত। ৩-৩। ক পুথিতে নাই। ৪। এক পুত্র—খ পুঃ ; ৫-৫। রচিল পাঞ্চালি কবি জগতজীবন—গ পুঃ ; ৬-৬। এই পংক্তির পূর্ব্বে গ পুথির প্রসঙ্গান্তরসূচক ধুয়া—ভাল বিনোদিয়া রসের মরম জানে ॥ ৭। জুড়িলে—খ ও গ পুঃ ; ৮-৮। নাকি লোহার কলাই—গ পুঃ ; ৯-৯। বেলনী বানিয়ানি—গ পুঃ ; ১০। দর্প—গ পুঃ।

পৃঃ—১৭৫ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই। ২-২। গ পুথিতে ধুয়াপদরূপে গণ্য করা হইয়াছে। ৩-৩। কহিনু নিষ্ঠুর—গ পুঃ ; ৪। আনল—গ পুঃ ; ৫। খিয়াতি—গ পুঃ ; ৬-৬। পদ্মার আদেশে আনল সিঝাইল কলাই—গ পুঃ ; পরবর্ত্তী পাচ পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠ-বিভিন্নতায় নিম্নরূপ তিন পংক্তি :—

আনিয়া দিলেহু গন্ধবানিয়ার ঠাই ॥
কলাই দেখিয়া চান্দ আনন্দিত মন।
রচিল পাঞ্চালি কবি জগতজীবন ॥

৭-৭। আজি বৃন্দাবনে নবীন কিশোর।
সয়া নিয়া বাসরে সামায় গো ॥ ধু ॥—গ পুঃ।

পৃঃ—১৭৬ ॥ ১-১। শুন বাক্য সনকা সাধুয়ানী—গ পুঃ ; ২-২। মন মাফিক পাইনু সাহের কন্যাখানি—গ পুঃ , ৩-৩। পরীক্ষাতে সিঝাইল লোহার কলাই—গ পুঃ , ইহার পর গ পুথিতে চারি পংক্তি অতিরিক্ত—

ধন্য তার মাতা সফল তার বাপ।
যার রূপ দেখিলে চক্ষের হয় পাপ॥
কুম্ভকারে জুমিয়া হাড়ি গড়িলে সাবায় (?)।
যেন হৈল গড়িতে মন বেজলায় ॥

৪ ৪। থরাই আনিয়া—গ পুঃ , ৫। থরাই—গ পুঃ ; ৬-৬। চান্দ বলে থরাই তাম্বুল মোর ধর—গ পুঃ ; ইহার পূর্ব্বে গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

আইল থরাই সব শিষ্যগণ সাথে।
বানিয়াক প্রণাম করে যোড় হাতে ॥

৭। নিসন্ধ—গ পুঃ ; ৮-৮। চাল ঢাল—গ পুঃ ; ৯-৯। মায়া নামিল—গ পুঃ ;

১০-১০। খরাই সম্মুখে—গ পুঃ ; ১১-১১। খরাই বচন শুন সার—গ পুঃ ; ১২-১২। এ তিন ভুবনে জানে মুইত ব্রহ্মাণী—গ পুঃ ; ১৩-১৩। ধনে জনে সমস্ত সকল করু হানি—গ পুঃ ; ১৪। বস্ত্রদান—গ ও গ পুঃ ; ১৫। খ পুথিতে লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে।

পৃঃ—১৭৭ ॥ ১-১। দুই ঘরে দুই ঠাই অধিবাস করে—গ পুঃ ;

২-২। সাজে সাধু মহারঙ্গে ইষ্ট মিত্র করি সঙ্গে

সভে সাজে আনন্দ করিয়া।—গ পুঃ ;

৩-৩। রঙ্গে—গ পুঃ ; ৪-৪। লইয়া সাজে বাজনিয়া—গ পুঃ ; ৫। বন্ধুজন—গ পুঃ ; ৬। সৈন্য সঙ্গে নিজপতি—গ পুঃ ; সাজে সঙ্গে সেনাপতি—খ পুঃ ; ৭-৭। সাজে সৈন্য নাহি লেখা জোখা—গ পুঃ ; ইহা লিপিকরপ্রমাদ—পরিচয়বহ। ৮-৮। খ পুথিতে নাই ; ৯-৯। গ পুথিতে নাই ; ১০। বাজন—গ পুঃ ; ১১। বাদ্য লইয়া—গ পুঃ ; ১২। সর্ব্বেশ্বর—গ পুঃ।

পৃঃ—১৭৮ ॥ ১। লজ্জিত—গ পুঃ ; ২-২, ৩-৩। এই পংক্তিদ্বয় গ পুথিতে ক্রম-বৈপরীত্যে নিম্নরূপ পাঠভেদ—

নিতকি লতুয়া ভাট সাজে ভূধুকের ঠাট

ভাণ্ড লইয়া চলিল নাপিত।

পরিঞা উত্তম ধোতি হাতি করি লইল পোথি

হস্তিকধো সাজিল পুরহিত ॥

৪-৪। দামামা ভেউরি সাজে—খ পুঃ ; ১-১। বাজে করতাল আর ঢোল—খ পুঃ ; ৬-৬। কাহার দগদ—খ পুঃ ; ৭। বাজায়—খ পুঃ ; ৮-৮। ঢাকা কি জয় ঢোল—গ পুঃ ; ৯-৯। দেশে বা বিদেশে যত আছে—গ পুঃ ; লিপিকর-প্রমাদে ভণিতার পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শেষাংশ এই পদে সংযোজিত হইয়াছে এবং 'বেণু বীণা পিনাক সাহিনী' অংশটুকু বাদ পড়িয়াছে। ১০-১০। লিপিকর-প্রমাদপ্রমাণে গ পুথিতে নিম্নরূপ—

করিলা সন্ত (?) সুরা স্বরমণ্ডল সতরা।

১১-১১, ১২-১২। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে রহিয়াছে—

আনল হাতিগণ সাজিলেন্থ সর্বজন

লখাইর বিবাহের সাজ।

অহল্যা পতিব্রতা সাজে সখিগণ লইয়া মাঝে

চলিলা চম্পালির মাঝে ॥

১৩-১৩। গ পুথিতে নাই ;

১৪-১৪। হস্তিনী চলে শঙ্খিনী চিন্তি সঙ্গে চর্বনি

লক্ষ লক্ষ নারী চারি জাতি।

১৫-১৫। সাজিন্থ সারাসারি হস্তে লইয়া ঘটবারি

কাহার মাথে চাল [ন] বাত্তি ॥—গ পুঃ ;

১৬-১৬। মন্থ করে পদতলে—গ পুঃ ; ১৭-১৭। যদি করে নয়া করে মটকা—গ পুঃ।

পৃঃ—১৭৯॥ ১-১। সাজে বিজয়া—গ পুঃ ; ২। তুর্ব্বলা—গ পুঃ ; ৩। বিম্বাবতী—গ পুঃ।

৪-৪। রঙ্গিনী যত সিমা রামপ্রিয়া রণিলিনা

সখি সঙ্গে সাজে মেঘমালা।—গ পুঃ ;

৫-৫। সর্ব্বরূপসী শশী চন্দ্রপ্রিয়া উপসী—গ পুঃ ; ৬। সমনীতি (?)—গ পুঃ ; ৭। পৈরে—গ পুঃ ; ৮। নানা বর্ণের পরে সব—গ পুঃ ; ৯। আই-হাতে—গ পুঃ ; ১০-১০। গ পুথিতে ইহার পূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তিক ভণিতা—

জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পাএ

মহামুনি অস্তিকের মাতা।

অষ্টনাগের অধিকারী জতোকা মুনির নারী

সেবকে হইল বরদাতা॥ ;

এবং 'লখাই বানিয়ার বালা বিবাহ পরম রঙ্গে সাজে'।—এই ধুয়া পদের পর নিম্নরূপ পাঠান্তর—

রঙ্গিয়া রসিআগণ সাজিলেন্থ প্রতিগণ (?) (জন)

চড়িআ অসুর গজরাজে।

১১। পৈরে গ পুঃ ; ১২-১২। জড়াও পাগড়ি বান্ধি মাথে—গ পুঃ ; ১৩। ঝলমল—গ পুঃ ; ১৪-১৪। সভে তাতে—গ পুঃ ; ১৫-১৫। নেপিল—গ পুঃ ; ১৬-১৬। কেসরে কপালে ফটা শোভে—গ পুঃ ; ১৭-১৭। ভ্রময়ে—গ পুঃ ; ১৮-১৮। তুব্বা বর (?) অভরণ—গ পুঃ।

পৃঃ—১৮০॥ ১-১। জগতজীবন পদ বিরঞ্চিল গদগদ

শঙ্করনন্দিনী দেবের দাস।

বালার বাণী শুনি কান্দে সনা মনে গুনি

সনা মুখে ছাড়িল নিশ্বাস॥—গ পুঃ ;

২-২। মায়ের দুলালি বাছা কলে আইস রে।

অ বাছা না যাই-ইহ অরে ॥ ধু ॥ এই ধুয়াপদের পর গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

সনা বলে প্রাণপুত্র তুহব লখাই।

বিবাহ না যাহ বাছা না হইবে ভালাই ॥

৩। অহঙ্কার—গ পুঃ; ৪-৪। ললাটের লিখন মতে নহে অবান্তর—গ পুঃ; ৫-৫ ॥ জগতজীবন কবি বিরনচিয়া গায়—গ পুঃ; এই পংক্তির পর—গ পুথিতে নিম্নরূপ ধুয়া—

কালা কেলি কদমতলে হায় হায়

মুরলী বাজায় ॥ ধু ॥

পৃঃ—১৮১ ॥

১-১। ভাটমঙ্গল করে ব্রাহ্মণে বেদ পড়ে—গ পুঃ; ২-২। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয়—

নানা অভরণ পরে চান্দা হেমতাল কান্ধে।

যোড়-হস্তে শিবের চরণ দুটি বন্ধে ॥

৩-৩। গ পুথিতে এই পংক্তির পর অতিরিক্তি—

অঙ্গে বস্ত্রে অলঙ্কার সবে একাকার করি।

বালাক না চিহ্নে যেন কানী বিষহরি ॥

একরূপ সাজিল সমস্ত সখিগণ।

চিহ্নিতে না পারে কেবা কুন জন ॥

৪-৪। করিয়া যতন—গ পুঃ; ৫। সরদার—গ পুঃ; ৬-৬। আপনে রহিয়া সাধু হৈঞা সাবধান—গ পুঃ; ৭-৭। গাজী—গ পুঃ; ৮-৮। আসিলে পদ্মার বুকে হানিমু আজি ॥—গ পুঃ; ৯-৯। অভিলাষে—গ পুঃ; ১০। রাএবাসে—গ পুঃ; ১১-১১। ত্রিশূল ধরিয়া গর্ব করে রহিয়া—গ পুঃ; ১২-১২। কাণ্ডে দেখিলে অকাশে—গ পুঃ; ১৩-১৩। পুত্রকে রাখিহ মোর—গ পুঃ; ১৪-১৪। অযুতে অযুতে—গ পুঃ; ১৫। সাজিল—গ পুঃ; ১৬। টাঙ্গি—গ পুঃ; ১৭-১৭। হস্তিগণ চলিলা ভিড়িয়া দন্তে—খ, গ পুঃ।

পৃঃ—১৮২ ॥ ১। হন হন শুনি—গ পুঃ; ২-২। বাজে কটিতে কিঙ্কিনি—গ পুঃ; ৩-৩। অভরণ পত্রিয়া—গ পুঃ; ৪। ঢালে— —খ পুঃ; ৫-৫। ঢাল তরওয়াল লইয়া পাইক খেলে আলগচিত—গ পুঃ; ৬-৬। বানিয়ার প্রদক্ষিণ

উজানি নদী হৈল পার—গ পুঃ ; ৭-৭। কবি ভাটির সাজিয়া আইল অসথ্য তার ॥—গ পুঃ ; রঞ্জিল পঞ্চালি জগতজীবন—গ পুঃ ;

৮-৮। ও নাগর পলালো রে।
কি অরে নগরের লোক।
নগর বেড়িলে রঘুনাথে ॥ ধু ॥—গ পুঃ

৯-৯। প্রদল উজানি—গ পুঃ।

১০-১০। পালাইল নগরের লোক—গ পুঃ ; ১১। জিনিতে—গ পুঃ ; ১২-১৩। পালাএ যুবক পালাএ আর পালাএ—খ পুঃ ; ১৪। দেশের—খ পুঃ ; ১৫। সনমুখে যুদ্ধ ষার—গ পুঃ ; ১৬-১৬। পালাত্র গোপ পালায় বনি এড়ে পাল—গ পুঃ ; ১৭-১৭। চাসাপুত্র পালাএ খেতে থুই হাল—গ পুঃ ; ১৮-১৮। ঠেঠারি কেসারি পালাএ লোহার কামার—গ পুঃ ; ১৯-১৯। এই চারি জাতি পলাএ গুড়াপিঢ়া ষার—গ পুঃ ; ২০। সুত্তিহারি। ২১। মালাকার—গ পুঃ।

পৃঃ—১৮৩ ॥ ১-১। দৈবজ্ঞ—গ পুঃ, ২-২। কোল ছগ্মাল পালাএ পোআতি—গ পুঃ ; ৩-৩। তাতি তেলি পালাএ ধোবি ধুবনি আর হুত্তি—গ পুঃ ; ৪। লোড়ি—গ পুঃ ; ৫-৫। বন্তকের—গ পুঃ ; ৬। কিসের—গ পুঃ ; ৭-৭। উপ্য (?) দিতে মোক—গ পুঃ ; ৮-৮। বৃদ্ধ পালাএ যুবক পালাএ আপন ছাওল—গ পুঃ ; ৯-৯। গ পুথিতে লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে।

১০-১০। যে পালাইআ জাএ হাসিঞা খেলিআ।
বান্ধিয়া বাঢ়িয়া ভাত হুন্ধে বসি খাএ ॥—খ পুঃ

১১-১১। নগর পালাএরে নগর হৈল শেষ।
তার পাছে পালাইয়া যায় ফকির দরবেশ ॥—গ পুঃ ;

খ পুথিতে নাই। ১২-১২। নগর পালাএ জাঞ হৈঞা সাবধান—গ পুঃ ; ১৩-১৩। অলগ রথে রহিয়া—গ পুঃ ; ১৪-১৪। রঘুবর হে কেমতে তরিব সিন্ধ (?) ॥ ধু ॥—গ পুঃ ; ১৫-১৫। গ পুথিতে নাই ; ১৬-১৬। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—১৮৪ ॥ ১-১। তার সৈন্য দেখিঞা প্রাণে পাএ ডর—গ পুঃ ; ২। সাবধানে—গ পুঃ ; ৩। তুমি—গ পুঃ ; ৪-৪। সহায় হইব আমি পায়—গ পুঃ। ৫-৫। তুমি বানিঞা প্রদল—গ পুঃ ; ৬। গ পুথিতে নাই ; ৭। বারজন পাইক লইআ—গ পুঃ ; ৮-৮। সৈন্য মধ্যে করে ধেব (?) ঢেল—গ পুঃ ; ৯-৯। ফিরিয়া

ফিকিয়া — গ পুঃ ; ১০-১০। ঢিলে পাওটাল — গ পুঃ ; ১১-১১। রণে দিঞা ভঙ্গ — গ পুঃ ; গ পুথিতে—চৌদলে থাকিঞা বালা দেখে মহারঙ্গ।—অতিরিক্ত এক পংক্তি। ১২-১২। যত পাইক পালাইঞা — গ পুঃ ; ১৩-১৩। পড়িয়া খন্দকে সমায় — গ পুঃ ; ১৪-১৪। জাবর জুবর—গ পুঃ ; ১৫-১৫। পলাইআ সন্তায় পাইক বেউর বাসের তলে — গ পুঃ ; ১৬-১৬। ঢালখ ছাড়ি — গ পুঃ ; ১৭। উঠিঞা — গ পুঃ ; ১৮। খাইঞা — গ পুঃ ; ১৯। চুতহরা — গ পুঃ ; ২০-২০। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

চান্দোর মাথা আছিল তেল।

পাক দিঞা মারিল ইটা পিছলিঞা গেল ॥

এবং প্রসঙ্গ-পরিসমাপ্তিস্থচক ভণিতা —

জগতজীবন কবি মনসার দাস ॥

পদছন্দে পাঞ্চালি করিল প্রকাশ ॥ ;

কিন্তু খ পুথিতে ভণিতার শেষ পংক্তি পাঠভেদে—'গ্রাম কুচিয়ামোড়া যাহার নিবাস।' রহিয়াছে।

পৃঃ — ১৮৫ ॥ ১। বেসন্তে — গ পুঃ ; ২-২। গেল পদ্মা চান্দোর—গ পুঃ ; ৩-৩। চিন্তা না কর — গ পুঃ ; ৪-৪। করাহ তুমি — খ পুঃ ; ৫-৫। ডাকিয়া দিলেহ — গ পুঃ ;

৬-৬। পুত্র বিভা দিতে চলে সাধু আনন্দিতে

আনন্দে পুরিল সর্বদেশ — গ পুঃ ;

৭। প্রদলের—গ পুঃ ; ৮। মহী কাম্পে থরে থরে—গ পুঃ ; ৯-৯। মাথাএ মেদন (?) পায় সেস—গ পুঃ ; ১০। বাক্যকর—গ পুঃ ; ১১-১১। বাজাও বাগ্ত ঘোরতর—গ পুঃ ;

১২-১২। পুত্র বিভা দিতে রঙ্গে প্রদল কটক সঙ্গে—গ পুঃ ;

পৃঃ — ১৮৬ ॥ ১-১। বিভা করিতে বর আইলে তুমার ঘর — গ পুঃ ; ২-২। লখপতিক দিল জান — গ পুঃ ; ইহা লিপিকরপ্রমাদ-প্রমাণবহ। ৩। মহী — গ পুঃ ; ৪। কলা — খ পুঃ ; ৪। অস্থলে অস্থলে — গ পুঃ ; ৫-৫। লোতন পলব — গ পুঃ ; ৬-৬। নানা বস্ত্র পরি গাএ জামাতা বরিতে জাএ — গ পুঃ ;

৭। দামা কাড়া ঢাক ঢোল ভেঙ্কর বাজে গণ্ডগোল

শঙ্খ-স্বা (?) সিঙ্গা মৃদঙ্গ বাজাএ। — গ পুঃ ;

৮-৮। বন্দিঞা পদ্মার পায় — খ ও গ পুঃ ;

৯-৯। সাহের সদাগর দেখিলে জামতো বর
জামাতা বরিতে চলে রঙ্গে।—গ পুঃ ;
ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি—
বনিঞানন্দন বানিঞার সঙ্গে আমন
দেখাইল সমাধির সঙ্গে ॥
১০-১০। ফৌদ চলে—গ পুঃ ; ১১-১১। জামাতা দেখিব আনন্দিত মন—গ পুঃ ; এই পাঠভেদ-লিপিকরপ্রমাদজনিত মনে হয়।

পৃঃ—১৮৭ ॥ ১-১। সদাগর সন্ধ্যা মাঝে চিত্তিহৎতে (?) না চাহে রাজে
কুন জন চান্দের নন্দন ॥ খ
২-২। ফোটা—গ পুঃ ; খোটা—গ পুঃ ; ৩। কোসিদার—গ পুঃ ; ৪-৪। জলে মুখ চন্দ্রমা—গ পুঃ ;

পৃঃ—১৮৮ ॥ ১-১। গ পুথিতে পরিবর্ত্তে প্রসঙ্গপরিসমাপ্তিক ভণিতা—
ব্রাহ্মণীর পাইঞা পদ অতি মনোহর
জগতজীবন কবি গাএ ॥
২। জামাতা—গ পুঃ ; ৩। সাহের—গ পুঃ ; ৪-৪। মরম পরম পায় সুখ—গ পুঃ ; পরবর্ত্তী দুইটি পদের গ পুথিতে নিম্নরূপ পাঠভেদ :—
জামাতা সুন্দর রূপে গুণে মনুহর
চন্দ্রমা জিনি দেখি সুখ।
সাহের নন্দন চন্দন ভূষণ
পড়িল শ্বশুরের পায় ॥
৫-৫। এই পংক্তি এবং পরবর্ত্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে পাঠ.ভিন্নতায় নিম্নরূপ :—
বদন ধরিঞা করে সাহের সদাগরে
লখ লখ চুমা খাএ ॥
জিব জিব বলে বাতা হোক দিঢ় পরমাত্ম
বলে সাহের সদাগর।
জেমন মোর কন্যাখানি হউক সুহাগিনি
ব্রাহ্মণ দেবতার বরে ॥
৬-৬। ধন্য ধন্য তোর মাতা ধন্য তোর জন্মদাতা
যে তুমাক ধরিল উদরে ॥—গ পুঃ ;
পরবর্ত্তী পাচ পংক্তি গ পুথিতে ভিন্ন পাঠ :—

সাফল তোমার জর্ম্ম তাও মোর কর্ম্ম
পাইলে কন্য জগ্য বর ॥
যেমতে সেবিনু হর সেমতে পাইনু বর
বৌউতে অধিক রূপমান ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর তোর দেখে গাও জুড়াএ মোর
আমি সে অধিক ভাগ্যবান ॥
রূপগুণে মনুহর সগোর সসিধর
সভে মুখ চন্দ্রমা প্রাএ ।
বাছু বলে কতুহলে ধন্য ধন্য সভে বলে
জগতজ্জীবন কবি গাএ ॥

৭-৭ । দেখরে কাহ্না আরে রূপ আহো বাহির হঞা ।
আরে নাগর নাগরি দেখ আসিঞা ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

পৃঃ—১৮৯ ॥ ১-১ । দেখিয়া বালার রূপ যুবতী আকুল ।
অলি যেন আকুল দেখিঞা পদ্ম ফুল ॥—গ পুঃ ;

২-২ । সর্ব্বলোক দেখে বালার—গ পুঃ ; ৩-৩ । সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বালা মনে লাগে সুখ—গ পুঃ ; ৪-৪ । মাঅ বাপের দুই চক্ষ নাহি ধরে—গ পুঃ ; ৫ । সাড়া—গ পুঃ ; ৬ । ভজন—গ পুঃ ; ৭-৭ । বলে পাথর ফাটে—গ পুঃ ; ৮-৮ । আমার ঘরের কালা ভাতার চখের আগুন—গ পুঃ ; ৯-৯ । ছাড় কলা কালার মনে সুখ দুখ—গ পুঃ ; ১০-১০ । তেল থলি নিতে মনু পাতিল হেন বুক (?)—গ পুঃ ; ১১-১১ । দোলে দোলে থলি—গ পুঃ ; ১২-১২ । দুধে গোরে ধুইলে না ছুটে মলি—গ পুঃ ; ১৩-১৩ । কুজা ভাতার মোর—গ পুঃ ; ১৪ । বুঢ়া—খ ও গ পুঃ ; ১৫-১৫ । শুইয়া রহে যেন পানের মুঢ়া—গ পুঃ ; ১৬ । পতি—গ পুঃ ; ১৭-১৭ । দধিয়া (?) ভাতার—গ পুঃ ।

পৃঃ—১৯০ ॥ ১-১ । মুই হেন সুন্দরী নারী মোর ভাতার বুঢ়া—খ ও গ পুঃ ; ২ । ঘেচুল—গ পুঃ ; ৩-৩ । নিতি লাগে গোদ মলিতে—গ পুঃ ; ৪-৪ । থাকো আমার—গ পুঃ ;

৫-৫ । সাগর মধ্যে উলটিয়া মাছের মধ্যে পুটি ।
লোকমধ্যে আমার ভাতার যেন মাচার খুটি ॥—গ পুঃ ;

৬-৬ । লয়া যায়—খ পুঃ ; ৭-৭ । মোর কর্ম্মরেক পানিত ডুবিয়া মরে তাতে—গ পুঃ । এই পংক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা—

পদ্মার আদেশ গীত পাইনু স্বপনে।
রঙ্কীল পঞ্চালি কবি জগতজীবনে ॥

এবং পরবর্তী প্রসঙ্গসূচক ধুয়া—

ওরে কিসে ভামইনু রে
হে বুধআর ভামইনুরে পিরিতি।
মুই হেন সুন্দরী বালকা পাইনু
আর হরিধুনি হরির নাম স্তুতি ॥ ধু ॥

৮-৮। রূপে গুণে বানিয়া ভুলালে উজানি নগর গ পুঃ। ৯-৯। সদাগর—গ পুঃ; ১০-১০। আমার হাত তুলাহে গুণত নিধি—গ পুঃ; ১১-১১। তুলি রাখ্ সুখে নিন্দা যাও—গ পুঃ; ১২। জীবন—গ পুঃ; ১৩। কিসিস (?) তুলি—গ পুঃ; ১৪। থর বস্ত্র সে পাকিল আর—গ পুঃ; ১৫-১৫। উলমত্ত—গ পুঃ; ১৬-১৬। কোচ্ছা করি—গ পুঃ; কোচাতে থুয়া—থ পুঃ; ১৭-১৭। গ পুঁথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি ও ভণিতা নিম্নরূপ :—

চলিবার শক্তি নাহি হাতে লোড়ি ধরি।
মুখে দন্ত নাহি তার চিকুর হেন সন।
দোড়ি দিয়া টানিয়া বান্ধি আছে দুই স্থান ॥
ইঙ্গিতে বলএ বাক্য চখের জল ঝরে।
দেখিয়া বালার রূপ হাএ হাএ করে ॥
এমন সুন্দর বালা রহে মোর পাশে।
খোপার ভিতর থুই মুই বার মাসে ॥
সামএ সএন জানে বালাক বাহির করু।
হৃদয়েহ চাপি দুই হাতে ধরু।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল প্রকাশ ॥

পৃঃ—১৯১ ॥ ১-১। কালিন্দী কদমতলে মহন আছে বসে—গ পুঃ; ২-২, ৩-৩। এই পদ দুইটি গ পুঁথিতে নাই। কিন্তু ক ও থ পুঁথিতে আছে। লিপিকরের অনবধানতায় গ পুঁথিতে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৪-৪। শব্দে কর্ণ ফাটে—গ পুঃ; ৫-৫। হাবাই ছুছুন্দরি ছাড়ে দফাদার—গ পুঃ; ৬-৬। পাইক বলে হাহা—গ পুঃ; ৭-৭। দ্বারের টাটি—গ পুঃ; ৮। যতেক—গ পুঃ; ৯। টাটির দ্বার—গ পুঃ; ১০। দফাদার—গ পুঃ; ১১-১১। চরা অগ্নি দিল যায়া

সভা বিদ্যমান—গ পুঃ, ১২-১২। হাবাই ছুছুন্দরি—গ পুঃ; ১৩। জলাময়—গ পুঃ; ১৪। ছুট ছুট পট পট—গ পুঃ, ১৫। গ পুথিতে লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ১৬-১৬। গ পুথিতে ইহার পর অতিরিক্ত—

পালাএ চান্দোর সন্তা অগ্নির তরাসে।
চৌদলে বসিঞা-বালা মনে মনে হাসে॥
১৭-১৭। সন্তা সব পালাঞা হৈল সারাসারি।
গালি দিয়া পালাএ জতেক ভাট ভিকারি॥—গ পুঃ।

পৃঃ—১৯২॥ ১-১। লোটা পুড়ে ঝাড়ি পুড়ে পুড়ে গুআ পান।
তোবা তোবা করিঞা পালাএ মুসলমান॥—গ পুঃ;
২-২। মনে মনে—গ পুঃ; ৩-৩। পালাইল বড়ে—গ পুঃ; ৪-৪। পালাইল ফৌদ সব হইয়া ফাফর—গ পুঃ; ৫-৫। বালা বানিঞার রূপে গুণে ভুলাইল জতেক নরনারী॥ ধু॥—গ পুঃ; ৬-৬। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি—

আইমাই সঙ্গে করি আইল মেনকা নারী
মাহানন্দে আনন্দ অপার।

৭-৭। কাঙ্কালি কেতুবতী—গ পুঃ; ৮-৮। মালাবতী—গ পুঃ; ৯-৯। কলাবতী আর—গ পুঃ; ১০। কমলি—গ পুঃ; ১১-১১। আসিয়া দিলেন দেখা—গ পুঃ; ১২-১২। চঞ্চল নয়ানী চম্পাবতী—খ পুঃ; ১৩। চন্দ্রপ্রিয়া—খ পুঃ; ১৪-১৪। চাতুকি জিনিয়া রূপবতি—গ পুঃ।

পৃঃ—১৯৩॥ ১-১। জগতজীবন পদ রক্ষি বিদগদ
শঙ্করনন্দিনী দেবীর দাস।
এই লোক পরগতি জানিহ পদ্মাবতী
চরণে স্মরণ আমি কৈল॥—গ পুঃ;

২-২। দেখ সখে দেখিহে কমলনয়ানা চিউতরা॥ ধু॥—গ পুঃ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই, ৪-৪। বাণিঞার রূপ দেখি ম্বত নরনারী—গ পুঃ; ৫-৫। বলারি বান্ধিল—গ পুঃ; ৬। মনেতে—গ পুঃ; ৭। বিধান—গ পুঃ।

পৃঃ—১৯৪॥ ১-১। করিহ ভয়—গ পুঃ; ২। অঞ্জন—গ পুঃ; ৩। সমস্ত—গ পুঃ; ৪। দেয়—গ পুঃ; ৫-৫। অঞ্জন পত্রায়—গ পুঃ; ৬-৬। ধারে চখের জল বাহিরায়—গ পুঃ; ৭-৭। হস্তে কাজল দিলো বালার অঙ্গে—গ পুঃ; ৮-৮। চলিল ঘর—গ পুঃ;

৯-৯। পদ্মার আদেশ গীত পাইয়া সপনে।
বিরচিয়া গায়ে কবি জগতজীবনে ॥—গ পুঃ ;

১০-১০। আজি বিন্দাবনে নবীন কিশোর।
নিলামনি নিষ্কাঙ্কন নাগরে ॥ ধু ॥—খ পুঃ

১১-১১। বিচারা কেশ—গ পুঃ ; ১২-১২। লোটন খেপা বিচিত্র করে কেশ—গ পুঃ ; ১৩-১৩। তিলক শোভে—গ পুঃ ; ১৪-১৪। বিচুলি উপরে দিল—গ পুঃ ; ১৫। গুথিয়া দিল—গ পুঃ ; ১৬-১৬। শাড়ি পৌড়িল বিনোদিনি—গ পুঃ ; ১৭-১৭। তুলিয়া দিল কুসুম ওড়নি—গ পুঃ ;

১৮-১৮। চৌদলে চড়িয়া বাহির হএ রূপবতি।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বদনের জ্যোতি।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥—গ পুঃ ;

পৃঃ—১৯৫ ॥ ১-১। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পংক্তি—

বাহির হৈলো কামিনি ভুবন মোহিনী
অন্ধকার করিয়া দুর্য্যন।
চৌদলে চড়িয়া মুখ বাহির করে জাইয়া
মুখ জনে অরুণ মণ্ডল ॥—গ পুঃ ;

এবং এই পংক্তিটির পাঠান্তর নিম্নরূপ—

অতিরূপ মনুহরা স্বর্গের যেন তারা
দুতিয়ার চন্দ্র যিনি কপালে।—গ পুঃ ;

২। সঙ্গে—গ পুঃ ; ৩-৩। মনুহরা মাজাখানি—গ পুঃ ; ৪। বাহুযুগল—গ পুঃ ; ৫-৫। পিওসাখ চক্ষু আভা—পিউক সদ্রিস ভাষা—খ পুঃ ; ৬-৬। পুচ্ছ জিনি—গ পুঃ ; ৭-৭। সুন্দর অধরে ভিম্বুফুল—গ পুঃ ; খ পুথিতে 'জিনিয়া' স্থলে জিনি। ৮-৮। নথ বা জিনি স্বুত্রমুটা—গ পুঃ ; ৯। মতে—গ পুঃ ; ১০-১০। নয়ান কটাখ করে তপসির তপ হরে—খ পুঃ ;

১২-১২। দ্বিজ্য নারাএন নাম তার পুত্র অনুপাম
তার সুত প্রাণনারায়ন।
তার দেশে রূপরাএ তাহার নন্দন গাএ
দ্বিজ কবি জগতজীবন ॥—গ পুঃ ;

১৩-১৩, ১৪-১৪। দেখ সখি ও নাগর কদম্বতলে ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

পৃঃ—১৯৬ ॥

১-১। বধূক দেখিঞা সাধু আনন্দিত মন।
রচিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন ॥—পুঃ ;

২-২। স্বামীর সমুখে রহে সাহের নন্দিনী।

কৃষ্ণ কালি কান্নইয়া আচুলি বান্ধিয়া

সমুখে রহে বাহিরাত্র .—গ পুঃ ;

৩-৩। দেখে রূপ —গ পুঃ ; ৪-৪। মুখ না—গ পুঃ ; ৫। লজ্জিত—গ পুঃ ; ৬-৬। দুহার বদনে—খ পুঃ ; ৭-৭। বাদ্য জয়মঙ্গল ছিটাইল দুইজনার মাথে—গ পুঃ ; পংক্তিটি লিপিকর-প্রমাদের পরিচয় বহন করে। ৮-৮, ৯-০। গ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ১০-১০। উলু উলু মঙ্গল—গ পুঃ ; ১১-১১। সর্পগণ সঙ্গে—গ পুঃ।

পৃঃ—১৯৭ ॥ ১। নরজাতি—গ পুঃ ;

২-২। ব্রাহ্মণ ঘসাল বাঢ়ি কুচিঞামুড়াতে বাড়ি

প্রাণমাহন্ন নৃপতির দেশে।

তার পুত্র রূপরাএ সর্ব্বলোকে গুণ গাএ

পদ্মার পুরাণ চন্দ্রবলী (?) শেষে ॥

তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম

জয়ানন্দ রেবতীনন্দন।

পাইয়া পদ্মার বর পদ্মমুখি প্রাণেসর

বিরনচিল জগতজীবন ॥

৩-৩। ও বাছা লখাই রে ॥ ধু ॥ গ পুঃ, ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। গ পুথিতে পরবর্ত্তী দুই পংক্তির পর ক্রমভঙ্গরূপে সন্নিবেশিত। ৬। প্রবোধিব—গ পুঃ ; ৭-৭। গ পুথিতে নাই ; পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি অতিরিক্ত—

পাইঞা অমূল্য নিধি দুই আচলে বান্দিনু।
পূর্ব্ব জন্মের পাপে মুহ মাণিক হারানু ॥
সমুদ্রে ঝাপ দিআছিনু মাণিক পাবার আশে।
মাণিক হারাইনু আমি কপালের দো [ষে] ॥
সুন্দর বদন বালাক ললাটে তিলক ভাল।
রতন হারাইয়া ভুমিত পড়িঞা হইঞা কাল ॥

অন্ন যে বানিজ করে মূলে দুনা পাএ।
আমার বানিজ হেন শরীর বিকাএ ॥
চখের পুতিলি মোর গেল কুন ঠাই।
না ধরিব প্রাণ আমি গ্রহকে না খাই ॥
ঘরে কি বলি কারে দেখাইব মুখ।
হরি হরি পাপ বিধি দিলে এত দুখ ॥
মরা ওরে মনসা তোর হউক নৈরাস।
অন্তকালে হকো তোর নরকেতে বাস ॥
রতন রতন করি সাধু গড়াইল গাও।
হাহা পুত্র বলি ঘনে ঘনে ছারে রাও ॥

তারপর গ পুথিতে তিন পংক্তি ভণিতা ও প্রসঙ্গ-প্রারম্ভিক ধুয়া নিম্নরূপ —

দ্বিজ বাণীকান্ত বলে করি বন্দনা।
পুত্রশোক করিঞা জেন না পাএ জুন জনা ॥
জগতজীবন কবি বিচক্ষণ।

(অংশটি লিপিকরপ্রমাদ-পরিচয়বহ। দ্বিজবাণীকান্ত গায়ক বলিয়া মনে হয়)।

আর না যাইব কালিন্দ্রির তীরে ॥ ধু ॥ গ পুঃ,

পৃঃ—১৯৮ ॥ নারীগণ—গ পুঃ ; ২-২। কান্দে নগরিআ—গ পুঃ ; ৩-৩। পদ্মাবতী মোর কি করিল গতি—গ পুঃ ; ৪। নিজ পতি—গ পুঃ ; ৫-৫। ইতে তোমার না রহে শঙ্খ—গ পুঃ ; ৬-৬। করিয়া পূজো দেবী—গ পুঃ ; ৭-৭, ৮-৮। এই দুই পংক্তি এবং পরবর্তী ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই ; কিন্তু খ পুথিতে আছে। মনে হয় লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে। ৯। বানিয়ার ঝি কালিদহে পূজে বিষহরি ॥ ধু ॥—গ পুঃ ; ১০-১০। পুষ্প ঘট ফুল জল—গ পুঃ ; ১১। ভক্তি করি—গ পুঃ ; ১২। বর্ত্ত—গ পুঃ ; ১৩। ভক্তি করি—গ পুঃ ;

পৃঃ—১৯৯ ॥ ১। বালীর খ ও গ পুঃ ; ২-২। মায়াতে মাগো সহিতে—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই ; লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৪-৪। প্রাণ হত্যা দিব—গ পুঃ ; ৫। কাটারি—খ পুঃ ; ৬-৬। দিলা পরিচয়—গ পুঃ ॥

পৃঃ—২০০ ॥ ১-১। গ পুথিতে এই পংক্তির পূর্ব্বে ভণিতা এবং ধুয়া অতিরিক্ত—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥
চল ঘরে সুন্দরী বেললি নারে হএ॥ ধু॥—গ পুঃ

২-২। বলে সর—গ পুঃ ;

৩-৩। বেললিএ বলে মাও প্রত্যয় না জাও।
তুমার বচনে আমি গেহেক না জাও॥—গ পুঃ ;

৪-৪। বিবাহ সময়ে মোর মারিলে নিজ পতি—গ পুঃ ; ৫-৫। সভা বিদ্যমান —গ পুঃ ; ৬-৬, ৭-৭। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে রহিয়াছে—

জত নরনারী নাচে সারি সারি।
মরা স্বামী জিআইলে বেলনি সুন্দরী॥ ধু॥

৮-৮। ক পুথিতে নাই।

পৃঃ—২০১॥ ১। সাবধান—খ পুঃ ; সমধির—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তিনিচয় রহিয়াছে। এই পংক্তি কতিপয় প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

কুশের বিষ্টর এক বান্ধে পুরোহিতে।
সেই কুশ দিল তবে লথপতির হাতে॥
দুই হাতে ধরি কুশ বাছ বাক্য বলে।
সেই কুশ দিলেন্থ বালার পদতলে॥
সব্বর্ণের পাত্র জলে পুর্নিত করিঞা।
পাদ্যজলে বৈসে বালা পাও পাখালিঞা॥
আতব তণ্ডুল দুর্ব্বা বাছ হাতে ধরি।
মন্ত্র পড়ে দিল বালার উপরি॥
সুবর্ণের কোশা আর সুশীতল জলে।
আচমন করিল বালা বড় কোতুহলে॥
সুবর্ণের পাত্র আর দধি মধু লইয়া।
মধুর পাত্র দিল বালার হস্তত তুলিয়া॥
মধুপর্ক কল বালা লখিন্দর।
উচিষ্ট ফেলাতে বলে জত সাহের সদাগর॥
ঘরে শুনি মেনকা করেএ ক্রন্দন।
কঙ্কাই আসিঞা করে উচিষ্ট ফেলন॥

কোদালি মোহন বস্ত্র ক্ষেত করে তার।
নাপিতকে আজ্ঞা দিল মন্ত্র শুনাইবার॥
বিষ্টুদাস নামে নাপিত বিচখন।
গৌর গৌর করি মন্ত্র শুনাএ ততখন॥
বালা বালি হস্ত জোড় করে ঘট উপর।
কুশ লইয়া বান্ধে পুরোহিত মন্থহর॥
হস্তে গন্ধ ফুল দিল বাছ পড়ে বাক্য।
তিল কুশ উচারিঞা কন্যা দিল তাক॥
পঞ্চদশ মুদ্রা দক্ষিনা বিষ্টুদা [ে] স।
এক লখ এক ক্রান্তি মন্থহর গ্রাসে॥
ছায়া মণ্ডপে জত ব্রাহ্ম [ণ] আর ভাট।
বিহিত প্রকারে দখিনা দিল তাক॥
দখিনা নিমতে হুড়াহুড়ি সর্ব্বজন।
রচিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন॥
কুশের বন্ধন মনোহর খসাইল তবে।
দুর্বা ধান্য লইয়া আসিরবাদ করে॥
বালা বালির বস্ত্রে বান্ধিল লগনগাঠি।
করগ্রহ করে বালা দেখি মুঠামুঠি॥
সপ্ত প্রদখিন কৈল বালার চরণে।
বালির মস্তকে দিল সিন্দার ভূসন॥
সিন্দুর পাইয়া বালি গোত্র ত্যাগ করে।
উগো ॥ ত্যাগ করি বালার গোত্র ধরে॥
বালাক নমস্কার করে বেলনি সুন্দরি।
ঘরে থাকি মেনকা সুসরে হরি হরি॥
হোম যজ্ঞ করে মন্থহর পুরোহিত।
একান্ত করিঞা শুনে চান্দো সভার সহিত॥
পুরোহিত বলে চান্দোর মুখে পাকা দাড়ি।
তাহাত অধিক শোভে চান্দো হেমতালে [র] লড়ি॥
চান্দো বলে ঠাকুর তুমার মুখে নাহি লাজ।
বাক্য ব্যয় করিঞা করিলে কিবা কাজ॥

কি বলিব ধোস্তি কতা পৈরে ব্রাহ্মণ।
বেদ্দির উপরি করে অগ্নিরে স্থাপন॥
নানা বিধিমতে যজ্ঞ দেখিয়া বহুত।
খোই কেলা দধি দিঞা দিল পূর্ণ হুত॥

৪-৪। ডাবর সাপুরা দিব্য—গ পুঃ; ৫। এক শত—গ পুঃ ৬-৬। হিরা মনি চুর সব সনার গঠন—গ পুঃ; গ পুথিতে ইহার পর অতিরিক্ত ছয় পংক্তি নিম্নরূপ—

নানা দান জোতুক পাই কেবা পুছে বাত।
পঞ্চ হরতকি লইঞা বাছ উঠিল সভাত॥
চান্দোর সখ্যাত জাইঞা করে বেবহার।
জয় জন্ম বিহিত করিল পুরস্কার।
গলাএ কাপড় দিয়া বলে ত্রেতাধি (?) সুর॥

৭-৭। এবং পরবর্তী

পৃঃ—২০২॥ ১-১,২-২,৩-৩। এই ত্রিপদী পংক্তিগুলি লিপিকরপ্রমাদে গ পুথিতে ছন্দোবিপর্যায়ে নিম্নরূপে সজ্জিত—

সাহের সুন্দরি রূপ বিদ্যাধরি।
জামাতা আদুর করে জাইঞা রন্ধন করে॥
করিয়া রন্ধন পচিশ বঞ্জন।
ভোজন করিতে বেলনি সহিতে॥
বালা বসিলেন রঙ্গে সালা পতনির সঙ্গে।
পরম উল্লাস করিঞা উপহাস॥

৪। আগে—গ পুঃ; ৫। শাক—গ পুঃ; ৬। সত্তর—গ পুঃ; ৭। শাক ফুল—গ পুঃ; ৮। লাজে গ পুঃ; ভোজন—গ পুঃ; ৯-৯। লজ্জা পায় চম্পালির গ পুঃ; ১০-১০। পিঠাসি পরিমান—গ পুঃ; ১১। পান—গ পুঃ; ১২-১২। সর্ব্ব যত দিলেন্থ আনিঞা—গ পুঃ; ১৩-১৩। থালের কাছে রাখিলে বানিঞা—গ পুঃ; ১৪-১৪। শন্ধাইর সুন্দরী—খ পুঃ; বন্ধাইসার নারী—গ পুঃ; ১৫। পরিহাস্ত—গ পুঃ; ১৬। পরিমান—গ পুঃ; ১৭-১৭। গ পুথিতে নাই;

১৮-১৮। নয়ানে বালার মুন্ধ সাসন
পড়ে পানি॥—গ পুঃ।

পৃঃ—২০৩ ॥ ১-১। জগতজীবন পদ্ম বিরচিল বিদগদ্ম
প্রণতি পদ্মার পাএ।
অষ্ট নাগের অধিকারী জরৎকার মুনীর নারী
সেবকে হইবে বরদাএ ॥—গ পুঃ ;
শুনহে শালজ বধূ ওহোও নাই তোর লাম ॥ ধু ॥—খ পুঃ ;
২-২। মর মর শালজ বধূ তোরা নারে হয় ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;
৩-৩। জানা নাহি শুনা নাহি হাধা নাহি জানি।
কিবা কামে কাঢ় রাও গাএ ঢাল পানি ॥—গ পুঃ ;
৪। কর—ক পুঃ ; ৫। সহ সে—গ পুঃ ; ৬। হইঞা চল—গ পুঃ ; ৭। না—গ পুঃ ; ৮-৮। তুমার ধরন—গ পুঃ ; ৯। নাক চুল—গ পুঃ ; ১০-১০। মুখেত কাপড় দিয়া বালা—গ পুঃ ; ১১-১১। খ পুথিতে নাই ; ১২-১২। বিলম্ব না কর—গ পুঃ।

পৃঃ—২০৪ ॥ ১-১। মন্ত্রী যায়া কহিলেন—গ পুঃ, ২-২। তুমার জামাই—গ পুঃ ; ৩-৩। প্রভাতে যাইও ঘর—খ পুঃ ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। রখিলে নাহি কিছু—গ পুঃ ; ৬। ফিরিঞা—গ পুঃ ; ৭। এক—গ পুঃ ; ৮। পদছন্দে পচালি করিল প্রকাশ—গ পুঃ ;।
৯-৯। ওকি বেলনি জাবে শ্বশুরের ঘরে।
না দেখে বাপ মাএ কান্দে জেন মরে ॥ ধু ॥—গ পুঃ
১০-১০। কাছের রতন মোর কে নিল কাঢ়িঞা—গ পুঃ ; এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত ছয় পংক্তি নিম্নরূপ—

অনেক যতনে বাছা পাইনু তুমার লাগ।
কে লইল অমূল নিধি আমার অভাগী ॥
পাইনু অমূল নিধি পূর্ব্ব জন্মের তপে।
সে নিধি হারাইনু মুই কার অভিশাপে ॥
তপস্যা করিয়া বিধি পাইনু রতন।
রাখিতে না জানিনু মুই না কৈনু জতন ॥

পৃঃ—২০৫ ॥ ১-১। বহুত হয়—খ পুঃ ; বহি জাএ—গ পুঃ ;
২-২। ধীরে ধীরে জাও ও প্রাণনাথ।
দুখানি চরণ বেথা করে ॥ ধু ॥—গ পুঃ।
৩-৩। বালাবালি জাএ রঙ্গে—গ পুঃ ; ৪-৪। চন্দন কস্তুরি—গ পুঃ ; ৫। সাধু

—গ পুঃ ; ৬। পার—গ পুঃ ; ৭। সমস্ত—গ পুঃ ; ৮-৮। ই কি কার্য্যে ঘসে দ্রব্য—খ পুঃ ; কি দর্ব ঘসে পিসে—গ পুঃ ; ৯-৯। প্রাণ অবলা পুয়া (?) মোর—গ পুঃ।

পৃঃ—২০৬॥ ১। কহ—গ পুঃ ; ২-২। অগ্যান তোর নাহি অত্য বুদ্ধি —গ পুঃ ; ৩। বানিয়ার—গ পুঃ ; ৪। করি—গ পুঃ ; লঞা—গ পুঃ ; ৫-৫। মঙ্গল করএ সনা অতি বড় রঙ্গে—গ পুঃ ; ৬। আইগণ—গ পুঃ ; ৭। দুই পদে বালা—গ পুঃ ; ৮-৮। জিব জিব করি সনা বলে তিনবার—গ পুঃ ; ৯-৯। ঢালি ষাএ—গ পুঃ ; ১০। ধরিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—২০৭॥ ১। পাটিতে—গ পুঃ ; ২-২। এই পংক্তির পর গ পুথিতে ভণিতা—পদ্মার আদেশে গীত ইত্যাদি দুই পংক্তি। ৩-৩। গ পুথিতে ধুয়ারূপে গণ্য। লিপিকরের ভুলে এইরূপ হইয়াছে। ৪। মেণ্ডে—গ পুঃ ; ৫। মেণ্ড—গ পুঃ ; ৬। চকীদার—গ পুঃ ; ৭। গ পুথিতে ভণিতা পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ—

পদ্মার আদেশে গীত পাইয়া স্বপনে।
রচিল পাঞ্চালি কবি জগতজীবনে॥

৮-৮, ৯-৯। কদম্ব তলাতে হায় বাসি নাম ধরি ডাকে।
রহিতে দিহু ঘরে ঠেকিহু বিপাকে॥—গ পুঃ ;

১০। প্রাণ—গ পুঃ ; ১১। কৌতুকে—গ পুঃ ; ১২। পাশা—গ পুঃ ; ১৩-১৩। মুই হারিলে দিব—গ পুঃ ; ১৪-১৪। দিবে বিদ্যাধরী—গ পুঃ।

পৃঃ—২০৮॥ ১-১। দুই দশ চারি—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে ভণিতার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিরিক্ত চারি পংক্তি নিম্নরূপ—

দুতিয়া বামচারে দুসতি দুয়া চারি। (?)
সাতবার জিতে বালি বালার হৈল হারি॥
কাঢ়াকাঢ়ি করিতে পরসা গেল অঙ্গ।
হৃদয়ে হইল বালার মদনেতে রঙ্গ॥

খ পুথিতে 'পরসা গেল'র স্থলে পরশ জায়, এবং 'মদনেতে রঙ্গ' স্থলে মদনতরঙ্গ। গ পুথির উপরিউদ্ধৃত প্রথম পংক্তি যথাযথ পাঠ মূল 'গ' পুথি অভাবে নির্ণয় করা গেল না। ৩। গ পুথিতে ইহার উল্লেখ নাই ; ৪। গিয়া—গ পুঃ ; ৫। শশিধর—গ পুঃ ; ৬-৬। অতি দীপ্ত মন্তহর—গ পুঃ ; ৭। কামিনী—গ পুঃ ; ৮-৮। স্থল দুই নয়ানের কোল—গ পুঃ ; ৯। ইঙ্গিতে—গ পুঃ ; ১০-১০। বাহু দুই পঙ্কজের মূল—গ পুঃ।

পৃঃ—২০৯॥ ১। অগ্নি—গ পুঃ; ২-২। দেখিয়া পুড়এ সন্তার মন—গ পুঃ; ৩-৩। বিদ্যাধরী—গ পুঃ; ৪-৪। মদনে দহিছে দুঃখ পাঙ—গ পুঃ; ৫-৫। মধুপান—গ পুঃ; ৬। হর—গ পুঃ;

৭-৭। চন্দ্রবদনি কিছু বলে নারে

কমলবদনি কিছু বলে নারে নারে ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

৮। দেখি—ক পুঃ; ৯-৯। দিন দশ যে করি না—খ পুঃ; দিনাদশ যে করে না সে রহে—গ পুঃ; ১০-১০। যুবতী সম্পাগু—গ পুঃ।

পৃঃ—২১০॥ ১-১। তুমার মধুর মুখ কটাক্ষ লোচন।—গ পুঃ; ২। বচনে—গ পুঃ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই। ৪-৪। গ পুথিতে লিপিকর-প্রমাদের ফলে ধুয়ারূপে গণ্য হইয়াছে।

৫-৫। বিভা করি নিজতি (?) কি জানিঞা চাহ রতি—গ পুঃ; ৬। তোক—গ পুঃ; ৭-৭। শাস্ত্রের বিহিত—গ পুঃ; ৮। সর্ব্বলোকে—গ পুঃ; ৯। রেবতী—গ পুঃ; ইহা লিপিকর-প্রমাদ-পরিচয়বহ।

পৃঃ—২১১॥ ১। গ পুথিতে নাই; পরিবর্ত্তে ধুয়া পংক্তিদ্বয়—

অহে না বল কুবল হে নাথ

আমি তোর নিবেদন করি॥

পরবর্ত্তী ছয় পংক্তির স্থলে গ পুথিতে চারি পংক্তি নিম্নরূপ :—

শুন হে দুর্জ্জন মূর্খ পণ্ডিত

পশুপক্ষ পতঙ্গ।

সবাই হরয়ে জ্ঞান তরল করে প্রাণ

বিষম মদন রঙ্গ॥

বিষম মদন শর অখিলের পতি হর

ভঙ্গ হইএগ গেল ধ্যান।

তপস্যা করিঞা পতি পাইল সে পার্ব্বতী

মনুষ্যের কত বড় জ্ঞান॥

২-২। অনল পরশনে কমলবদনি হে

তরল হইএগ জাএ গাএ।—গ পুঃ;

৩-৩। অমিয় সমীরণ করিব মদন

অরনি কি বনে শুথাএ॥—গ পুঃ;

৪-৪। গ পুথিতে নাই, ৫-৫। গ পুথিতে ধুয়ারূপে গণ্য হইয়াছে।

পৃঃ—২১২ ॥ ১-১। এই পংক্তির পর গ পুথিতে লিপিকর-প্রমাদে নিম্নরূপ ভণিতা এবং ধুয়া—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

আমি চিত চরণ কি দিয়া মানাব॥ ধু॥

২-২। দুগ্ধ মধুর সমান—গ পুঃ; ৩-৩। ঘাএ স্থখি যায়—গ পুঃ; ৪-৪। খ পুথিতে ইহার পুর্বে অতিরিক্ত এক পংক্তি এইরূপ—

জোড় হস্তে বিদ্যাধরী স্বামীকে বুঝায়॥

এবং পরবর্তী পংক্তি

"গলিতে গলিতে প্রভু বড় দুঃখ পাএ"—গ পুথিতে নাই।

৫-৫। শুখিয়া পুড়িয়া—গ পুঃ; ৬। কাঁচা—গ পুঃ; ৭। যতন না করি—ক পুঃ; ৮। পাতে—গ পুঃ;

৯-৯। জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালী করিল প্রকাশ॥—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৩ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২-২। গ পুথিতে ধুয়ারূপে গণ্য হইয়াছে; ৩-৩। বান্ধা যৌবন নারী বহে কতকাল—গ পুঃ; পরবর্তী ছয় পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ নয় পংক্তি—

নারীর যৌবন জুয়ারের পানি।
ভাটি মুখে ছাড়ি কভু না রবে উজানি॥
নারীর যৌবন যেন ধুতুরার ফুল।
দিনা চারি গেল পর বহিবেক কড়াকে মূল॥
নারীর যৌবন যেন তিলকের ফোঁটা।
ঘামের চোটে উঠিয়া বহিবেক কাল খটা।
জীবন যৌবন প্রিয়া কিছু স্থির নহে
সফল যৌবন প্রিয়া লোকে ভাল কহে॥
যতেক কঠোর কথা কহিলে সে ভাল।

৪। কুটিল—গ পুঃ; ৫-৫। সুন্দর কোমল—গ পুঃ; ৬ কঠিন—গ পুঃ; ৭-৭। কহিনু সত্য করি—গ পুঃ; ৮। অস্বতি—গ পুঃ; ৯-৯। ও প্রভু বড় ভয় লাগে মকে—ধু।—গ পুঃ; ১০-১০। গ পুথিতে নাই; ১১। সর্বস্বএ—গ পুঃ;

পৃঃ—২১৪ ॥ ১-১ ॥ গ পুথিতে পাঠান্তরে নিম্নরূপ—

বিছাইল শয্যাবালী মনের হরিষে।
শয়ন করিল বালী বালার বাম পাশে।

২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩-৩। শয্যাতে যাইয়া বালী যবে করিল শয়ন—গ পুঃ ; ৪! কুলক্ষণ—গ পুঃ ; ৫। কুলক্ষণ—গ পুঃ ; ৬-৬। পদ্মার বিবাদে প্রাণ—গ পুঃ ; ৭-৭। আকুল বাউল করে মন—গ পুঃ ; ৮-৮। যথায় দৃষ্টি পড়ে তথা—গ পুঃ ; ৯। বড়—গ পুঃ ; ১০-১০। এই পংক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে নিম্নরূপ—

শয়ন মন্দির যেন শ্মশানের ঘাট।
মচলি সমান দেখি সুবর্ণ খাট ॥

উক্ত দ্বিতীয় পংক্তিটির 'মচলি সমান'—খ পুথিতে পাঠ—মৃত্যু সহিতে। ১১। অদ্ভুত—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৫ ॥ ১-১। না জানিএ প্রাণনাথ কি করে গোসাই—গ পুঃ ; খ পুথিতে 'সত্যই' পাঠ—সত্যই ; ২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩-৩। গ পুথিতে ধুয়াপংক্তিরূপে গণ্য করা হইয়াছে ; ৪-৪। মোর কোলে সুইয়া থাক না করিহ ডর—ক ও খ পুঃ ; ৫। কাঞ্চ—গ পুঃ ; ৬। প্রহরী—গ পুঃ ; ৭। বিষহরি গ পুঃ ; ৮-৮। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে ভিন্ন ধুয়া পদ ; ৯-৯। গ পুথিতে এই পংক্তিদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তি নিম্নরূপ :—

বালা বলে শুন প্রিয়া সাহের ঝিয়ারী।
খিদায়ে দগধে প্রাণ সহিতে না পারি ॥

পৃঃ—২১৬ ॥ ১-১। তেহরি খাচিঞা—গ পুঃ ; ২। সুখে দুখে—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ—

আজ্ঞা দিনু বিদ্যাধরী করাহ ভোজন
খিধা লাগে বিদ্যাধরী করিব ভোজন ॥

৪-৪। সঙ্কটে সদয় হৈয়া দেহ পরিচয়—গ পুঃ ; ৫-৫। গ পুথিতে নাই ; পরিবর্ত্তে—

রন্ধন করিছে বালী স্বামীর তরে।
করিবে ভোজন গন্ধবানিয়ার কুঙরে ॥ ধু ॥

৬-৬। গ পুথিতে নাই ; ৭-৭। সাগ মুলু—গ পুঃ ;

পৃঃ—২১৭ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ;

২-২। ভাজিল বুহাল মাছ চিতহলের কোল।

সৌলত স্থকুতা দিয়া মাগুরের ঝোল ॥—গ পুঃ;

৩-৩। আইরের—খ ও গ পুঃ; ৪-৪। বাপের ঘরে রান্ধিয়া—গ পুঃ; ৫-৫। চেঙমাছ পোড়াইয়া—গ পুঃ; ৬। বেসারি—গ পুঃ; ৭-৭। ঝর ঝরা—গ পুঃ; ৮-৮। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

নিদ্রাত পড়িল গন্ধবানিয়ার নন্দন।

জগতজীবন গাএ মনসার দাস।

পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

কান্দে বলি পদ্মমুখী করিয়া রন্ধন।

ও আরে কে মোরে জাগাইএগা দিব প্রাণনাথ ॥ ধু ॥

৯। অন্ন—গ পুঃ; ১০-১০। অভাগীর পতি—গ পুঃ; ১১-১১। ক পুথিতে ভিন্ন পাঠ—চন্দন ছিটাইয়া দিল বানিয়ার গায়।

পৃঃ—২১৮ ॥ ১ ১।

ও চিকন কালার মানিক

শিয়রে বেলনি ডাকে

কত পাড় নিদ্রা ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

২-২। পালঙ্কে নাথ কত—গ পুঃ; ৩-৩। স্থবামীর কোল—গ পুঃ; ৪-৪। ও মোর কালিয়া মোহন বাসিত দিয়া সান ॥ ধু ॥—গ পুঃ; ৫। বিবাদ খ পুঃ; আমি বাদ—ক পুঃ।

পৃঃ—২১৯ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২-২। মাসী কি কর আইলু মুই—গ পুঃ; ৩-৩। খ ও গ পুথিতে পরবর্তী অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ:—

শুনিয়া নিদ্রালি বুড়ি পদ্মার বচন।

সত্বরে চলিয়া গেলা চম্পলা ভুবন ॥

পৃঃ—২২০ ॥ ১-১। পদবন্দে—গ পুঃ; ২। পরম—গ পুঃ;

৩-৩। উত্তর দিগে যাহার ঘর বিষম বিষধর

তক্ষক চলে তাহার সঙ্গে।—গ পুঃ;

৪-৪। ইঙ্গলা পিঙ্গলা চলে কমলা

কলিঙ্গ চলে এক সঙ্গে ॥—গ পুঃ;

পরবর্তী আট পংক্তির স্থলে গ পুথিতে বার পংক্তি নিম্নরূপ :—

সর্পের ইসর চলে কালি বিষধর
পদ্মার পদ দরশনে চলে।
অপুর্ব্বেদ ফণী সঙ্গে চলিলা পরম রঙ্গে
বসতি কালিন্দীর জলে॥
দক্ষিণ দেশে ঘর সর্প বড় অজাগর
শঙ্খ মহাশঙ্খ দুই লড়ে।
যাহার বিষের তাপে ধরণীধর কাঁপে
আকাশের তারা খসি পড়ে॥
হিঙ্গুল হরতাল চলে কালি বিষজাল
পাওর চলে শীঘ্রগতি।
তর্জন মদন চলে সর্প দুই জন
দেখিয়া সুখী পদ্মাবতী॥
ধম্মাক্ষ আর ধম্মথ চলে বিরূপাক্ষ
কাল মহাকাল চলে ফণী।
চলিলা নিশাচর পদ্মার বরাবর
দেখিয়া আনন্দ শঙ্কর নন্দিনী॥
আর যত যত ফণী মাথায় দিয়া মণি
পূর্ব্ব বনে আছে যত।
পদ্মার স্মরণে জাএ পুলকিত সর্ব্ব গাএ
আসিয়া করে দণ্ডবত।
পদ্মাবতীর স্মরণে চলিলেন্থ বড়াগণে
প্রথমে চলে করিআ সাপ।
ইচুয়া তেলুয়া বলে বিগতিয়া
যাহার ঘনে ঘনে লাফ।

পৃঃ—২২১॥ ১-১। এই পংক্তি এবং পরবর্তী সাত পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ পংক্তি কতিপয়—

চলিল কুণ্ডলিয়া আর চলে বিগতিয়া
শঙ্খ নিজ বড় জাএ

যাহাকে করে রোষ পিটাএ জাএ চারি ক্রোশ
অবশ্য জাঞা কামড়াএ ॥
আলাদি তিনি জাতি চলে অতি অগ্রগতি
মচ্ছ আর কড়ি আর কাল।
যাহাক করে ঘাও চলিতে না চলে পাও
ঢলিয়া মুখের বহে লাল ॥
দণ্ডাসিয়া বেগে চলে ধামনা কুতহলে
যাহার জলে সানে বাসা।
কেঠুয়া ভেমটিয়া আর চলে থনতিয়া
যাহার বিষের নাহি পরকাশ ॥
বড়ারি বিষধর যেমন গিরিধর
আপুন মনে ধীরে ধীরে হাটে।
অঙ্গের ভরে যার অরুণ্য করে চুরমার
ধরণীথান ভরে কাঁপে ॥
শত কাহন দিয়া চলে সর্প নেউতিয়া
শরীর সিহরে অঙ্গ।
দোমুহা চলে আর শরীরে নাহি হাড়
কেবল মারে চুমু অঙ্গ ॥
বাস্থয়া চলে চিতি চলিল শীঘ্রগতি
খরিসা গহমা গন্ধর।
চলিলা জনস্থয়া আর চলে লোনে গলিয়া
সত্বরে পদ্মার হুজুর ॥
আইলেন জনে জনে লক্ষ লক্ষ সর্পগণে
কতেক লেখা করা জাএ।
গঙ্গার দরশন করিতে সর্পগণ
জগতজীবন গাএ ॥

২-২। গ পুথিতে নাই; ৩-৩। গ পুথিতে ধুয়াপদরূপে গণ্য করা হইয়াছে; 'কে মোর' ইত্যাদি দুই পংক্তি ক পুথির পাঠ—'কেমনে' দিয়া আরম্ভ।

পৃঃ—২২২ ॥ ১-১। কুন সর্পে আমাকে সাধিয়া দিবে বাদ।
আগু হইয়া লহ বাপু পান পরসাদ ॥—গ পুঃ;

২-২। শুনিয়া চিন্তিত হইল যত সর্পগণ।
রচিল পাঞ্চালি কবি জগতজীবন ॥ — খ পুঃ ;

এই পংক্তিদ্বয়ের পর গ পুথিতে ধুয়া—নিরন্তর প্রাণ বিকল করি কান্দে—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই ; ৪-৪। গ পুথিতে এই পংক্তির পূর্ব্ববর্তী কয়েক পংক্তি নিম্নরূপ—

বড় বড় সর্পগণ রাজা হেন।
অধিক ভাগে পায় লোকের পুষ্প পানি ॥
দেশে দেশে অধিকার বড় বড় মুণ্ড।
বিবাদের নাম শুন হেট করে মুণ্ড ॥
চেঙ ব্যাঙ্ খাই আমরা অরণ্যে বসতি।
সাধিতে না পারি বাদ প্রাণের শকতি ॥
দণ্ডাসি ঢেমনা বলে ডেমাটিয়া।
আমা সবার বিষ নাই দংশিব কি দিয়া ॥

৫-৫। সাজই না—গ পুঃ ; ৬-৬। দশ পাচ মাসে মৃত্যু হয় তার—গ পুঃ ; ৭-৭। গ পুথিতে নাই ; ৮-৮। খ ও গ পুথিতে নাই ; ৯-৯। গ পুথিতে নাই ;

১০-১০। অসার ভাবিয়া পদ্মা জুড়িল ক্রন্দন।
বিরঞ্চিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥—গ পুঃ ;

পৃঃ—২২৩ ॥ ১-১। অঝোর নয়নে কান্দে মনসা যুবতী।
অধর বহিয়া পড়ে পানি ॥—গ পুঃ ;

ইহা লিপিকর-প্রমাদ-পরিচয়বহ। এই ধুয়া পংক্তিদ্বয় গ পুথিতে ভুলক্রমে ভণিতার সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে।

২-২। কি হৈল পরবাদ সাধিতে না পারি বাদ
খানিক পোহাবে রজনী ॥—গ পুঃ ;

৩-৩। গ পুথিতে নাই ; মনে হয় লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে।

৪-৪। সভামধ্যে পরচণ্ড কাজে কর্ম্মে হেট মুণ্ড—গ পুঃ ; ৫। নাগিনী তুলিয়া করে—গ পুঃ ; ৬। কর্ম্মকালে নাগিনীর বলে—খ পুঃ ;

৭-৭, ৮-৮। জগতজীবন কবি বন্দ হর মনসা দেবী
দেবমুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনীর নারী
সেবকে হৈল বরদাতা ॥—গ পুঃ ;

৯-৯। জগতগৌরী মাও হরের কুমারী ॥—গ পুঃ।

পৃঃ—২২৪ ॥ ১-১। সুতা হইতে ছোট—গ পুঃ ; ২-২। সুতাতে অধিক সরু নাগিনী কলেবর—গ পুঃ ; ৩-৩। দুর্দ্দিন লাগিল—গ পুঃ ; ৪। শোকে—গ পুঃ ; ৫-৫। শিয়রে বসিয়া নাগিনী শুন বাল পুত্রখানি—গ পুঃ।

পৃঃ—২২৫ ॥ ১-১। প্রাণে পদ্মা না মার কেনে তাক—খ ও গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে নাই ;

৩-৩। কান্দিয়া নাগিনী বলে বালাক করিয়া কোলে
এমন নিদারুণ পদ্মাবতী।—গ পুঃ ;
৪-৪। উঠহে প্রাণেশ্বরী উঠিয়া চেতন করি—গ পুঃ।

পৃঃ—২২৬ ॥ ১-১। লাগিল দুর্দ্দিন—গ পুঃ ;

২-২, ৩-৩। ব্রাহ্মণ ঘোষাল রাঢ়ি কুচিআমুড়াতে বাড়ি
প্রাণমহিম নৃপতির দেশ।
জয়গুরু রূপরাএ তাহার নন্দন গাএ
পদ্মার পুরাণ চন্দ্রপতির আদেশে ॥
তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম
জয়ানন্দ রেবতীনন্দন।
পদ্মার পাইয়া বর পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর
বিরচিল জগতজীবন ॥—খ পুঃ ;

গ পুথিতে পর অতিরিক্ত পংক্তি কতিপয় নিম্নরূপ। ক ও গ পুথিতে নাই। পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সংশয় জাগে।

হরি হরি কান্দিছে নাগিনী বালার শিয়রে বসিয়া ॥ ধু ॥

পদ্মার সহিতে মুই সত্য করিনু আকাজ।
বালার রূপ দেখিয়া দংশিতে লাগে লাজ ॥
জাতি যাউক জীবন যাউক ত্যাজুক সর্পগণ।
তথাপি না দংশিব আমি বণিকনন্দন ॥
পদ্মাএ ত্যাজুক মোক স্বামী পুত্রগণ।
তথাপি না মারিব বালক বণিকনন্দন ॥
বাসুকি ত্যাজুক মোক তথক মোর ভাই।
তথাপি বালাক মুই দংশিবার নাই ॥

সর্পগণ ছাড়ুক মোক পাতালের বাস।
তথাপি বালার অঙ্গে না ধরু গরাস ॥
সর্পগণ ছাড়ুক মুই ছাড়ু রসাতল।
তথাপি বালার অঙ্গে না ধরু গরল ॥
ঘর ছাড়ি স্বামী ছাড়ি ছাড়ি কন্যা সুত।
তথাচ না দংশি আমি বানিয়ার পুত ॥
ইহকাল যাউক মোর যাউক পরকাল।
কুন চক্ষে দেখিব বালার মুখে লাল ॥
কেমতে কান্দিবে বালি শুনিব শ্রবণে।
বালাক দংশিতে মোর খানিক নাহি মনে ॥
কান্দিবে সুন্দরী বালি করি অথেমা।
নিরাশি বিরালি গালি পাড়িবেক আমা ॥
অগ্নিকুণ্ডে চাহে নাগিনী ছাড়িতে জীবন।
বিরচিয়া গাএ কবি জগতজীবন ॥

৪-৪। গ পুঁথিতে নাই; ৫-৫। দুর্দিন লাগিল বালা না পড়িল সাড়ি—গ পুঃ; ৬-৬। পাক মোরা দিল বালা দুর্দ্দিনের ফলে—গ পুঃ; ৭-৭। বিনা দোষে আমার—গ পুঃ; ৮-৮। ইহার পর গ পুঁথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

চক্ষু মুদি নাগিনী হৃদয়ে আকুল।
বাম পায়ে করে ঘাত্ম কনিষ্ঠ আঙ্গুল।

১। গ পুঁথিতে নাই।

পৃঃ—২২৭ ॥ ১-১। রিমি ঝিম করি বিষ সর্ব্ব অঙ্গে জলে।
এমন নিদারুণ ঘা জোর হস্তে চলে ॥—গ পুঃ;

২-২। সর্পগণ অহঙ্কার সমস্তে করিলে ছাড়—গ পুঃ;

৩-৩, ৪-৪। জগতজীবন পদ বিরচিল গদগদ
শঙ্করনন্দিনী দেবীর দাস।
ইহকালে পরাগতি জানিয়া পদ্মাবতী
পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥—গ পুঃ;

৫-৫। খ পুঁথিতে নাই;

৬-৬। অচল ঘরে ছাড় অভাগিনীর আস।
ভাগ্যে প্রাণ থাকে যদি করিহ তলাস ॥—গ পুঃ;

পৃঃ—২২৮ ॥ ১-১। কাঞ্চন মন্দির—গ পুঃ ; ২। আনিঞা- খ ও গ পুঃ ; ৩-৩। শিরে বন্দ বন্দ ছুটে—গ পুঃ ; ৪-৪। তুমার রূপরস—গ পুঃ ;

পৃঃ—২২৯ ॥ ১-১। আরে এমন দয়াল কেবা

ওরে বিষ উঠে প্রাণ পুড়ে জালাএ

মা এর আগেরে নারে হএ ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

২-২। উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়া—গ পুঃ ; ৩। করিহু—গ পুঃ ; ৪। 'তোকে' গ পুথিতে 'আজি তোকে' রূপে সন্নিবেশিত ; ৫। রাণ্ডি—গ পুঃ ; ৬-৬। কুড়াইবে—গ পুঃ ; ৭। সহজে—গ পুঃ ; ৮ ৮। ও প্রাণেশ্বরী ডাকিতে উত্তর কেনে না দেয় হএ ॥ ধু ॥—গ পুঃ ; ৯-৯। খ পুথিতে নাই ; ১০-১০। পড়িল বিভোল—গ পুঃ।

পৃঃ—২৩০ ॥ ১। সঙ্গের সাথি—গ পুঃ ;

২-২। উঠহ বানিঞার বালি 		বানিঞার দুলালি

উঠিয়া আমাকে দেহ জল।

কহিঞ বাপের আগে 		শুনিঞা জননি জাগে

প্রাণ মোর হৈল বিকল ॥—গ পুঃ ;

৩-৩, ৪-৪। জগতজীবন গায় 		বন্দিয়া মনসার পায়

এইরূপে যত সংসার।—গ পুঃ ;

৫-৫। গ পুথিতে নাই ; ৬-৬। গ পুথিতে লিপিকর-প্রমাদে ধুয়ারূপে উল্লেখ আছে। ৭। জাগায়—গ পুঃ ; ৮। কোন—গ পুঃ ; ৯। অবশ—খ ও গ পুঃ ; ১০। প্রাণ গ পুঃ ; ১১-১১। ডাকিতে উত্তর না দে দুর্দ্দিনের ফলে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৩১ ॥ ১-১। গোরাঙ্গ নিবি নাগররে গোরাঙ্গিনী।

ওরূপ কেমতে নিরমালে বিধি ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

২। লইল—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই ; ৪। অধিকার—গ পুঃ ; ৫। মৃত্যুর—গ পুঃ ;

পৃঃ—২৩২ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। ক পুথিতে নাই ; ৩-৩। মধ্যপথে কাঢ়িঞা লইল—গ পুঃ ; ৪-৪। যমদূত—গ পুঃ ; ৫। যম—গ পুঃ ; ৬। ওরে আজ্ঞা—গ পুঃ ; ৭-৭। যমদূত—গ পুঃ ; ৮-৮। যম কালেন্দ্রের পুত—গ পুঃ ; ৯। লাদড়া—গ পুঃ ; লিপিকরপ্রমাদে বর্ণবিপর্যায় হইয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—২৩৩ ॥ ১-১। মাহা তনু—গ পুঃ ; ২। বিভিন্ধার—গ পুঃ ; ৩। বিকট —গ পুঃ ; ৪। লেখা পেখা গোদ ভাঙ্গা—গ পুঃ ; ৫। ধঙ্গা—গ পুঃ ; ৬-৬। যাহার দোসর—গ পুঃ ; ৭-৭। বিজলি চক্ষু—গ পুঃ ; ৮-৮। ভেড়ামুড়া ব্বারচুড়া

—গ পুঃ ; ৯। ভেঙ্গরা—গ পুঃ ; ১০-১০। অঙ্কা সুআর পুআ—খ পুঃ ; ১১-১১। লোহার জঙ্ঘন তাল জথী—গ পুঃ ; ১২-১২। বিকট শকট মেঘডুম্বর —গ পুঃ ; ১৩-১৩। শক্র হাসে অতি খোজ মেঘ ডুম্বর মালা গৌজ—গ পুঃ ; ১৪। যম সরদার—গ পুঃ ; ১৫। তার—গ পুঃ ; ১৬। সাজে—গ পুঃ ; ১৭-১৭। আপুনার নাগরাজে—গ পুঃ ; ১৮-১৮। সাজেরে নাগ চম্পলা ভুবন হায় হায় ॥ ধু॥ —গ পুঃ।

পৃঃ—২৩৪ ॥ ১। ব্যালিস—গ পুঃ ; ২। নয়—গ পুঃ ; ৩। খাইতে পারে যত—গ পুঃ ; ৪। সাজে—গ পুঃ ; ৫। পকাশ—গ পুঃ ; ৬-৬। দৌমনা নাগ —গ পুঃ ; ৭। কুম্ভারিনী—গ পুঃ ; ৮-৮। গিলএ হেন—গ পুঃ ; ৯-৯। এই পংক্তির গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই চরণ নিম্নরূপ—

রণমুখে সর্পবালি করিল গমন।
জমসংঙ্গে সংহারিমু যমের ভুবন ॥

১০-১০। শঙ্খনাগ—গ পুঃ।

পৃঃ—২৩৫ ॥ ১-১। গ পুথিতে ধুয়াপদরূপে চিহ্নিত। ২। মহাতন্ত্র—গ পুঃ ; ৩-৩। জানাঅ অরে কদম্ব তলো দিএগ।

কাহ্নায় মাঙ্গেছে দান বাহু পসারিঞা ॥ ধু॥—গ পুঃ ;

পৃঃ—২৩৬ ॥ ।১-১ যমদূত—গ পুঃ ; ২-২। এতেক—গ পুঃ ; ৩। বাঢ়িঞাছি—গ পুঃ ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। দান—গ পুঃ ; ৬। বিষ্ণু—গ পুঃ।

পৃঃ—২৩৭ ॥ ১-১। অধিকারী—গ পুঃ ; ২, ৩-৩, ৪-৪। এই তিন পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। তিন পংক্তির স্থলে ভণিতাসূচক এক পংক্তি এবং তৎপরবর্তী ধুয়া পংক্তি নিম্নরূপ :—

পদ্মার আদেশে গাএ জগতজীবন ॥
কালার মহন বাসি লাগিল মরমে ॥ ধু॥

৫-৫। কিছু কিছু—গ পুঃ ; ৬। সম্ভার—গ পুঃ।

পৃঃ—২৩৮ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। প্রাণত্যাগ কৈল্য—খ পুঃ ; ৩। ভাঙ্গি—গ পুঃ ; ৪। শ্রাবণের—গ পুঃ ; ৫। এই পংক্তির পর গ পুথিতে প্রসঙ্গ সমাপ্তি-সূচক ভণিতা নিম্নরূপ—

আকুল হৃদয় করি কান্দে উচ স্বরে।
জগতজীবন গাএ মনসার বরে ॥

৬-৬। চন্দ্র বদনের জ্যোতি— গ পুঃ ; ৭-৭। সুকমল—গ পুঃ ; ৮। মুক্রি—গ পুঃ ; ৯। কাল মেসে—খ পুঃ ; কলসে—গ পুঃ ; ১০। গ পুথিতে নাই ; ১১। হইয়া —খ পুঃ ; ১২। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

কাহার বাটার মুই তুলিয়া খাম্বু গুয়া।
পড়িআছে পিঞ্জরি উড়িয়া গেল সুআ॥

পৃঃ—২৩৯॥ ১। হীন—গ পুঃ ; ২। দোষ—গ পুঃ ; ৩-৩। কাঢ়িএগ লৈল কানের—গ পুঃ ; ৪। চিহ্নিয়া—খ ও গ পুঃ ;

৫-৫। শ্রীরাম জানে নিলা।
বসিএগ পড়ে শিলা॥ ধু॥—গ পুঃ ;

৬-৬। অনাথ করিলে মোর—গ পুঃ ; ৭-৭। অভাগিনীর পতি—গ পুঃ ; ৮। দেঅ—ক পুঃ ; ৯। পরবর্তী চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ১০-১০। গ পুথিতে লিপিকরের ভ্রান্তি ধুয়ারূপে গণ্য হইয়া ত্রিপদী পংক্তি রচনা-বিপর্য্যয়ে নিম্নরূপ পাইয়াছে—

বালার চরণ ধরি কান্দে।
বালাএ সুমতি না দে॥
কান্দে বালি মনে পাএ শক।
প্রাণনাথ গেলে ছাড়িয়া॥ ধু॥

১১-১১। অনাথিনী করি গেলে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪০॥ ১। সুনয়ন—গ পুঃ ; ২। পরিষ্কার—খ পুঃ ; ৩। গ পুথিতে নাই ; ৪। গ পুথিতে লিপিকরের ভ্রান্তিতে ধুয়ারূপে চিহ্নিত। প্রারম্ভিক 'বালী বোলে' গ পুথি পাঠ—'হরি হরি'। ৫। মুই—খ পুঃ ; ৬। তলি—গ পুঃ ; ৭। বেললি—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪১॥ ১-১। পাইল প্রকার—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩। বালার—গ পুঃ ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। গ পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয়—

ওরে নাগিনী করিলে অনাথিনী।
মোকে বিধাতা করিল কলঙ্কিনী॥

এবং পরবর্তী পংক্তি—'হাএ হাএ'॥ ধুয়া॥ রহিয়াছে। ৬-৬। বিনি অপরাধে মোর মারিলে নিজ পতি—গ পুঃ ; ৭। মারি নাকি—গ পুঃ ; ৮-৮। বিবাদ সাধিতে পদ্মা কুড়াইল পাপ—গ পুঃ ; ৯। আনিয়া পদ্মা—খ পুঃ ; আনিল পদ্মা—গ পুঃ ; ৯। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

হরি হরি পদ্মা তোক হউক নৈরাশ।
অন্তকালে হোক তোর নরকেতে বাস ॥
কপালে মারিঞা চড় কান্দে বানিআনি।
জগত জীবন গাএ মধুরস বাণি॥

অহে এমন দয়াল কেবা আছে।
হরি ভজিতে প্রাণ যায় রে ॥ ধু ॥

১০-১০। ভূমিত পড়িঞা—গ পুঃ; ১১। যাব—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪২॥ ১-১। মনে লাগিবেন দ্বন্দ্ব—গ পুঃ; ২-২। সকল—গ পুঃ; ৩। দুরন্ত—গ পুঃ; ৪-৪। মস্তক ধরি করিল অভিমানে—গ পুঃ; ৫-৫। গ পুথিতে নাই; ৬-৬। না বল কুবচন—গ পুঃ; ৭-৭। বল কি কারণ—খ পুঃ; ৮। দ্বারে অম্বা—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪৩॥ ১-১। বাউর সঞ্চার নাই কিরণের জ্যোতি—গ পুঃ; ২। এই পংক্তির পর গ পুথিতে নিম্নরূপ দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

অভাগিনী মাএর প্রাণ ধরা নাহি জাএ।
হাতে ঝারি করি সনা মেঢ় ঘরে জাএ॥

২-২। আমি গোপাল হারাইলাম গো মাও
কথা পাবো আমি স্বামীর প্রাণ গো মাও ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

৩। মরিলে—গ পুঃ; ৪। সুলখিনী—গ পুঃ; ৫। এথ—গ পুঃ; ৬-৬। খড়ঙ্গ পাএ বিরল দন্ত সপ্ত লেঙ্গ চুল ॥—গ পুঃ; ৭। সাজএ—গ পুঃ; ৮। বালাক—গ পুঃ; ৯-৯। দেবতা মনুষ্যে হইব—গ পুঃ; ১০। কেনে—গ পুঃ; ১১-১১। দেখএ দুষ্ট—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪৪॥ ১-১। পুত্র লখাইরে আর না দেখিব চান্দো মুখখানি ॥ ধু ॥—গ পুঃ; ২। তপ—গ পুঃ; ৩। বাক—গ পুঃ; ৪-৪। মায়ের সকল—গ পুঃ; ৫-৫। করি গেল বাছা কালিন্দ্রী মায়ের—গ পুঃ; ৬। গ পুথিতে ইহার পর প্রসঙ্গান্তিক ভণিতা—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

৭। হইবে—গ পুঃ; ৮-৮। একনির পুত্র—গ পুঃ; ৯-৯। তোক হউক নিরাশ—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪৫ ॥ ১-১। পাইল সাধু চম্পলার পতি—গ পুঃ ; ২-২। করিঞা উঠিল শীঘ্রগতি—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই। পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ পংক্তি কতিপয়—

পুত্রক দেখে গিঞা উপস্থিত কাল।
পুত্র পুত্র করি সাধু থাকুড়ে কপাল ॥
চৈত্তন পাইয়া উঠে চম্পালির পুরী।
হায় হায় সবে কান্দে উচ্চ স্বর করি ॥
পুত্রশোকে বিবাদিয়া কান্দে উচ্চ স্বরে।
জগতজীবন গায় মনসার বরে ॥

৪-৪, ৫-৭। পদ দুইটি গ পুথিতে ক্রমভঙ্গে নিম্নরূপ—

আচলের সোনা মোর কে করিল চুরি।
অন্ধকার হৈল মোর চম্পাবতী পুরি ॥
পুত্রের মরণে চান্দো কান্দে উভরাএ।
কপালে মারিঞা চড় করে হাএ হাএ ॥

৬-৬। অকারণ—খ ও গ পুঃ ; ৭-৭। শুনিহু কাণে—গ পুঃ ; ৮-৮। হারাইহু মুই —গ পুঃ ;

৯-৯। ও প্রাণ কান্দেরে
বুঝিএ বুঝিএ কান্দে প্রাণ ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

১০-১০। বিবাদ বুঝে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪৬ ॥ ১-১। পুত্র জিঞাইলে তোক—গ পুঃ ; ২-২। জিঅন্তে পাইলে—গ পুঃ ; ৩-৩। দারু মাহা আনি—গ পুঃ ; ৪-৪। জিআইঞা দিব—গ পুঃ ; ৫। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত দশ পংক্তি নিম্নরূপ :—

মন্ত্রের প্রতাপে মোর নাম ধন্বন্তরি।
কি করিতে পারে মোক বিবাদে বিষহরি ॥
আমাবস্যা পূর্ণমাসি রাহু গরাসে।
দেখিয়া কম্পিত ভানু চন্দ্রকে তুরাসে ॥
তেমতে জানিহ সাধু মোর মন্ত্রের তাপ।
আমার সাক্ষাতে হএ আছে কার বাপ ॥
বিষম মারিতে যেন কদলি তরু হানে।
ততোধিক হানে মোর দেবতা সকলে ॥

দুই চারি দিবস্ত থাক জাবত অউদ আনি।
তাবত জোগাইহ তুমি বালা পুত্রখানি ॥

৬-৬। বন উপরে অঝা শিষ্ণগণ সঙ্গে—গ পুঃ; ৭-৭। যদি বা জিয়াইবে তুমি বানিয়ার—গ পুঃ; ৮-৮। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—২৪৭॥ ১-১। ত্রিভুবন মোহিত—গ পুঃ; ২। রূপ—গ পুঃ; ৩। বুক—গ পুঃ; ৪। দণ্ডাহ—গ পুঃ; ৫-৫। কোড়ি দেহ দধি থাহ—গ পুঃ; ৬। গ পুথিতে নাই; লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া মনে হয়। ৭-৭। ধন্বন্তরি চতুর্দ্দিশ—গ পুঃ; লিপিকরপ্রমাদের ফল বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতি লক্ষণীয়। শূন্য দেখে চতুর্দ্দিশ—খ পুঃ; ৮-৮। বঙ্কিয়া—গ পুঃ; ৯-৯। জিনিবার—গ পুঃ; ১০। বন্দু হর—গ পুঃ।

পৃঃ—২৪৮॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২। মহা—গ পুঃ; ৩। ঝাড়ি—গ পুঃ; ৪। মালা—গ পুঃ; ৫। কজ্জ—ক ও খ পুঃ; ৬। আর—গ পুঃ; ৭। মহাচমৎকার—গ পুঃ;

পৃঃ—২৪৯॥ ১। অঙ্গতে—গ পুঃ;

২-২। আছে উভ করি বান্ধে চূড়া কপালে তুলিঞা।
মধুলোভে মধুকরে পড়িছে উড়িঞা ॥—গ পুঃ;

৩-৩। পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত আট পংক্তি খ পুথিতে নিম্নরূপ—

পদ্মা বোলে নেতা দিদি বচন শুন মোর।
কি মতে সাধিব বাদ রোজা যে দুর্জ্জন ॥
নেতা বোলে শুন পদ্মা আমার বচন।
রোঝার শালীরূপ ধর যে এখন ॥
রোঝার বাড়িতে তুমি করহ গমন।
দেখিয়া তুমাকে হবে আনন্দিত মন ॥
রোঝার ঘরণী সঙ্গে কথা যে কহিবে।
তবে সে জানিবে রোঝার মৃত্যু হবে ॥

৪। পদ্মাবতী—গ পুঃ; ৫-৫। রন্ধন করিয়া দিল করিল ভোজন—গ পুঃ; ৬। বৈসে তবে—গ পুঃ; ৭। এই পংক্তির পর খ পুথিতে চার পংক্তি নিম্নরূপ। ক ও গ পুথিতে নাই। অংশটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

পদ্মা বোলে প্রাণ দিদি শুন মোর বাণী।
আন দেখি মাথার তুমার দেখিয়া উকনি ॥

উকনি দেখেন পদ্মা কথা কহে ছলে।
বএসে বড় তুমি পাও ধরি বলে ॥

৮। মারিছে—গ পুঃ; মারিল—খ পুঃ।

পৃঃ—২৫০ ॥ ১। নানা—গ পুঃ; ২-২। এক তিলে—গ পুঃ; ৩-৩, ৪-৪, ৫-৫, ৬-৬। এই ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৭-৭। ওঝার ঘরণী বোলে ভাল রহ মাও।—গ পুঃ; ৮। থাক—গ পুঃ; ৯-৯। তুমার কিবা জন্ম করো—গ পুঃ;

১০-১০। প্রাণ কানে আছে।
ইবার আসিলে বন্ধু।
নেপুর নাদ পাএ ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

১১। নিল—গ পুঃ।

পৃঃ—২৫১ ॥ ১-১। এতেক উপায়—গ পুঃ; ২-২। শেষ পরমাএ—গ পুঃ; ৩-৩। প্রহরে হইল—গ পুঃ; ৪-৪। বিশাল্যকরণি আছে—গ পুঃ; ৫-৫। আনিঞা ওসোদ দেহ কর মোর শকতি—খ পুঃ; ৬-৬। লইয়া বেড়াহ—গ পুঃ; ৭। উকটিয়া—গ পুঃ; ৮। চাএ—খ ও গ পুঃ; ৯। জেই গাছের—গ পুঃ; ১০-১০। তুমার মায়া মাগো বুঝিতে না পারি ॥ ধু ॥—গ পুঃ; ১১। গ পুথিতে ইহার পর অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ—

এই ওসদে জিয় পাছে বানিঞার নন্দন।
নারিম্নু সাধিতে বাদ গর্ব্ব অকারণ ॥

১২। রূপে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৫২ ॥ ১। আউলা—গ পুঃ; ৭। চুলি—গ পুঃ; ২। আমরা—গ পুঃ; ৩। গৃহেতে—গ পুঃ; ৪-৪। গ পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তি সহ ভণিতা নিম্নরূপ—

অনুমৃতা যাএ তবে ওঝার ঘরণী।
চন্দ্র বার্ত্তা পায় চম্পলা নগরে।
শুনিয়া সমস্ত লোক হায় হায় করে।
জগতজীবন কবি মধুসুদন।
বিরঞ্চিল পদ্মার বরে জগতজীবন।

অংশটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

পৃঃ—২৫৩॥ ১। রূপ—গ পুঃ; ২-২। কান্দে যত দাসদাসী কান্দে পাড়াপরশি—গ পুঃ; ৩-৩। দেব মুনি অস্তিকের মাতা—গ পুঃ;

৪-৪। অষ্টনাগের অধিকারী জটকা মুনির নারী
সেবকে হইল বরদাতা।—গ পুঃ;

৫-৫। গ পুথিতে নাই; ৬। আলগ রথে—গ পুঃ; ৭। দুঃখেতে না দেয় দুঃখ—গ পুঃ।

পৃঃ—২৫৪। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি নিম্নরূপ—

সকল দেবতা পুজিএ না পূজিব কানি।
কানির নামে নাদি একড়াকে মুলপানি॥

পংক্তি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ক ও খ পুথিতে নাই। ২-২। না কান্দিহ—গ পুঃ; ৩। তুমা সভার—গ পুঃ; ৪-৪। মইল মইল পুত্র মোর—গ পুঃ; ৫-৫। আজি হৈতে কি করিবি—গ পুঃ; ৬-৬। গ পুথিতে নাই; ৭-৭। লিপিকর-প্রমাদে গ পুথিতে ধুয়ারূপে বিশেষিত। ৮-৮। গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৯-৯। এই পংক্তির পর খ পুথিতে অতিরিক্ত পদ—

বেলনিএ বলে মুই একল্য ভাসিমু॥
জিআইএল প্রাণপতি ফিরিএল আসিমু॥

১০-১০। তুমরা—সভে—গ পুঃ; ১১। মোর—গ পুঃ; ১২-১২। জ্ঞাতিগণ—গ পুঃ; ১৩-১৩। ভাসাই হএ ভাল পুরিলে কিন কিনা পাই—গ পুঃ; ১৪-১৪। আসিলে ভালোই—গ পুঃ।

পৃঃ—২৫৫॥ ১-১। যুকতি হৈল ভাল—গ পুঃ; ২-২। হরি ভজিতে প্রাণ জাউক॥ ধু॥—গ পুঃ; ৩। গ পুথিতে নাই; ৪-৪। লেজ্যাকে ডাকিয়া আজ্ঞা করে—গ পুঃ;

৫-৫। পাট সঙ্গে করি লেখা চলে ঝাকে ঝাকে।
বাগুয়ানে সম্ভাইএল বাছিএল কলা কাটে॥—গ পুঃ;

৬-৬। আঠিআ দখিনা কাটে চাম্পা মনুহর—গ পুঃ; ৭-৭। ভারত তুলসী ভোগ সঙ্কাত কর্কটি—গ পুঃ; ৮-৮। কাটিল লখাই—গ পুঃ; ৯-৯, ১০-১০। এই তিন পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরের ভ্রান্তিতে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ১১-১১। গোজা করাএ টাঙ্গানি—গ পুঃ; ১২-১২। বুক সোরি করিএল ভুর া করে বিচলন—গ পুঃ; ১৩। যেন সিংহাসন—গ পুঃ; ১৪। কম্বিক—

গ পুঃ ; ১৫। নবসান—গ পুঃ ; ১৬-১৬। গ পুথিতে ইহার পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ—

সাহের বচনে কর্ম্ম করে নবসান।
শত শিল্প সঙ্গে করে মল্লসের কাম ॥

১৭-১৭। পাঙ্কালি কবি—গ পুঃ।

পৃঃ—২৫৬ ॥ ১-১। সনা করেন পাত পাত—গ পুঃ ; ২। বিচিত্র—গ পুঃ ; ৩-৩। করিল চারি—গ পুঃ , ৪। সুকর্ম্ম করে—গ পুঃ ; ৬। অসুর নর—গ পুঃ ; ৬। যতেক—গ পুঃ ; ৭-৭। লিখিল অমরাবতী পুর—গ পুঃ ; ৮। হেলানি—গ পুঃ।

পৃঃ—২৫৭ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ১-২। মৃত্যু সঙ্গে করি বেলনি সুন্দরী—গ পুঃ ; ৩। উড়িএগ—গ পুঃ ; ৪। দিল তাকে—গ পুঃ ; ৫। করিত—খ পুঃ ; ৬-৬। কালা যায়রে যায় নির্দ্দআ নিষ্ঠুর কালা যায়—ধু ॥—গ পুঃ ; ইহার পর খ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ—

চান্দো বোলে হায় পুত্র লখাএ আর না দেখিব মুখ।
বৃদ্ধকালে দিলো মোকে দারুণ মহা দুখ ॥

৭-৭। গোগড়িএগ যাই—গ পুঃ ; ৮। মরিল—খ ও গ পুঃ।

পৃঃ—২৫৮ ॥ ১। সঙ্গে—গ পুঃ ; ২-২। চম্পালির লোক যত করে হাএ হাএ—গ পুঃ ; ৩। জিয়াইতে—গ পুঃ ; ৪-৪। ও কন্যা বেলনি সুন্দরী মোর আর কেহো নাই। ধু ।—গ পুঃ ; ৫। গ পুথিতে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অতিরিক্ত এক পংক্তি নিম্নরূপ—

বদল করিয়া বস্ত্র করে পরিধান।

৬। গ পুথিতে নাই ; ৭। শুন সর্ব্বজন—গ পুঃ ; ৮। ডর—গ পুঃ ; ৯। নিষ্ঠুর—গ পুঃ ; ১০-১০। গ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—২৫৯ ॥

১-১। বালী বোলে শ্বশুর ফিরিয়া যাও ঘরে।
শাশুরীকে লৈয়া যাহ জাও ছয় কে ॥—ক পুঃ ;

২-২। সকল হে—গ পুঃ ; ৩-৩। ভাগ্যে যদি থাকে প্রাণ ফিরিএগ হবে দেখা—গ পুঃ ; ৪-৪। স্তুতি করি—গ পুঃ ; ৫-৫। ভুরার উপরি—গ পুঃ ; ৬-৬। গ পুথিতে ধুয়া পদ ভিন্ন এবং লিপিকর-প্রমাদের পরিচয়বহ।

৭-৭। শাহের ক্রন্দনে কান্দে নগরিআ লোক।

কান্দে চান্দো বানিয়া পাই মাহাশোক ॥—গ পুঃ ;

৮-৮। হয় দয়া—গ পুঃ ; ৯। বন্ধু—গ পুঃ ; ১০-১০। সত্বরে চল গিয়া—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬০ ॥ ১। সিনান—গ পুঃ ; ২-২। পৈরাইল চন্দন—গ পুঃ ; ৩-৩। করিল বালাকে চন্দনে ভূষণ—গ পুঃ ; ৪-৪। বালি রাত্তার—গ পুঃ ; ৫। চাপি—গ পুঃ ; ৬। ঘর—গ পুঃ ; ৭। সনা—গ পুঃ ;

৮-৮। ভাসিঞা সুন্দরীর ভুরা কতদূর জাএ।

ছয় বধূ সহিতে সনা কান্দে উভরাএ ॥—খ পুঃ ;

৯-৯। গ পুথিতে নাই ; ১০। ভাসে বধূ—গ পুঃ ; ১১-১১। ধন রত্ন—গ পুঃ ; ১২-১২। বক্ষি শূন্য ঘরে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬১ ॥ ১। ধিক ধিক—গ পুঃ ; ২। আর কেনে—গ পুঃ ; ৩-৩। অন্তকালে কিবা মোর গতি—গ পুঃ ; ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

বানিঞার বিলাপ শুনিঞা সভার তাপ

কান্দে যত ইষ্ট মিত্রগণ।

কেহো ধরে হাত পাএ কেহো মাথে কেহো গলাএ

লইয়া গেল চম্পলা ভুবন ॥

৪। রহে—গ পুঃ ; ৫-৫। ঘাটে কান্দে সনকা সুন্দরী—গ পুঃ ; ৬-৬। গ পুথিতে নাই। ৭-৭। কান্দে সনা উভরাএ মারাকে জিআইতে জাএ—গ পুঃ ; ৮। মায়ের—গ পুঃ ; ৯-৯। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—

জাচিঞা জিএন্ত মরে কেমনে পরাণ ধরে

আমি মরি সহজে আনলে।

১০। থালে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬২ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২। আদেশে—গ পুঃ ; ৩। জানাএ—গ পুঃ ; ৪-৪। বানিয়ার অন্তসপুরে হৈল মহারোল—গ পুঃ। ইহার পর গ পুথিতে নিম্নরূপ অতিরিক্ত পংক্তিনিচয়—

ক্রন্দনে ভরিল সমস্ত বানিঞার বাড়ী।

মস্তক উপরে মেনকা আছাড় হাড়ি ॥

বুক ধকুরে মেনকা হায় হায় করে।

মাহাশোকে পারে গালি সাহের সদাগরে ॥

দুই চক্ষ নাহি বুড়া কপালের উপর।
কে দেখিঞা দিলে বেটী সাপ খুআর ঘর॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ॥

বাছকে ছাড়িঞা গেলা প্রাণ ছাড়িঞা।
প্রাণ কান্দেরে বিষম সাগরে।
পথে ভাসি গেলা গো প্রাণ দুখিনী
আমি মরিব মাহুর খাইঞা। ধুআ॥

কান্দে মেনকা সুন্দরী দ্বারে বসিঞা।
সাপ খুআর ঘরে কন্যা দিলে কি দেখিঞা॥

৫-৫। আজি কুমঙ্গল কথা লেখার মুখে শুনি—গ পুঃ; ৬। প্রাণ—গ পুঃ;
৭। পালে পালে—গ পুঃ; ৮। ছাড়েন—গ পুঃ;
৯। গ পুথিতে পূর্ব্ববর্তী পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ—

বাড়ী হৈল শূন্য মোর কোল হৈল খালি।
কেমতে ধরিব প্রাণ উদরধরণী॥

অতিরিক্ত পংক্তি দুইটি ক ও খ পুথিতে নাই।

১০-১০। সনকা সুন্দরী কান্দে আপনার ঘরে।
মেনকা সুন্দরী কান্দে উজানী নগরে॥—গ পুঃ;

১১-১১। ভাসিঞা যায় জলের উপরে—গ পুঃ; ১২-১২। ও বেলনী সুন্দরী হে বেলনি ভাসে জলে॥ ধু॥—গ পুঃ ১৩-১৩। আকাশ উপরে হৈল প্রহরেক বেলা—গ পুঃ; ১৪-১৪। খরসানে পড়ি ভাসে—গ পুঃ;

১৫-১৫। থমকে থমকে ভেলা নদী মধ্যে চলে।
অরুণ মণ্ডল মঞ্জুশ চলে নদী জলে॥—গ পুঃ;

খ পুথিতে 'নদীমধ্য' শব্দটির পাঠ—জলমধ্য।

পৃঃ—২৬৩॥ ১-১। হালিঞা ডুরিঞা ভেলা চরে ধীরে ধীরে॥—গ পুঃ; 'হালিঞা ডুরিঞা'র স্থলে খ পুথিতে পাঠ 'হিলিয়া মিলিয়া'। ২। ধারে—গ পুঃ; তীরে—খ পুঃ; ৩-৩। গঙ্গার উপরে হৈল যে ঘাটে—গ পুঃ; ৪-৪। মধ্যঘাটে পাটনী থাকিয়া—গ পুঃ; ৫-৫। কাহার সুন্দরী ভেলা—গ পুঃ; ৬-৬।

দরিদ্রের হএ নোড়ী—গ পুঃ ; ৭। শয্যা—গ পুঃ ; ৮-৮। ঘর চন্দ্রপতি—গ পুঃ ; ৯-৯। বাপ বাছো উজানি নগরে ঘর—গ পুঃ ; ১০-১০। আমা সভার নাম করি জাহ—গ পুঃ , ১১। স্থল—ক পুঃ ; ১২-১২। জাবত না দেয় দান জাইতে না পাএ—গ পুঃ ; ১৩-১৩। কাঢ়িঞা লইব বস্ত্র—গ পুঃ ; ১৪। মোর—খ পুঃ ; ১৫। ইস্ত্রি হত্যা দিব আমি—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬৪ ॥ ১-১। মাএর দুলালি বাছা আয়ে।

ও বাছা আয় আয় ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

২-২। মেনকা মুরতি ধরি পদ্মা পথে বসি ডাকে—গ পুঃ ; ৩-৩। কাছাড়ে চাপাএ ভুরা—গ পুঃ ; ৪-৪। তোর প্রাণ—গ পুঃ ; ৫, ৬ ৬। এই তিন পংক্তি গ পুথিতে নাই ; পরিবর্ত্তে রহিয়াছে—মিত্যু সঙ্গে না জাহ বাছা না দিঞা বলান ॥ ; ৭। নীচ—গ পুঃ ; ৮-৮। পুত্রবধূ ভাসাইলে মোকে না দিঞা সনাতি—গ পুঃ ; ইহার পর অতিরিক্ত তিন পংক্তি গ পুথিতে নিম্নরূপ—

শুনিঞা আইনু বাছা পাইঞা বড় দুখ।
ভাগে নাগ পাইনু দেখিনু তুমার মুখ ॥
মৃত্যু সঙ্গে ভাসিঞা বাছা কি পাইবে ফল।
বিষম সাগরের মধ্যে হইবে তল ॥

৯-৯। পরাণে পাবেন—গ পুঃ ; ১০। প্রয়াগ—গ পুঃ ; ১১। ত্রিপুরের—খ পুঃ ; ১২। মেনকা—গ পুঃ : ১৩-১৩। কহত মোর ঠাঁয়—গ পুঃ ; ১৪-১৪। মনসা না জানে তার নামের অস্তিত—গ পুঃ ; ১৫। মনে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬৫ ॥ ১-১। বাঘিনী মূরতি পদ্মা ভএ দরশাএ—গ পুঃ ; ২-২। দুই চক্ষু উলুটায় বাঘা স্বরে—গ পুঃ ; ৩-৩। সুন্দরী বালী মনে হৈল—গ পুঃ ; ৪-৪। পদ্মা যদি স্বামী হরে—গ পুঃ ; ৫-৫, ৬-৬, ৭-৭। গ পুথিতে নাই ; পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ লিপিকর-প্রমাদপুষ্ট পংক্তিদ্বয় এবং ভণিতা দুই পংক্তি—

কাটিবারে চাহে বালি পদ্মার নাগিনী।
ফিরিঞা অরুণ মধ্যে সন্তাএ বাঘিনী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

৮-৮। এমন নিদারুণ পদ্মা খানিক নাহি দয়া।
ছলিতে সুন্দরী বালি কতদুর করে মায়া ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

৯-৯। কতদূর সুন্দরী ভাসিঞা জাএ জলে।
গোয়ালিনী রূপে পদ্ম ছলিবারে চলে ॥—গ পুঃ ;

১০-১০। মাথাএ পশার ডাকে গোয়ালের নারী।
কাছাড়ে চাপাও ভুরা শুন বিদ্যাধরী ॥
কাহার সুন্দরী তুমি কথা তুমার ঘর।
মরা সঙ্গে ভাস তুমি প্রাণে নাহি ডর ॥
দেখিঞা তুমাকে দয়া বড় হৈল মোর।
দধি খাইঞা জাহ কোড়ি না লৈব তোর ॥—গ পুঃ ;

১১। ছল—গ পুঃ ; ১২-১২। এই দুই পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠান্তরে এক পংক্তি নিম্নরূপ—

আর কত দূর ভাসে বেলনি সুন্দরী। ; ১৩-১৩। গ পুথিতে নাই ; ১৪-১৪। বিবাদের ঈশ্বরী—গ পুঃ ; ১৫-১৫। হালিতে দুলিতে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬৬॥ ১-১। কাছাড়ে চাপাএ—গ পুঃ ; ২। ঘর—গ পুঃ ৩-৩। মরার কারণে প্রাণ ছাড় কি কারণ—গ পুঃ ; ৪। চল কন্যা—গ পুঃ ; ৫। মন—গ পুঃ ; ৬-৬। এই পংক্তি এবং পরবর্তী নয় পংক্তি খ পুথিতে নিম্নরূপ :—

বালি বলে পদ্মা তোর হৃদএ নিষ্ঠুর।
মিথ্যা মায়া কর তুমি আসিয়া এত দূর ॥
বিনা দোষে প্রাণনাথ মারিলে আমার।
এখন বিবাদে চাহ ঢেমনা ভাতার ॥
বুঝিনু বুঝিনু দেবী কত কর মায়া।
মুঞি অনাথিনী থানিক নাহিক দয়া ॥
তুমার প্রসাদে মোর কাকে নাহি ভয়।
শঙ্কট সময়ে মাএ হইএ সদয় ॥
ভাসিঞা কন্যার ভুরা কত দূর যায়।
জগতজীবন কবি মনসা গায় ॥

৭-৭। দান লেরে দানি দান লে।
রাধা মাধব তরুমূলে ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

৮। নারায়ণ—গ পুঃ ; ৯-৯। গ পুথিতে এই পংক্তির পূর্ব্ববর্তী অতিরিক্ত ছয় পংক্তি নিম্নরূপ :—

দানি বলে শুনিঞাছি মরিল লখিন্দর।
বেলনি ভাসিয়া যায় জলের উপর ॥
দুর্জ্জন বানিঞা পোয় হরিআছে মামী।
সে শোক সন্তপ্তা আজি সুধাইব আমি ॥
মোর নারী কৌশিল্যা গেল ছঘাটে পাহাড়ে।
বল করিআছে ভাগিনা মহারাড়ে ॥

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। এই পংক্তিটির গ পুথিতে পাঠ—দানী বলে মঞ্জসের মধ্যে জায় কে। ১০-১০। নিকটে আসিয়া মোকে পরিচয় দে—গ পুঃ; পরবর্তী সাত পংক্তির স্থলে খ পুথিতে নিম্নরূপ দুই পংক্তি—

বালি বলে চম্পলা নগরে অধিপতি।
তার পুত্রবধূ আমি বেলোনি মহাসতী ॥

১১-১১। বিভার রাত্রিতে স্বামীকে মোর মারিল বিষহরি—গ পুঃ।

পৃঃ—২৬৭॥ ১-১। ভাসিছু মুই অভাগিনি মৃত্যু সঙ্গে করি—গ পুঃ; ২-২। গ পুথিতে নাই; ৩-৩। পূর্ব্ব তপস্তার—গ পুঃ; ৪-৪। কৌশিল্যা গেল ছএ ঘাটের পাহাড়ে—গ পুঃ; ৫-৫। বল করিয়াছে তোর স্বামী মহারাড়ে—গ পুঃ; ৬-৬। মামী মহা দুরাচার—গ পুঃ; ৭-৭। সে দুঃখ সুধাব আমি কিসের বিচায়—গ পুঃ; ৮-৮। গ পুথিতে নাই; পরিবর্ত্তে চারি পংক্তি নিম্নরূপ:

বালি বলে শঙ্কট মিলিল এতদূর।
স্বামীর মাতুল তুমি আমার শ্বশুর ॥
মধ্যপথে দুর্জ্জন হরিতে চাহ বলে ॥
রক্ষা কর পদ্মা নহে ঝাঁপ দিব জলে ॥

৯-৯। নৌকা ছাড়ি দানি চলে প্রতি আশে—গ পুঃ; ১০। মাহা—গ পুঃ; ১১-১১। ইহার পূর্ববর্তী অতিরিক্ত দুই পংক্তি গ পুথিতে নিম্নরূপ—

রক্ষা কর আসিঞা মায় অস্তিক জননী।
শঙ্কটে পরিঞা ডাকে অভাগিনী ॥

এই পংক্তির গ পুথি-পাঠ—

স্মরণে নামিলা পদ্মা করিঞা সন্ধান ॥;

১২-১২। মাএ বোলে ডাকে দানি ভাবিঞা প্রমাদ—গ পুঃ; ১৩। মাতা—গ পুঃ;

১৪-১৪। বালি বলে মুঞি তোকে দিমু চক্ষুবর।
দেখিতে পাইবে তুমি ঘাটের উপর ॥—গ পুঃ ;
১৫-১৫। ঘাটেত উঠিয়া—গ পুঃ ; ১৬-১৬। কন্যার ভুরা—গ পুঃ ;
১৭-১৭, ১৮-১৮। রাত্রি দিনে ভাসে ভুরা নাহি অবসর।
ভাসিতে ভাসিতে গেল দক্ষিণ সহর ॥
গোদার বাঙ্কত জাইঞা হইলো দরশন।
রঞ্চিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন।—গ পুঃ ;
১৯-১৯। ভাল গদা বিনোদ বসিআ।
ত্রিপানেতে মাছ মারে আনন্দে বসিয়া ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;
২০। ইলিসা—গ পুঃ।
পৃঃ—২৬৮ ॥
১-১। দুই সন্ধ্যা দুই সের ভাঙ্গে গুড়া ভক্ষ।
আকাশের তারা যেন গোদার দুই চক্ষ ॥—গ পুঃ ;
২-২। বহুত গমনে গোদা জদি চলে ধীরে।
অন্ধ নাগা হস্তী জেন চলে ধীরে ধীরে ॥—গ পুঃ।

গ পুথিতে পদ দুইটির পূর্ব্বাপর ক্রমভঙ্গ-অসঙ্গতি রহিয়াছে। ২-২। এই পংক্তিদ্বয়ের পরবর্তী ছত্রিশ পংক্তির স্থলে গ পুথিতে ভিন্ন পাঠপ্রকাশ ত্রিশ পংক্তি নিম্নরূপ—

গোদার মূরতি জেন কাল যমদূত।
তরাসে পালাএ বাঘ গন্ধে পালাএ ভূত ॥
গোদার ঘরনি দুই বড় স্থলখিনি।
এক জনা জন্মের খুড়ি আর জনা কাণি ॥
জোগ তলে জন্মিলা গোদার দুই স্থত।
এক জনা হনুমান আর জনা ভূত ॥
ঘর মধ্যে প্রধান গোদার মাও বুড়ি।
দুই চক্ষে নাই দেখে বেড়াএ হমকুড়ি ॥
গোদার ঘর হৈতে অনেক সর্ব্বস্ব।
ভাঙ্গ এক ভাণ্ডার স্থকুটা দলা দশ ॥
ভাণ্ডারের উপরে কেহো না চড়এ ডরে।
বাতাসে আলগ মাচা ছলাছলি করে ॥

গোদার ঘরে কাপড় ছেঅটা একখানি।
খুড়ি উপরে হাট করে উদমে রহে কানি॥
খুড়ি আসে হাট করিঞা কানি ফোতা পৈরে।
উধার করিতে জাএ পোড়োসিঞার ঘরে॥
গোদার ঘরের এই হাল গোদার বড় ঠাট।
শুইবার বিছনা তার মারা ফেলার খাট॥
মারে বেচে মাছ তবে ভাত হএ ঘরে।
জেদিন না মারে মাছ নিরাহার করে॥
জেদিন না জাএ হাট কানি আর খুড়ি।
মাউগের ছেঅটা গোদার ঢালুআ পাগুড়ি॥
চাঢ়াঞা কটোরা ভাঙ্গ টৈরি করে পাগ।
তানা নারি করিঞা চেচাঞা কাঢ়ে রাগ॥
ছএ বুড়ি বনশি তার ছালা খানেক স্থতা।
ছও পন ছিপ তার ন পন ফুলুতা॥
ভেলি হেন দশ খোলই নঞা ফিরে ধীরে।
মাহা রঙ্গে মারে মাছ ত্রিপানির তীরে॥
টোপ গাথে হরিণ সিআল সোসা গুহি।
চিতহল বুআলি মারে আর মারে রুহি॥

পৃঃ—২৬৯॥ ১-১ ভণিতা পংক্তিদ্বয়ের পরিবর্তে গ পুঁথিতে ছয় পংক্তি নিম্নরূপ :—

ভাসিঞা আইল ভেলা ঘাটের বরাবরি।
জলাপথে নিকুতিয়া দেখিল স্থন্দরী॥
দুই হাতে তালি মারি গোদা গায় গীত।
দেখিঞা কন্যার রূপ মনে আনন্দিত॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ॥

২-২ গ পুঁথিতে নাই ; ৩। জলে—খ পুঃ ; ৪। তোর—গ পুঃ।

পৃঃ—২৭০॥

১-১। গোদা বলে রূপবতী মর্যা লঞা যাবে কথি
কে তুমার করিবে প্রতিকার।—গ পুঃ ;

পরবর্তী ষোলটি ত্রিপদী পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠভেদে নিম্নরূপ পংক্তি-নিচয়—

মরার কারণে জীও হারাবে বুড়ার ঝিউ
কুন দেশের এমন বেভার ॥
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই রক্ষা করে কেহ নাই
রহিতে না পাঅ জদি ঠাই ।
মৃত্যুক ফেলাইয়া জলে উঠ কন্যা কুতুহলে
আমার মন্দির চল জাই ॥
মৃত্যু আশা পরিহর চল কন্যা আমার ঘর
কি কারণ ভাস একাকিনী ।
খাইবে গৃহিণী সুখে কেনে মর এত দুখে
ঘর মধ্যে হবে ঠাকুরাণী ॥
আমা হেন নিজ পতি না পাইবে রূপবতী
ত্রিভুবনে জানে বড় বঙ্গি ।
খাইবে গৃহিণী সুখে কেনে মর এত দুখে
দুআর বান্ধিয়া দিব টঙ্গি ॥
বচন না ধর মোর মঞ্জুস ভাঙ্গিব তোর
নাথিএ ভাঙ্গিব কলার ভুর ।
মৃত্যুক ফেলাঞা জলে ধরিআ আনিব বলে
পলাইয়া জাবে কতদূর ॥
বালি বলে গোদা শুন বুঝিমু তুমার গুণ
গোষ্ঠি তুমার আছে কএ জন ।
কএ নারী কএ ঝি সর্বস্ব খোছে কি
ঘর তুমার কেমন ধরান ॥
গোদা বলে বিদ্যাধরি শুন এক মন করি
গুণি পুত্র আছে চারিজন ।
গুণি পুত্র চারি জন বুড়া বুড়ি দুই জন
আমাকে লইয়া সাতজন ॥
বিদ্ধমাতা আছে আর ভরসা নাহিক তার
আর আছে গোদার বাপ বুড়া ।

তার শয্যা হৈলে বিছনা হয় মরা হেন শুঞারায়
আগুড়িয়া রহে ভাঙ্গের পুড়া ॥
এই দুই নারীর কথা শুন কন্যা পতিব্রতা
বড়জনা ঘরের গৃহিণী।
ধামশিঞা বশন্তের বেলা দুই চক্ষে তার পেল ফুলা
নাম তার স্থলখিনি কানি ॥
ছোট জনি আছে আর বিকি কিনি কর্ম্ম তার
আমি বড় দয়া করি তাকে।
ছোটতে আইতে খাএ খোড়া হইল একপাএ
খুড়ি বলিয়া লোকে ডাকে ॥
গেল এই মাঘ পৌষ দুই জনা[র] হৈ[ল] খোস
আজি তার না খুথায় ঘাঅ।
আমার অজ্জ চিনতা নাহি তা সভার।
ঝিনাই দিঞা চুলকাএ গাঅ ॥
গোদা বলে বিদ্যাধরি শুন এক মন করি
আর আছে দুইখানি পুত।
পোড়োশিয়া গুলার কাম বাছিঞা খুঞাছে নাম
হস্থু পড়া মশানের ভূত ॥
ঘর মধ্যে সর্বস্ব ভাঙ্গেরগুড়া ছলা দশ
মাছের শুকুটা ছলা সাত।
মাছ মারি এই ঘাটে বেচিএ শ্রীকলার হাটে
দিন গে[লে] খাই এক সন্দা ভাত ॥
শুন শুন বিদ্যাধরি এত জত্নে ঘর করি
দখিন দুআরে ঘরখানি।
তার দুই মাথায় দুই টাটি মাঝি আতে নাহি মাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি ॥
চালতে খের নাহি মাঝি আতে মাটি নাহি
ঘরখানির চারিখান কোন।
আসিলে মেঘের পানি তরাশে পালাএ কানি
চারি কোনে রহি চারি জন ॥

শুনিঞা গোদার বাণী 	হাসে তবে বানিআনি
হাসে বালি ভুরার উপর।
জগতজীবন পদ 	বিরণচিল গদগদ
মনসা দেবীর পাঞা বর ॥

পৃঃ—২৭১ ॥ ১-১। তুমার সে ঘর বন্ধু হে
নাড়ার ছাহনি বন্ধু যে খেড়ের ছাহনি
আর তুমার দেশে যাব না হে ॥ ধু ॥—গ পুঃ;

এবং খ পুথিতে অতিরিক্ত একটি পদ—

বালি বোলে ঠেকি মুঞি দুর্জ্জনের ঠাই।
পদ্মায়ে না রাখিলে মোর প্রতিকার নাই ॥

২-২। বিপাকে ঠেকিনু জে উপাএ নাহি আর—গ পুঃ; ৩-৩। সহজে তুমার ঘরে করিব আশ্রয়—গ পুঃ; এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত চারি পংক্তি নিম্নরূপ :—

সত্য সত্য গোদাহে তুমারে খাব ভাত।
গোদাভাতারি মনে বড় অভিশাপ ॥
কন্যা বোলে গোদা আমার কপালের লেখা।
ভাগ্যে সে তুমার সঙ্গে হৈল মোর দেখা ॥

৪-৪। কহ মোকে হএ ডর—গ পুঃ; ৫-৫। ইস্ত্রি পুত্র যত আছে—গ পুঃ; ৬-৬। জাবত করিঞা আশা তুমার মনহরি—গ পুঃ; ইহার পর গ পুথিতে প্রসঙ্গান্তিক ভণিতা—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥

এবং পরবর্তী প্রসঙ্গ-প্রারম্ভিক ধুয়াপংক্তি—

ও দারুণ বিধি কিনা দুঃখ লিখিল কপালেরে হয় ॥ ধু ॥

৭-৭। ফিরিয়া চলিল—গ পুঃ; ৮। কোপ—গ পুঃ; ৯। ইস্ত্রীক—গ পুঃ; ১০। একদেশে—গ পুঃ; ১১-১১। ছেঁচুড়ি করিঞা—গ পুঃ; ১২-১২। ঘর দ্বার পুড়িঞা গোদা করিল ছারখার—গ পুঃ; উক্ত পংক্তির পূর্ব্ববর্তী অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয় গ পুথিতে নিম্নরূপ—

ক্রোদ্ধ হৈঞা ভাঙ্গিল জতেক ভাঙ্গের পুরা।
নাঙ্গটি ছাড়িয়া পালাএ গোদার বাপ বুড়া ॥

এই পংক্তিদ্বয় প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ১৩-১৩। কন্যার উদ্দেশ্যে গোদা যায়—গ পুঃ; ১৪-১৪। এই পংক্তি দুইটি গ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ১৫-১৫। কন্যার উদ্দেশ্যে গোদা জাএ মনে পাঞা তাপ—গ পুঃ; ১৬-১৬। কন্যা না পাঞা গোদা জলে মারে ঝাঁপ—গ পুঃ।

পুঃ—২৭২ ॥ ১-১। মহা অভিলাষে গোদা সেতের কাড়ায়।
গোদার পায়ে ঠেলাত ভুরা বাঁক দশ যায় ॥—গ পুঃ;

২-২। নিকটে দেখিল—গ পুঃ; ৩-৩। দেখিয়া সুন্দরী বালি কম্পিত তরাসে—খ পুঃ; ৪। কবি মনসার দাসে—গ পুঃ;

৫-৫। ও দেবতী মাও হে আগো নিদয়া নিষ্ঠুর তুমার হিআ
দেবতী মায় ॥ ধু ॥—গ পু;

পরবর্তী আট পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ ত্রিপদী-পংক্তি কতিপয় এবং প্রসঙ্গান্তর-সূচক ধুয়া :—

আমরা শে দাস দাসী জলের উপর ভাসি
শঙ্কটে উধার কর আসিআ।
তুর্জ্জন গর্জ্জন করে প্রাণ মোর কাপ্নে ডরে
তুমি মাআ আগতি আর গতি।
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই রক্ষা করে কেহ নাই
আজি রক্ষা কর পদ্মাবতী ॥
কাটারি ধরিয়া করে ডাকে বালি উচা স্বরে
কি আর পরাণে মোর ডর।
স স্বপ্নে রক্ষা করি নাই রাখে বিষহরি
হত্যা দিব তুমার উপর ॥
কন্যার কাকুতি শুনি নাস্তে জয় ব্রহ্মাণী
ভেলার নিকটে পদ্মা জায়।
মনসার পাইয়া বর পদ অতি মনোহর
জগতজীবন কবি গায় ॥

কি কর করুণা মাএ কর্ণে ঢুলা দিয়া।
অধমে ডাকিছে তুমা পারক বসিয়া ॥ ধু ॥

৬-৬। নামিল মনসা দেবী সতীর স্মরণে।

কুম্ভিরিনি রূপে পদ্মা ধরে ততক্ষণে ॥—গ পুঃ ;

৭-৭। মনে অভিলাষ—গ পুঃ ; ৮। মধ্যে পথে—গ পুঃ ; ৯। ধরিল—গ পুঃ ; ১০। ছাড়ে—গ পুঃ ; ১১-১১। না চিনিয়া হইল মোর—গ পুঃ ; ১২-২২। গ পুথিতে এই পংক্তির পূর্ব্ব অতিরিক্ত একটি পদ নিম্নরূপ—

কৃপা কর মহাসতী মোকে দেহ বর।

শঙ্কট সময়ে মোর প্রাণরক্ষা কর ॥

পৃঃ—২৭৩॥ ১-১। শুনিয়া মনসা দেবী—গ পুঃ ; ২-২। উপরে উঠিয়া—গ পুঃ ; ৩-৩। উচ্চ স্বরে ডাকে গোদা শুন সতি মায়—গ পুঃ ; ৪-৪। দানিএ অধম জনকে—গ পুঃ ; ৫-৫। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—দুর্গতি করিয়া তোকে পাছে দেএ বও ; ৬-৬। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি—আপনে মনসাদেবী ধরিবেক কাণ্ডার ; ৭-৭। মহারঙ্গে—গ পু ; ৮-৮। চলিয়া যায়—গ পুঃ ; ৯-৯। গ পুথিতে নাই ; ১০-১০, ১১-১১। গ পুথিতে নাই ; ১২-১২। ভেলার উপরে কন্যা জলমধ্যে ভাসে—গ পুঃ ; ১৩-১৩। সেই-কালে দিবাকর মুদিল—গ পুঃ ; ১৪-১৪। নিবিড় হইল নিশি—গ পুঃ ; ১৫। মনে—গ পুঃ ; ১৬-১৬। পরবর্তী চৌদ্দ পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠভিন্নতায় ষষ্ঠ পংক্তির পর ধুয়া পংক্তিদ্বয়সহ আটচল্লিশ পংক্তি নিম্নরূপ। অংশটি ক ও গ পুথিতে নাই। প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

গাণ্ডা মহিশ ব্রাহা মাহা শব্দ করে।
ভএ পাঞা সুন্দরী স্বামিক চাপি ধরে ॥
সেই খানে ধরে বালি পড়ে সেই খানে।
দেখিয়া সুন্দরী বালি মনে অভিমানে ॥
অভিমানে ঝুড়ে বালি ভুরার উপর।
জগতজীবন কবি মনসার বর ॥
হরি হরি কি দুখ লিখিলে বিধি।
হারাইনু প্রাণনিধি ॥ ধুয়া
কুটিত স্বামীর অঙ্গ সুন্দরী আসুখী।
ভেলাত বসিঞা কান্দে চারু চন্দ্রমুখী ॥
মৃত্যু সঙ্গে ভাসে বালি জলের উপরে।
টলমল করে ভেলা জলের হিল্লোরে ॥

চক্ষুমনি প্রাণনাথ বোল প্রিয় বাণী।
নয়ান ভরিঞা দেখি চান্দো মুখখানি॥
তুমার অভাবে মোর কিনা হবে গতি।
ফিরিঞা না জাব আমি পুরী চম্পাবতী॥
খসিল সুন্দর চক্ষু মুখ শশধর।
সুন্দর নাসিকা চারু চিকুর চামর॥
শটিত সুন্দর তনু নবিনি গলিত।
খশিল মৃণাল বাহু আজানু লম্বিত॥
মন মত জিনি তনু গলি গলি জায়।
একলা ভাসিব আমি কেমন উপাএ॥
প্রভাত হৈল রাত্রি উঠে দিবাকর।
বহি [এগ] উজাঞা আসে শঙ্খ সদাগর॥
সদাএ গাভর গণ করে হরি ধ্বনি।
কম্পিত সুন্দরী কন্যা কলাহল শুনি॥
পদ্মার আদেশে গীত পাঞা স্বপনে।
বিরণচিআ গাএ কবি জগতজীবনে॥
হরি হরি করে বালি স্তুরাত বসিঞা।
দুর্দ্দিন শঙ্কট মোক মিল [এ] আসিঞা॥
শড়িঞা পচিঞা গেল অভাগিনীর পতি।
পড়িনু দুষ্টে [র] হাতে কিবা হএ গতি॥
ডিঙ্গা উজাইঞা আইসে কুন বা দুর্জ্জন।
না জানি কি করে আজি জানিব কেমন॥
মামা শ্বশুর হএ নারায়ণ দানি।
তথাই করিলে রখা বাহড়া ব্রাহ্মণী॥
গোদার হস্তেতে পদ্মা করিলে উদ্ধার।
শঙ্কটে পড়িনু আজি কর প্রতিকার॥
সজ্জন হইলে মোক করিবে ভকতি।
দুর্জ্জ‍ন হইলে মোর কিবা হএ গতি॥
সোবর্ণ না ছাড়ে চোরা পাপ সুনি মনে।
মিনতি করিলে নাকিন বাঘ ছাড়ে বনে॥

পরনারী পাইলে নাকিন পুরুষ ছাড়ে সুখে।
বিপাকে ঠেকিনু আজি দুষ্টের সমুখে॥
পদ্মা বিনে আর মোর প্রতিকার নাই।
এই গঙ্গাজল মধ্যে জে করে গোসাই॥
জগতজীবন কবি মনসার বর।
ভেলা জাএ ভাসিএগ আইসে সদাগর॥

পৃঃ—২৭৪॥ ১-১। হাসিয়া বোলান দিতে
ওরে বোলান দিতে শ্যাম কত বাধা কুনা গেরে
ওরে শ্যাম কতবা॥ধু॥

২-২, ৩-৩, ৪-৪। এই ছয় পংক্তি ক ও গ পুথিতে আছে কিন্তু খ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৫-৫। এই পংক্তির পরবর্তী দশ পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকরের অনবধানতার জন্য এইরূপ হইয়াছে।

পৃঃ—২৭৫॥ ১-১। গ পুথিতে পরবর্তী দশ পংক্তির পর সংযোজিত। ২-২ চিত্রকরে হেন—গ পুঃ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই, লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৪-৪। শুকা একের বঙ্গ আনা একের সনা।
খাহার কয়ের মুল্য সনা দোশতনা॥—খ পুঃ;
সিকাটেব রঙ্গ আর আনাটের শলা।
ইহার কর্ম্মের মূল্য স্বর্ণ দশ তোলা॥—গ পুঃ;

৫-৫। জাহার মঞ্জুসের রূপ এমন—গ পুঃ; ৬-৬। জলপথে কন্যা দেখিল—গ পুঃ;
৭-৭। আজ্ঞাকারি ধানাই সাহের—গ পুঃ;

৮-৮। তরাসে কন্যার তনু থর থর করে।
জগতজীবন কবি মনসার বরে॥—গ পুঃ;

৯-৯। দেখিয়া কন্যার রূপ বানিয়া আকুল।
অলি জেল আকুল দেখিয়া পদ্মফুল॥—গ পুঃ;

১০-১০। সাধু বোলে বিদ্যাধরী কথা তুমার ঘর—গ পুঃ; ১১-১১। কেনে—গ পুঃ; ১২। বিদ্যাধরী—গ পুঃ; ১৩-১৩। দেবকন্যা হয় তুমি-গ পুঃ; ১৪-১৪। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ:

মুখ তুমার চন্দ্রমা নাসিকা তিল ফুল।
দরশনে মুকুতা পাতি অধরে বিম্বফুল॥

পৃঃ—২৭৬॥ ১-১। ইন্দ্রীরিবরণ (?) নিন্দী তুমার চক্ষজল॥—গ পুঃ; ২-২। এই পংক্তির পর গ পুঁথিতে পাঠভেদে নিম্নরূপ পংক্তিসমূহ:—

তুমার সমান রূপ ত্রিভুবনে নাই।
কনক্ষণে জন্ম দিলে বিধাতা গোসাই॥
স্বরূপ করিয়া পুছি তুমি কন্ধা কে।
কাহার স্থন্দরী কন্ধা পরিচয় দে॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥

৩। ভেলা পরসিঅ নারে পাপ দুরন্ত হৃদয়।
আমি নারী পতিব্রতা সতী॥ধু॥—গ পুঃ;

৪। গ পুথিতে নাই; ৫। নহ মুই স্থরনারী—গ পুঃ; ৬। উতপতি—গ পুঃ; ৭। সঙ্গে—গ পুঃ; ৮। কে আছে এমন জন—গ পুঃ; ৯-৯। প্রাণধন—গ পুঃ; ১০। মোর—গ পুঃ; ১১। তন্থ ত্যাগ করিব—গ পুঃ; ১২। অভাগিনীর—গ পুঃ; ১৩-১৩, ১৪-১৪। গ পুথিতে পাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—২৭৭॥ ১-১। জগতজীবন পদ বিরচিল বিদগদ
শঙ্করনন্দিনীর বরে॥ ধু॥—খ পুঃ;

২-২। গ পুথিতে নাই।

২-২। ধুয়া পংক্তিটির পরবর্তী পয়ার পংক্তিসমূহ, ২৭৮ পৃঃ, ২৭৯ পৃঃ, ২৮০ পৃঃ এবং ২৮১ পৃষ্ঠার ত্রিপদী পংক্তিদ্বয় গ পুথিতে পাঠভেদে নিম্নরূপ:

শুনিয়া কন্ধার বোল বানিয়া পড়িলো ভোল
মদনে আকুল হৈল হিআ।
দেখিয়া কন্ধার মুখ মরমে উপজে স্থখ
বাক্য বলে মিনতি করিয়া॥
কি কারণে বিদ্যাধরি জলে ভাস একশ্বরি
মিথ্যা এ স্বামির প্রতি আস।
মৃত্যুক ফেলাঅ জলে দুর্জ্জনে হরিবে বলে
জাতিকুল করিবে বিনাশ॥
আমি শংখ সদাগর দেবের বরে ধনশ্বর
রূপে গুণে কুল শীলে ভাল।

স্বতু আশা পরিহরি চল কন্যা মোর ঘরে

স্থখে বঞ্চ যৌবনের কাল ॥

আমা হেন নিজ পতি না পাইবে রূপবতি

কলি কালে সত্য আছে কার ।

এক পাপে এই ফল দুর্জ্জনে করিবে বল

অন্তকালে না পাইবে আর ॥

আমার বচর ধর চলহ আমার ঘর

গৃহতে হইবে ঠাকুরানি ।

সত্য সত্য বিদ্যাধরি হবেক অজ্ঞাকারি

হুকুমে পাইবে পাণ পানি ॥

মোর ঘরে দাসিগণ সোবর্ণ্ণের আভরণ

নিরন্তরে বদলাএ সাড়ি ।

তুমি হেন রূপবতি মরা লইয়া জাবে কথি

ফিরি কন্যা চল মোর বাড়ি ॥

মড়া গন্দ পরিহর কস্তরী চন্দন পর

বস্ত্র পর আপনার স্থখে ।

শয্যায় গড়ায় গাএ কপর্পূর তাম্বূল খায়

কেনে কন্যা মর এত দুখে ॥

সাধুএ এতেক বলে বিদ্যাধরি ক্রোধে জলে

ক্রোদ্ধ মনে দিলেন উত্তর ।

জগতজীবন পদ বিরচিল বিদগদ

মনসা দেবীর পাইয়া বর ॥

কন্যা বলে সাধু তুমি বড় দুরাচারি ।

উলমত হৈলে তুমি দেখি পর নারী ॥

সজ্জনের বুদ্ধি নহে দুর্জ্জনের মন ।

কি কারণে গোসাই তুমাক দিলে এতধন ॥

রূপের গর্ব্ব কর তুমি মোর বিদ্যমান ।

মোর স্বামীর নহ তুমি সেবক সমান ॥

কুলের গর্ব্ব কর তুমি কুলের নাহি চিন ।

জে জন কুলিন হয় তার বুদ্ধি ভিন ॥

পর ধন পর নারী জেবা জনে হরে।
মহা ঘোর নরকে পচিবে যমপুরে॥
একে পর নারী মুই আর মহাসতী।
মোকে পরশিতে চাহ কেমন সুমতি॥
মৃত্যু সঙ্গে ভাসি আমি মৃত্যুর সমান।
মোকে পরশিতে চাহ কেমন গিআন॥
সুজন সুবুদ্ধি যদি হয় ধনেশ্বর।
পতিব্রতা কন্যার মাঙ্গিএ নেহ বর॥
কুমতি করিয়া যদি কর উপহাস।
মহা পাপে ডুবিয়া হইবে সর্ব্বনাশ॥
ফিরিয়া উত্তর করে শংখ সদাগর।
জগতজ্জীবন গাএ মনসার বর॥

সুন্দরি হে নিষ্ঠুর না বল কিছু আর।
মড়া পচা নাড় চাড় বিনি দোষে গালি পার
না বুঝিয়া কর অহঙ্কার॥

সুন্দরি হে সহন না জায় তোর কথা।
জদি তোর থাকে বর মৈল কেনে প্রাণশ্বর
কেনে রাণ্ডী হৈলে পতিব্রতা॥

সুন্দরি হে হেন সতীর স্বামী নাকি মরে।
কি তুমি করিলে পাপ স্বামিক খাইলে সাপ
নাজে ভাস জলের উপরে॥

সুন্দরী হে নারি হৈয়া সত্য আছে কার।
অহল্যা কহিবে সতী শিষ্য পুত্র সুরপতি
কপটে হরিল অবিচারে॥

সুন্দরি হে দ্রোপদীর এ পাঞ্চ ভাতার।
আর সতী মন্দোদরি দেবর তাকে ঘর করি
ত্রিভুবনে রহিলো থাকার॥

সুন্দরি হে সীতা সতী হরিল রাবনে।
তারা জে বালির সতী সুগ্রীব হৈল পতি
সংসার ভরিয়া সভে জানে॥

সুন্দরি হে কলিকালে তুমি এক সতী।
জদি মোকে দেহ বর কামে তনু জর জর
আসিয়া মিলুক রূপবতী॥
সুন্দরি হে জদি তুমি কর অহঙ্কার।
মৃত্যুক ফেলাঞা জলে নৌকাতে তুলিব বলে
মহা সুখে ভুঞ্জীব শৃঙ্গার॥
সুন্দরী শুনিয়া হৈল কম্পমান।
জগতজীবন গায় বন্দিয়া পদ্মার পায়
বাক্য বলে কাতর পরাণ॥
ও সাধু না বল না কর পাপ।
পাএ বড় মনস্তাপ শুন সাউদরে…
খেমা কর ধনপতি হে।
মোর জন্মদাতা বাপ॥

বেহুলায় বলে সাউদ আরেরে আ হয়। ধুআ
তুমাক দেখিয়া না হৈল দয়া।
মুই অভাগিনি হইআ।
জল মধ্যে ভাসো মুই হে মরা কোলে লইয়া।

মড়া পচা তনু মোর কিবা সুখ হৈবে তোর
না কর ধনপতি সাধু মহাপাপ আর।
জদি মোকে হর বলে ঝাপ দিব এই জলে
তুমার উপরে হত্যা দিব এই স্থান।
পাঞা খেমা কর চিত সেই জনা সুপণ্ডিত
না কর ধনপতি সাধু কর্ম্ম বিপরিত।
করু পরিহার তোক শুনিয়া ভছীবে মোক
মুই অভাগিনী নারী ছাড়ি দেহ মোক
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই রক্ষা করে কেহ নাই
আমাক ছাড়িয়া দেহ দির্ঘ পরমাই।
ছাড় মোকে ধনেশ্বর প্রাণ কম্পমান ডরে
আমা হেন দাসী তুমার কত আছে ঘরে।

বাক্য মোর না কর হেলা ভাসহ অভাগিনীর ভেলা
ঘরে চলি জাহ অসকাল হৈছে বেলা।
তুমার ঘরে আছে রূপবতী তার সঙ্গে কর রতি
অভাগিনী ভাসাইআ দেহ না কর কুমতি।
ভেলা টলমল করে কাম্পে কন্যা লাজে জর
জগতজীবন গায় মনসার বরে॥

পৃঃ—২৮১॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; পরবর্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই। ২। আজি—গ পুঃ; ৩। দুহিতা—গ পুঃ; ৪-৪। শরণ লৈলে বাঘে—গ পুঃ; ৫-৫। তুমার শরণে মোর প্রতিকার—গ পুঃ; ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত চারি পংক্তি নিম্নরূপ:

সাধু বলে বার বছর করু পরবাস।
সুন্দরী দেখিতে মোর বড় অভিলাষ॥
দেখিয়া তুমার রূপ অস্থির নহে মন।
হৃদয়ে হানিল বাণ দারুণ মদন।।

৬-৬। নিষ্ঠুর না হয় কন্যা না বলিহ পিতা—গ পুঃ; ৭। সুচরিতা—গ পুঃ; ৮-৮। বালি বলে জাতি কুল না রহিবে আর—গ পুঃ; ৯-৯। পদ্মা বিনে কে মোর করিবে প্রতিকার—গ পুঃ; ১০-১০। গ পুথিতে নাই; ১১-১১। রক্ষা কর আসিঞা মাঅ—গ পুঃ; ১২-১২। গ পুথিতে নাই; ১৩-১৩। গ পুথিতে নাই; গ পুথিতে চরণান্তিক মিল প্রসঙ্গে—হাতত স্থলে হাততে এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষাংশে—রাখি মহত রাখিলে মহতে। ১৪-১৪। মনে মনে জানে পদ্মা—গ পুঃ।

পৃঃ—২৮২॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২-২। রহে গিয়া আনল ভেলার চতুরপাশে—গ পুঃ; গ পুথিতে অতিরিক্ত—চলে সদাগর কন্যা ধরিবার আশে;

৩-৩। হস্ত বাড়াইতে অগ্নি হইল উজল।
সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র দহে দারুণ আনল।।—গ পুঃ;

৪-৪। জলে নিভাইল অগ্নি—গ পুঃ;

৫-৫। সাধু বলে বিদ্যাধরি তুমি বড় সতি।
তুমার অভিশাপে মোর এতক দুর্গতি॥—গ পুঃ;

৬-৬। বর দেহ জননী না কর অসন্তোষ—গ পুঃ; ৭-৭। গ পুথিতে নাই; ৮-৮। গ পুথিতে ধুয়াপদ নাই; পরিবর্ত্তে ছয় পংক্তি নিম্নরূপ:

বেলনিঅ বোলে মুই তবে দেএ বর।
আমাক ছাড়িয়া জদি ফিরিয়া জাহ ঘর।।
সাধু বলে পরিচয় দেহ বিদ্যাধরি।
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার সুন্দরী।।
জলের উপরে সাধু পরিচয় পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

৯-৯। দেহ পরিচয় কন্যা বলে সদাগর।
জলমধ্যে কি কারণে ভাস একেশ্বর।।—গ পুঃ;

১০-১০। কে তুমার পতি—গ পুঃ; ১১-১১। গ পুথিতে নাই; পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ চারি পংক্তি ও পরবর্তী ধুয়া:

কি কারণে ভাস তুমি জলের উপর।
জিঙ্গাইবে স্বামী মাও জাঞা কতদূর।।
মোর আগে কহ তুমি যত বিবরণ।
বিরঞ্চিয়া গায় কবি জগতজীবন।।
কি কথা সুধাছেন সাধু হে—ধু।।

১২-১২। ডিঙ্গা বাহিঞা সাধু ভাসাঞা মোকে জাও।—গ পুঃ।

পৃঃ—২৮৩। ১-১। অভাগ্যে হইনু রাণ্ডি এ দুষ্ট কপালি—গ পুঃ; পরবর্তী পংক্তিনিচয় গ পুথিতে নাই; চৌদ্দ পংক্তির স্থলে নিম্নরূপ পংক্তি কতিপয়—

উজানীর লক্ষপতি মোর জন্মদাতা।
পতিব্রতা সতী মোর মেনকা মোর মাতা।।
স্বামীর সুভাগ্যে মাঞ সুখে বঞ্চে ঘরে।
ছয় পুত্র মহাবীর মহেশের বরে।।
ছয় পুত্রে শেষে মুঞি জম্মিনু অভাগিনী।
দেবের দুর্লভ করি পুশিল জননী।।
শঙ্খ আদি ছয় ভাই মহাগুণবান।
অভাগিনিকে করে দয়া প্রাণের সমান।।

২-২। পদ্মার সহিতে—গ পুঃ; * এই পংক্তিটির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত চারি পংক্তি নিম্নরূপ:

বিবাদে মারিলে পদ্মা ছয়পুত্র তার।
তথাপি না পূজে চান্দো বড় দুরাচার।।

জত পুত্র হএ তার তত পুত্র মরে।
জানিঞা শুনিঞা বাপ দিল তার ঘরে॥; অংশটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

৩-৩। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত বার পংক্তি নিম্নরূপ :

স্বামী সঙ্গে অভাগিনী জলে ভাসি জাঙ।
শঙ্করনন্দিনী দেবীর জথা নাগ পাঙ॥
জদি না জিআয় পদ্মা মোর প্রাণনাথ।
ইস্ত্রি হত্যা দিব আমি কহিনু তুমাত॥
এক দুখ দারুণ রহিল মোর সনে।
দেখা না হইল মোর বড়দাদার মনে॥
বাণিজ্যকে গেল দাদা হৈল চিরদিন।
না পাইনু দরশন মুঞি দয়ার বহিন॥
শুনিঞা শঙ্খের দুই চক্ষে বহে জল।
ফিরিঞা সুধায় কথা অন্তরে বিকল॥
সাধু বলে কি নাম তুমার ছয় ভাই।
ছয় ভাউজের নাম কহ মোর ঠাই॥

৪-৪, ৪-৫। গ পুথিতে পাঠভেদে নিম্নরূপ চারি পংক্তি :

কথা শুনি শঙ্খসাধু করে ধড়ফড়।
কি হৈল কি হৈল বৈলে কপালে মারে চড়।
সাধু বলে তুমি মোর সুহাগিনি মাঅ।
নিদয়া নিষ্টুর হঞা কুন দেশে যাঅ॥;

৬-৬। পরিচয় পাঞা সাধু জুড়িল ক্রন্দন।
জগতজীবন গায় রেবতীনন্দন॥—গ পুঃ।

পৃঃ—২৮৪॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২-২। গ পুথিতে ধুয়ারূপে চিহ্নিত। লিপিকরপ্রমাদের ফলে এইরূপ হইয়াছে মনে হয়। এই পংক্তির পর গ পুথিতে নিম্নরূপ পংক্তিদ্বয় অতিরিক্ত ও লিপিকরপ্রমাদ-পরিচয়বহ :

মত্ত গত্তে সুরন্ত করিনু বিনু ভাঅ।
অবশেষে জানিলু মোর বুকে হৈল ঘাঅ॥

৩-৩। বাপ বড় দুর্জ্জন জানিলু এত দিনে—গ পুঃ; ৪। কি দণ্ড লাগিল কিবা মাহা দুঃখে মরে—গ পুঃ; ৫-৫। পংক্তি দুইটি গ পুথিতে পূর্ব্ববর্তী পংক্তিদ্বয়ের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত এবং পাঠান্তরে নিম্নরূপ :

একে একে মরে যার পুত্র ছয় জন।
হেন জনার ঘরে কন্যা দিলে কি কারণ ॥

৬-৬। একল বহিন ছয় ভাইর দুলালি।
শূন্য হৈল ঘর বাড়ি কোল হৈল খালি ॥—গ পুঃ;

৭-৭। গ পুথিতে পরবর্তী—'মইল তুমার স্বামী' ইত্যাদির সঙ্গে ক্রমাভঙ্গানুযায়ী সন্নিবেশিত। ৮। গ পুথিতে ভণিতাপংক্তিদ্বয়ের পর সন্নিবেশিত এবং ধুয়ারূপে চিহ্নিত। লিপিকরপ্রমাদের ফলে এইরূপ হইয়াছে মনে হয়।

৯-৯। বিনাঞা বিনাঞা সাধু করিছে ক্রন্দন।
অমৃত সমান পদ রেবতি নন্দন ॥—গ পুঃ; ইহার পর গ পুথিতে নিম্নরূপ পংক্তিগুলি অতিরিক্ত। এইগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়—

ও বহিনি বাহুড় বাহুড় একবার।
মিল তোর প্রাণপতি না পাইবে আর ॥ ধুয়া ॥
মরা নাকি জিএ আর কহে বুন জনে।
বিষম সাগরের মধ্যে ভাসিবে কেমনে ॥
শ্বশুরের ঘরে মাঅ তোকে দিবে গালি।
আমা সভার ঘরে চল সভার দুলালী ॥
সমস্ত গাভর কান্দে আর কান্দে ভাই।
এমন নিষ্ঠুর তুমার চক্ষে জল নাই ॥
স্বামীক ফেলাঅ গঙ্গাজলের উপর।
নিদয়া না হঅ বহিন চল মোর ঘর ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

না জামু না জামু দাদা না বোলিহ আর।
স্বামীর অভাবে দাদা কে করে প্রতিকার ॥
না জামু না জামু দাদাহে ॥ ধুয়া ॥
স্বামীর অভাবে দাদা রহে জেবা জন।
বৃথা তার জন্ম দাদা নিষ্ফল তার জীবন ॥
সোনা রূপা পৈরিবার দাদাহে দেখিবার সুখ।
খণ্ডাই না পারি দাদাহে সাপু কুড়া দুখ ॥

দিনে দশবার দাদাহে আমার আহার।
মাত্র বাপের সঙ্গে অহে দাদা খাই দুবার ॥
ছয় ভাইর সঙ্গে দাদাহে ছয় বার বসি।
কেমতে পালিব দাদা নিষ্ঠুর একাদশী ॥
নয়া নয়া হৈব দাদাহে সবার দুলালি।
পাছে হৈতে ভাউজি সকলে দিবে গালি ॥
মিছা এ মারিবে দাদা বাঢ়নার বাড়ি।
সদাএ পাড়িবে গালি মোরোক বিষম রাড়ি ॥
দুখ খাট স্বামী দাদা তত্ত স্বামীর ঘর।
প্রাণের অধিক দাদা তত্ত ভাই পর ॥
অৰ্জ্জিয়া আনিবে দাদা দেশ দেশান্তর।
রাখিবে তুমার বহু আপুনার ঘর ॥
মুক্ত চাএল থাকিলে দাদা পাইবেন লাজ।
তিন ঠাএ মাঙ্গিয়ে দিবে কড়াকের সাজ ॥
দেখিলে তুমার বহু তুমাক দিবে গালি।
থাউক তুমার বহিন সভার দুলালি ॥
তুমা সভার আগে দাদা না বলিবে মন্দ।
ঘর হৈতে বাহির হইলে নিতে হইবে দ্বন্দ্ব ॥
নিরন্তর কান্দিব কাড়িয়া স্বামি রাখ।
দুগুন পুড়িবে মোর পেট পুড়ি মাঅ ॥
ছাড় দয়া মআ দাদা জায় নিজ ঘর।
ভাসাএল দুখানি মোকে জলের উপর ॥
জগৎজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিলে পরকাশ ॥

বহিনির বাক্য শুনি কান্দে সাধু মনে গুনি
কান্দে আর করে হায় হায়।
পুসিনু পালিনু জাকে বাক্য মোর নাহি রাখে
নিদয়া নিষ্ঠুর হএল যায় ॥
জননী পুছিবে মোক বেলনি ভেটিল তোক
কি কহিবো মাএর সমক্ষে।

ছাড়িয়া আসিবে হেন শুনিবে জেই ক্ষণ
তখনি মরিবে মহা দুখে ॥
সংশয় জননী মাঅ কাঢ়িবেন পুত্র রায়
শুনিয়া কান্দিবে ভাই।
বহিনি নিষ্ঠুর হইঞা জায় বুকে শেল দিঞা
ঘরে বস্ত্যে আর নাই ॥
বসি ভিঙ্গা মধুকরে শত্থাই করুণা করে
কান্দে যত গাভরিআগণে।
ঘনশ্যামে শিশু ভাএ পদ্মার আদেশে গাএ
বিরঞ্চিল জগতজীবন ॥

১০-১০। গ পুথিতে নাই ; ১১-১১, ১২-১২। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ পংক্তিদ্বয়—

সাধু বলে বহিনি ছাড়িলে তুমি দয়া।
নিশ্চএ জাইবে তুমি নিদারুণ হৈঞা ॥

১৩। প্রতিত হবে—গ পুঃ।

পৃঃ—২৮৫ ॥ ১-১। খ পুথিতে ইহার পূর্ব্ববর্তী অতিরিক্ত চারি পংক্তি নিম্নরূপ :

বলি বলে দাদা তুমি জাহ নিজ ঘরে।
সে কম্ম করিহ জে জননী না মরে ॥
সাধু বলে জাবে তুমি হৃদয় নিষ্ঠুর।
একনি ভাসিঞা তুমি জাবে কত দূর ॥

উদ্ধৃত পংক্তি চতুষ্টয় ক ও গ পুথিতে নাই। প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ১-১। পংক্তিটির খ পুথি পাঠ— শিশু ঘড়িয়াল মাছ সাগরেতে বাস। ২ ২। দেখিঞা তুমার মনে উপজিবে তরাস— গ পুঃ ; ৩-৩। ধাউর অতি নিচোর (?)— গ পুঃ ; ৪। শঙ্কটে —খ পুঃ ;

৫-৫। কি করিবে মোর রক্ষা দুর্জ্জনরে পাপে।
না জান জে পাইলে দুখ্ আনলের তাপে ॥—গ পুঃ ;

৬-৬, ৭-৭। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ দুই পংক্তি :

নিশ্চয় হৃদয় দাদা রহিবে ছয়মাস।
তবে সে ছাড়িবে দাদা অভাগিনীর আন ॥

৮-৮। সতীর বচন দাদা না করিহ আন।

লঞা জাহ সুবর্ণ অঙ্গুরি নিশান॥—গ পুঃ;

৯-৯। পরবর্তী ষোল পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠান্তরে নিম্নরূপ পংক্তি-নিচয়:—

বহিনির মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
অঘোর নয়ানে সাধু জুড়িল ক্রন্দন॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ॥
কেমনে খণ্ডিবে পাপ সাধু বলে মনস্তাপ
জানিঞা ঠেকিনু মহাপাপে। ধুআ।
না জানিয়া করিনু অধর্ম্ম পরিহাস।
অন্তকালে আগতির নরকে হবে বাস॥
অজ্ঞানে নাড়িলে অগ্নি গায়ে নাকি দহে।
অজ্ঞানে খাইলে বিষ প্রাণ নাকি রহে॥
বেলনিহ বলে দাদা না করিহ তাপ।
তুমি কিনা জান দাদা জার জত পাপ॥
করিল জতেক পাপ ভাবের অধিক।
অজ্ঞানে পাপ লেখা ঘটে নিবুদ্ধিক॥
,মানসিক পাপে পাপী নহে গৃহজন।
সেই পাপে পাপী হয় যতি সতী জন॥
বাচিক পাপের মধ্যে করহ বিচার।
সে জন পাতকি হয় জ্ঞান নাহি জার॥
অজ্ঞানে করিলে পাপ কি পুন হে দোষ।
করিহ দাদা কেনে ভাব অসন্তোষ॥
উচে দিহ সরোবর নিচে দিহ আলি।
ব্রাহ্মণকে দিহ ধেনু উত্তম দুধালি॥
মাহর্ত্তে অনুসলা গ্রীষ্মে পানি।
বস্ত্র দান দিহ দাদা বিবস্ত্রিআ জানি॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ॥

পৃঃ—২৮৬ ॥ ১-১। ডিঙ্গা বাহোরে

ডিঙ্গা বাহোরে

উজানি নগরে ডিঙ্গা বাহোরে ও ও ।। ধু ।।—গ পুঃ ;

২-২। সাধু বলে বহিনি নিষ্টুর তোর মন।

বিলম্ব করিলে আর কুন প্রয়োজন ॥—গ পুঃ ;

৩-৩। ভাসাঞা বালির ভুরা কতদুর জাই—গ পুঃ ; ৪-৪। দেখিতে ভুরা—গ পুঃ ; ৫-৫। দেখিল ভুরা শঙ্খ—খ পুঃ ; ৬-৬। কান্দিয়া চলিল ঘরে শঙ্খসদাগর—গ পুঃ ; গ পুথিতে এই পংক্তির পর অতিরিক্ত একটি পদ নিম্নরূপ :

সাধু বলে ডিঙ্গা বাহো গাভরিয়া ভাই।

সত্বর করিয়া চল নিজপুরে যাই ॥

৭-৭। বাহো নাএ সকল—গ পুঃ ; ৮-৮। না আসিল ফিরিয়া মাঅ কহিনু বিস্তর—গ পুঃ ; ৯-৯। তবে জদি—গ পুঃ ;

১০-১০। গ পুথিতে পরবর্তী পদ তিনটি পাঠ-ভিন্নতায় নিম্নরূপ :

হস্তের অঙ্গুরি মাঅ দিয়াছে নিশান।

কহিয়া বেলনি গেল ছয়মাসের প্রমাণ ॥

ই বলিয়া বেলনি সাগরে ভাসিল।

এতেক কহিলো মাঅ ফিরিয়া না আসিল ॥

জগতজীবন কবি মনসার দাস।

পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

পৃঃ—২৮৭ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। রতম মোর—গ পুঃ ; ৩-৩। সাগরে ভাসিল তোর—গ পুঃ ; ৪-৪। এই পংক্তির পর খ পুথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি নিম্নরূপ :

মানিক ধন মোর ভাসাইল সাগরে

তো পুত্র না ঘুড়াএ গাও।

বাপের সর্ব্বস্ব জন মাএর প্রাণ ধন

ভাইর সহাগিনি বালি।

বিষম সিন্ধু ভারি কেমতে একেস্বরি

ভাসিবে তুধের তুলালি ॥

এ মচ্ছ সাগরে আর বোচা সিন্ধু ঘরিআল

উঠিবে মৃত্যু খাইবার আশে ॥

দেখিয়া বিপরীত হইবে চমকৃত
প্রাণ ছাড়িবে তরাসে ॥
আন্ধার কিল কিল বিজুলি চমকিল
গগনে গরজে দেবা ।
গহিন্ গম্ভীর খালে একেলা ভাসিবে জলে
কেমন করিয়া দিব খেমা ॥

এই পংক্তিগুলি ক ও গ পুথিতে নাই, প্রক্ষিপ্ততার প্রচ্ছায়ে খ পুথিতে স্থান পাইয়াছে মনে হয় । ৫-৫ । খ পুথিতে নাই ;

৬-৬ । গেল জলে নিধি আর না পাইব পুনর্বার
আমার অবশেষ কাল ।—গ পুঃ ;

৭ ৭ । চক্ষের পড়ে পানি যেন হেন মন্দাকিনী
দুই হস্তে ধাকুড়ে কপাল ॥ গ পুঃ ;

৮-৮, ৯-৯ । যতেক বধূগণ ধরিঞা সর্ব্ব জন
শাশুড়ীকে লয়া যার ঘরে ।
জগতজীবন কবিতা বিচক্ষণ
রক্ষিল মনসার বরে ॥ গ পুঃ ;

১০-১০ । আমি ভবানী পূজিব ও শতদলে গো ।
আমি তারিণী পূজিব গঙ্গাজলে ॥ ধু ॥—গ পুঃ ।

পৃঃ—২৮৮ ॥ ১-১, ২-২, ৩-৩ । এই পদ তিনটি গ পুথিতে পাঠান্তরে নিম্নরূপ :

মেনকা করুণা করে ভালে ভালে জানি ।
বেলোনি ভাসিয়া যায় সাগরেরে পানি ॥
ভাসিয়া সুন্দরী পাইল ত্রিপানির জল ।
সতো বহিলো ভেলা করে টলমল ॥
শিশু ঘড়িআল মচ্ছ পালে পালে চরে ।
দেখিআ সুন্দরী কন্যার প্রাণ কাপে ডরে ॥

৪-৪ । ভাসিয়া আইনু—গ পুঃ ; ৫-৫ । ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত আট পংক্তি নিম্নরূপ :

দুষ্ট খাট বাটোআর মিলে সর্ব্বক্ষন ।
পদ্মার সহিতে মোর না হয়রদশন ॥

সগর্গত আছিনু মুই ইন্দ্রের বিদ্যাধরী।
পৃথিবীত মনসা আনিলে সত্য করি।
যতেক কহিলো পদ্মা সব মিথ্যা কথা।
হাতে হাতে আনি কৈলে এ পাক অবস্থা॥
গয়াগঙ্গা বারাণসী ত্রিপানি সাগর।
ইস্ত্রি হত্যা দিব আমি পদ্মার উপর॥ ; গ পুথির এই পংক্তিগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ৬। কাষ্ঠে ঘসে—গ পুঃ ;

৭। আশে—গ পুঃ ; ৮। ব্রাহ্মণী মূরতি পদ্মা ধরিল তখন—গ পুঃ ; ৯-৯। পদ্মার আদেশে আমি যাই—গ পুঃ ; ১০-১০। শঙ্করনন্দিনী পদ্মার লাগ যথা পাই—খ পুঃ ; এত দিন ভাসি আমি লাগ নাহি পাই—গ পুঃ ;

১১-১১। ছয়মাসে ভাসিয়া আসিনু এতদূর।
লাগ না পাইনু আমি দেবতার পুর॥—গ পুঃ ;

১২-১২। খানিক ভাসিয়া জাঅ ত্রিবিনির পানি।
ভাটি ঘাটে কাপড় ধোয় দেবের ধোবনি॥—গ পুঃ ;

১৩-১৩। গ পুথিতে ইহার পূর্ববর্তী অতিরিক্ত দুই পংক্তি :

ধোবনির সঙ্গে জাহ দেবের ভবন।
আত্মহত্যা দিয়া বালি মর কি কারন॥

১৪-১৪। দেবতার—গ পুঃ ; ১৫-১৫। চলিল বালি ভেলার উপর—গ পুঃ ; ১৬-১৬। মনসার বর—গ পুঃ।

পৃঃ—২৮৯॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ;

২-২। ভাসিঞা চলিল সাগরের জলে।
ধমকে ধমকে চলে ভরা জলের হিল্লোলে॥—খ গ পুঃ ; পরবর্তী আঠার পংক্তি ক ও গ পুথিতে থাকা সত্ত্বেও খ পুথিতে নাই। লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৩-৩। ত্রিপানি ছাড়িয়া বালি চলে ভাটি ঘাটে—গ পুঃ ; ৪-৪। ইহার পরবর্তী চারি পংক্তি গ পুথিতে লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে।

পৃঃ—২৯০॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। পাখালিয়া তুলে নেতা—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই, লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৪। জনে—গ পুঃ ; ৫-৫। এই পংক্তি এবং পরবর্তী এগার পংক্তি গ পুথিতে পাঠান্তরে নিম্নরূপ :

উপরে উঠিল বালি পরম আনন্দে ।
জোড় হস্তে নেতার চরণ ছুটি বন্দে ।।
নেতা বলে দেখ তোক মনুষ্যের নারী ॥
কেমতে আসিলে তুমি দেবতার পুরী ।।
বালি বলে বিবাদ সাধিলে পদ্মাবতী ।
বিভার রাত্রিত বধিলে প্রাণপতি ।।
ভাসিঞা আসিনু মুঞি সাগরের পানি ।
মায়া না করিহ মাঅ শুন ঠাকুরাণি ।।
পুত্রক মারিঞা তুমি দিলে জীব দান ।
ত্রিভুবনে কেহো নাহি তুমার সমান ।।
তুমি জিআইঞা দেহ আমার প্রাণেশ্বর ।
জগতজীবন কবি মনসার বর ।।

৬-৬। গ পুথিতে নাই ; পরবর্তী চৌদ্দ পংক্তি গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে ছুই পংক্তি নিম্নরূপ :

নেতা বলে সুন্দরী হে কর অবধান ।
কি কারণে আইলে তুমি আমার বিদ্যমান ।।

পৃঃ—২৯১ ।। ১-১। যদি জাহ সুন্দরী শিবের বরাবর—গ পুঃ ; ২-২। শিবের বরাবর—খ পুঃ ; ৩-৩, ৪-৪, ৫-৫। এই ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে ছুই পংক্তি নিম্নরূপ :

তোর নৃত্য দেখি মোর মনে সুখ লাগে ।
তবে সে কহিব জাইআ শঙ্করের আগে ।।

৬-৬। এই পংক্তির পরবর্তী চার পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকরপ্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয় ।

পৃঃ—২৯২ ।। ১-১। বরাবর—গ পুঃ ;

২-২। পাছে তোক লইয়া যাইব দেবের পুরিত ।
জগতজীবন কবি বিরচিল গীত ।।—গ পুঃ ;

৩-৩। এহি কদম্বতলে ঘেসে না লো সোয় বড়ায় ।
পাছে জেন লুটে কেহো দধির পশার ।।—ধু ।। গ পুঃ ;

৪-৪। তুলিল নেতাএ—গ পুঃ ;

৫-৫, ৬-৬। জোড় হস্তে বন্দে নেতাএ শিবের চরণ।

শিব বলে বিলম্ব হইল কি কারণ।।—গ পুঃ ;

৭-৭। শঙ্কর কহিতে ভয় করি—গ পুঃ ; ৮। আছে—গ পুঃ ; ৯-৯। নেতায় সত্বরে জাঞা আন—গ পুঃ ; ১০-১০। আসিয়া করুক নৃত্য—গ পুঃ ;

১১-১১। গ পুথিতে নাই ; ১২-১২, ১৩-১৩। এই পংক্তি চতুষ্টয় গ পুথিতে নাই ; ১৪-১৪। নেতায় আসিয়া বেলনিক বোলে বাণী—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৩ ।। ১-১। জগতজীবন কবি মনসার দাস।

পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ।।—গ পুঃ ;

২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩-৩। সাপট করিয়া বালি—গ পুঃ ; ৪। মুই যদি—গ পুঃ ; ৫। পচা—গ পুঃ ;

৬-৬। বলিয়া দারুন আশ ভাসিনু যে ছয় মাস—গ পুঃ ;

৭-৭, ৮-৮। এই ত্রিপদী পংক্তিদ্বয় গ পুথিতে ক্রমভঙ্গরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তির পুর্ব্বে পাঠ-ভিন্নতায় নিম্নরূপ :—

তুমার দেবের মায়া বুঝিতে না পারি ভায়া

মোকে লইআ জাহ দেবপুরি।

মনসার বচন ধরি নিদারুণ কর্ম্ম করি

পাছে মোর স্বুরা করি চুরি ।। ;

৯-৯। গরহিত—গ পুঃ ; ১০-১০। হাতের বুকনি করি—গ পুঃ ;

১১-১১। জাএ বালি কতদুর জাঞা পাএ দেবপুর

দেবের সাক্ষাত বালি যায়।—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৪ ।। ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। গ পুথিতে নাই, লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৩-৩। নারী তেজিলেক—গ পুঃ ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয় ;

৫-৫। জগতজীবন কবি মনসার দাস।

পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ।।—গ পুঃ ;

৬-৬। গ পুথিতে নাই ; ৭-৭। কেমনে—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৫ ।। ১-১। না জানি যে কুন কাজে তেজিয়া কুলের লাজে

আসি আছ দেবের নগর ।।—গ পুঃ ;

২-২। অগতির গতি—গ পুঃ ; ৩। অভাগিনীর—গ পুঃ ; ৪। শূলপানি—গ পুঃ ; ৫। বানিয়াণী—গ পুঃ ; ৬। ব্রহ্মানি—গ পুঃ ; ৭। বাণী—গ পুঃ ;

৮-৮। ও লাশ করে বালি বেশ করে কুতুহলি
ও খোপা বান্ধিতে।
ও লাস বান্ধিতে।
হালয়া পড়িছে ধনি।
ঢুলিয়া পড়িছে বালার রূপ ॥ ধু ॥—গ পুঃ ; গ

পুথিতে পরবর্তী অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ :

লাস করে সুন্দরী বালি বেশ করে ছন্দে।
পিষ্টের উপরে বালি তুলিআ খোপা বান্ধে ॥ ;

৯-৯। কেমনে নাচিব এক স্বরি—গ পুঃ ; ১০-১০। ডাক দিয়া আন যত বিদ্যাধরীগণে—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৬ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। তুমরা বাজাও—গ পুঃ ; ৩। লাসের—গ পুঃ ; ৪-৪। পরবর্তী বার পংক্তির স্থলে খ পুথিতে পাঠভিন্নতায় নিম্নরূপ দশ পংক্তি :

কাকাই কাটাই বালি বিচরায় চুল।
বান্ধিল ঢেলুআ খোপা ভিড়িমক তুল॥
কর্ণত কুণ্ডল পৈরে ঝলমল করে।
নাসিকা বেশর মুকুতা ফুল দোলে ॥
দুই হস্তে পৈরে তাড় সোণার বাহটি।
হস্তের অঙ্গুরি পৈরে জোড়াউ আঙ্গুটি ॥
গলায় তুলিঞা পৈরে শাতনরি হার।
সুমেরু সঙ্গত জেন সুরেশ্বরি ধার ॥
হিআএ কাচুলি পৈরে অতি বিচক্ষণ।
চরণে নেপুর পৈরে করে ঝনঝন ॥

৫-৫। মেঘডম্ব শাড়ি পৈরেনে বিনোদিনী।
উপরে তুলিয়া দিল কুসুম উড়নি ॥—খ পুঃ ;

৬-৬। দেবরঙ্গ চায়—গ পুঃ।

পৃঃ—২১৭ ॥ ১-১, ২-২, ৩-৩ হইতে সাত পংক্তি গ পুথিতে পাঠভেদ নিম্নরূপ :—

নাচন নাচে স্বন্দরি বালি নৃর্ত্য করে কুতুহলি

অঙ্গিমা ভঙ্গিমা করি।

নাচে বিদ্যাধরি থমকে থমকে চলে

জেন মউরের পেখন উদয়কালে।

মুখে গীত গাএ হস্তে জে বুঝায়

কনকলতা জেন হানে ॥

ও বালি নৃত্য করে বিপরীত শূন্য করে পাক

জেন কুম্ভারের চাক।

অসমু বিমুখ আলগ চিত ॥

ও বালি মন্দ মন্দ হাসে।

বিকট দশন ঘটা জেন বিজুলির ছটা

সঞ্চরে শূন্য আকাশে।

ও বালি চাহে কটাক্ষ নয়ানে জেন মদনের বানে

ভুরু চাপে সন্ধানে।

দেবগণের মন হানে ॥

ও বালি গজেন্দ্র গমন রূপবত্তী।

নৃত্য করে লিখন ক্ষণে ক্ষণে চন্ চন

খনঞ্জন জিনিঞা শীঘ্র গতি ॥

ও বালি কোকিল জিনিঞা বাক্য বলে।

৪। মহেশ্বর—গ পুঃ; ৫-৫। নাচন ক্ষেমা কর—গ পুঃ; ৬-৬। চাহ তুমি আমি দিব বর—গ পুঃ; ৭-৭। গ পুথিতে নাই; লিপিকরপ্রমাদে পূর্ব্ববর্তী পদে উহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে মনে হয়।

৮-৮, ৯-৯। জগতজীবন পদ বিরচিল বিদগদ

শঙ্কর নন্দিনীর বরে ॥—গ পুঃ;

১০-১০। আয়ে অধরে হাসি মুখে বাঁশী

কর্ণে চপ্‌পার ফুল।

রূপস কামিনী পঞারে

হে শ্যাম নেল জাতি কুল ॥ ধু।—গ পুঃ;

১১-১১। গোসাই বলে স্বন্দরী বচন মোর ধর।—গ পুঃ; ১২-১২। বিকল হৈলু কন্যা—গ পুঃ।

পুঃ—২১৮॥ ১-১। বুন জনে যে তুমাক—গ পুঃ;

২-২। যদি আজ্ঞা কর মোকে সাহের ঝিআরি।

অধিন হইব তোর ত্রিলোক অধিকারী॥—গ পুঃ;

৩-৩। লইয়া ফিরিব তোমাক করি—গ পুঃ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে ছয় পংক্তির পরবর্তী পংক্তিদ্বয় লিপিকরপ্রমাদে এইখানে সন্নিবেশিত॥ ৫। পরশিলে—গ পুঃ; ৬-৬, ৭-৭। গ পুথিতে পূর্ব্বাপর ক্রমভঙ্গান্তর সন্নিবেশিত; ৮-৮। এই পংক্তিদ্বয় ছয় পংক্তি পূর্বে গ পুথিতে সন্নিবেশিত, পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত চারি পংক্তি—

বালি বলে প্রভু তুমি সংসারের সার।

রক্ষকে ভক্ষ হৈলে নাহি প্রতিকার॥

আইনু তুমার ঠাই স্বামী পাইবার আশে।

কি পাইব প্রাণনাথ জাতিকুল নাশে॥

৯-৯ হেতু তুমারা দেবেক—গ পুঃ; ১০-১০। তুমা সভাক কিবা—গ পুঃ; ১১-১১। নটিনী পরশিতে গোসাইর যুক্তি নয়॥—গ পুঃ; ১২-১২। গ পুথিতে লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ১৩-১৩। গ পুথিতে নাই।

পুঃ—২১৯॥ ১-১। সমাজে উঠিল নারদ কেহো নাহি জানে।—গ পুঃ; ২। বিদ্যমানে—গ পুঃ; ৩-৩, ৪-৪। এই চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই;

৫-৫। মুনি বলে দুর্গা মাসি কর অবধান।

এক নটী আসিআছে শিব বিদ্যমান॥—গ পুঃ;

৬-৬। গ পুথিতে নাই; ৭-৭। নটীর রূপ দেখি—গ পুঃ; ৮-৮। গ পুথিতে এই পংক্তির পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ:

যথা তথা থাক মাসী চিন্ত কুমার কাম।

মামা সুধাইলে মোর না লইবে নাম॥

৯। কার্ত্তিকের—গ পুঃ; ১০-১০। সিংহতে আসন করে মহেশেতে পাও—গ পুঃ; ১১। করে—খ পুঃ; ১২। আগে—গ পুঃ;

১৩-১৩। পার্ব্বতীকে দেখিয়া শিবের চমৎকার মন।

নটী সম্ভাষিয়া শিব কি বোলে বচন॥—গ পুঃ;

১৫-১৫। সভাত আসি—গ পুঃ; ১৬-১৬। বৃদ্ধকালে পরদার—গ পুঃ; ১৭-১৭। চেঙ্গ বেঙ্গ—গ পুঃ; ১৮-১৮। নটী লয়া থাক বুঢ়া—গ পুঃ;

১১-১১। গ পুথিতে ভণিতা পংক্তিদ্বয় ও পূর্ব্ববর্তী অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ :

সভার ভিতরে শিব পাএ মহালাজ।
মনে মনে বলে হর নারদের কাজ ॥
দেবের সাক্ষাত দুর্গা দুথ আর জাঅ।
জগতজীবন কবি বিরচিঞা গাঅ।

পৃঃ—৩০০॥ ১-১। গ পুথিতে নাই; ২-২। কার ঘরে আছে বাপু এমন—গ পুঃ;

৩-৩। কেবা নাহি পুরুষ সাহিবি নাহি কার।
এমত নিরান্তরে করে অনাচার ॥—গ পুঃ;

৪-৪। ইহার পূর্ব্ববর্তী চারি পংক্তি গ পুথিতে অতিরিক্ত—

মাথাএ ধবল ছত্র ত্রিজগতের পতি।
কি কহিব আমা সভার জতেক দুর্গতি ॥
প্রভাতে উঠিয়া জাএ কুচনির ঘরে।
সন্ধ্যাকালে আইসে রূপ দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥

৫-৫। ভাঙ্গ ধুতুরা—গ পুঃ; ৬-৬। ধুতুরা ভাঙ্গের—গ পুঃ; ৭-৭। বসিয়া রহে মহাতুষ্ট—গ পুঃ; ৮-৮। অন্ন কারো ঘরে—গ পুঃ; ৯-৯। পাতিলে দেখিলে অন্ন টগমগ ফুটে—গ পুঃ; ১০। খিয়ানে—গ পুঃ; ১১-১১। সংসার করিবাক—গ পুঃ; ১২। গ পুথিতে নাই;

১৩-১৩ জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ ॥—গ পুঃ;

১৪-১৪। অচিন্ত্যরূপ—গ পুঃ।

পৃঃ—৩০১। ১-১। দেবদেব অনাদি অনন্ত—গ পুঃ; ২। আপনার—গ পুঃ; ৩-৩। দেখ নব নিধি—গ পুঃ;

৪-৪। শুনিয়া দেবের বাণী বলে দেবী ত্রিনয়াণী
জত কহ সমস্ত উচিত।—গ পুঃ;

৫-৫। জানি মুই—গ পুঃ; ৬। বিপরীত—গ পুঃ;

৭-৭। পার্ব্বতীর হাত ধরি কাকুতি মিনতি করি—গ পুঃ;

৮-৮। গ পুথিতে নাই;

৯-৯। পর্ব্বতনন্দিনী দেবী হাসিয়া বলিছে বাণী।
কেমন নটী আসিয়াছে দেখি শূলপাণি ॥—গ পুঃ;

১০-১০। ভাসিঞা আসিলো জলে স্বামী লইয়া কোলে—গ পুঃ ; ১১। কর—গ পুঃ ; ১২। আসিয়া মিলিবেক কন্যাখানি—গ পুঃ।

পৃঃ—৩০২ ॥ ১-১। না করিব দ্বন্দ্ব—গ পুঃ ; ২-২। সত্যে বন্দী হএ যদি নটিক কহি মন্দ—গ পুঃ ; ৩। রূপবতী—গ পুঃ ; ৪-৪। সন্তুষ্ট বড় হইল পার্ব্বতী—গ পুঃ ;

৫-৫। পার্ব্বতীএ বলে হর আগতির গতি।
জিআইয়া দেহ বালির প্রাণপতি ॥—গ পুঃ ;

৬-৬। গ পুথিতে অতিরিক্ত ষোল পংক্তির পর এই পংক্তি এবং পরবর্ত্তী নয় পংক্তি সংযোজিত। ৭-৭। গ পুথিতে নাই, পরবর্ত্তী বাইশ পংক্তির স্থলে খ পুথিতে ত্রিশ পংক্তি এবং তাহা ক্রমভঙ্গপ্রমাদে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পংক্তির পূর্ব্বে নিম্নরূপ :—

হর বোলে সুন্দরি বচন ধর মোর।
বর মাঙ্গ বিদ্যাধরী দেও সেই বর ॥
আমি দেব শঙ্কর ত্রিলোক অধিকারি।
সুখ মোক্ষ সম্পদ সকল দিতে পারি ॥
ধন চাহ ধন দেও জন চাহ জন।
রাজ্য চাহ রাজ্য দেও অমূল্য রতন ॥
সুখ চাহ সুখ দেও জ্ঞান চাহ জ্ঞান।
স্বর্গ চাহ স্বর্গ দেও অন্তকালের স্থান ॥
ধন্য প্রাণ জন্ম তোর ধন্য চন্দ্রমুখি।
তোর নৃত্য দেখিঞা পার্ব্বতী হইল সুখী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

প্রভু পড়িঞা রহিনু অন্ধকূপের মাঝে
জারে তুমার দয়া হএ আর কি ভব ভএ।
কী করিতে পারে যমরাজে— হএ। ধুয়া

মহাদেব শঙ্কর ত্রিদশ-অধিকারি।
তুমার মহিমা প্রভু বুঝিতে না পারি ॥

অনাথের নাথ তুমি অগতিআর গতি।
জান্থ মুঞি মহেশ্বর জগতপতি ॥
গোসাঞির বচনে বালি জোর করে হাত।
ভাল আজ্ঞা করিলেন প্রভু ভোলানাথ ॥
সাধুর সহাএ তুমি তুর্জ্জন সংহার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তুমার অধিকার ॥
জানিঞা তুমার মুঞি লইনু স্মরণ।
মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর ত্রিলোচন ॥
ধনের কার্য্য নাহি না চাহ ধন বর।
মোর শ্বশুর বিবাদিঞা ধনের ঈশ্বর ॥
জন বা না চাহো মুই জনের কিবা কাজ।
চম্পাবতী পুরী মোর শ্বশুরের রাজ্য ॥
স্বর্গ বা না চাহো মুই স্বর্গতে মোর বাস।
অবশ্য জাইব আমি ইন্দ্রের সম্পাস ॥
বিবাদে মারিলে পদ্মা মোর প্রাণেশ্বর।
জিআইঞা দিহ প্রভু মাঙ্গু এই বর ॥

পৃঃ—৩০৩ ॥ ১-১। নটী নাচে—গ পুঃ ; ২-২। কোকিল শবদে গায় গীত—গ পুঃ ; ৩-৩। আজি বাপু বড় আনন্দিত—গ পুঃ।

পৃঃ—৩০৪ ॥ ১-১। গোসাইর সাক্ষাতে নৃত্য করে—গ পুঃ ; ২-২। জিয়াইবে—গ পুঃ ;

৩-৩। চল সখী হে রসের নাগর দেখি গিঞা।
আকুল করিলে প্রাণ মুরলী বাজাঞা ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

৪। দ্বারী—গ পুঃ ;

৫-৫। মোর নাম করিঞা পদ্মাকে বল বানি।
বোল তুমাকে তলব করে শূলপাণি ॥—গ পুঃ ;

৬-৬। গোসাঞির আদেশে নন্দী ময়নাবতী জায়।
মনসার দ্বারে নেতার লাগ পায় ॥—গ পুঃ ;

৭-৭। নন্দী বলে নেতায় পদ্মাকে বল বাণী।
সভায় তলব করে দেব শূলপাণি ॥—গ পুঃ ;

৮-৮। নেতায় বলে পদ্মা শঙ্করে পারে ডাক।
দুয়ারে আসিঞাছে নন্দি কহিবাক ॥—গ পুঃ ;

৯-৯। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩০৫ ॥ ১-১। নেতায় কহিল জাঞা হরবিষ্ণমানে।
শুনিয়া শঙ্কর তবে হৈলো ক্রোধ মনে।।—গ পুঃ ;

২-২। বারে বারে—গ পুঃ ; ৩। নাম শুনি—খ পুঃ ;

৪-৪। দেবাগণ দেখ তুমরা পদ্মার অবিচার কাজ।
হেন কর্ম্ম করে যে সংসার ভরি লাজ ॥

নারে হয় ।। ধু ।।—গ পুঃ ;

৫-৫, ৬-৬। গ পুথিতে নাই; লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৭-৭ ॥ এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত চারি পংক্তি নিম্নরূপ :—

দেবের দেবতি হৈঞা এমত কুমতি।
কি দোষে মারিলে বেলনির নিজ পতি ।।
নেংঘন না কর পদ্মা বোল নিষ্ঠ বাণী।
জিয়াইঞা দেহ বালাক ঘরে জাউক বানিআনি ।।

৮-৮। শুন মোর জন্মদাতা বাপ—গ পুঃ ; ৯-৯। না জানিয়া মিথ্যা কেন কর অভিস্রাপ—গ পুঃ ; ইহার পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি :—

বানিঞা টেটনি বেটি কে বলে পতিব্রতা।
সভার ভিতরে আসি কহে মিথ্যা কথা ॥—গ পুঃ ;

১০-১০। সভার ভিতরে—গ পুঃ ; ১১। অপমান—গ পুঃ ; ১২। জলিল—গ পুঃ ; ১৩-১৩। গ পুথিতে পূর্ব্ববর্তী কয়েক পংক্তি নিম্নরূপ :—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ।।
জয় ব্রহ্মাণী গো মনসা…ঝি।
আরি গো তোর কেনে এমত গিআন ।।
দেবতা সমাজে মিথ্যা কহ নাহি লাজ।
বিচারে পাইবে অপমান ।। ধু ।।

তুমি জে মারিলে বালাক ত্রিভুবনে জানে।
মিথ্যা কথা কেনে কহিলে সভার বিদ্যমানে ॥

১৪-১৪। ইহার পর গ পুথিতে দুই পংক্তি—

দেবী বোলে পদ্মায় মারিছে লখিন্দর।
সভার ভিতরে বালি পুরাপুরি কর ॥—গ পুঃ ;

১৫-১৫। ছুড়ি মারে—গ পুঃ ; ১৬-১৬। ছুড়িতে না দিলে সহি হাসে—গ পুঃ ;
১৭-১৭। বেলনি পুরিল আরতি—গ পুঃ।

পৃঃ—৩০৬ ॥ ১-১। আপনাক ছাড়িতে পরাক—গ পুঃ ; ২-২। ঠেট মুরদারি—গ পুঃ ; ৩-৩। হেন নাহি করি—গ পুঃ ; ৪। উকঠা—গ পুঃ ; উচ্ছটা গ পুঃ ; ৫। কারো হেন নাহি করি— গ পুঃ ; ৬-৬। তোর হেন নাহি ধরি—গ পুঃ ; ৭-৭। কাহোর অধীন মুক্তি নহি—গ পুঃ ; ৮-৮। কতেক জানাসি—গ পুঃ ; ৯-৯। মারিলেক ঠনা—গ পুঃ ; ১০-১০। না করিহ—গ পুঃ ; ১১-১১। গ পুথিতে নাই ; লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

১২-১২। শিবের বচনে চুপ হইলো দুইজন।
পদ্মার আদেশে গাএ জগতজীবন ॥—গ পুঃ ;

১৩-১৩। গ পুথিতে নাই ; ১৪-১৪, ১৫-১৫। এই চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় পুথিতে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—৩০৭ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। বালি বলে বিশ্বম্বর শুন দেবগণ— গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই ; ৪-৪। মুই অনিরুদ্ধ উষা—গ পুঃ ; ৫-৫। সত্য করি আনিল মনসা—গ পুঃ ; ৬-৬। গ পুথিতে দুই পংক্তির স্থলে এক পংক্তি—উহার সত্যতে মুই আসিহু মহীতলে—গ পুঃ ; ৭। আসি—গ পুঃ ; ৮-৮, ৯-৯। চার পংক্তির পরিবর্তে গ পুথিতে তিন পংক্তি নিম্নরূপ :—

নানা মূর্তি ধরি পদ্মা মধ্য পথে ছলে।
মেনকারূপে বসি পদ্মা ঘাটে বাটে ডাকে।
বাঘিনী রূপ ধরি পদ্মা চাহে ধরিবাকে ॥

১০। মুই—গ পুঃ ; ১১-১১। ফোফাঞা মস্তক তোলে—গ পুঃ ; ১২-১২। এই পংক্তি এবং পরবর্তী পাচ পংক্তি এবং পৃঃ ৩০৮ প্রথম দশ পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—৩০৮ ॥ ১-১। লজ্জা পাইল মনসা দেবগণ হাসে।
জগতজীবন গাএ মনসার দাসে ॥—গ পুঃ ;

২-২। কান্দে পদ্মা শঙ্করের আগে ॥ ধু ॥—গ পুঃ ; ৩-৩। গ পুথিতে নাই ;
৪-৪। দেবের সাক্ষাতে কান্দে পদ্মা বাপ বিদ্যমান।
সহন না জায় বাপু বানিয়ার অপমান ॥—গ পুঃ ;
৫-৫। সদাএ পাড়এ গালি—গ পুঃ ; ৬-৬। জদি বাপু পূজয় মোকে নগরিয়া লোকে—গ পুঃ ; ৭-৭। বাহির করহে তাহাকে—খ পুঃ ; ৮-৮। বিবাদ আমি—খ পুঃ ; ৯-৯। গ পুথিতে এই দুই পংক্তি নাই, পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত কুড়ি পংক্তি নিম্নরূপ :—

এতেক জানিয়া আমি করিলো অঙ্গীকার !
বিভার রাত্রিত পুত্র মারিলো তাহার ॥
জাবত চান্দোর পূজা না পাইব আমি।
তাবত না জিআইব আমি বেলোনির স্বামী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিলো পরকাশ ॥

ও কান্দে নাগিনী সাপুড়ার মাঝে ॥ ধুয়া ॥

সাপুড়ার মাঝে নাগিনী বলে শুন পদ্মাবতি।
জিআও বানিঞার বালা খণ্ডোক দুর্গতি ॥
বধিলে বানিঞার বালা জিআইয়া কেনে না দো।
আমার জীউ মারিআ আপনার বাদ সাধ।
বানিএগ টেটনি বেটি অধিক খেচর।
জিআইবে আপন স্বামী লোহাত অধিক দড় ॥
ছয় মাস সাপুড়ার মধ্যে নাহি অন্ন জল।
মুখে নাহি বাহিরাএ রাও গাএ নাহি বল ॥
ছয় মাস থাকিলু বন্দী সাধিয়া তুমার কাজ ;
কুন চক্ষে নিদ্রা জাহ মুখে নাহি লাজ ॥
সর্পের বচনে পদ্মা হেট মুণ্ড করে।
জগতজীবন গাএ মনসার বরে ॥
গোসাঞি বলে পদ্মা শুন মোর বাণী।
জিআইয়া দেহ বাছা বানিঞার পুত্রখানি।

উদ্ধৃতাংশটি ক ও গ পুথিতে নাই, প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

পৃঃ—৩০৯॥ ১-১। মনের দুঃখ কেবা মোর—গ পুঃ; ২-২। আমরা বুঝাইব বিবাদিয়া সদাগর—গ পুঃ; ৩-৩। করে বালি দেবের সাক্ষাতে—গ পুঃ; ৪। দিয়াইব—গ পুঃ; ৫। হাতে—গ পুঃ; ৬-৬। করিহ ভয়—গ পুঃ; ৭-৭। কুলের লাগাইব নিশ্চয়—গ পুঃ; ৮-৮। জিআইব জিআইব বোলিহু বচন—গ পুঃ; এবং নিম্নরূপ ভণিতাংশে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ॥—গ পুঃ;

৯-৯। চল চল ভাতিজ বহু ত্রিপাণির ঘাটে।
তোর দুখ দেখিয়া আমার পরাণ ফাটে॥ ধু॥—গ পুঃ;

১০-১০। মুই বড় দয়াল বধূ জানে সর্ব্বজন।
তোর দুঃখ দেখি মোর বাহিরাএ ক্রন্দন॥—গ পুঃ;

এবং এই পদটির পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি—

মুখে কহো মুখে বলো হৃদএ কপট নাই।
আপন দোষে নাই মারো দুলুব লখাই॥—গ পুঃ;

১১-১১। বালার অভাবে—গ পুঃ; ১২-১২। নিতি রাত্রি কান্দো মুই—গ পুঃ; ১৩-১৩। আছিনু ভুষার আশে পাশে—গ পুঃ; ১৪-১৪। ঘুচুক মনের পাপ—গ পুঃ।

পৃঃ—৩১০॥ ১-১। মোর পূজা করুক তোর দুর্জ্জন—গ পুঃ;

২-২। অস্থি হেরাইল প্রভু অহে ত্রিপানির জলে।
হে আরে ত্রিপানির জলে॥ ধু॥—গ পুঃ;

ধুয়াপদের পরবর্তী আঠার পংক্তি গ পুথিতে নাই; পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ চারি পংক্তি রহিয়াছে—

পদ্মার বচনে বালির মনে আনন্দিত।
ত্রিপানির জলে বালি চলিল তুরিত॥
স্বামীর অস্থি বালি করিলো বুকনিত।
ত্রিপানির ঘাটে জাঞা হইল উপস্থিত॥

৩-৩। গ পুথিতে নাই; ৪। জিয়াইআ নেও—গ পুঃ।

পৃঃ—৩১১॥ ১-১, ২-২। এই চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই;

৩-৩। অস্থি ধুঞা বেননী রাখে স্থানে স্থানে।
রাঘবে গিলিল অস্থি বেননী নাহি জানে॥—গ পুঃ;

৪-৪। কান্দিয়া বিকল হইলো বেলনি সুন্দরী—গ পুঃ; ৫-৫, ৬-৬। এই চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৭-৭। ভাসিয়া আসিলো মুই—গ পুঃ; ৮-৮। নানা মুর্তি ধরি মধ্যে পথে—গ পুঃ; ৯-৯। আজি নাহি দেখো মুই স্বামী পাবার চিহ্ন—গ পুঃ; ১০-১০। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রভু—গ পুঃ; ১১-১১। যেন দেবলোকে তাকে পরশ না করে—গ পুঃ; ১২-১২। গ পুথিতে নাই। ১৩-১৩। বসিয়া মনসা দেবী—গ পুঃ; ১৪-১৪। এই দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই; ১৫-১৫। মধ্যজলে ব্রহ্মাণী ফেলিল লোহার জাল—গ পুঃ; ১৬-১৬। বুক চিরি রাঘবের—গ পুঃ; ১৭-১৭। রাঘবকে সিয়াইয়া পাছে দিল জীব দান—গ পুঃ।

পৃঃ—৩১২; ১-১। এই পংক্তি এবং পরবর্তী চারি পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ এক পংক্তি—জগতজীবন গাএ মধুরস বাণী—গ পুঃ;
২-২। উঠ উঠ বানিআ বরানা (?) হে ভক্ত চিআএ চিআএ
উঠিয়া সম্মতি দে॥ ধু॥—গ পুঃ;

ধুয়ার পরবর্তী দশ পংক্তি খ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় পুথিতে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৩-৩। ব্রহ্মমন্ত্রে মনসা ঢালিয়া দিল নীর।
অস্থি চর্ম্ম মাংস বালার জন্মিল শরীর॥—গ পুঃ;

এই পংক্তিদ্বয়ের পর গ পুথিতে অতিরিক্ত ছয় পংক্তি নিম্নরূপ:—

সর্বাঙ্গসুন্দর বালা হইয়া গেল কাল।
নাকে মুখে বাহিরাএ নাগিনীর লাল॥
ঘাটের ভিতর বালার বসিলো জীবন।
নাকে মুখে নিশ্বাস বাহিরাএ তৎক্ষন॥
মদন জিনিআ রূপ হইআছে তরল।
নাকে মুখে বাহিরাএ সর্পের গরল॥

৪-৪। বড়া—গ পুঃ; ৫-৫। এই পংক্তির পর গ পুথিতে নিম্নরূপ দুই পংক্তির অতিরিক্ত—

মস্তক ছাড়িয়া বিষ বুকে কৈল বাস।
চক্ষু মেলি চাহে বালা না দেখি প্রকাশ॥

৬-৬। বালার অঙ্গের বিষ নাম্বিল—গ পুঃ; ৭-৭। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩১৩ ॥ ১-১। এই দুই পংক্তি এবং পরবর্তী ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই।

২-২। গড়ুর স্মরণে বিষ সমস্ত হৈল ক্ষয়।
উঠিয়া বসিলো বালা বানিয়ার তনয় ॥—গ পুঃ ;

এই পংক্তিদ্বয়ের পরবর্তী আট পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় লিপিকালে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৩-৩। জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥—গ পুঃ ;

৪। উঠিঞা বসিল বালা দুল্লব লখিন্দর ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;

৫-৫। বসিআ দেখে দেবতার সমাজ।
খোল করতাল ধরি নাচে বালি সুন্দরী
দেখিয়া লখাই পায় লাজ ॥—গ পুঃ ;

৬-৬। এমত বেভার—গ পুঃ ; ৭। সভার—গ পুঃ ; ৮। রাখিলে গ পুঃ।

পৃঃ—৩১৪ ॥ ১-১। কাঞ্চন মেও ঘরে—গ পুঃ ; ২-২। কিবা করি—গ পুঃ ; ৩-৩। প্রাণ মোর কাম্পে তোর ডরে—গ পুঃ ; ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। অবশে—গ পুঃ ; ৬-৬। আনিলে কেমন করি—গ পুঃ ; ৭-৭। সুখের—গ পুঃ ;

৮-৮। জাহার গড়ার বাসে শৃগাল না ছাড়ে পাশে
আজি গরজে অজগর সাপ।—গ পুঃ ;

৯-৯। বিবাদে তুমাক বধিছে ব্রহ্মাণী—গ পুঃ ; ১০। বানিয়ার—গ পুঃ ;

১১-১১। খোল করতাল ধরি নাচে বালি সুন্দরী—গ পুঃ ;

১২-১২। গ পুথিতে নাই ; ১৩-১৩। জিআইল স্বামী তোর যাহ নিজপুরী—গ পুঃ ; পরবর্তী দশ পংক্তি গ পুথিতে নাই, পরিবর্তে নিম্নরূপ দুই পংক্তি—

বালি বলে কেমনে জাইব নিজপুর।
জিআইয়া দেহ মাঝ এ ছয় ভাসুর ॥

পৃঃ—৩১৫ ॥ ১-১। আমি স্বামী সহিতে বঞ্চিব সুখ বাস।
দেখি রাণ্ডি ছএ জাঅ ছাড়িবে নিশ্বাস ॥—গ পুঃ ;

২। রাক্ষসের—গ পুঃ ; ৩-৩। তথাই করিবে রক্ষা—গ পুঃ ; ৪-৪। মুচকি মারিয়া—গ পুঃ ; ৫-৫। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩১৬ ॥ ১। আগমন—গ পুঃ ; ২। জিয়াইমু—গ পুঃ, ৩-৩, ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫ তাড়কা তাড়কা—গ পুঃ ; ৬। ডাকে দেবী—গ পুঃ ; ৭-৭।

আন বানিয়ার ছয় নন্দন—গ পুঃ ; ৮-৮। জোগায় তখন—গ পুঃ ; ৯-৯, ১০-১০, ১১-১১ ১২-১২। এই চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে মনে হয়। ১৩-১৩, ১৪-১৪। এই দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩১৭॥ ১। হেন—গ পুঃ ; ২। সভে—গ পুঃ ;

৩-৩। পদ্মা বলে বেলনি নটি বানিয়া টেটনি বেটি

একো বুদ্ধে ভাণ্ডিতে না পারি।—গ পুঃ ;

৪ ৪। বানিঞার নন্দনগণ আথা দিল ছএ জন

ভূমিত রাখিল সারি সারি॥—গ পুঃ ;

৫-৫, ৬-৬, ৭-৭, ৮-৮। এই পংক্তি চতুষ্টয় গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৯-৯। ব্রহ্মজ্ঞানে মন্ত্র পড়ি দেয় জল ঘট ভরি—গ পুঃ ; ১০। আসিল—গ পুঃ ; ১১-১১। বসিল বানিয়ার পুত—গ পুঃ ; ১২। খোল করতাল ধরি নাচে বালি সুন্দরী—গ পুঃ।

পৃঃ—৩১৮॥ ১। ভাইর বহু—গ পুঃ ; ২-২। সনকা সুন্দরী—গ পুঃ ;

৩ ৩। করিয়া উপদ্রব সারিতে নারি স্বরূপ

তুমা দিগে প্রাণ দিল আমি॥—গ পুঃ ;

৪ ৪, ৫-৫। জগতজীবন কবি বন্দ মা মনসা দেবী

দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা॥—গ পুঃ ;

৬-৬। খ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩১৯॥ ১-১। ধন্য ধন্য বেলোনি ধন্য রূপবতী।

যুগে যুগে হইও মাও ইহাতি সতী॥—গ পুঃ ;

২-২। গ পুথিতে নাই ;

৩-৩। পদ্মা বোলে বেলনি জাহ নিজপুর।

জিআহু স্বামী তোর এ ছয় ভাসুর॥—গ পুঃ ;

৪-৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। গ পুথিতে নাই ; ৬-৬। আজ্ঞা করেন দেশে জাইমু কেমতে—ক ও খ পুঃ ; ৭-৭। না জানিবা চম্পাবতী আছে কত দূরে—গ পুঃ ; এই পংক্তির পর খ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ—

সরিয়া পচিয়া গেল কদলীর ভুর।

কিসেতে চড়িয়া জাব চম্পাবতীপুর॥

৮-৮। সর্ব্বজন জানে—গ পুঃ; ৯-৯। না জানি বা ডিঙ্গা তোর আছে কুন খানে—গ পুঃ; ১০। কপট—গ পুঃ, ১১-১১। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩২০॥ ১-১, ২-২, ৩-৩। এই ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই; লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৪-৪, ৫-৫। পদ্মা বলে দৈত্য সব শুন মোর বোল।
সমুদ্রের মধ্যে ডিঙ্গা ডুব দিঞা তোল।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ॥—গ পুঃ

৬। গ পুথিতে নাই, ৭। কুতুহলে—খ ও গ পুঃ; ৮। চৌতারা—গ পুঃ; ৯-৯। শুতে বৈসে সদাগর—গ পুঃ; ১০। বর্ণে—গ পুঃ; ১১-১১। এতে শতে—গ পুঃ; ১২। পানিশালী—গ পুঃ; ১৩-১৩। ঘোরামুখি—গ পুঃ; ১৪। জাহাজ—গ পুঃ; ১৫। পিকথানা—গ পুঃ।

পৃঃ—৩২১॥ রাজাবাসা—গ পুঃ; ২। কোচবন্দ—গ পুঃ; ৩। বাটে—গ পুঃ;

৪-৪। চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন জন ভাণ্ডারি কাণ্ডারিগণ
পদ্মার সাক্ষ্যাত জাইআ নমস্কার করে।—গ পুঃ;

৫-৫। গ পুথিতে নাই; ৬-৬। শুন বহু বেলনি যুবতী গ পুঃ; ৭-৭। সে পাইলে—গ পুঃ; ৮-৮। করহে আমার পুজা সত্য হঅ—গ পুঃ; ৯-৯। পদ্মার বচনে বালীর—গ পুঃ; ১০। শিবের—গ পুঃ; ১১-১১। পদ্মার সাক্ষাতে জাইঞা—গ পুঃ; ১২-১২। দেবরাজ জাও নিজ—গ পুঃ;

১৩-১৩। দেব গণে বলে বালি জাও নিজ ঘর।
পদ্মার পুজা করে যেন চান্দো সদাগর॥—গ পুঃ;

১৪-১৪। একে একে বন্দিল ত্রিদশ দেব গণ।
নৌকাত চড়িয়া জাএ আনন্দিত॥—গ পুঃ;

ইহার পর গ পুথিতে প্রসঙ্গান্তিক ভণিতা পংক্তিদ্বয় ও পরবর্তী প্রসঙ্গ-প্রারম্ভিক ধুয়া নিম্নরূপ—

পদ্মার আদেশে গীত পাইল স্বপনে।
রচিল পাঞ্চালি কবি জগজ্জীবনে॥
স্বর্গপর্ব্ব সমাপ্ত।
আমার বেলনি কন্যা পুরিল মনের সাদ
জাহ নিজ পুরী॥ ধু॥

১৫-১৫। ছও নাও চড়ে ছও বানিঞার নন্দন।

মধুকরে চড়ে বালা বালি দুইজন ॥—গ পুঃ ;

পৃঃ—৩২২ ॥ ১-১। গ পুথিতে নাই ; ২-২। এই পংক্তিদ্বয় লিপিকর-প্রমাদে গ পুথিতে পূর্ব্ববর্তী চারি পক্তির পূর্বে সন্নিবেশিত। ৩-৩। ডিঙ্গা বাহ গাভরিআ ভাই—গ পুঃ ; ৪-৪। চল নিজপুরে—গ পুঃ ; ৫-৫। পরবর্তী চৌদ্দ পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ ছয় পংক্তি—

চোদ্দ ডিঙ্গা গাভরিআ বাহে মহাসুখে।
আনন্দ করিআ জাএ চম্পালির মুখে ॥
ডিঙ্গা বাহো গাভরিআ আগাএগ জাএ সারি।
ধরিল কাণ্ডার চৌদ্দ ডিঙ্গার কাণ্ডারি ॥
গাভরিআ বাহে নাএ কাণ্ডারি সুজনে।
ভাটি মুখে ছাড়ি ডিঙ্গা ধরি উজানে ॥

৬-৬। গ পুথিতে নাই ; ৭-৭। নিকটে আনিয়া নৌকা দেহ পরিচয়—গ পুঃ।

পৃঃ—৩২৩ ॥ ১-১, ২-২। এই চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৩-৩। সর্ব্বকালে এই ঘাটে মুই মহাদানী।

কুনপথে জায় তুমারা নির্দ্দেশএ না জানি ॥—গ পুঃ ;

৪-৪। ঘাট ছাড়ি জাহ জদি রাজার দোহাই—গ পুঃ ; ৫-৫। এই দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই ; ৬। গ পুথিতে উল্লেখ নাই। ৭। ভাণ্ডিকে বোলেন বাণী—গ পুঃ ; ৮-৮। সাধুর বেটা—গ পুঃ ; ৯-৯। আপুনার পুরী—গ পুঃ ; ১০-১০। সর্ব্বথা এ পরার স্বন্দরী—গ পুঃ ;

১১-১১। ডাকিয়া যতেক জন

সভে ভায়া কর মন—গ পুঃ ;

পৃঃ—৩২৪ ॥ ১-১, ২-২, ৩-৩, ৪-৪। গ পুথিতে নাই ; লিপিকরের অনবধানতায় লিপিকালে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

৫-৫। জগতজীবন পদ বিরচিল বিদগদ

শঙ্করনন্দিনীর বরে।

ইহকালে পরাগতি জানিঞা গো পদ্মাবতি

পাঞ্চালি পরকাল করে ॥—গ পুঃ ;

৬-৬। গ পুথিতে নাই ; ৭-৭। ঘাটশালে আসিয়াছে এক ধনপতি গ পুঃ।

৮-৮। তাহার সঙ্গতি—গ পুঃ ; ৯-৯। ত্রিভুবনে জিনিয়া তাহার রূপ অতি—গ পুঃ ; ১০। রূপে—গ পুঃ ; ১১-১১ চুরি করি লয়া যায় পরের যুবতী—গ পুঃ ; ১২-১২। শুনিয়া হইল রাজার অনন্দিত মন—গ পুঃ ; ১৩-১৩। করিয়া বলিল বচন।—গ পুঃ ; ১৪-১৪। পরবর্তী দুই পংক্তি গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩২৫-৩৩৩ এবং পৃঃ—৩০৪॥ প্রথম চারি পংক্তি পর্য্যন্ত গ পুথিতে পাঠ-বিভিন্নতার নিম্নরূপ—

দেখিয়া ত্রাসিত বালা বেলনি যুবতী।
শঙ্কট সময়ে রক্ষা কর পদ্মাবতি॥
কাল-সর্পরূপে নাম্তিল ব্রহ্মাণী।
শতেক দংশিয়া পরে দংশিল মহাদানি॥

ঘোড়াশালে ঘোড়া দংশে হাতিশালে হাতি
স্থানে স্থানে দংশে পদ্মা যত সেনাপতি।
কিশোর কুমার তার আর পাটেশ্বরী
সাধিল বিবাদে বাদ দেবী বিষহরি॥

জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।
মারিয়া কুশল চিন্তিব মহামায়॥

কান্দে রাজা বিষাদিত মনে।

রানির বচন কেনে শুনিনু মুই পাপ কানে
হারাইনু পুত্র হেন ধনে॥

হে প্রাণের হরি হরি॥ ধুয়া॥

সাধু আর সাধুয়ানী পদ্মার কে হয় জানি
মন চক্ষে চিনিতে না পারি।
করিয়া কপট ভায় অস্তিক মুনির মায়
বসিলেন শঙ্করঝিয়ারি॥

জোড় হস্তে নরপতি বেলনিক করে স্তুতি
মহাক্রোধ কর পরিহার।
মুই মহা মূঢ়মতি না চিনিনু তুমি সতী।
দোষ ক্ষমা কর একবার॥
রাজার মিনতি শুনি বেলনিয় বলে বাণী
যাহ রাজা আপুনার ঘরে।
পাইবে যুবতী ধন পুত্র আর সৈন্যগণ
শঙ্করনন্দিনী দেবীর বরে॥
জগতজীবন কবি বন্দ মা মহাদেবী
দেব মুনি অম্বিকের মায়।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইয় বরদায়॥

মোরে দয়া কর নারায়ণি গো মায়
মোরে দয়া। ধুয়া॥

রাজা বলে কেমনে যাইমু মুই ঘর।
দোষ ক্ষেমা কর মায় দিয়া পুত্রবর॥
পদ্মার চরণে বালি মিনতি জানায়।
সতীর বচন মোর বৃথা নাহি যায়॥
বালির বচনে পদ্মা হইল হরিষ।
অন্তরিক্ষ হইয়া পদ্মা ঝাড়িলেন বিষ॥
মহা মন্ত্রে পদ্মাবতী মারিল হাংকার।
উঠিয়া বসিল তবে কিশোর কুমার॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠে হাতিশালে হাতি।
স্থানে স্থানে উঠিল যতেক সেনাপতি॥
দেখিয়া রাজার তবে আনন্দিত মন।
জোর হস্তে বন্দে রাজা কন্যার চরণ॥
বেলনিয় বলে রাজা যাহ নিজ ঘর।
করিহ পদ্মার পূজা সভার ভিতর॥

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ॥
বিদায় হইয়া ঘরে চলে নরপতি।
ডিঙ্গা বাহো ডিঙ্গা বাহো বলে মহাসতী॥
গাভরিয়া বাহে নায় কাণ্ডারিয়া সুজন।
ভাটি মুখ ছাড়ি ডিঙ্গা ধরিল উজান॥
বিক্রমকেশরী রাজা মধ্যে তার ঘর।
কাণ্ডারিয়া কাণ্ডারি সুধায় লখিন্দর॥
বালা বলে কাণ্ডারি বচন শুন ভাই।
এখানে কাহার রাজ্য তুমাক সুধাই॥
কাণ্ডারিয়া বলে বাক্য শুন সদাগর।
কেশরী রাজার রাজ্য উজানি নগর॥
বালা বলে বাজন বাজাও বাজনিয়া।
নগরেতে হউক সার বাজন শুনিয়া॥
জেই মতে দানি দামাত দিলো বাড়ি।
বিক্রমকেশরী রাজ্যে পড়ি গেল সাড়ি॥
বাজন শুনিয়া বিক্রম রাজা সাজে।
ভেউড় করতাল দামা জয় ঢোল বাজে॥
শুনিয়া ত্রাসিত বালা বেলনি যুবতী।
শঙ্কট সময়ে রক্ষা কর পদ্মাবতী॥
পদ্মা বলে বেলনি তুমি না করিহ ভয়।
বিক্রমকেশরী রাজা মোর সেবক হয়॥
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট নাগ আভরণ করি।
মধ্য পথে আসন করিল বিষহরি॥
সেই পথে চলে রাজা আনন্দিত মন।
সমুখে পদ্মার সনে হইল দরশন॥
ঘোড়া হৈতে ভূমিত নাম্বিল নরপতি।
জোড় হস্ত করিয়া বিক্রম করে স্তুতি॥
পদ্মাবতী বলে বাছা জাহ কুন ঠাই।
মোর বরে জাহে বাছা দুলভ লখাই॥

শুনিয়া বিক্রম রাজা জাএ নিজ ঘরে।
জগতজীবন গাএ মনসার বরে ॥

ও আর দিসকর দিসুআল ভাই।
চল আজি দেশ যাই।
দেশের মকান কতদূর রহে ॥ ধুয়া ॥

বালা বলে কাণ্ডারি বচন শুন ভাই।
আর কত দূর পুরী চম্পাবতী পাই ॥
কাণ্ডারিয়া বলে বাক্য কর অবধান।
মেঘে জেন ধুয়া উঠে দেশের নিরসান ॥
গুয়া নারিকল তাল মিনি মিনি করে।
সাহের বাগুয়ান ওই চম্পলা নাগপুরে ॥
কান দিয়া তুমারা ভাই শুন একমন।
সাহের পুরীর মাঝে বাজিছে বাজন ॥
বালা বলে বাপের দারুণ বড় চিত।
সাত পুত্র মৈল তার তবু আনন্দিত ॥
নিকটে ময়াল দেখি আনন্দিত মন।
ডিঙ্গা বাহো ডিঙ্গা বাহো বলে বানিয়ার নন্দন ॥
বাদাবাদি করিয়া বাহিয়া দিলো নায়।
চৈত্রমাসেত জেন হুড়ুকাবহ বায় ॥
ছাড়িয়া ভ্রমরাদহ গোগড়িয়া সামায়।
চম্পলা নগর যান তার নাগ পায় ॥
মধুকরে বসিয়া লখাই বলে ঝাটে।
এইখানে রহিব আজি ডিঙ্গা রাখ ঘাটে ॥
গাভরিয়াগণে ডিঙ্গা ঠিক করে চাপয়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥

ধনাই ভাণ্ডারি ভাই মনাই কাণ্ডারি হে
বাক্য বলে সাহের দুলাল।

বাজিবা কেবলে বাজি এখানে রহিব আজি
বেলা হৈয়া গেল অসকাল ॥
ডিঙ্গা রাখ লেখ গাড় কিনি বেচি রান্ধ বাড়
খায়া থাক আনন্দিত মনে।
অবসান হৈলো কাল গৃহ জাইতে না হয় ভাল
প্রভাতে যাইব শুভক্ষণে ॥
গাভরিয়া আজ্ঞাকারী ডিঙ্গা বান্ধে সারি সারি
রান্ধা বাড়া করে ঠাই ঠাই।
বিছানা করিয়া সুখে বসিল চম্পালি মুখে
উঠিয়া বসিল সাতভাই ॥
কেহ কেহ করে স্নান কেহ ভরি আনে জল
কেহ হাটে লইয়া যায় কড়ি।
জার জেবা মনমান শাক মাছ গুয়া পান
কিনিয়া আনিল পাত খড়ি ॥
জগতজীবন কবি বন্দ হর মহাদেবী
দ্বিজমুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইয় বরদাতা ॥
হাসিয়া বলিছে তবে বানিয়ানন্দন।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি ভাই শুন সর্ব্বজন ॥
সত্বরে চলিয়া জাহ চম্পাবতীর মাঝ।
বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আন সাজ।
চম্পালির অন্ন আর গোগড়িয়ার জল।
রান্ধিয়া বাড়িয়া খায় বাসা এই স্থল ॥
বালার আদেশ পায়া চলিল কাণ্ডারি।
সত্বরে চলিয়া গেল চম্পাবতী পুরী ॥
বাজার নিকটে জাএা দরশন পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ॥
প্রথমে যাইতে হাটে আশীর্ব্বাদ দিল ভাটে
তাকে দিল কোড়ি পঞ্চ দাম।

তুমায় আমার নাম ধনঞা বেত্তায় সর্ব্বস্থান
তেকারণে করিলে প্রণাম ।।
তবে হাটে আছিল বসি গৃহ অব্দা মিলে আসি
শুভ শুভ বলে সাতবার ।
তুমার যে নাম লয় বারে বারে খণ্ড কয়
তেকারণে চারি পণ তার ।।
দেশ বা বিদেশে কয় মিলিলে সর্ব্বত্র জয়
নবপণ দিঞা নিল বড়ি ।
বার্ত্তাকি নিল কুচ শাক নয় গণ্ডা দিল তাক
ষোল গণ্ডা দিঞা নিল বড়ি ।।
সর্ব্ব মূল্য মনে জানি চোদ্দপণ দিল গণি
তিন পণ দিয়া নিল ডাল ।
অজাপুত্র এক জন তাকে দিলো বারপণ
রূপে গুণে দেখিবারে ভাল ।।
চারি সের নিল লুন তাকে দিল চার পণ
সাত পণ দিয়া নিল তেল ।
বার গণ্ডা দেড় কোড়ি দিয়া লইল মুলবড়ি
তের গণ্ডা দিয়া চারি বেল ।।
দুই পণ তের বুড়ি কাঠাল নিল এক কুরি
দুই পণে দুই নারিকল ।
গুয়া পান অর্দ্ধ কুরি খয়ের ধনিয়া মোহরি
মরিচ লবঙ্গ জিরা তেজপাত ।
দারচিনি গুড় লুক হিঙ্গ মেথি গন্ধধূপ
বার পণ একত্র দিল ভাত ।।
আদা হলদি গুড় চুণ তাতে দিল তিন পণ
নয় (?) দাম দিয়া নিল চিনি ।
বার পণ ষোল গণ্ডা চারি পণে লইল কলা
ষোল দামে কর্পূর লইল কিনি ।।
পদ্মা পূজা করিবারে প্রবাসে করিয়া ফিরে
বার গণ্ডা দিয়া লইল তারে ।

এক পণে এক মালী পুষ্প দিল এক বেলি
দশ গণ্ডা দিল এক বারে ॥
ওড় জাতি যুতি বেল টগর মালতী
নানা পুষ্প কহিতে না পারি।
পুষ্প লইতে হাতে এক জন দিল সাথে
দেড় বুড়ি লইল তার ভারি ॥
জলপানের লইল সাজি চেড়া আদা নুন গাজি
এক পণ বার গণ্ডা তাতে।
পাছে দেখিল সিম তাকে দিল গণ্ডা তিন
বাছিয়া লইল তার হাতে ॥
সঙ্গে ভারি জন্ত তাকে দিল চারি পণ
দশ গণ্ডা ভিক্ষুকেরে জায়।
দুই বট অষ্ট গণ্ডা পাত নৈল চারি বিণ্ডা
ই সকল আমায় সমায় ॥
এগার কাহন এক দাম কোড়ি দিলে মম স্নান
লেখা কর আর কোড়ি নাই।
কোড়ি না হইল সাথে যতন না করিহ হাটে
খড়ি কুড়াইতে আরে জাই ॥
বালা বলে শুন ভাই খড়ি পাব এক ঠাই
স্নান কর গঁগড়িয়ার ঘাট।
আমার বচন ধর কুড়ালি কান্ধে কর
চিরিয়া আনহ তুই তার কাষ্ঠ ॥
ছয় ভাই সঙ্গে বালা বসি করে নানা খেলা
বেলনিঅ করিছে রন্ধন।
পদ্মার চরণ সেবী দ্বিজ বাণীকান্তে কবি
বিরঞ্চিল জগতজীবন ॥
বেলনি বেঞ্জন ভাত করিল রন্ধন।
ছয় ভাই সহিত বালা করিলো ভোজন ॥
আচমন করি বালা মুখ শুদ্ধি করে।
বিচিত্র শয্যাতে শুয়ে ছয় সহোদরে ॥

বেলনি ভোজন করে আনন্দিত মন।
স্বামীর শয্যাতে বালি করিল শয়ন॥
বিকি কিনি করিয়া আনিলে সর্ব্বজন।
সাহের সমস্ত লোক করিলো রন্ধন॥
রন্ধন করিয়া সভে আনন্দিত মন।
ভোজন করিয়া সভে করিলো শয়ন॥
মহাসুখে রহে বালা গাগড়িয়ার তীরে।
সনকা স্বপন দেখে আপন মন্দিরে॥
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।
মাড়িয়ার কুশল চিন্তিক মহামায়॥

স্বপন দেখিয়া সনকা সুন্দরী
উঠিয়া শয়নঘরে।
প্রভাত হইল নিশি স্বামীর সঙ্গে বসি
করুণা করে উচ্চস্বরে॥
সনকা বলে শুন বানিঞল দুর্জ্জন
প্রভাতে দেখিনু স্বপন।
বেলনি রূপবতী জিয়াইল নিজপতি
সাত পুত্র আর ধন জন॥
চান্দো বলে শুন আর মরা নাকি জিয়ে পুনর্ব্বার
বাহুড়ে বোসে কুন জন।
দিবসে মন কথা করি থাকিল সুন্দরী
রজনীতে দেখিল স্বপন॥
এমত নিরবধি সনকা কান্দ যদি
আমিও না রহিব ঘরে।
জগতজীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
গায় দেবী মনসার বরে॥

ও বিধি বিড়ম্বিল রে হে।
কি ও দারুণ বিধি।
কি না দুখ লিখিল কপালে। ধুয়া॥

পৃঃ—৩৩৪ ॥ ১-১। পাষাণ সমান চিত্ত—গ পুঃ; ১। শুনি—গ পুঃ; ৩। দেখিল মঙ্গল—ক পুঃ; ৪-৪। বধূ লইয়া আইসে—খ পুঃ; ৫-৫। কি কপালে লিখিয়াছে—গ পুঃ; ৬-৬। দিবসে কিবা মিলিবেক—গ পুঃ;

৭-৭। জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদ্মছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ ॥—গ পুঃ;
৮-৮। এই কদমতলে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
এমস কভু দেখি নাই বিনোদ রঙ্গিয়া ॥ গ ॥

৯-৯। কোকিলের স্বরে—গ পুঃ; ১০-১০। মুখ পাখালিয়া বালা বসিল অন্তরে—গ পুঃ;

১১-১১, ১২-১২। হাসিয়া হাসিয়া বলে দুল্লভ লখাই।
চল চল বিদ্যাধরী নিজ ঘরে যাই ॥
বালি বলে প্রাণনাথ শুন মোর বাণী।
অমূল্য বিচন মোকে দেহ এক খানি ॥—গ পুঃ;
১৩-১৩। ডোমনিরূপে জাঅ চম্পাবতী পুর।
দেখো কুন রূপে আছে মোর দুর্জ্জন শ্বশুর ॥—গ পুঃ;
১৪-১৪। কেমতে শাশুড়ি বঙ্কে রাড়ি ছয় জাও।
চম্পালি নগরে দেখো কার কুন ভাও ॥—গ পুঃ;

১৫-১৫। নাশায় অঙ্গুলি দিয়া কহিছে—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৩৫ ॥ ১-১, ২-২। এই পংক্তি চতুষ্টয় গ পুথিতে নাই, লিপিকরের অনবধানতায় বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। উপরি-উক্ত চারি পংক্তির পরবর্তী আটাশ পংক্তি পরিবর্তে গ পুথি পাঠ-ভিন্নতায় মাত্র দশ পংক্তি নিম্নরূপ—

কর্ম করে বালা করিয়া পরিপাটি।
শেত চামর জেন তুলিল দিব্য কাঠি ॥
নানা চিত্র করিয়া বিচনের করে কাম।
সুবর্ণের কমল জেন করিলো নির্ম্মান ॥
লিখিল অমরাবতী যত দেবগণ।
নাগ নরলোক মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন ॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নদনদী পর্ব্বত লিখিল তরুবর ॥

অষ্টলোক পাল লেখ তক্ষক আস্ত করি।
তার মধ্যে লিখিল বিবাদ বিষহরি ॥

পৃঃ – ৩৩৬ ॥ ১-১। বিচন গড়িয়া—গ পুঃ ; ২-৩ ; প্রণমিয়া বেলনি তুলিয়া নিল মাথে—গ পুঃ ; ৩-৩। কেমতে শিখিলে এই কর্ম বিচক্ষণ – গ পুঃ ; ৪। পরবর্তী চারি পংক্তি এবং ৫-৫, ৬-৬। গ পুথিতে পাঠভেদে নিম্নরূপ চারি পংক্তি এবং ক্রমভঙ্গানুসারে 'সম্পুট করিয়া পানি' ইত্যাদি দুই ত্রিপদী পংক্তির পর সন্নিবেশিত —

বেলনিএ করে বেশ আওলায় মাথার কেশ
কর্ণে পিন্ধে পিতলের ঝাপা।
তাড়মরুয়া ফুল গন্ধে করে আকুল
দক্ষিণে টানিয়া বান্ধে খোপা ॥
অধর করিল ফিকা কপালের সিন্দুর টিকা
গলায় শোভিছে দোহার মালা।
বুক ধড়া পরিধান পিতলের আভরণ
কাথতে বিচন ফুল দোলে ॥

৭-৭। গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩৩৭ ॥ ১-১, ২-২, ৩-৩। গ পুথিতে নাই ;
৪-৪। ধীরে ধীরে বালি নড়ে চলিতে বিজুলি পড়ে
মুরছিত হয় দেবাগণ। – গ পুঃ ;
৫-৫। রসবতী রইয়া রইয়া যাও।
তুমার রূপ দেখিয়া জুড়াইব গাও ॥ ধু ॥—গ পুঃ ;
৬-৬। পরবর্তী আট পংক্তি গ পুথিতে নাই ; ৭-৭। এই পংক্তি এবং পরবর্তী নয় পংক্তি গ পুথিতে নাই ; পরিবর্তে রহিয়াছে নিম্নরূপ আট পংক্তি—

প্রবেশ করিল জাএণ চম্পাবতী পুর।
দেখিয়া আকুল হইলো দেশের গাভুর ॥
কত কত গাভুর লাগিয়া গেল পাছে।
বকের প্রতিষ্ঠা যেন জল মধ্যে মাছে ॥
কত কত গাভুর রহিয়া রঙ্গ চায়।
কতেক গাভুর মনে মনকলা খায় ॥

কেহ কেহ বলে কন্যা কোথা তুমার ঘর।
কি কার্য্যে আসিয়াছ চম্পালা নগর ॥

পৃঃ—৩৩৮ ॥ ১-১। ডোম কুলে মোর উৎপত্তি—গ পুঃ; ২-২। কেহ বলে আমরা রহিএ—গ পুঃ; ৩। কথাছ—গ পুঃ; ৪। তিন—গ পুঃ; ৫-৫। অন্ন নাই—গ পুঃ; ৬-৬। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি নিম্নরূপ—

কেহ বলে সুন্দরি নেহ পান ফুল।
এক রাত্র থাক জদি দেয় জাত কুল ॥
বালি বলে ছি ছি হেন না বলিহ আর।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মোর ডোমনা ভাতার ॥
নফরের যোগ্য নহ পরশিতে চায়।
তুমার কাটিয়া পুজো ডোমের দুই পায় ॥
কেহো বলে সুন্দরি রহ মোর ঠায়।
কৃপা কর জদি মোক ছাড় বাপ মায় ॥
ঘরের যুবতী ছাড়ো আর ধন ধ্যান।
এক রাত্রি বঞ্চ কন্যা রাখ মোর প্রাণ ॥
বালি বলে তোরা আরে দারুন বর্ব্বর।
জাতি কুল দিয়া থানিক নাহি ডর ॥
কুন কর্ম্ম না মাগ তোরা অধিক পৌরুষ।
জারুয়া জাতক কিবা নীচে রক্ত বস ॥
মদনের বস হইয়া জাতি দিতে চায়।
এমন বসিয়া নাহি জে বিচন মুলায় ॥
কেহ বলে সুন্দরী নিন্দা কেনে কর।
কি জায় বিচনের মুল্য দেও তাহা ধর ॥

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি-নিচয় প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ৭-৭। গ পুথিতে নাই; ৮। সাত—গ পুঃ;

৯-৯, ১০-১০। কেহ বলে সুন্দরি বিচনের নাহি কাম।
সোনার মোহর তার না শুনি নাম ॥
লখাই থাকিলে হয় সাহের নন্দন।
তবে সে লইল হয় তুমার বিচন ॥—গ পুঃ;

১১-১১। হাতে লাঠি করিয়া চলাও ছেরি ভেড়া—গ পুঃ ; ১২-১২। ঘর গিয়া চম্পালির গান্ডুয়—গ পুঃ ;

১৩-১৩। এই বলি বিদ্যাধরী কত দুর জায়।
চম্পলা নগরখান তার লাগ পায়॥
সাহের দুয়ারে জাঞা হইল উপস্থিত।
জগতজীবন কবি বিরচিল গীত।—গ পুঃ ;

পৃঃ—৩৩৯॥ ১-১। কোকিলা বলিয় নারে
কোকিলা মনে মনে মোর আগুন জলে।
কোকিলা ওনারে নয়॥ ধু॥—গ পুঃ ;

পরবর্তী আট পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ২-২। দুয়ার ছাড়িয়া দেহ মোকে—গ পুঃ ; ৩। মোকে—গ পুঃ ;

৪-৪। বালি বোলে তোরা আরে দারুণ বর্ব্বর।
জাতি কুল লাগিয়া নাহিক ডর॥—গ পুঃ ;

৫-৫। এই পংক্তির পর গ পুথিতে প্রসঙ্গ-সমাপ্তিসূচক ভণিতা পংক্তিদ্বয় :—
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ।। ;

পরবর্তী ছাব্বিশ পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ :—
পুত্রশোকে কান্দে সনা মস্তকে দিয়া হাত।
কথা গেলে পাবে তুমি অভাগির নাথ॥
হাতেত বিছন করি চলে ডোমনারী।
প্রবেশ করিলো যায়া বানিয়ার পুরী॥
পুত্র বিনে সনা সুতিয়া আছে শোকে।
সুন্দর ডোমের নারী দণ্ডাইল সমুখে।
ডোমনী দেখিয়া সনা মনে চমৎকার।
সম্মুখে দেখিল যেন বেলনি আকার॥
সনা বলে সুন্দরীহে কথা তুমার ঘর।
কি কার্য্য আসিয়াছ চম্পলা নগর॥

পৃঃ—৩৪০॥ ১-১, ২-২ এবং পৃঃ—৩৪১॥ ১-১, ২-২। আট পংক্তির স্থলে গ পুথিতে নিম্নরূপ ছয় পংক্তি—

ডোমনি বলেন পুত্র ভাসাইলে সাগরের পানি।
ফিরিয়া না পাবে আর শুন ঠাকুরাণী ॥
কান্দিতে কান্দিতে কথা কহে বানিয়ানী।
তুমার সদৃশ যেন মোর বধূখানি ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

৩। বসিয়া নাগিল একালার ভাবে হে।
বন্ধুর (?) ভাবে বসিয়া লাগিল রে ॥—ধু ॥

৪ ৪। গ পুথিতে নাই ; ৫-৫। এই পংক্তি ও পরবর্ত্তী এগার পংক্তি গ পুথিতে নাই, লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—৩৪২ ॥ ১-১। পুত্রবধূ না আসিবে—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩-৩। মরা পুত্র মিথ্যা পরিয়াসে—গ পুঃ ; ৪-৪। পাইবে—গ পুঃ ; ৫-৫। পুত্রবধূ না আসিবে ঘরে—গ পুঃ ; ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি নিম্নরূপ :—

কি কারণে ধনজন প্রাণ মোর অকারণ
বৃদ্ধকালে পাই এত শোক।
যম বড় নিদারুণ পুত্র মোর কৈল খুন
কেনে বাছা ছাড়ি গেল মোক ॥

৬-৬। জগতজীবন গায় বন্দিয়া পদ্মার পায়
আগে পাছে সবার মরণ ॥—গ পুঃ ;

৭-৭। গ পুথিতে নাই ; ৮। মুই—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৪৩ ॥ ১। মায়—গ পুঃ ; ২। ব্যঞ্জন আর—গ পুঃ ; ৩-৩। শুনিয়া হইল সনা চমৎকার মন—গ পুঃ ; ৪-৪। মেড়ম্বরের অন্নের কথা—গ পুঃ ; ৫-৫। জলে ভাসাইলে—গ পুঃ ; ৬-৬। বেলনি যেন ডোমের—গ পুঃ ; ৭-৭ ; তুমার আগে কহি—গ পুঃ ; ৮-৮। বিভার রাত্রি—গ পুঃ ; ৯-৯। তুমার সাক্ষাতে—গ পুঃ ; ১০-১০। পড়িল পাছে বানিয়ার নন্দন—গ পুঃ ; ১১-১১। রান্ধিয়া রাখিল বানিয়ানী—গ পুঃ ; ১২-১২। এই মতে আমরা বৃত্তান্ত কথা জানি—গ পুঃ ;

১৩-১৩। শুনিয়া সনকা তবে কন্যার উত্তর।
শীঘ্রগতি চলিল বালার মেওর ঘর ॥—গ পুঃ ;

১৪-১৪। সনা খায়া নাগ পায়—গ পুঃ ; ১৫-১৫। দুয়ার না খলে—গ পুঃ ; ১৬-১৬। মায় পাশে হয়া থকে—গ পুঃ ; ১৭-১৭। মুই যদি পারু দুয়ার খসাইবাক—গ পুঃ ; ১৮-১৮। ডোমিনীর বচনে—গ পুঃ ; ১৯-১৯। দুয়ার ঘুচায়—গ পুঃ ;

২০-২০। সতীর পরশে তবে খসিল দুয়ার।
প্রবেশ করিল যারা মেণ্ডের ভিতর।।—গ পুঃ ;

ইহার পর প্রসঙ্গ-সমাপ্তিসূচক ভণিতা—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঞ্চালি করিল পরকাশ।।—গ পুঃ ;

এবং পরবর্তী প্রসঙ্গ-প্রারম্ভিক অতিরিক্ত দুই পংক্তি গ পুথিতে নিম্নরূপ—

সোবর্ণের পালঙ্কখান না হয় মলিন।
রত্নের প্রদীপ গোটা জ্বলে রাত্রি দিন।।

২১-২১। নাহি দেখে সুন্দর পুত্রখানি—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৪৪।। ১-১। যেমতে—গ পুঃ ; ২-২। তপ্ত—গ পুঃ ; ৫-৫। আর ভাত—গ পুঃ ; ৪-৪। ডোমনির সাক্ষাতে সনা অন্ন—গ পুঃ ; ৫-৫। কেমনে ভুঞ্জিব অন্ন তুমার সাক্ষাতে—গ পুঃ ; ৬-৬। হরি হরি কান্দে সনা মেণ্ডত বসিয়া।। ধু।।—গ পুঃ ; পরবর্তী আটাশ পয়ার-পংক্তির স্থলে নিম্নরূপ ত্রিপদী পংক্তিনিচয়—

হাহা পুত্র লখাই মেণ্ড আছে পুত্র নাই
গেল পুত্র জলেতে ভাসিয়া।।
হরগৌরী আরাধিয়া তুমা পুত্রবর পায়া
তুমা বিনে আর কেহ নাই।
যত কিছু ধন জন সব দেখ অকারণ
আইস পুত্র পণ্ডিত লখাই।।
কাহার সহিত দ্বন্দ্ব কে তোমাকে বলিবে মন্দ
বাপ মাও নাই পাড়ে গালি।
নাহি কিছু মোর দোষ কি কারণে কর রোষ
পুষ্পশয্যা হইআছে না খালি।।
তোমার যতেক সখি তুমা বিনে নাহি দেখি
কেহ আর না আইসে বাড়ি।

সবে তুমার মরণে তেজিলেক রঙ্গ মনে
স্বামী হীন বধূ হয় রাড়ি ॥
জগতজীবন কবি বন্দ হর মহাদেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইয় বরদাতা ॥
ডোমনি সহিতে জানি কান্দে সনা বানিয়ানী
বসিয়া মেওের ভিতর।
সভাতে বসিয়া আছে দুয়ারিয়া আছে কাছে
বলে তারে চান্দ সদাগর ॥
শুনহ দুয়ারিয়া ভায় আমার মন্দিরে যায়
দেখ কেনে কান্দে বানিয়ানী।
কে বা কে বলিল বোল কিসে করে গণ্ডোগোল
সত্বরে আইস বার্ত্তা জানি ।
দুয়ারিয়া তবে যায় যায়া মন্দিরে পায়
কান্দে সনা বসি মেওঘরে।
দুয়ারিয়া ফিরিয়া যায় সাধুক বার্ত্তা জানায়
এক নারী আসিয়াছে অন্তপুরে ॥
হস্তে হেমতাল ধরি গোঁপ ফরফর করি
ক্রোধ হইয়া সাধু যায়।
মার মার কাড়ে রায় ডোমনি পালায়ে যায়
হইল সাধু অনল পরায় ॥
ক্রোধিত বানিয়া ডোমনি জানিয়া
অন্তরে পাইল বড় ডর।
পাছে বাড়ি দিলো ডোমনি পালায়া গেল
যথা আছে বালা লখিন্দর ॥
জগতজীবন কবি বন্দ মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইল বরদাতা ॥

পৃঃ—৩৪৫ ॥

১-১। সুন্দরি হে না ছুয় না ছুয় মোর মধুকর ॥ গ ॥

২-২। কেমন সাহস করি এক স্বরে বিদ্যাধরী
ভ্রমিলে চম্পলা নগর ॥—গ পুঃ ;

৩-৩। কিছু না বোলিল তোক—গ পুঃ ; ৪-৪। তুমার থানিক নাহি ডর—গ পুঃ ; ৫-৫। কেমনে কহিল মহাসুর—গ পুঃ ;

৬-৬। শুনহে বিদ্যাধরী তোমাক আমি পরিহরি
তুমার কার্য্য নাই মোর।
তুমা হেন সুন্দরী নারী বেড়াইলে চম্পলাপুরী
জতিকুল কেমতে আছে তোর ॥—গ পুঃ ;

৭-৭। করিল গতি—গ পুঃ ; ৮। করিল—গ পুঃ। ৯-৯। দেখি ভিন—গ পুঃ ; ১০-১০। হইল বালা মাউগের—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৪৬ ॥ ১-১। বিষম পদ্মার নাট—গ পুঃ ; ২। মধ্যপথে—গ পুঃ ; ৩-৩। বাণী—গ পুঃ ; ৪-৪। বানিঞার শিরোমণি—গ পুঃ ;

৫-৫। বলে বালা লখিন্দর চড কন্যা মধুকর
চম্পালির কথা শুনি মুখে ॥—গ পুঃ ;

ইহার পর গ পুথিতে প্রসঙ্গান্তিক ভণিতা—

জগতজীবন পদ বিরচিল বিদগদ
প্রণতি পদ্মার পায়।
শঙ্করনন্দিনী দুরগতি খণ্ডনী
সেবকে হইয় বর দায় ॥

৬-৬। বালি পরবেশ করিনু চম্পলাদেশ
কাহোক না দেখিনু ভাল।—গ পুঃ ;

৭-৭। যেন যমালয় স্থান—গ পুঃ ; ৮-৮। চন্দ্র বিনে রাত্রি যেন মলিন—গ পুঃ ; ৯। নারী—গ পুঃ ; ১০-১০। অস্থি মাত্র হৈয়াছে সার—গ পুঃ ; ১১। মোর—গ পুঃ ; ১২-১২। বড় নিদারুণ—গ পুঃ,

১৩-১৩। শুনিয়া কন্যার বাণী বানিয়ার শিরোমনি
মহাসুখে হেটমুণ্ড করে।—গ পুঃ ;

১৪-১৪। জগতজীবন গায় বন্দিয়া পদ্মার পায়
শঙ্করনন্দিনী দেবীর বরে।—গ পুঃ ;

১৫-১৫। দেখিলাঙ দেখিলাঙ হে কালিয়া কদম্বতলে
জলে যাইতে দেখিলাঙ হে ॥ ধু ধু ॥—গ পুঃ ;

ইহার পরবর্তী আটত্রিশ পংক্তি গ পুথিতে নাই। লিপিকর-প্রমাদের ফলে এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে মনে হয়।

পৃঃ—৩৪৮॥ ১-১। শুন আর দাসী রাই—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে নাই ; ৩-৩ হইতে পৃঃ ৩৫১—১-১। পর্য্যন্ত গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে গ পুথিতে পাঠ-ভিন্নতায় নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তিসমূহ রহিয়াছে—

যাইয়া কহিলো দাসী সনকার ঠাই।
ঘাটত দেখিনু দুহ্লব লখাই ॥
সনা বলে দেখিয়াছ কি শুনিয়াছ কানে।
দাসী বলে দেখিনু মুই আপন নয়ানে ॥
সনা বলে স্বপন দেখিনু সুমঙ্গল।
কি জানি আসিয়া মিলে স্বপনের ফল ॥
দাসীর বচনে সনা শীঘ্রগতি চলে।
গোগড়িয়ার ঘাটে জায় স্নান করিবার ছলে ॥
বালি বলে প্রাণনাথ শুন গুণমণি ॥
উঠিয়া সম্ভাষা কর তুমার জননী ॥
উঠিয়া মায়ের পায়ে করে নমস্কার।
আনন্দে সনার চক্ষে বহে জলধার ॥
মায়েক প্রণাম করে ভাই ছয় জন।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি যত গাবরিয়াগণ ॥
সনা বলে বাপু তুমরা সব কে।
চিনিতে না পারি মোকে পরিচয় দে ॥
যেদিন ভাসাইনু পুত্র বধূ চন্দ্রমুখী।
সেদিন হইতে বাপু চক্ষে নাহি দেখি ॥
তুমা সভাক দেখি বাপু অতি বিচক্ষণ।
পরিচয় দেহ বাপু তুমরা কোন জন ॥
সনাই কহিল এই দুহ্লব লখাই।
গদাপানি আগু করি পুত্র ছয় ভাই ॥

চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন জন গাবুর কাণ্ডার।
পতিব্রতা বেলনি আনিলে পুনর্বার॥
শুনিয়া সনার তবে আনন্দিত মন।
রঞ্চিল পঞ্চালি কবি জগতজীবন॥
মহারঙ্গে নাচে সনা আনন্দিত মন।
ধরিয়া বধূর মুখে করিল চুম্বন॥
সনাকায় বলে বালি তুমি বড় সতী।
তুমার প্রসাদে মুই হইনু পুত্রবতী॥
চল চল পুত্রবধূ চল যাই বাড়ী॥
দেখুক স্বামীর মুখ বধূ ছয় রাড়ি॥
বেলনিএ বলে মায় তবে যাও ঘর।
যদি সত্য করে আসি শ্বশুর সদাগর॥
মনসা দেবীকে যদি দেহ ফুল পানি।
তবে সে যাইবো ঘরে কহি সত্য বাণী॥
শীঘ্র গতি সনকা সাধুক দিল জান।
হস্তে হস্তে বানিয়া পাইল স্বর্গথান॥
শুনিয়া চলিল সাধু মহারঙ্গ মন।
রনচিলো পদ্মার বরে জগতজীবন॥
শুনিয়া চম্পালির পতি আনন্দিত মন।
আনন্দে চলিল যত চম্পলা ভুবন॥
বানিয়া চলিতে চলে লক্ষ লক্ষ ঠাট।
উত্তরিল জাঞা সব গোগরিয়া ঘাট।
সাত ভাই উঠিয়া বাপের চরণ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ দিল সাধু পরম আনন্দে॥
বেলনি প্রণাম করে শ্বশুরের চরণ।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি প্রণাম করে গাবরিয়া গণে॥

পুঃ—৩৫১। ২-২। নিজ—গ পুঃ; ৩-৩। বাপু পূজ বিষহরি—গ পুঃ; ৪-৪। তবে সে যাইব ঘর বল সত্য করি—গ পুঃ; ৫-৫। বাছা আগে ঘরে যাই—গ পুঃ; ৬-৬। করিহ দুর্ল্লভ লখাই—গ পুঃ; ৭-৭, ৮-৮, ৯-৯। এই ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে আছে নিম্নরূপ চারি পংক্তি—

বাপের বচনে বালা চলে মহারঙ্গে।
বহিত বরিল সনা আইগণ সঙ্গে ॥
ধনপুত্র বধূ লইয়া করিল গমন।
রক্ষিল পদ্মার বরে জগতজীবন ॥

পৃঃ—৩৫২ ॥ ১-১। ধুয়াপদ এবং পরবর্তী বত্রিশ পয়ার পংক্তির স্থলে গ পুথিতে পাঠ-ভিন্নতায় নিম্নরূপ ধুয়াপদ ও ত্রিপদী পংক্তিনিচয়—

আনন্দে সুন্দরী সনা সুমঙ্গল করি।
নৃত্য গীত মহচ্ছব করে ॥ ধুয়া ॥

জল মধ্যে গেল ধন ডুবিল রতন
বাহুরিয়া আইল নিজ ঘরে।
উত্তম রন্ধন করি সনকা সুন্দরী
রন্ধন করে মহারঙ্গে।
সাধুর রঙ্গ মন করিল ভোজন
সাত পুত্র লইয়া সঙ্গে ॥
সনকা সুন্দরী বলে পুত্র কলে করি
শুন মোর পুত্র সাত জন।
তুমরা খাইলে অন্ন তুষ্ট হইল মোর মন
সাত বধূ করুক ভোজন ॥
বেলনি বানিয়ানী বেঞ্জন খায় খানি খানি
মুন (?) পান করে চলে।
খাইয়া দাইয়া নারী উঠে আচমন করি
মুখ পুছে লইএগ আচলে ॥
যতেক বানিঞাগণ বসিয়া সর্ব্বজন
নানা রঙ্গে তাম্বুল খায়।
মনসার পাই বর পদ অতি মনোহর
জগতজীবন কবি গায় ॥

পৃঃ—৩৫৩ ॥ ১-১। সাত পুত্র লইয়া চান্দো বসিল দেয়ানে।
সেইকালে বলে বালি সভাবিষ্ট মানে ॥—গ পুঃ;
২-২। গ পুথিতে নাই; ৩-৩। গ পুথিতে নাই; ৪-৪, ৫-৫, ৬-৬। এই ছয় পংক্তি গ পুথিতে নাই; লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে মনে হয়। ৭-৭।

আমার বচনে বাপু—গ পুঃ ; ৮-৮। ত্রিদশ দেবগণ—গ পুঃ ; ৯। গ পুথিতে নাই ; ১০। পদ্মাক—গ পুঃ ; ১১-১১। এই পংক্তির পরবর্তী বার পংক্তি গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩৫৪ ॥ ১-১। এই পংক্তিদ্বয় গ পুথিতে পরবর্তী দুই পংক্তির (১২-১২) পর ক্রমভঙ্গরূপে সন্নিবেশিত ; ২-২। গ পুথিতে ভণিতা পংক্তিদ্বয়ের পূর্বে নিম্নরূপ কয়েক পংক্তি—

বালি বলে যে জন গঙ্গাজল খায়।
অন্য জল খাইলে কি তাহার পুণ্য যায় ॥
হেট মুণ্ডে চান্দো অন্তরে আসুখি।
পাতালে থাকিয়া বলে অনন্ত বাসুকি ॥
ক্রোদ্ধ হইয়া বানিয়া আকাশ মুখে চায়।
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য চান্দোক বুঝায় ॥
অষ্টদিগে বলে যত শুনে দেববাণী।
পূজহ পূজহ চান্দো এ জয় ব্রহ্মাণী ॥
মনসাকে দেহ তুমি ফুল জল।
ধনে জনে প্রাণে তুমি হইবে কুশল ॥
চতুর দিগে বলে দেব না যায় লঙ্ঘন।
পূজিব পূজিব চান্দো বলিল বচন ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ ॥

পূর্ব্বোক্ত বার পংক্তি পাঠ-ভিন্নতা ও পংক্তি-ক্রমবিপর্য্যয়ের ফলে এইখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মনে হয়। ৩-৩। জয় জয় জগতজননীগো মায় ॥ ধু ॥—গ পুঃ ; ৪-৪। কাষ্ট ডাল—গ পুঃ ; ৫-৫। ছাইল তবে হিঙ্গুলিয়া চাল—গ পুঃ ; ৬-৬। ফিটিগে স্তম্ভ করে বিচিত্র আরপন—গ পুঃ ; ৭-৭। তাহাতে করিল রুদ্র করিতে স্থাপন—গ পুঃ ; ৮-৮। ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত—চম্পালি জানায় লেখা প্রতি ঘরে ঘর ॥ ৯-৯। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি নিম্নরূপ—

দেখিতে পদ্মার পূজা যাইবে সত্বর ॥

পৃঃ—৩৫৫ ॥ ১-১। বেলি—গ পুঃ ; ২-২। শত শত কলা—গ পুথি ; ৩-৩। আসিয়া করে ঘট আরপণ—গ পুঃ ;

৪-৪। আসনে বসিয়া চান্দো করে আচমন।

পূজি কি না পূজি চান্দো করে দুইমন ॥—গ পুঃ ;

ইহার পরবর্তী বার পংক্তি, ভণিতার পরবর্তী নূতন প্রসঙ্গ-সূচক ধুয়াপদটি এবং তৎপরবর্তী আট পংক্তি গ পুথিতে নাই।

পৃঃ—৩৫৬ ॥ ১-১। এই পংক্তিসহ চৌদ্দ পংক্তি গ পুথিতে নাই ; পরিবর্তে নিম্নরূপ কয়েকটি পংক্তি রহিয়াছে—

পূজা কর পূজা কর চারি দিগে বলে।
সভার ভিতরে চান্দো ফুল হাতে তুলে ॥
চান্দো বলে দক্ষিণ হস্তে পূজিব শূলপাণি।
সেই হস্তে কেমনে পূজিব ব্রহ্মাণী ॥
নানা মূর্তি ধরে পদ্মা ঘটের উপর।
মর্ত্তে পূজা হয় যদি পূজে সদাগর ॥
সবে বলে পূজ পূজ বানিঞার কুল।
বাম হস্তে ধরিয়া দখিনে ঢালে ফুল ॥
নম নম বলিয়া চান্দো দিল ফুল জল।
জয় জয় শব্দ উঠে চম্পালা নগর ॥

১-১। এই পংক্তিদ্বয়ের পর গ পুথিতে প্রসঙ্গ-সমাপ্তি-সূচক নিম্নরূপ দুই পংক্তি দৃষ্ট হয়—

পূজা পাইয়া নাচে পরম আনন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন ॥

৩-৩—৭-৭। এই দশ পংক্তি গ পুথিতে নাই। পরিবর্তে রহিয়াছে নিম্নরূপ চুয়াল্লিশ পংক্তি। অংশটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

বিষহরি বলে বাক্য শুন বিদ্যাধরি।
এখন আমার সর্প ছাড় শীঘ্র করি।
সকলি হইল ধন্দ্য আর নাহি শেষ।
সর্প ছাড়ি দেহ মোর যাউক নিজ দেশ ॥
শুনিয়া পদ্মার কথা বলে বানিয়ানী।
ছাড়িব তুমার সর্প শুন ঠাকুরাণি ॥
এত বলি করে বালি দুধের পথোরি।
কোড়ির জাল দিল সিন্দুরে আলি করি ॥

ঘৃত মধু চাঁপাকলা দিলেন্থ তাহাতে।
সর্পের সাপুরা বালি আনিলেন্থ হাতে ॥
সাপুরা খসাইয়া সর্প দিলেন্থ ছাড়িয়া।
চলিবার শকতি নাহি রহিলেন্থ পড়িয়া ॥
কিছু কিছু আহার করিলো ছয় মাসে।
পদ্মাক কহিছে কথা গদগদ ভাবে ॥
সর্প বলে পদ্মাবতী করি এ প্রণাম।
তুমার কার্য্যে মোর ভাগ্যে আছে প্রাণ ॥
প্রাণ ভয়ে উপবাসে গেল ছয় মাস।
কেবল শরীরে মোর আছয় নিশ্বাস ॥
দেখিয়া সর্পের মুখ কান্দে পদ্মাবতী।
পাইন্থ চান্দোর পূজা তুমার শকতি ॥
সর্প কোলে করি পদ্মা করয়ে ক্রন্দন।
পদ্মার আদেশে গায় জগতজীবন ॥
সর্প কোলে করি পদ্মা কান্দে অঝোর নয়ানে।
ময়নাবতী না যাও মুই তুমার কারণে ॥
ছয়মাস বন্দী আছ মুই তুমার পাশে।
ছয়মাস অন্ন নাহি মরি উপবাসে ॥
তুমি সে আমার প্রাণ সর্ব্বলোকে জানি।
তুমি সে সিঁথির সিন্দুর শুন হে নাগিনি ॥
তুমার অভাবে মোর প্রাণ নাহি রহে।
তুমার যতেক শক্তি কার প্রাণে সহে ॥
আজি হৈতে তুমি মোর প্রাণের সমান।
ব্যালিশ কোটি নাগের তুমি সে প্রধান ॥
আনন্দে চলহ বাছা ময়নানগর।
এত বলি সর্প তুলে মস্তক উপর ॥
নাগ নরে করে তবে জয় জয় ধ্বনি।
জয় পদ্মা জয় পদ্মা চারিদিগে শুনি ॥
সর্প বলে শুন বালি বেলনি স্থন্দরি।
ছয় মাস আমাকে তুমি রাখিলে ধরি ॥

এক সঙ্গে ভাসিনু দুহে সাগরের জলে।
আর না করিব যাও বানিয়ার কুলে ॥
শুনিয়া আনন্দ গন্ধ বানিয়ার নন্দন।
রঞ্জিল পদ্মার গীত জগতজীবন ॥

ও শ্যাম নাগর খানিক দাড়া এ ঠাই ॥ ধুয়া ॥

পূজা করি বিবদিয়া চলে নিজপুরী।
সেইখানে আইল বিবাদে বিষহরি ॥

৮-৮। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি নিম্নরূপ—

ধনে বংশে বার যাবত চন্দ্র দিবাকর।

পৃঃ—৩৫৭ ॥ ১-২। এই পংক্তির পর গ পুথিতে নিম্নরূপ এক পংক্তি—

রথভরে আনন্দে চলিল বিষহরি।

২-২। যোড়হস্ত করি—গ পুঃ ; ৩-৩, ৪-৪। এই চারি পংক্তির পরিবর্ত্তে গ পুথিতে নিম্নরূপ দুই পংক্তি—

এত বলি পদ্মাবতী স্বর্গপুরে যায়।
জগতজীবন কবি বিরনচিয়া গায় ॥

৫-৫। আসিয়া স্বামীর আর—গ পুঃ ; ৬-৬। চলে শীঘ্রগতি—গ পুঃ ; ৭-৭। গ পুথিতে নাই, পরিবর্ত্তে রহিয়াছে নিম্নরূপ এক পক্তি ও অতিরিক্ত চারি পংক্তি—

সঙ্গতি চলিল তার বেননি যুবতী ॥
মেণ্ডের দ্বারে গেল বালা লখিন্দর।
কপাট খসাইয়া প্রবেশে মেণ্ডঘর ॥
কড়াকের তৈলে প্রদীপ জলে রাত্রি দিন।
পুষ্পের পালঙ্কখান না হয় মলিন ॥

৮-৮। বালি বলে সতীপনা মোর নহে হীন—গ পুঃ ; ৯-৯। ইহার পরবর্তী চারি পংক্তি গ পুথিতে নাই। ১০-১০। উষা অনিরুদ্ধ রথে সত্বরে গিয়া আন—ক পুঃ, খ পুথিতে 'রথে' স্থলে মোকে।

পৃঃ—৩৫৮ ॥ ১-১। লখাই বেননী—গ পুঃ ; ২-২। গ পুথিতে নাই ; এই পংক্তিদ্বয়েল পরে গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ—

মাতুলিয় বলে বালা কর অবধান।
আইলো ইন্দ্রের রথ চল ইন্দ্রস্থান ।।

৩। থানে—গ পুঃ ; ৪-৪। বিদায় হই বাপ মায় স্থানে—গ পুঃ ;

৫-৫। জগতজীবন কবি মনসার দাস
পদছন্দে পঞ্চালি করিল পরকাশ—গ পুঃ ;

৬-৬। ও শ্বশুর বাপ না কর মনস্তাপ
আমা সভার ছাড় তুমি দয়া—গ পুঃ ;

৭-৭। থাক তুমি ছয় পুত্র লয়া—গ পুঃ ; ইহার পর গ পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি নিম্নরূপ—

অনিরুদ্ধ আর উষা স্বর্গেতে আমার বাসা
মনসা আনিল সত্য করি।
বিদায় এই পুর যাইব ইন্দ্রের পুর
মাতুলি আইল রথ ধরি ।।

৮-৮। বেলনির বাক্য শুনি—গ পুঃ ;

৯-৯। যতেক নরনারী কান্দে উচ স্বর করি
আর কান্দে চম্পলা ভুবন।—খ পুঃ ;

১০-১০। মিথ্যা কান্দ অকারণ—গ পুঃ ;

১১-১১। বিদ্যাধর বিদ্যাধরী যাইব ইন্দ্রের পুরী
তুমরা যে কান্দ কি কারণ ।।—গ পুঃ ;

১২-১২। দেখিল আকাশ পথ আইল ইন্দ্রের রথ
সাজিলো বেলানি সুন্দরী।—গ পুঃ ;

১৩-১৩। রথ থান ভর করি যায় রথ স্বর্গপুরী
যায়া পাইল ইন্দ্রের ভুবন।—গ পুঃ ;

১৪-১৪। শুন শুন সভাসদ পরম সুন্দর পদ
বিরঞ্চিল জগতজীবন ।।—গ পুঃ।

পৃঃ—৩৫৯ ।। ১-১, ২-২, ৩-৩, ৪-৪। এই আট পংক্তি গ পুথিতে নাই ; পরিবর্তে নিম্নরূপ এক ত্রিপদী পংক্তি রহিয়াছে—

ধীরে চালাও রথখান প্রাণ কাঁপে ডরে
না জানি ইন্দ্রদেব কিবা মোকে করে ।। ;

৫-৫। লইয়া যাবে—গ পুঃ ;

৬-৬। নরতনু ছাড়ি পূর্ব্ব তনু ধর।
তবে সে যাইবে তুমি ইন্দ্রের বরাবর। —গ পুঃ;

৭-৭। এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি নিম্নরূপ—

স্নান করিলো দুহে মন্দাকিনীতীরে।

৮-৮। অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়িল শরীরে—গ পুঃ; এই পংক্তির পর গ পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ—

প্রাণ ছাড়িল দুহে মন্দাকিনীতীরে।
নরতনু ছাড়িয়া দেবমূর্ত্তি ধরে ॥

৯-৯। দুহে নিজরূপ ধরি—গ পুঃ; ১০-১০। বরাবরি—গ পুঃ; ১১-১১। জাঞা করে নমস্কার—গ পুঃ; ১২-১২। বাছা কহ কুশল তুমার—গ পুঃ; ১৩-১৩। তুমার পাইলু অঙ্গীকার—গ পুঃ; ১৪-১৪। দেব নরে রহে দুইজন—গ পুঃ; ১৫-১৫। জগতজীবন গায় রেবতীনন্দন—গ পুঃ; ভণিতা পংক্তিদ্বয়ের পর খ ও গ পুথিতে নিম্নরূপ পংক্তি কতিপয় রহিয়াছে—

জগতজীবন কবি মধু রস বাণী।
বদন ভরিয়া সভে বলো হরি ধ্বনি ॥
বালা বলে শুন ইন্দ্র মোর নিবেদন।
যে কর্ম্ম করিনু আমি গিয়া মর্ত্তভুবন ॥
স্বর্গ হৈতে পদ্মাবতী নৈয়া করিল গমন।
চম্পক নগরে চান্দ বণিকনন্দন ॥
তার জায়া সনকার গর্ভে নিয়োজিল জীব।
চান্দ বড় ভক্ত সহায় সদা শিব ॥
একে একে অগ্রজ মোর হয় ছয় জন।
বিবাদে মারিল পদ্মা দিয়া সর্পগণ ॥
বাণিজ্যেকে গেল চান্দ এ লঙ্কাভুবন।
পথে নানা মতে পদ্মা কৈল বিড়ম্বন ॥
ঘরেকে আইল চান্দ ধনজন ছাড়ি।
চোর বলি ছয় বধূ উপরায় দাড়ি ॥
তথাপি না পুজে পদ্মা চান্দ সদাগরে।
জন্ম হইল মোর বানিয়ার ঘরে ॥

শিশুকাল গেল আমার হইলাম কিশোর।
কামশরে স্বপনেতে চিত্ত ছলিল মোর।।
মামী সঙ্গে পথে ক্রীড়া করি মহাপাপ।
শুনিয়া চিন্তিত যে হইল মাও বাপ।।
কন্যা বরিবারে গেল চান্দ অধিকারী।
সেখানে করিল মায়া জয় বিষহরি।।
পদ্মা বেললিএ হৈল যে প্রতি সহায়।
বালি সিদ্ধ করে ধরে লোহার কলাই।।
এতেক দেখিয়া চলে চান্দ অধিকারী।
পুত্রে বিভা দিতে আইল উজানির পুরী।।
বিভা দিয়া রাখিল গিয়া কাচ মেড় ঘরে।
নাগ দিয়া বিবাদ পদ্মা সাধিল সত্বরে।।
নেউলি ময়ুরি আর ওঝা ধন্বন্তরি।
নারিল রাখিতে কেহ মারিল বিষহরি।।
সত্য উষা অনিরুদ্ধ সহে পরমাদ।
নরতনু হইয়া সাধিয়া দিল বাদ।।
দেবপুরে আইল কন্যা ভাসিয়া সে জল।
কেহ সঙ্গে নাহি তার মৃত্যু করি সঙ্গে।।
জিইঞা গেলাম দুই জনে চম্পক নগরে।
তবে সমর্পিল পদ্মা তুমার গোচরে।।
চিরদিন হল তুমার না জানি মুহুর্ত্ত।
মর্ত্তপুরে জায়া তুমি কৈলে বহু কীর্ত্ত।
চিরদিন হইল তুমার না দেখি এ নৃত্য।

প্রণাম করিয়া দোহে করে নিবেদন।
তুমার সাক্ষাতে নৃত্য করিব এখন।।
নৃত্য করিবারে দোহে উল্লাসিত চিত্ত।
পাইল শ্রীরাম গুণ মধুর সঙ্গীত।।
পদ্মার আদেশে গীত পাইল স্বপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে।।

গ পুথিতে নিম্নরূপ পংক্তিসমূহ দৃষ্ট হয়—

জয়গো ভবানী দেবী জয় জয় বস
জয় দিয়া নামো মাতা ঘণ্টের উপর ॥
যখন শুনিবে মাগো মন্দিরার ধ্বনি।
স্বর্গপুর ছাড়িবেন কোকিলবাহিনী ॥
নীল কমলদলে যায় পদমনি।
তুহার ছারান দিলাম তুমার মেলানি ॥
মৈনাক পর্বতে আছে হিঙ্গুলিয়ার ঘর।
বিশ্রাম করহ মাতা তাহার ভিতর ॥
যখন শুনিবে মাগো মন্দিরার ধ্বনি।
অবশ্য আসিবে মাতা কোকিলবাহিনী ॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি মা করিল প্রকাশ ॥

শ্রীরাম রাম হরে হরে।
পণ্ডিত জন সে মিতি মোরি।
ছোটল অক্ষর পড়বে জোড়ি ॥
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্।
লিখকো দোষ নাস্তিকম্ ॥
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥
পৃথিবী গুরুতরা মাতা।
পিতা উচ্চ স্বর্গাদপি।
তৃণলঘুতরা ভিক্ষু
বাতাগ্রে চলতে মনঃ

অক্ষর পরিমিত পরিমিত বার্ত্তা।
চৌদিগ পন্থা ক খ বার্ত্তা।

শুনহে পণ্ডিত মধুরস বাণী।
ক খ গ ঘ জগত বাখানি।
কলি মলগ্রসউ ধর্ম্ম সব।
গুপ্ত ভয়ে সতগ্রন্থ।

লোত্তি সব নিজ মন দন্ত করত।
অতি প্রকট কিনা বহু পন্থ।

লেখক—শ্রীরাজকুমার শর্ম্মা—সাং সিমলা দুর্গাপুর রাত্রি নয়টার সময় সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১৩০০ তারিখ ২২ আষাঢ়।

শব্দসূচী ও টীকা

অকুমারী - ২২, ৩৫ কুমারী (তুঃ আঞ্চলিক বেঅন্ত্যায়)
অগ্রতে—২৪৯ অগ্রেতে
অঙ্গুল—৬৯ আঙ্গুল
অঙ্গুঠাপঞ্জুলি—৪৯ পায়ের আঙ্গুলে ব্যবহার্য্য অলঙ্কার
অঝোর—২০৪ ১৭৪ অবিরত অশ্রুপূর্ণ
অনিলেক—১২ অনিলের
অন্তস্পুরে—১৯২ অন্তঃপুরে
অন্তপুরী—৩৩৯ অন্তঃপুর
অন্নগুটি—২৬৭, ৩৪২ অল্প ভাত (আঃ প্রয়োগ)
অপদায়—৮৪ অপবাদ
অপশ্বরা—৩৭, ৬৯ অপ্সরা
অবাহতি—১৫৩ অপেক্ষা কর (আঃ প্রয়োগ)
অভরণ—১৫১ আভরণ, অলঙ্কার
অভণ্ড—৩০০ দুষ্কার্য্য, কুকর্ম্ম (আঃ প্রয়োগ)
অলুলু—৬৫ উলুধ্বনি
অষ্ট কপালি—২৮০ দুঃখিনী (আঃ প্রয়োগ)
অসকাল—১৬০ দুপুর

আইলু—৩১৯ আসিয়াছি
আউলাএগ—১৯৭ আউলাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
আউলাবে—৩৫ আউলাইবে
আগবাড়ি—৩৪৮ অগ্রসর হইয়া
আগুসরি—১৯১ অগ্রসর হইয়া
আঙ্গারের—২৩৮ অঙ্গারের
আচুড়িল—৬৬ আঁচড়াইল
আঁচড়িল—৪৯ আঁচড়াইল
আচুল—১৪৯, ১৯০ আঁচিল (আঃ প্রয়োগ)
আচুড়িএগ—১৯৪ আঁচড়াইয়া (আঃ প্রঃ)
আচম্বিত—২৮৯ আচম্বিৎ, অকস্মাৎ
আছিল—২৯২ ছিল
আজারিয়া—২৪৭ খালি করিয়া
আটকুড়—১৯ সন্তানহীন (আঃ প্রয়োগ)
আটি—২৯২, ৩১৬ গাঁট
আটিলেক—২০ রাখিল, জড় করিল
আন—৩০৫ অন্যথা
আনু—১৫২ আসিয়াছি
আনো—২৯৩ অন্য, প্রতিকূল
আনল—১৩, ২৭১ অনল
আন্ধলের—১৬০ অন্ধজনের
আন্ধার—২২৪ আঁধার, অন্ধকার
আপার—১৩১ অপর
আফোরসাল—২০ কামারশাল
আবেশ—৭ ধ্যান, আসন
আমান—২৫, ৩০৫ অসম্মান, অমান্য, অস্বীকার (আঃ প্রয়োগ)
আরপিল—১৯ আরোপিল
আলি—২৮৭ আল
আল্যা—২২৩, ২৮৭ আসিলা
আলাভোলা - ১৬৭ আধপাগল, সহজ, সরল (আঃ প্রয়োগ)
আলামেলা—২০৭ আনাগোনা, ভীড় (আঃ প্রয়োগ)
আলিপনি—৫৮ আলপনা
আসিঅ—৩৩৬ আসিও

আসোয়ার—১৯১ আরোহী
আস্ত—১৭ আস
আস্তরে—৩৫০ আস হে

ই—৯২, ১১১ এই
ইসব—৫৮ এই সব

উকিল—৪৬ প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত
উকুটা—৩০৬ দম্ভ, মান, উচ্চটা অর্থে আঞ্চলিক উচ্ছটা
উঠ্যা বৈসে—৩১৭ উঠিয়া বসে
উজাএল—২৭৪ অগ্রসর হইয়া
উড়ানি—২৯৬ ওড়না
উঢ়নি—১৫৫ ওড়নী, ওড়না
উঢ়ানি—৩৪৭ ওড়নী, ওড়না
উতপতি—২৮২ উৎপত্তি
উতলায়্যা—৩০০ টগবগ করিয়া
উৎপতি—২৮২ উৎপত্তি
উথলে—৮৩ উথলে (আঃ প্রয়োগ)
উপরায়—১৪৯ উপাড়ে
উপহাস্ত—১৫৯ উপহাস
উপড়াব—২৯৯ উপড়াইব
উপাই—৪০ উপায়
উপেখি—১৮ উপেক্ষা করিয়া
উলুটায়—২৭২ উলটায়
উভ—উঁচু (আঃ প্রয়োগ)
উলুলু—৬৭ উলুধ্বনি ("উলুলেতি রাবত্রয়ম্‌" আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র।)
উল্লর্‌—২২ উলুউলু, উলুধ্বনি
উহাচুহা—১৬, ১৯ ওঁয়া ওঁয়া শব্দ

উরে—৩৩৬ উরুতে, হাঁটুর উপরে

একশর—১৪ একলা
একতির—২৪৪ একমাত্র সন্তানের জননীর
একেশ্বর—১৯৯ একলা
একেশ্বরী—৩৪৫ একলা
একেশ্বরে—২৬০ একলা
একসাতবার—১৩৩ অনেকবার
এথনে—১০৫ এখন
এথা কেনে—৩১৪ এই স্থানে কেন
এড়িয়া—১০১ ছাড়িয়া
এড়ে—২৭৪ ছাড়ে

ওড়—২৫৭ প্রসর

কক্ষা—২২৮ যুদ্ধ, কোন্দল
কজ্জল—৩৫ কাজল
কটি—২৮ কর্ণভূষণ
কাঢ়ে—১৬ করে
কতকত—৫৪ গলার শব্দ
কতি—১৬০, ২৮৭, ৩১৮, ২১৬ কোথায়
কথা—২৯১ কোথা
কথাও—৩১০, ৩৩৮ কোথাও
কথেকে দিনে—১১২ কতদিন পর
কন্‌চি—২৫৮ ছিপ
কন্দল—৩০৭ কোন্দল (আঃ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে ওকার বর্জন)
কন্দলের—২৯৯ কোন্দলের, বিবাদের
কলিমিসে—২৩৮ ?
কর্ম্মিক—২১ কামিলাকে, মজুরকে
কক্ষ্যা সানকী—১২৪ সরিষার তেলের ভর্তি
করণ্ডি—২৮, ২৯ ফুলের সাজি
করালে—১০৩ করাইলে

করিব নেহলি—২৪৬ সপ্রীতি পুরস্কার দিব
করুণা—৬২ দুঃখ
করোঁ—৩৫ করিতেছি
করোক—৮৯ করুক
কহিলাঙ—৪০ কহিলাম
কহু—৩৮ কহ
কয়ালি—৫১ ভিখারী যোগী, কাপালিক
কাক—৩০৫, ৩৫০ কাহাকে
কাক—২৬৬ কাহাকেও
কাঁকলি—৮৪ কোমর
কাকো—৩৪৬ কাহাকে
কাকোই—৬৬ চিরুণী
কাকৈ—৩১৬ চিরুণী
কাগ—১৪৬ কাক
কাচাল—৫২ কচাল ; গালাগালি
কাচুল—৩১, ৪২ কাচুলি
কাঠাল—১২৪ কাঁঠাল
কাঢ় রাএ—২০৩ শব্দ কর, ক্রন্দন কর
কাঢ়া—৩২৪ কাড়া
কাঢ়িঞা—২০৪ কাড়িয়া
কাঢ়িয়া—৬৮ কাড়িয়া
কাণ্ডার—১২৬ হাল
কাণ্ডারি—১২৬ কাণ্ডারি
কাণ্ডারিয়া—১২৬ কাণ্ডার (আঃ প্রয়োগ—তুচ্ছার্থে)
কাতি—১৯৯ কাটারি
কাতিয়ে—৩৩৫ কাটারিতে
কাতিনিরসান—৭৫ ভোতা কাটারি
কাতা—৪২ কাইত
কান্দ—৫০ কাঁধ (আঃ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য)
কান্দনের—২১৪ ক্রন্দনের
কাপা—৩৩৬ কাপড় জাতীয় পরিধেয়
কাম—১২৪ কাজ
কামানন্দেব—৩৭ কামদেব
কালরাঅ—২২৭ মৃত্যুকালীন শেষ শব্দ
কালাই—১৬৮ কলাই (আঃ প্রয়োগ)
কালুয়া—১৮৯ কাল (আঃ প্রয়োগ)
কাষ্ঠ—৬৮, ৮৫ কায়স্থ (?) (লিপিকর-প্রমাদবহ)
কাঢ়—২০৩ কর
কাঢ়িঞা—২০৪ কাড়িয়া
কিখনে—১৭৯, ২২৯ কি কুক্ষণে
কিনারে—২২৮, ২৯৩ ধারে
কিরা—২৭ শপথ
কিসতে—৩১৯ কিসেতে
কুকুড়া—২৫১ মোরগ
কুকুড়াক—১৯৫, ২৫১ মুরগীকে (আঃ প্রয়োগ)
কুখুরা—৭২ মুরগী
কুঙর—৩৫৪, ৩৫৮ কুমার
কুড়িয়া—৮৪. ১০৬ সজ্জিত তৃণ-স্তূপ
কুঢ়াইঞা—২২৪, ২৮৮ কুড়াইয়া
কুথে—১৮ কোঁৎ পাড়িয়া (আঃ প্রয়োগ)
কুন—১৭, ৩৯, ৯০, ৩৬৪ কোন
কুন বুদ্ধে—৩১৭ কোন বুদ্ধিতে
কুন পানি—১২৬ কোন নদী
কেতুকী—২৩ কেতকী
কেবা—৩০০ কে
কেমতে—২৬, ৩৩৪ কিরূপে
কেহু—২৮৫ কেহ
কৈঅ—৩১ কহিও
কৈলে—৩১ করিলে

কোছার—২০৪, ২৪৫ অঞ্চলের (আঃ প্রয়োগ)
কোটরি—২১৭ কৌটা
কোড়ি—১৩০ কড়ি
কোঢ়ি—৬৬ কর্ণফুল; কর্ণালঙ্কার
কৌতরের—২১৭ পায়রার, কবুতরের (আঃ প্রয়োগ)
কৌনে—২৯০ কে
ক্ষিদাএ—১০৪ ক্ষুধায়
ক্ষেমা—১০৪ ক্ষান্ত; বিরতি
ক্ষেমা দেহ—২৭৭ পরিত্যাগ কর
ক্ষেমা মানে—২৭৪ ক্ষান্ত হয়
ক্ষেয়াতি—৩১৭ খ্যাতি

খজুর—১২১ খেজুর
খটা—১৮৭ খোঁটা; কলঙ্ক
খড়ি—১৭৫ কাঠ
খরসান—৩০ ধারাল
খরার—১৯০ গ্রীষ্মের
খলা—৩০০ খোলা (আঃ প্রয়োগ ও উচ্চারণ সূচনা করে)
খাঅ—২৫ খাও
খাইঅ—৯২ খাইও; বধ করিও
খাকার—৭০ কলঙ্ক
খাঙ—১৯০, ১৯১ খাই
খাঞা—১১২, ৩২৭, ১৩৭ খাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
খাটে—২৯৪ পালঙ্কে
খাটেপাটে—২৪০ বিছানাপত্রে (আঃ প্রয়োগ)
খাদ—১৩০ গর্ত্ত
খায়া—৭৮ ৮৪, ৯৭ খাইয়া
খার—১২৪ ছাই
খাড়ু—৭৬ পায়ের অলঙ্কার

খিচিল—২২৬ বানাইল
খিদাএ—২১৫ ক্ষুধায়
খিদায়ে—৩৪৩ ক্ষুধায়
খিধাতুর—৯৩ ক্ষুধাতুর, ক্ষুধার্ত্ত
খির—১২ ৯৫ ক্ষীর, দুগ্ধ
খিরচম্পা—৩৩ ক্ষীরচাঁপা
খুআঞা—২৫১ খাওয়াইয়া (আঃ প্রয়োগ)
খুন—৩০৪ ৩১১ হত্যা
খুয়াঅ—২৯১ খাওয়াও (আঃ প্রয়োগ)
খুয়াঞা—২৯১ খাওয়াইয়া (আঃ প্রয়োগ)
খুয়ায়া—৯২ খাওয়াইয়া (আঃ প্রয়োগ)
খুর—৪৬ ক্ষুর
খুরা—২৯ খুটা
খুরি—২০১ বাটি
খুরির—৬৭ বাটীর
খেদাঅ—২৭১ দূর কর, তাড়াইয়া দাও
খেদায়া—৫৫ তাড়াইয়া (আঃ প্রয়োগ)
খেমা কর—২১৪ ক্ষান্ত হও
খেড়ের—১০৬ খড়ের
খেয়াতি—২৪১, ২৪৬ খ্যাতি

গজমুতি—১৭৯ গজমতি; গজমুক্তা
গজমোতি—৪৯ গজমতি
গড়াঞা যায়—২৮০ সুখ সজ্জায়: শয়ন করিয়া
গঢ়ায়—২৮ গড়ায়
গরাস—২৭২ গ্রাস
গহমা—২২০ গোমা

চাক্কিবলি—২৯৬ চক্রসমন্বিত, গোলাকৃতি
চান্দুয়া—৩৫৭ চাঁদোয়া
চাপাঅ—১২৩ চাপাও
চাপায়া—২৯৩ চাপাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
চাপানেরে—২৬৮ ভারে
চায়্যা—৭৮ চাইয়া (আঃ প্রয়োগ—'চাঞা' পরিবর্তে ব্যবহৃত)
চাহু—৩০৩ চাই
চিআঅ—৯৯ জাগাও
চিতর—১৮৯ চিং (আঃ প্রয়োগ)
চিহ্ন—৩৫ চিহ্ন
চিবাএ—৫৬ ছোবড়ায়
চিরাই—১৫৯ চিরায়ু
চিয়াএ—২১৭ জাগায়
চিহ্ন—৩৪১ চিন
চিহ্নিতে—১৮৭, ২৭৫, ৩২৬ চিনিতে, ঠিক করিতে
চিহ্নিহু—৯৯ চিনিয়াছি
চুপচাপে—১৬৮ নীরবে (আঃ প্রয়োগ)
চুমাইতে ৫৫ বরণ করিতে
চুমাইয়া—৬৯ বরণ করিয়া
চুমাই লেহ—৫৫ বরণ করিয়া লও
চুমায়া—৬৫ বরণ করিয়া
চুম্ব—৩৫০ চুমু, চুম্বন
চুলি—১৪৮ চুল
চেরা—৫৫ ছোবড়া
চৌতরা—৩২০ চারদিক খোলা
চৌদলে—৬৬ পাল্কীতে
চৌরস—২৫৫ চৌকস, মজবুত
চৌরাট—৩৩১, ৩৩২ নৌকার পাটাতন

ছাড়্যা—১৪, ২৭৮ ছাড়িয়া
ছাপান—৯৬ শোষণ
ছাহে—২১২ ছাওনি দেয়
ছায়—১৬ শাবক
ছায়ানি—৬৬ ছাওনি
ছায়াল—১৬০ শিশু
ছাল—১৬৭ চামড়া
ছিটাইল—৬, ৯ ছড়াইল, ছিটাইয়া বুনিল
ছুয়—৩৪ ছুঁইও
ছেয়টা—২৬৯ ছোট বস্ত্র, গামছা হইতে বড় (আঃ প্রঃ)
ছেলি—৩৫৫ ছাগল
ছেল্যাকে—২৮৯, ২৯০ ছেলেকে (আঃ প্রয়োগ)
ছো—৬১ ঘা
ছোয়ায়—৪৮, ২৫১ ছোঁয়ায়
ছোয়াইল—৪৯ ছোঁয়াইল

জঙ্ঘ—১২৭ জঙ্ঘা
জটনা—১১২ জোটক
জাঅ—৩১৫ জা
জাও—৩৫১ জা
জাটি—২২ গ্রন্থী
জড়ায়া—৮২ জড়াইয়া (আঃ প্রয়োগ)
জাত—১৭৭ মজুত
জাতিবে—২৮০ টিপিবে
জাত্যা—৩৪৪ জাতি
জাদ—৩৯ সাজ (আঃ প্রয়োগ)
জান—২৫, ১২৪, ২৫২ জ্ঞান
জাবড় ঘুসুড়া—১৮৪ খড় আবর্জনা
জায়—২৬১ জা (কর্তায় ৭মী—আঃ প্রঃ)
জিআইঞা দেঅ—২৯৫ জিয়াইয়া দাও

তাত — ৪৬ তাহাতে
তামি—১২ তাম্র থালি
তাম্বি—১৭২ তামা
তারাজু—৪৭, ১৩৭ দাড়িপাল্লা
তাল—৩১২ তালি
তিথ — ২৬৫, ৩১১ তীর্থ
তিমিঙ্গিল—২৩৪ তিমি মৎস্য
তিয়াগে—৩০০ তেজে, উত্তেজনায়
তিহড়ি—১৬৭, ২১৬ উনান, চুল্লী
ত্রিপিনির—৩১০ ত্রিবেণীর
তুক্রি—৩০৯ তুই
তুমরা—৩০৯ তোমরা
তুমার—২৫ তোমার (আদ্য 'ও' 'উ'কারে পরিণত—আঃ উচ্চারণ-বিশিষ্টতা)
তুরিত—৯ ত্বরিৎ
তেজ—২২৩ ত্যজ, ত্যাগ কর
তেজিয়া—১০, ৩৪৭ ত্যজিয়া
তেজিল—২৫২ ত্যজিল
তেজিবেক—২৬২ ত্যজিবেক, ত্যাগ করিবে
তেজিলেক—১১২ ত্যজিলেক
তেজে—২৯৪ ত্যজে, ত্যাগ করে
তেমুহা—২২১ তিন মুখ যাহার
তোক—৩৪৫ তোকে
তোমি—২৭৭ তুমি

থিত—২৬৪ পরিচয়
থুইল—১৬, ১৩০ রাখিল
থুএগা—৩১৩ (থুইএগা), রাখিয়া (আঃ প্রয়োগ)
থুবড়—১৫৯ অবিবাহিত বয়স্ক ছেলে (আঃ প্রয়োগ)
থুবুড়া—২৩ বড় চাকা বা ঢিল
থুয়া—১৭ থুইয়া (আঃ প্রয়োগ)
থুল—১৯ থুইল (আঃ প্রয়োগ)
থোরে থোরে—৩২৫ স্তরে স্তরে

দণ্ডনাল — ১৮৪ নালবাঁধা লাঠি
দর্পণি —১৯৪, ২৯৬ দর্পণ
দয়া লাগিল—৩১৩ দয়া হইল
দলা—২৭০ পিণ্ড, গোলা
দলাদলি—১৮৯ চাকা চাকা (আঃ প্রয়োগ)
দাঅ—২৮ দা, কাটারী
দিঘল—২৫৫ } দীর্ঘ, লম্বা
দীঘল—২৪৩ }
দুখাদুখী—২৩৭ দুঃখক্লিষ্ট
দুখিতা—২৮১ দুঃখিতা
দুচারিনী — ২৯ দ্বিচারিণী, মন্দ-কর্ম্মশীলা
দুয়ারিয়া—৩০ দ্বারী
দেই—২০৭ দিয়া
দেখায়া দে—১৮৭ দেখাইয়া দাও
দেখিয়ে—২৭৭ দেখিতেছি
দেও— ২৩৯ দিতেছি, দিব
দেক —৩০২ দাও
দেলেন্ত—৬৯ দিলেন
দেহা—২৩৬ দেহ
দো—১৮ দুই
দোন— ৪৩ দুই (আঃ প্রয়োগ)

ধকুরায়— ১৭১ আঘাত করে
ধনমন্ত—১৭৭ ধনবন্ত, ধনী
ধন্দ—৫১, ২৪৭ ধন্ধ, ধাঁধা
ধন্দা— ৩৩৩ ধাঁধা
ধর্মের পাঅ—৯৩ ধর্ম্মের পাদপদ্ম
ধরহু— ৩৪ ধরি

ধরে ফাট—২৬২ বিদীর্ণ হয়, দ্বিধা-বিভক্ত হয়
ধাউড়াত—২৮৫ দুর্বৃত্ত
ধাকুড়াঞা—২৫৬ চাপড়াইয়া
ধাকুড়ে—২৪৪, ৩৪২ চাপড়ায়, আঘাত করে
ধায়া—৮৫ ধাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
ধারুয়া—২২৯ ঋণী
ধারে—২৮৮ পাশে
ধুইঞা—২৯০, ৩০০ ধুইয়া
ধুঞা—৩০০ ধুইঞা, ধুইয়া
ধুতিত—১৫৭ ধুতিতে
ধুঁয়ার—১৭৬ ধোঁয়ার
ধোকড়ি—২১১ আবর্জনাপূর্ণ ঝুলি

নগরিঞা—১৩১ নগরবাসী (আঃ প্রয়োগে
নপুর—২০, ৩২, ৮৭ নূপুর
নটন—১৫৪ নোটন
নয়ানের—২৮৯ নয়নের
নাঅ—২৮১ নৌকা
না গেলাঙ—১১৯ গেল না
নাঞাগণ—১২৫ মাঝিগণ
না জুয়ায়—৮৪ অনুচিত
না দে—৬৪, ২৩১ দেয় না
নাটুয়া—৬৩ নৃত্যশীল
নাম্বি—২৫৮ নামিয়া
নাম্বিঞা—২৫৮ নামিয়া
নারিকল—১১৬, ১২৪ নারিকেল
না শুনাঙ—১৪১ শুনিলাম না
নাহাঞা—৩১৭ স্নান করাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
নায়—৪২ নাঅ, নৌকা
নিকিড়িয়া—১২৯ নির্ধন
নিছনি—১২০ সৌভাগ্য
নিঞাচলে করি—১১৬ আঁচলে করিয়া লইয়া
নিন্দ—২২৪ নিদ্রা
নিভাইঞা—১১৯ নিভাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
নিমা—১১১ জামা
নিরসান—৭৫ ভোঁতা
নিরাশি—৩৭ হতভাগিনী বা কামময়ী অর্থসূচক
নিরানিক্কটতে—১০৪ বিনা বিয়ে
নির্ঘিন—৫২ খুব ঘৃণ্য (আঃ প্রয়োগ)
নিলজ—২০৩ লজ্জাহীন
নিলাজ—২১৭ নির্লজ্জ
নিশাচর—১৩১ কোটাল
নিশঙ্ক—১৯২ নিঃশঙ্ক
নিসন্ধি—১৭৬ ছিদ্রহীন
নেহত—২৮৫ লও
নেহ নেহ—১৫২ ২৮৫, নাও নাও
নোন—১২৪ লবণ
নৌকার মেলা—২৭৬ নৌকাসকল (আঃ প্রয়োগ)
নৌতন—১৫৭, ২০০ নূতন
নোতুন—১৮৬ নূতন
নৃত্তকী—২১১ নর্ত্তকী

পক্ষ—৬ পক্ষী
পক্ষক—২৫১ পক্ষীকে
পছিয়ার—৪৫ পশ্চিমা
পছিয়া বাতাসে—৮২ গরম হাওয়ায়
পজ্যারের—১৪৭ জুতার
পঠাঅ—১৪০ পাঠাও
পঠাবে—১৪০ পাঠাবে

পড়িঞা—২৮৩ পড়িয়া, অবস্থান করিয়া
পঢ়য়ে—১০২ পাঠ করে, উচ্চারণ করে
পঢ়ে—১৪, ১৮১ পড়ে
পঢ়েন—৫৭ পড়েন
পতিআব—২৮৪ প্রত্যয় করাইব
পতিয়াই—১০৫—প্রত্যয় করি, বিশ্বাস করি
পতিয়াব—৭৯ প্রত্যয় করাইব
পতিয়ায়—৯২ প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে
পদমকুমারী—১০০ পদ্মকুমারী
পন্‌তা—৩৪০ পান্তা (আঃ প্রয়োগ)
পন্থে—৩৩৬ পরিধান করে
পয়ান—২১, ২৯ প্রয়াণ
পরতে—১৬৫ পরেতে
পরকার—৮৭, ২৪০ প্রকার
পরচার—৮৭ প্রচার
পরদল—১৮২ প্রদল, দলবল
পরবাস—৩৪১ প্রবাস
পরমান্ন—২০২ পায়েস
পরসাদ—২২৭ প্রসাদ
পরাজিতা—২৩ অপরাজিতা
পলাঅ—১৮৩ পালাও
পলায়—১১ পলায়ন করে
পলায়া—১৮৩ পলায়ন করিয়া (আঃ প্রয়োগ)
পসর—২০৫ প্রস্থ
পসারিয়া—৩৮ প্রসারিয়া, বাড়াইয়া
পন্থ—৩৪১ পরিধান কর
পন্থায়—২০, ২৭ পরায়
পন্থিবেক—২৮৪ পরিধান করিবে
পঢ়ে—১৫৯ পড়ে
পাও—৭৯ পা
পাকায়া—৭২, ৮৮ পাকাইয়া, ছুঁড়িয়া (আঃ প্রয়োগ)
পাখালিয়া—৭৯ ধুইয়া
পাগ—৬২, ১১৫ পাগড়ী
পাগুড়ি—৬০, ১৩৯ পাগড়ী
পাঙ—১৬১, ১৯০, ২৬৭ পাই
পাছু—১৩০ পিছু, পশ্চাৎ
পাঞা—১১১, ২৬৭, ২৮৪ পাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
পাঞাছিলাঙ—১৩৭ পাইয়াছিলাম (আঃ প্রয়োগ)
পাঞ্চালি—১৪২ পাঁচালি
পাঞ্জি—১২২ পঞ্জিকা
পাট—২৩ বার
পাত—১২৩ পাতা
পাতল—৫৫ হাল্কা
পাতল—১৮৩ সঙ্কুচিত, ভীত
পাতি—২৯ পাত, সরু চেপ্টা বাতা
পাতিল—২১৭ হাঁড়ি
পামু—৩৪২ পাইব
পায়—২১৩, ২৮০ পা
পায়া—১৭, ৩০, ৯৭ পাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
পায়াছি—১৬১ পাইয়াছি
পালান—৩২ গদি
পাল্য—১২৬ পাই[illegible]
পাশমোড়া দিল—২২৬ পাশ ফিরিল
পাষণ্ড পাতিল—১৫৫ কুকার্য্য করিল
পিচাস—৪৬ পিশাচ
পিটায়া—২২১ তাড়াইয়া, দৌড়াইয়া
পিঢ়ি—৮২ পিঁড়ি
পিয়ে—২৪৮ পান করে
পিতলার—৭৬ পিতলের
পিয়াইল—২৯০ পান করাইল

পিইলে—২১১ পান করিলে
পুছি—৯৯ জিজ্ঞাসা করি
পুছিলে—১৫ জিজ্ঞাসা করিল
পুছে—১২৬, ২৯৪ জিজ্ঞাসা করে
পুছেন—৩২৯ জিজ্ঞাসা করেন
পুড়া—১৯০ আঁটি, মড়াই
(আঃ প্রয়োগ)
পুড়ে—৩৪২ পোড়ে
পুণ—১৮৯ পুণ্য
পুন পুন—৩১৩ পুনঃ পুনঃ
পুত—২৩৬ পুত্র
পুয়াতি—১৭, ১৭০ পোয়াতি
পুহায়—২৪১ পোহায়, প্রভাত হয়
পুহাবে—১৬২ পোহাইবে
পুহাল্য—৭৫ পোহাইল
পুরিয়া—১০৩ পূর্ণ করিয়া
পূরে—৬৮ পূর্ণ হয়
পেথন—৭২ পেথম
পেটারি—২৯৬ বাক্স
পৈল—৭৭ পড়িল
পো—৬১ পুত্র
পোটলি—৩১০ পুটলি
পোটের মোড়া—২৪১ পাটির মোড়ান অংশে ভিতরে
পোড়ায়্যা—৮৮ পোড়াইয়া (আঃ প্রঃ কোথাও পোড়াঞা, পুড়াঞা)
পোর—২৯ বাঁশের দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ
পোহান—২১৩ পোনা
পোহাল্য—১৪ পোহাইল
প্রচ্ছিন্ন—২৩ পরিচ্ছন্ন (আঃ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য)

ফান্দে—৩৩৩ স্পন্দে, কাঁপে
ফাফর—১৮৪ বিপন্ন
ফফায়্যা—৬১, ৬২ ফোঁপাইয়া
ফায়—১৩৮ ফাও
ফারাক—১৯২ তফাৎ (ফার্সী শব্দ)
ফালায়্যা—৭৫ ছুঁড়িয়া
ফিকা—৩৩৬ রক্তিম
ফিরা—১১৮ ফিরিয়া, আর বার
ফিলখানা—৩২০ হাতিশালা
ফোজ—১৯১ ফৌজ, সৈন্যদল
ফোঁত ফোঁত—৬৪ ফোঁস ফোঁস
ফেলাও—২৮৭ ফেলি, ফেলিব
ফেলায়্যা—১৮২ ফেলাইয়া, ফেলিয়া (আঃ প্রয়োগ)
ফেলাহ—১০৭ ফেলিয়া দাও

বউল—২৩ বকুল
বট—৯৯ হও
বত্তিস—১০ বত্রিশ
বন্দিয়াক—৫১ বন্দীকে
বনসি—২৬৮ বড়শী
বন্ধান—১৯১ বাঁধন, প্রকার
বয়া—১৭, ৮৫ বসিয়া (আঃ প্রয়োগ)
বরাবর—৩৫৯ নিকট
বলান—২২৯ উত্তর
বলিয়া—২৮৯ শব্দ করিয়া
বসন্তবউর—৭২ একরকম পাখী
বসিল দেয়ান—৩৫৩ সভা বা মজলিস বসিল
বস্যা—৩৪০ বসিয়া
বস্থিধর—৮ ?
বহিঞা—২৮৬ বসিয়া
বহিন—২৮৪ বোন

মুটকি—৮৩ ঘুসি
মুন্ডদারি—১৬৭ লজ্জাহীনা
মুশক—৩৫৮ মুষিক
মুষ্টা—১১৭ মুষ্টাঘাত
মূলকন্ধ—২৫০ স্কন্ধমূল
মৃতক—৫ মৃত
মৃত্যাক—২৭৯, ৩১৬ মৃতকে
মেহি—২৪০ সূক্ষ্ম
মৈলে—১২০ মরিলে
মোক—৩০৯ আমাকে
মোকে—৯৯, ১৭১,২৭৭ আমাকে
মোহিনী—১৪১ মোহনা

যাঅ—৩০৪ যাও
যাঙ—৪৭, ২৬৬, ৩১৫ যাইতেছি
যাঞা—২৯২, ৩১৯, ৩২৪ যাইয়া
যাবত—৩২৩ যাবৎ
যায়া—৩৪৩ যাইয়া (আঃ প্রায়োগ)
যায়া থাক—৩৪৩ সরিয়া দাঁড়াও
যুগতি—২৯ যুকতি, যুক্তি
যেখন—৯৫ যখন
যোগ—১১২ সময়
যোগ পাটা—৭ যোগীদের উত্তরীয়

রঙ্গিয়া—৩৪০ আমোদপ্রিয়
রচিলেও—১১২ রচিলেন
রহু—২৮ রহ
রয়া—২৮, ৮৯ রহিয়া
রাইয়গণ—১৬৫ প্রয়োগণ (আঃ প্রয়োগ)
রাহো—১৭৭ সধবা
রায়—১৬ শব্দ
রিন্ধ্র—৪৮ রন্ধ্র
রূপেন—১৮ রোপেন (আঃ প্রয়োগ)

লক্ষে লক্ষে—২৩২
লঞা আসিছি—লইয়া আসিয়াছি
লঞিতে—৩৫৭ লইতে
লড়িদড়ি—২৩২ লাঠি ও দড়ি
লয়া—১৭১ লইয়া (আঃ প্রঃ লইঞাও প্রচলিত)
লাগাঞাছে—৩৫৩ লাগাইয়াছে (আঃ প্রয়োগ)
লাগিঞা—১৪৭ লাগিয়া
লাড়ু—৫৪ নাড়ু
লাড়ুয়া—৯৪ নাড়ু
লাল—১৭৮, ২২৯ লালা
লিকাইয়া—৫৪ ছাড়াইয়া
লুকাঞা—২৯৯ লুকাইয়া
লুকিয়া—৩২ লুকাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
লেখ্যাছেন—৩৩৪ লিখিয়াছেন
লেঙ্গুর—২০ লেজ
লেঞ্জ—১২৬, ১৪৭ লেজ (আঃ প্রয়োগ)
লেহ—১৫০ গ্রহণ কর
লেহ লেহ—১৫২ নাও নাও, পরিধান কর
লৈলাঙ—২৮১ লইলাম
লোটন—২৩৬ নোটন, এস্থলে খোপা (আঃ প্রয়োগ)
লোধালোধা—২২২ মোটামোটা
লোন- ৩৫২ নুন
লোহো—৬০ লোহা

শাগ—২১৫ শাক
শাপ্য—১৭২ অভিশাপ
শুইঞা—২৮০ শয়ন করিয়া
শুকায়া—২৩ শুকাইয়া (আঃ প্রয়োগ)
শুঞা—১০২ শুইয়া (আঃ প্রয়োগ)

শুতাও—১৯০ শুই
শ্রীকাল—৩১৪ শৃগাল

সগুনি—৩১৪ শকুন
সঙ্গিয়া—১৬৪ খেলার সাথী
সজ্জ—১০২ সাজ, শোভা
সড়িল—২৭৩ পচিয়া গেল
সটি—১৩৯ এক প্রকার জামার কাপড়
সটিময়—১৩৯ পোষাকাবৃত
সভাক—২৩২, ২৮৪ সকলকে, সবার, সকলের
সভে—১৩২ সবে, সকলে
সমুখে—১১, ১১৯, ২৯৯ সম্মুখে
সম্পতা—১২০ সম্পত্তি
সম্পাশ—৩০৯ নিকট
সখানী—১৭৮ সখী, সজনী
সরদার—১৫১ সর্দ্দার
সর্ব্বভয়—১২৩ আঞ্চলিক সর্পভীতির আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গতি অনুযায়ী সর্পভয়। লিপিকর-প্রমাদ মনে হয়।
সহড়া—১১৪ ক্ষুদ্র গাছ
সহরিয়া—১৮২ সহরবাসী
সাজিঞাছি—সাজিয়াছি
সাড়ি—২২৬ সাড়া
সাতাই—৩০৬ সংখ্যা
সাধায়া—১৫৬ বাধাইয়া, সম্পন্ন করিয়া
সাপথকার—২৮৪ সাপে-খাওয়ার (আঃ প্রয়োগ)
সাপুড়া—৩০৭ পানের কৌটা (আঃ প্রয়োগ)
সাপুড়াত—২৩২ পানের ডিবাতে (আঃ প্রয়োগ)
সাপুড়ার ভারে—৫৫ পানের বাটার বোঝায়
সাফল—২৯৮ সফল
সাফল্য—২৭৫ সফল
সাবধান—৩৫৬ সমাধান
সামাইল—৬৭ প্রবেশ করিল
সান্তাইল—২২৪ প্রবেশ করিল
সামাও—১৩২ প্রবেশ কর
সামায়—১৮৪ প্রবেশ করে
সামিগ্রি—১২৭ সামগ্রী
সানকি করুয়া—১৩৮, ১৭৮ সরিষার তেলের ভাণ্ড
সান্দায়—৬৯ প্রবেশ করে
সান্দায়া—১০৪ প্রবেশ করিয়া
সান্ধায়—১৮ প্রবেশ করে
সান্ধ্যায়াছে—১৪৯ প্রবেশ করিয়াছে
সিএ—১৩৯ সেলাই করিয়া
সিঞা—৩১১ সেলাই করিয়া
সিদ্ধ—৫০ সিদ্ধির
সিদ্ধি—৩০৩ সিদ্ধ
সিন্দ—২২৪ সিঁদ
সিন্ধু গোটা—৮৯ সমস্ত সাগর
সিজাইবে—১৬৮ সিদ্ধ করিবে
সিজায়া—১৭৫, ১৭৬ সিজাইয়া, সিদ্ধ করিয়া (আঃ প্রয়োগ)
সিজাহ—১৭৫ ফুটাও, গলাও
সিয়া—২০৮, ৩৪৯ আসিয়া
সিয়াই—৩৪৫ সেলাই করিয়া
সুজান—৩৭ দক্ষ
সুতাহার—১৮২ সূত্রধর, ছুতার
সুধাথান—৩৩১ একমাত্র (?)
সুয়া—৪৫, ১২৪ শুভ চিহ্ন
সুতে—২৬৮ সুতা দ্বারা
সেক করিয়া—১৪৭ ?
সৈন্যসার—১৮১ সেনাপতি
সোনার খোপা—৬৬ খোপাতে

স্বর্ণালঙ্কার সন্নিবেশ
সোবর্ণের—১০ সুবর্ণের
সৌল—৩৮ সউল>সকল
সউলে শিকড়—২১৬ সৌল শিথর,
সোল মাছের মুড়া
স্বর—৬৯ নিশ্বাস
স্বামী করি—৩১৪ স্বামীজ্ঞানে
স্বরিঞা—২৫৬ প্রণাম করিয়া

হঙ—২২৭ হও
হইলাঙ—১০৫ হইয়াছি
হঙ—১০৫ হই
হঞাছি—২৯৫ হইয়াছি
হজুর—৩৯ হুজুর
হনে—২৪৬ হইতে (আঃ প্রয়োগ
হত্তকি—৬৭ হর্তুকী, হরিতুকী
হরিলে—২৯৮ অভিগমন করিলে
হারি—১০ শ্রম
হাল—৯৮ অবস্থা
হাটিয়া—১৩০ দোকানদার
হাতত—২৮১ হাতে
হাপুত্রির—১৫০ সন্তানহীনার
হারাইলাঙ—৩১১ হারাইয়াছি
হুলস্থূল—৮৯ বিক্ষুব্ধ, তরঙ্গসঙ্কুল
হৈঞা—২৭৮, ২৮৪ হইয়া
হৈঞাছে—৩৪৭ হইয়াছে
হোড়া—১৭২ গণৎকারিণী